কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
(Agriculture : In the Perspective of the Holy Quran & the Context of Bangladesh)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞা
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অনারারি অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
(Agriculture : In the Perspective of the Holy Quran & the Context of Bangladesh)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞা
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অনারারি অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০১৪

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই মৌলিক গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে, ইতিপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

(মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞা)

তারিখ, ঢাকা — পিএইচ.ডি গবেষক

০১ জুন ২০১৪ — রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

প্রফেসর ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পরিচালক (প্রাক্তন)
ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র
২০১৮, কলা ভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৬১২৯৯২ (বাসা)

PROF. DR. A. B. M. HABIBUR RAHMAN CHOWDHURY
Ex. Director
DR. SERAJUL HAQUE CENTRE FOR
ISLAMIC RESEARCH
House No.-59, Flat No.- 2B
Dhanmondi, Road No.- 3/A
Dhaka – 1209
Phone : 8612992 (Res.)

সূত্র নং.. Date ....

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞা, পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে লিখিত হয়েছে;

২. এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞার নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম;

৩. এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম;

৪. আমার জানামতে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। গবেষণা কর্মটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। আমি আদ্যোপান্ত এই অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অনারারি অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

‘আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবি বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا	অ	ع	‘
ب	ব	غ	গ
ت	ত	ف	ফ
ث	স/ছ	ق	ক.
ج	জ	ك	ক
ح	হ.	ل	ল
خ	খ	م	ম
د	দ	ن	ন
ذ	য	و	ও/ব
ر	র	ه	হ
ز	য	ء	’
س	স	ى	য়
ش	শ	َ	আ / া
ص	স.	ِ	ই / ি
ض	দ/য	ُ	উ / ু
ط	ত.	^	হস্ চিহ্ন
ظ	য	ّ	দ্বিত্ব বর্ণ /উচ্চারণ (প্রথম বর্ণ হস্‌যুক্ত)

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, مؤمن = মু’মিন।

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تعالى = তা‘আলা, نعمت = নি‘আমত প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	:	অনুবাদ
সম্পা.	:	সম্পাদনা
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
১১তম	:	একাদশ
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
খ.	:	খণ্ড
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
স	:	সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ	:	'আলাইহিস সালাম
রা	:	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু/'আনহা
র	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
মাও.	:	মাওলানা
হি.	:	হিজরি
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি/ Doctor of Philosophy)
ডা.	:	ডাক্তার (Physician)
মোঃ/মো.	:	মোহাম্মদ
মু.	:	মুহাম্মদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি পরম দয়ালু ও দয়াময় মহান আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি যিনি আমাকে **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামের উপর পিএইচ.ডি গবেষণা করার সুযোগ দান করেছেন। কেননা মহান আলণ্ঢাহ্ আমাকে তৌফিক না দিলে আমি কখনোই এ ধরনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা করার সুযোগ পেতাম না। সেসাথে আমি অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি, যার উপর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব 'আল-কুরআন' অবতীর্ণ করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক বিভাগীয় অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী স্যারকে; যার নিবিড় তত্ত্বাবধান, বিদগ্ধ দিকনির্দেশনা, মূল্যবান ও গঠনমূলক পরামর্শ, প্রাজ্ঞতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা আমাকে উক্ত পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে। কেননা তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা, উদারতা ও যথার্থ দিকনির্দেশনা না পেলে আমি এ গবেষণা কর্মটি কখনোই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারতাম না। এমনকি তিনি নানা রকম ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে গবেষণা কর্মে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারকে, যার সময়োচিত দিকনির্দেশনা, যথার্থ ও গঠনমূলক পরামর্শ এবং উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা আমাকে উক্ত পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বিভাগীয় সকল সম্মানিত শিক্ষককে, যাদের আন্তরিক ভালোবাসা, তাৎক্ষণিক ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা আমাকে উক্ত গবেষণা কর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারকে। কেননা তিনি আমাকে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার সময় গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতাকে; যার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, শিক্ষানুরাগী মনোভাব, যথাযথ তদারকি ও সহযোগিতা আমার উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম ও সহজ করে দিয়েছে। ফলে আমি মহান আলণ্ঢাহ্র দয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় সহধর্মিণীর প্রতি। কেননা তার নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে উক্ত গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে দারুণভাবে সহায়তা করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি, যারা নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে উক্ত গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরিচিত সুধীজন, গুণীজন, শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি, যারা উদারভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে উক্ত পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আদরের দুই কন্যা সন্তান ও এক মাত্র পুত্র সন্তানের প্রতি। কেননা তারা আমার কাছ থেকে তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অধিকার তথা ভালোবাসা ও আদর পাওয়ার সময়টুকু থেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাকে এ গবেষণা কর্মে সম্পৃক্ত থাকতে সহযোগিতা করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগীয় ও এতদ্সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি, যাদের সহানুভূতিশীল আচরণ আমাকে গবেষণা কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছে।

আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার এই পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি একটি গবেষণাধর্মী পুস্তক আকারে প্রকাশ করার সুযোগ দান করেন। কেননা এ ধরনের একটি অভিসন্দর্ভ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলে তা কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, কৃষিজীবীগোষ্ঠী ও কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষসহ সর্বস্তরের পাঠকের জন্য কৃষি ও আল-কুরআন সম্পর্কে সমন্বিত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করি। অর্থাৎ, আল-কুরআনে বর্ণিত সার্বিক কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করার মাধ্যমে একদিকে যেমন ঈমানকে সুদৃঢ় করার সুযোগ রয়েছে অন্যদিকে এ থেকে কৃষিকাজের প্রেরণা লাভ করে কৃষিজ উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করারও সম্ভবনা রয়েছে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন সকল কল্যাণকর প্রয়াস কবুল করেন। আমিন ।

মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ ভূঁঞা
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	**১-২২**
	পটভূমি	২-৫
	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫-৬
	পরিধি, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা	৬-১৫
	গবেষণা পদ্ধতি	১৫-১৬
	তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা	১৬-২০
	সময় সীমা/ সময় পরিধি	২০
	সময় বিভাজন	২০-২১
	অভিসন্দর্ভ-এর গঠন কাঠামো	২১-২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা	**২৩-১১৭**
	উদ্ভিদ ও ফসলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২৪-৩২
	আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা	৩৩-১১২
	আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমুহের তাৎপর্য	১১৩-১১৭
তৃতীয় অধ্যায়	আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা	**১১৮-১৩৭**
	মৎস্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১১৯-১২০
	আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা	১২১-১৩৪
	আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য	১৩৫-১৩৭

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
চতুর্থ অধ্যায়	আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা	**১৩৮-২০৯**
	পশু-পাখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৩৯-১৪২
	আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা	১৪৩-২০৪
	আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য	২০৫-২০৯
পঞ্চম অধ্যায়	আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা	**২১০-২৭৭**
	পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২১১-২২৭
	আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা	২২৮-২৭২
	আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য	২৭৩-২৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ প্রসঙ্গে আলোচনা	**২৭৮-২৮৮**
সপ্তম অধ্যায়	অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার	**২৮৯-৩০৪**
	অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ	২৯০-২৯৫
	সুপারিশমালা	২৯৬-৩০২
	উপসংহার	৩০৩-৩০৪
	গ্রন্থপঞ্জি	**৩০৫-৩১১**

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

- ♦ পটভূমি
- ♦ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ♦ পরিধি, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা
- ♦ গবেষণা পদ্ধতি
- ♦ তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা
- ♦ সময় সীমা/সময় পরিধি
- ♦ সময় বিভাজন
- ♦ অভিসন্দর্ভ-এর গঠন কাঠামো

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

পটভূমি

আল-কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য সার্বিক দিকনির্দেশনা সম্বলিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ধারণা ও নির্দেশনা রয়েছে। আল-কুরআন পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভুল উৎস। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে আল-কুরআনে অর্থবহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। এতে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। উলেণ্ঢখ্য, বিজ্ঞান মানব জীবনের একটি গুর“ত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সাথে মানবজাতির বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তাই স্বাভাবিকভাবে এটা প্রত্যাশা করা হয়, আল-কুরআনের পথনির্দেশনা বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোতেও পরিব্যাপ্ত হবে। আর পবিত্র কুরআনে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে আল-কুরআন কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; কাজেই বিজ্ঞানের সকল সূত্র বা নীতি এতে সন্নিবিষ্ট থাকবে এমন আশা করা ঠিক নয়। আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া নয় ; বরং নির্ভুল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা ও হিদায়াত দিতে চেয়েছেন। সুতরাং আল-কুরআন গবেষণার মাধ্যমে মানুষকে সে শিক্ষা ও হিদায়াত অর্জন করতে হবে। তবে প্রকৃত ঘটনা ও বিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের রয়েছে নিজস্ব অনুপম দৃষ্টিভঙ্গি। আর এটি বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহের মূল প্রতিপাদ্য তুলে ধরে।

মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি, এর ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন যেন মানুষ বিজ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং জীবনের রহস্য উম্মোচন করতে পারে। আলণ্ঢাহ্র মহত্ত্বের উপলব্ধি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মানুষ যাকে সৃষ্টিজগৎ বলে থাকে, তা আলণ্ঢাহ্রই পবিত্র সত্তার সাক্ষ্য বা নিদর্শন বহন করে। আর বিজ্ঞান মানুষকে আলণ্ঢাহ্র সেই নিদর্শন বা নিদর্শনাদিকে বুঝতে সাহায্য করে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকৃতি রাজ্যে যে দক্ষ কুশলতা রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণে কুরআনের নিজস্ব একটা ভঙ্গিমা আছে এবং এ ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণীতে কুরআন সর্বাধিক এবং সর্বপ্রথম গুর“ত্ব আরোপ করেছে জ্ঞান আহরণ ও চিন্তা-গবেষণার উপর। কেননা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই মহান আলণ্ঢাহ্র নিদর্শনাদি

সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ঘটনাক্রমে পবিত্র কুরআনে নিদর্শন হিসেবে উলিণ্ঢখিত অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতির; যে কারণে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এলম বা জ্ঞান অন্য কোনোভাবে বিশেষিত না হলে তা বিজ্ঞানেরই প্রতীক। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমগণ আল-কুরআন থেকে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণের উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা লাভ করতেন। কেননা জ্ঞানকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ অর্থেই নিতেন। তাই এলমে দীনের সাথে এলমে দুনিয়া তাঁরা সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করতেন। উলেণ্ঢখ্য, চারিত্রিক পবিত্রতা ও জ্ঞানানুসন্ধানের কারণেই মুসলিমগণ ক্ষমতা ও সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন; এর ফলে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্য শাসন করেন। তবে এ গৌরব পরবর্তীকালে নানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তবে মুসলিম সভ্যতা থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, তা হলো, সাধারণভাবে জ্ঞান এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অবশ্যই ধর্মীয়জ্ঞানের সাথে যুগপৎভাবে চর্চা করতে হবে।

বস্তুত, কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিজ্ঞান অন্যান্য মানবিক তৎপরতার মতই ধর্ম ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দেয় কিভাবে প্রকৃতি কাজ করে এবং এ শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে সহায়তা করে, তেমনি আলণ্ঢাহ্‌র দীন তথা ইসলাম শিক্ষা দেয় সে সকল মূল্যবোধ যা মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে চর্চা করতে বলেন যাতে জীবনের মূল্যবোধ ও উপযোগিতার দিকগুলোতে এসবের সমন্বয় ঘটানো যায়। কাজেই ইসলাম ও জীবনের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে ইসলাম ও বিজ্ঞান উভয় জ্ঞানই আবশ্যক। বিজ্ঞান বস্তুগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়; ইসলাম সে জ্ঞানকে ব্যবহারের মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। কুরআন মানুষকে আহবান জানায় সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আর বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বুঝার মত ভাষা দান করে। ফলে সৃষ্টিই স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে কাজ করে।

কাজেই বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কোন বিরোধ নেই, বরং ইসলাম ও বিজ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞান মানুষকে স্রষ্টার পবিত্র সত্তা ও তাঁর অসীম গুণাবলীর উপর ঈমান আনয়নে সহায়তা করে, তাঁর আনুগত্য প্রকাশে উৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান ও কুরআনের সমন্বিত জ্ঞান আল-কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। তবে প্রকৃত সত্য এই, অধিকাংশ ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিমগণেরই বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় বা সূত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁরা আল-কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতসমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের আয়াতসমূহ সঠিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বিশেণ্টষণ করে মানুষের মাঝে উপস্থাপন করতে অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম হন না। অপরদিকে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী বা জ্ঞানী তাঁদের অধিকাংশেরই আল-কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কিংবা কুরআন অধ্যয়ন না করার কারণে আল-কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা ও ইঙ্গিত সম্পর্কে তাঁদের অজানাই থেকে যায়। কাজেই কুরআনের মূল্যবোধ অনুযায়ী বিজ্ঞান চর্চা করলে তা আলণ্টাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিজ্ঞানময় কুরআন ও বিজ্ঞানময় প্রকৃতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার পথকে সুগম করবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে বুঝা এবং তা মানুষের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিজ্ঞান মূলত মানবীয় তৎপরতা ও মানবজাতির অগ্রগতির জন্য আলণ্টাহ্ প্রদত্ত একটি বিশেষ জ্ঞান। অনুসন্ধানে দেখা যায়, পবিত্র কুরআনে প্রায় সর্বত্রই জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত কলা-কৌশল, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতির পরিবর্তন-বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। অথচ না জানার কারণে অনেকেই বিজ্ঞানকে ধর্মীয় বিষয়ের অঙ্গীভূত বলে মনে করতে পারেন না। আলণ্টাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১] আরো এরশাদ হচ্ছে, 'এটি (আল-কুরআন) পরিপূর্ণ জ্ঞান।'[২] তাই আল-কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতসমূহকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার বিজ্ঞার শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনের আদর্শকে সুরক্ষা করারও দরকার রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, আলণ্টাহ্ তা'আলার পরিচয় ও তাঁর সৃষ্টি রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাস ও কৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে মানুষ ততই আলণ্টাহ্র প্রেরিত সত্য দীন সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আর বর্তমান সময়কে বলা হয় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগ। সুতরাং বিজ্ঞানকে জানা মানে আলণ্টাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানা, আলণ্টাহ্র সৃষ্টি রহস্যের সাথে পরিচিত হওয়া, আলণ্টাহ্র দেয়া বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি ও মানবতার কল্যাণ সাধন করা। বিশেষ করে এ যুগের তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবহে বেড়ে উঠছে। তারা যদি জানতে পারে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আলণ্টাহ্র এক বিস্ময়কর নি'আমত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্ত ও পরিপূর্ণ ভাণ্ডার, তাহলে তারাই সর্বাগ্রে আঁকড়ে ধরবে এই আসমানি কিতাবকে এবং এর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে তাদের মেধা ও মনন। মহান আলণ্টাহ্ বলেন, 'তোমরা সকলে আলণ্টাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না'[৩]

---
১. আল-কুরআন, ৩৯ : ২৭

২. আল-কুরআন, ৫৪ ; ৫

৩. আল-কুরআন, ৩ : ১০৩

এখানে আলণ্ঢাহ্র রজ্জু বলতে কুরআন ও ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।[৪] এজন্য এ যুগের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেশাগত জীবন গড়তে আগ্রহী তাদের অবশ্যই জানতে হবে, পবিত্র কুরআন আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। উলেণ্ঢখ্য, বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের একটি প্রায়োগিক শাখা হলো কৃষি। এটি বিজ্ঞানের বহু শাখার সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত ও উৎপাদনমুখী প্রায়োগিক বিজ্ঞান। এই কৃষি বিষয়েও আল-কুরআনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পাঠ করলে এবং এগুলো বিশেণ্ঢষণ করলে মনে হয়, মহান আলণ্ঢাহ্ এসব আয়াত কৃষক, কৃষিজীবীগোষ্ঠী ও কৃষিজনপদকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ করেছেন এবং এসব আয়াতের মাধ্যমে কৃষির গুরুত্ব অনায়াসে ফুটে উঠেছে। জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের ন্যায় কৃষি সম্পর্কে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য এতে সন্নিবেশিত রয়েছে, তা অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারলে নিঃসন্দেহে কৃষির উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে; যা একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এজন্য **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং গবেষণার মাধ্যমে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ খুঁজে বের করে তা কৃষি উন্নয়নের জন্য মানুষকে সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর সুযোগ রয়েছে। এতে মানুষের মাঝে কৃষিকাজের উৎসাহ বাড়বে। ফলে কৃষিখাতে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বিশেষ করে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আলণ্ঢাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত, তাঁর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে সপ্রমাণ করা। সে সাথে পরকালের অবশ্যম্ভাবিতাকে সুনিশ্চিতভাবে বুঝানো এবং আলণ্ঢাহ্র নি'আমতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য মানুষকে আহবান করা। এই মূল উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে চিহ্নিত করে সংগৃহীত করা।

২. সংগৃহীত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে বিশেণ্ঢষণ করা যেন আয়াতসমূহের যথাযথ তাৎপর্য মানুষ অনুধাবন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৯৫, টীকা নম্বর- ২২৬

৩. কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মর্মকথা উপলব্ধি করে মানুষকে ঈমান ও ইসলামের পথে আহবান করা এবং মুসলিমগণের ঈমানকে সুদৃঢ় করা।

৪. আল-কুরআনের আলোকে কৃষি শিক্ষাকে উৎসাহিত করা।

৫. কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে প্রেরণা অনুসরণ করে বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা যেন কৃষির সামগ্রিক উৎপাদন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৬. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে কৃষি সম্পর্কে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত গবেষণা কর্ম উপস্থাপন করা।

পরিধি, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

মানুষের বেঁচে থাকা তথা মানব অস্তিত্বের সাথে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা যায়, মানব সভ্যতার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর। কেননা এটি শিল্পের মূল, সভ্যতার মূল, সংস্কৃতির মূল। সাধারণভাবে চাষাবাদ বা কৃষিকাজ ব্যতিরেকে খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আর খাদ্য ছাড়া মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিকুল বেঁচে থাকতে পারে না। এটাই মহান আল্লাহ্‌র বিধান, যার পরিবর্তন হয় না। তাই খাদ্য উৎপাদনের ব্যবহারিক কর্মতৎপরতা হিসেবে কৃষি মানব জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে অপরিসীম অবদান রাখছে। বস্তুত, কৃষির উন্নতি মানে সমগ্র মানব জাতির উন্নতি। আর মানুষের মৌলিক চাহিদা যথা- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ, শিক্ষার সামগ্রী প্রভৃতি আসে কৃষিখাত থেকে। কাজেই এ খাতের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনসহ মানুষের নৈতিকতার উন্মেষ ঘটে। অর্থাৎ কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আদিকাল থেকে স্বীকৃত, কোন মানব সন্তান ২৪ ঘণ্টা খাদ্য না পেলে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করবে, ৪৮ ঘণ্টা খাবার হতে বঞ্চিত থাকলে চুরি করতে দ্বিধাবোধ করবে না এবং ৭২ ঘণ্টা খাদ্য না পেলে রীতিমত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোষণা করবে। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ অশান্তি ও বিদ্রোহের মূল কারণ হল অভাব-অনটন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। কেননা হাদীসে এ কথা উল্লেখ আছে, অভাব মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে। তাই ইসলামে কুফরি, অভাব-অনটন ও উপবাস থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে। শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই নয়, মানুষকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে এবং দীনের পথে সুদৃঢ় রাখার জন্য কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিকাজ আদিকাল থেকে চালু রয়েছে এবং যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ করতে হবে; এজন্য তাকে কিয়ামতের মহা প্রলয়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃষিকাজ তথা চাষাবাদ চালিয়ে যেতে হবে। আর বিশ্বের জনসংখ্যা দিনদিন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। সাথে সাথে বাড়ছে তাদের খাদ্য-পুষ্টি, কাপড়-চোপড়, বাসস্থান, ঔষধ-পথ্য ও শিক্ষা সামগ্রীর চাহিদা। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের বৃদ্ধির হার তাল মিলাতে পারছে না। এজন্য সারা বিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার মাধ্যমে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল উদ্ভাবনের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সকল মৌলিক চাহিদার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

একমাত্র উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অবলম্বন করে উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশের জাতীয় আয়-ব্যয়, বাজেট, উন্নয়ননীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে কৃষি উৎপাদনের উপর। সমাজের বৃহৎ অংশ- যারা পেশাগত দিক দিয়ে কৃষির উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, তাদের প্রত্যেকের জীবিকা নির্বাহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমষ্টিগতভাবে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে। তাই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নতি কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই কৃষির উন্নতি করা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে এবং সে সাথে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়। এতে দীনের প্রতি , সত্য ও ন্যায়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। অপরপক্ষে উৎপাদন না বাড়লে সরবরাহ বাড়বে না এবং চাহিদাও পূরণ হবে না। ফলে দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন, অশান্তি, অন্যায়-অবিচার, চুরি-ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, হতাশা ও মাদকাসক্তি ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার উন্নয়নকল্পে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়, জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি হচ্ছে গাছের ন্যায়। কৃষি তার মূল; শিল্প তার শাখা এবং বাণিজ্য তার পাতা। মূলে কোন ক্ষত দেখা দিলে তা সমগ্র গাছটিকে ধবংস করে দেয়। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জন্য এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি কৃষির সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কেননা কৃষিখাতের অবনতি জাতীয় অর্থনীতি ও

সামাজিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মের‍ুদণ্ডকে সোজা রাখার জন্য এবং

৭

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মতৎপরতার কোন বিকল্প নেই।

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষ ও পশু-পাখি সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার যাবতীয় উপায়-উপকরণও মজুদ রেখেছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণি নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আলণ্ঢাহ্ গ্রহণ করেননি।'[৫] সে বিবেচনায় আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গুর‍ুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামের যথার্থতা, বিশেষত এক আলণ্ঢাহ্র চির বিদ্যমান অস্তিত্ব এবং তাঁরই সর্বময় সার্বভৌম মহিমার দলিল-প্রমাণ হিসেবে এবং আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতা বিশেণ্ঢষণ করার জন্য আল-কুরআনে যে সকল দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে; তন্মধ্যে উদ্ভিদ, ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি, বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও উদ্যান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সবিশেষ গুর‍ুত্ব বহন করে।

বীজের অঙ্কুরোদ্গম, বৃষ্টির পানির পরশে শুকনো মাটি হতে ফসল ও নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন হওয়া, আবার ঐ সকল কৃষিজবর্জ্য পচে মাটিতে পরিণত হওয়া, মানুষ, পশু-পাখি, ও উদ্ভিদরাজির অস্তিত্বের জন্য মেঘমালা হতে পানি বর্ষণ এবং মাটির অভ্যন্তরে তা সংরক্ষণ, মৌমাছির দ্বারা অভিনব পন্থায় মধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চারণভূমিতে পশুপালন এবং তা হতে খাদ্য ও পানীয় তথা দুগ্ধ উৎপাদন, সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি পণ্যের বিপণন ও উশর ইত্যাদি সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। কাজেই পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাদ্য উৎপাদনের প্রবাহকে সচল রাখাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কুরআন ও ইসলামে কী কী নির্দেশনা আছে তার সাথে মানুষের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, আল-কুরআন কৃষিবিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ নয়; বরং মানব অন্তরকে তাওহীদ ও আখিরাতের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত শিক্ষাদানের জন্যই মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অবতারণা করেছেন। সে সাথে বৈচিত্র্যময় এই সৃষ্টি জগতে উৎপাদিত ফল ও ফসল, গবাদিপশু ও পাখি প্রভৃতি দ্বারা মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য কর‍ুক! আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে

আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙ্গুর, শাক-সবজি, যায়তূন, খেজুর বহুবৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, এসব তোমাদের এবং তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।'[৬]

৫. আল-কুরআন, ১১ : ৬

৬. আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২

সুতরাং এসব নি'আমত ভোগ করে মানুষের উচিত আলণ্ডাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। খাদ্য বা রিযিক সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষ আলণ্ডাহ্র কর র্ণার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কেননা যত বড় বিজ্ঞানীই হোক না কেন কারো পক্ষে আজ পর্যন্ত একটা ধান বা গমের দানা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন, 'তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা আহার করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি প্রস্রবণ, যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।'[৭]

কৃষিকাজে পানি অপরিহার্য। তাই বিনামূল্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মহান আলণ্ডাহ্ চাষাবাদের কাজকে সহজ করে দেন। আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিত পরিমাণে অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি; আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।'[৮]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা মানুষ ও প্রাণি সৃষ্টির বহুপূর্বেই জমি হতে রিযিক আহরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহতভাবে সংস্থাপিত করে দিয়েছেন। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে জমির লুক্কায়িত ভা ারে খাদ্যের অনুসন্ধান করতে। এ থেকে বোঝা গেল, মৃত্তিকা কর্ষণ করে মানুষ যেন ফসল ফলানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাজেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অলসতা, অকর্মণ্যতা ও গুর ত্বহীনতার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। বরং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। উলেণ্ডখ্য, মৃত্তিকা কর্ষণ বা চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষ আদিকাল থেকে খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন তথা কৃষিকাজ করত। বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ)-এর সময় থেকে ওহীলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কৃষিকাজের সূচনা হয়।[৯] আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এই 'আধুনিক কৃষি' সৃষ্টি হয়েছে।

জমি অনাবাদি রাখার কিংবা পতিত রাখার কোন নির্দেশনা ইসলামে নেই। বরং জমিতে ফসল উৎপাদন

৭. আল-কুরআন, ৩৬ : ৩৩-৩৬

৮. আল-কুরআন, ২৩ : ১৮-১৯

৯. ড. তোফাজ্জল হোসেন খান ও ড. সিরাজুল হক, কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান অধ্যায়, *ছোটদের বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), খ. ২, পৃ. ৪৩৯

করে ফসলের নির্ধারিত উশর প্রদানের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। মানুষ ইসলামের সে কল্যাণকর ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনাকে প্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অধিক ফসল উৎপাদন করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী মানব সমাজ গড়ে তুলতে পারে। তাই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা বলয় বিনির্মাণে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের কোথায়ও যাতে অনাবাদি জমি পড়ে না থাকে সে জন্য রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সমস্ত অনাবাদি জমি আবাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুলণ্ডাহ্ (সা) বলেন, ‘যার কাছে জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে। যদি সে নিজে তা না করে তবে যেন তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দিয়ে দেয়।’[১০] অন্য হাদীসে আছে, ‘মুফতে (বিনা প্রতিদানে) জমি চাষাবাদ করতে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।’[১১]

ইসলাম কৃষি পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই অপরিণত ফল ও শস্য সংগ্রহ বা কর্তন করা এমনকি এগুলো কেনাবেচা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বলেন, ‘আঙ্গুর না পাকা পর্যন্ত এবং খাদ্যশস্য শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।’[১২] এছাড়া হযরত আবদুলণ্ডাহ্ (রা) হতে বর্ণিত আছে, ‘রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) ফলে পরিপক্কতা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।’[১৩] তাছাড়া কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সময় প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ ও ঘৃণ্য অপরাধ। একবার রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) এক স্তূপ খাদ্য শস্যের নিকটে গিয়ে ওর ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এতে তাঁর আঙ্গুল ভিজে গেল। তিনি বললেন, ‘হে শস্যের মালিক এটা কি? সে বলল, ‘এটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে।’ তিনি বললেন, ‘তুমি শস্যের উপরিভাগে এগুলো রাখলে না কেন যাতে লোকে দেখতে পায়? যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়’[১৪]

মৎস্য বা মাছ প্রাণিজ আমিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মানব দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য .

---

১০. ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩), খ. ৪, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, হাদীস নম্বর - ৩৭৭৩

১১. প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর- ৩৮১৪

১২. উদ্ধৃত, কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*(ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০৭), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. উদ্ধৃত, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনে কৃষি 'সেমিনার স্মারক'*(ঢাকা : এগ্রিকালচারিস্টস' ফোরাম অব বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০০১), পৃ. ৩৬

আমিষের প্রয়োজন অপরিহার্য। আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও আহার মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য।'[১৫] অন্যত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন, 'দু'টি সমুদ্র একরূপ নয়- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় অপরটির পানি লোনা ও খর। উভয়টি হতে তোমরা তাজা গোশ্ত (মৎস্য) আহার কর।'[১৬] উলেণ্ঢখ্য, অপরিণত জীবজন্তু ও জাটকা মাছ শিকার করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। সামুদ্রিক মাছ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের নানা রকমের মাছ মানুষের প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে গুর“ত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে সামুদ্রিক মাছে আমিষের পাশাপশি আয়োডিনও পাওয়া যায়।

চতুষ্পদ জন্তু মহান আলণ্ঢাহর এক অপূর্ব নি'আমত। এ থেকে মানুষ নানাবিধ উপকার পেয়ে থাকে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এতে শীতনিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা (কিছু সংখ্যক) হতে তোমরা আহার করে থাক।'[১৭] এ প্রসঙ্গে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন, 'অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।'[১৮] উলেণ্ঢখ্য, জীবিকা নির্বাহ ও ধৈর্য শিক্ষাদানের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পশুপালন পেশার সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এমন কোনো নবী ছিলেন না যিনি বকরি চরাননি। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য হযরত মূসা (আ)-কে নবী শু'আয়ব (আ)-এর বকরির খামারে চাকরি লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এভাবে কৃষি তথা পশুপালনের সাথে তাঁদের জীবন ছিল সম্পৃক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষি থেকে উৎপাদিত খাদ্য সম্ভার খেয়ে মানুষ ও অন্যান্য পশু-পাখি বেঁচে থাকে। আর এটাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলার বিধান বা নিয়ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তাই কৃষির টেকসই উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি একটি গুর“ত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা এবং পূণ্যময় পেশা। পশুদেরকে পরিমিত খাদ্য ও বিশ্রাম দিয়ে কাজে লাগাতে হাদীসে সবিশেষ গুর“ত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন- উটের ব্যাপারে মহানবী (স) বলেছেন, 'তোমরা জমিন

---

১৫. আল-কুরআন, ৫ : ৯৬

১৬. আল-কুরআন, ৩৫ : ১২

১৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৫

১৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬

থেকে তাঁর অংশ দাও।'[১৯] এছাড়া বিরতিহীনভাবে পশুদের পিঠে বসে থাকতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'তোমরা পশুদের পিঠগুলোকে আসন বানিয়ে নিও না।'[২০] অর্থাৎ জীবজন্তুকে কোনোভাবেই কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তাদের উপর যুলুম করা যাবে না। এগুলো আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন এবং মুসলিমদের এবাদত সম্পাদনের অপরিহার্য উপকরণ। কেননা চতুষ্পদ হালাল জন্তু ছাড়া কোনভাবেই কুরবানির মত একটি গুর্ত্বপূর্ণ এবাদত সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গৃহপালিত হালাল পশু-পাখির গোশ্ত মানুষের প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অন্যতম উৎস। এছাড়া আরো নানা কাজে পশু-পাখি মানুষের উপকার সাধন করে থাকে। কাজেই পশু-পাখি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আমি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করবো না যে চতুষ্পদ জন্তুকে ধোঁকা দেয়।'[২১]

মহান আলণ্ঢাহ্ পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদরাজির দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে পৃথিবী নামক গ্রহটি হয়েছে সবুজাবৃত এক গ্রীন হাউস ঘরের সদৃশ। সবুজ উদ্ভিদ পৃথিবীর সকল জীব সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। উদ্ভিদশূন্য পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন কল্পনা করা যায় না। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের কোন বিকল্প নেই। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের বৈচিত্র্যের নিদর্শন স্বরূপ পবিত্র কুরআনে পুনঃপুন গাছপালার কথা উলেণ্ঢখ করেছেন। আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও গাছপালার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও রয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী-পুর্ষ তথা লিঙ্গভেদ রয়েছে তা ইতিপূর্বে বিশ্ববাসীর জানা ছিল না। অথচ পবিত্র কুরআনে উদ্ভিদবৈচিত্র্য তথা হরেক রকমের উদ্ভিদরাজি ও উদ্ভিদের জাতভেদ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।'[২২]

বিশ্বব্যাপী বনজঙ্গল ক্রমান্বয়ে কেটে ফেলায় গাছপালা দ্বারা কার্বনডাই-অক্সাইড শোষণের মাত্রা কমে গেছে। ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়ে চলেছে। সুতরাং বায়ুমন্ডলে

১৯. প্রফেসর ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, 'জীব-জন্তুর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের নির্দেশনা', *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*(ঢাকা : ড. সিরাজুল হক ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ২৫৮

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উৎস হতে সংযোজিত এ বাড়তি কার্বনডাই-অক্সাইড পরিশোষণের প্রাকৃতিক যন্ত্র সবুজ উদ্ভিদ, গাছপালা, বৃক্ষরাজি, বন ও উদ্যানের প্রসার না ঘটালে পৃথিবী মহাদুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাবে। মহান আলণ্ডাহ্ উদ্ভিদ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে সবুজ শ্যামল করে গড়ে তুলেছেন। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন, 'আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আলণ্ডাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী? নিশ্চয়ই আলণ্ডাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।'[২৩] কাজেই কার্বনডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধিজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা জলবায়ুগত পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশ্ববাসীকে পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি তথা সবুজায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। বৃক্ষ, বন ও উদ্যান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর অবদানের কথা উলেণ্ডখ করে আরো বলেন, 'বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।'[২৪]

হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুলণ্ডাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) একদা উম্মু মা'বাদ এর বাগানে প্রবেশ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে উম্মু মা'বাদ! এ গাছ কে লাগিয়েছে? কোন মুসলিম না কোন কাফির?' তিনি জানালেন, মুসলিম। অতঃপর রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বললেন, 'কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায়, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা পাখি ভক্ষণ করে, তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা তার জন্য দান স্বরূপ থাকবে।'[২৫]

হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখনও যদি কারও হাতে কোন চারা থাকে তাহলে সে যেন তা রোপণ করে।'[২৬] অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিয়ামত সংঘটন তথা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তেও যদি একটি গাছের চারা রোপণ করার সুযোগ পায় তবে সে যেন এ সুযোগ হাত ছাড়া না করে। সারকথা এই, মুসলিমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিয়ামত সংঘটন তথা মৃত্যুর আগে হলেও গাছ রোপণ সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করতে। বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি উৎসাহ ইসলাম ছাড়া, আলণ্ডাহ্‌র নবী ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা আদর্শ দিতে পেরেছে বলে জানা নেই।

---

২৩. আল-কুরআন, ২২ : ৬৩

২৪. আল-কুরআন, ২৭ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, মুসাকাত ও মুযারা'আত অধ্যায়, হাদীস নং- ৩৮২৭

২৬. আহমাদ, *বাকী মুসনাদিল মুকাসসিরীন*, হাদীস নং- ১২৫১২

'আদী ইব্নু যাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) মদিনার প্রত্যেক প্রান্তে সীমানা সংরক্ষিত করেছেন যাতে গাছগাছালি কর্তন করা যাবে না, তবে যা উট খায় তা ব্যতীত।[২৭] রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বলেন, 'মদিনা শরীফের গাছপালা কর্তন করা যাবে না। যে ব্যক্তি সেখানে কোন বিপর্যয় ঘটাবে তার উপর আলণ্ডাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাম-লী এবং মানবকুলের পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষিত হবে।'[২৮] হযরত আবু বকর (রা) ফলদায়ক বৃক্ষ কর্তন করা অথবা ধ্বংস করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী মুসলিমগণ এর উপর 'আমল করেছেন।[২৯] রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বিনা কারণে কিংবা বিনা প্রয়োজনে জীবজন্তু হত্যা করতে এবং গাছপালা কাটতে নিষেধ করেছেন। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফারা এ বিধানকে কার্যকর করেছিলেন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবীর অনুসরণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে যায়িদ! ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোন অনিষ্ট করবে না।'[৩০] তাই বলা যায়, প্রকৃতি প্রেমিক ও পরিবেশ বিজ্ঞানী রাসূলুলাহ্ (স) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে এবং মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাছপালার গুর-ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে জারিয়া। অতএব গাছপালা বা সবুজায়নের মাধ্যমে কার্বনডাই-অক্সাইড পরিশোষণসহ অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিমিত ব্যবহারের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে কার্যকর পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। নতুবা এ পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব, বর্ণিত বিষয়াদির আলোকে **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত আয়াতসমূহ মহান আলণ্ডাহ্র সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মহত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-গবেষণার পথকে সুগম করবে। ফলে আলণ্ডাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করে তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর উপর মানুষের ঈমান আনয়ন করা সহজ হবে। সে সাথে ঈমানদারদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হবে

---

২৭. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানে আবূ দাউদ*, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস নং- ১৭৪০

২৮. ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, কিতাবুল-ই'তিসাম বিল- কিতাব ওয়াস-সুন্না, হাদীস নং- ৬৭৬২

২৯. ইমাম তিরমিযী, জামে'আত্ *তিরমিয*, কিতাবুস-সিয়ার, হাদীস নং- ১৪৭২

Dhaka University Institutional Repository

৩০. প্রফেসর ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি কৃষি সম্পর্কিত এই আয়াতসমূহকে প্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়ে মানুষকে কৃষি শিক্ষা ও কৃষিকাজে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বিশেষত কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোচনা ও প্রেরণা কৃষি সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও কৃষি কার্যক্রমে দার“ণভাবে উৎসাহিত করবে। কেননা বাংলাদেশ ধর্মীয় অনুভূতিশীল একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। এদেশের মানুষের রয়েছে ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। সুতরাং মানব জাতির আদিম ও অপরিহার্য পেশা কৃষি বিষয়ে আল-কুরআনের অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ও নির্দেশনা কৃষিকাজে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটবে। সর্বোপরি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। তাই কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট জানার জন্য এ ধরনের একটি মৌলিক গবেষণার যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করে গবেষণা করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো :

১. উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াত;

২. মৎস্য সম্পর্কিত আয়াত;

৩. পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াত;

৪. বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াত।

বর্ণিত বিভাজন অনুযায়ী আয়াতসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য আল-কুরআনের শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা হয়েছে। অতঃপর সংশিণ্টষ্ট আয়াতসমূহের আরবি উদ্ধৃতিসহ বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলা অনুবাদ লেখার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, আল-কুরআনুল করীম (জুন ২০০৭) থেকে অনুবাদ লেখা হয়। উলেণ্টখ্য,

অনুবাদ লেখার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় রূপান্তর করে অনুবাদ লেখা হয়। তাছাড়া আয়াতসমূহের বাংলা অনুবাদ লেখার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, তফসীরে

মা'আরেফুল কুরআন (১৪১৩ হি.) থেকেও সহায়তা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আয়াতসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ লেখার ক্ষেত্রে তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, তাফসীরে মায্হারীসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহর অনূদিত হাদীস গ্রন্থাদি থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসের বর্ণনাও এর সাথে তুলে ধরা হয়। উলেণ্ঢখ্য, কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনায় মহান আলণ্ঢাহ্‌র দর্শন ও উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিশেণ্ঢষণ ও তথ্যাদি এর সাথে সংযোজন করা হয়েছে। এজন্য কখনো কখনো সংশিণ্ঢষ্ট আয়াতের আগে কিংবা পরে অথবা উভয় ক্ষেত্রে এক বা একাধিক আয়াতের উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে। আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ লেখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদি যেমন- কৃষিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের গুর ত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশে কৃষিতে এর প্রেরণামূলক কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সিলেবাস ও কারিকুলাম অধ্যয়ন করে দেখা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বিগত পাঁচ বছরের (২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত) সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বিভাজনের ভিত্তিতে কৃষি খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী কৃষি খাতে সরকারের এডিপি বরাদ্দ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়।

তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত অনুরূপ বিজ্ঞান বিষয়ের উপর আল-কুরআনের প্রেক্ষাপটে কিংবা ইসলামের প্রেক্ষাপটে রচিত ও প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ, বই, জার্নাল, প্রবন্ধ, সেমিনার স্মারক, থিসিস ইত্যাদির উপর নিবিড় অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা করা হয়। সে মোতাবেক আল-কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তথা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থাদির পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, আল-কুরআনে বিজ্ঞান (২০০৭) শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেণ্ঢষণ করা হয়। উক্ত

গবেষণামূলক গ্রন্থে মেঘমালা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের আধুনিক আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা, প্রকৃতিতে বিদ্যমান পানিচক্র, বৃষ্টি বর্ষণ ও মৃত ধরিত্রীকে[১৬] পুনরুজ্জীবিতকরণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, বীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া ও মাটিতে উদ্ভিদ প্রাণসত্তার আগমন, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া, নবী ইউসুফ (আ)-এর সময় খাদ্য শস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার কৌশল, আন'আমের নানাবিধ উপকার, আকাশে বিহঙ্গকুলের উড্ডয়ন পদ্ধতি, সাগরের পানির ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া, মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সাগরের লোনা পানি ও মিঠা পানির মধ্যবর্তী স্তরে আলাদা থাকা, যেসব বস্তু ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং যেসব বস্তু মাটি থেকে বের হয় এবং যেসব বস্তু আকাশ থেকে নেমে আসে- সেসব বস্তু, ফল-ফলাাদির জীবতাত্ত্বিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে উদ্ভিদ ও পশু-পাখির বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছা ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। উক্ত গ্রন্থ থেকে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে যে যে দিকগুলো গবেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে সে দিকগুলোতে সহায়তা নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি গবেষণা কাজে বেশ সহায়ক হয়েছে।

ড. মোশারফ হেসেন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, আল-কুরআনে কৃষি (২০০১) শিরোনামে প্রকাশিত সেমিনার স্মারকে কৃষি সম্পর্কিত অনেকগুলো আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া উক্ত স্মারকে কৃষি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিয়েও আলোচনা করা হয়। এ স্মারক গ্রন্থ থেকে কেবল কৃষি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নেয়া হয়েছে। তবে স্মারক গ্রন্থটি গবেষণা কাজে উৎসাহ যোগায়েছে।

ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, কৃষি ও বনায়ন (২০০৭) শিরোনামে প্রকাশিত বইয়ে 'ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে কৃষি বিষয়ক কয়েকটি আয়াত, ইসলামের আলোকে কৃষি সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও ঘটনা এবং কৃষি বিষয়ক কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া উক্ত গ্রন্থে 'ইসলামের দৃষ্টিতে বনায়ন' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে বৃক্ষ, গাছপালা, বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বইটিতে বর্ণিত বিষয়াদি হতে গবেষণা কর্মে সহায়তা নেয়া হয়েছে। মূলত এ বইটির 'ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি' শিরোনামের অধ্যায়টি পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মে সম্পৃক্ত হতে প্রারম্ভিক উৎসাহ যোগায়েছে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা ও অন্যান্য, উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি (২০০৩) শিরোনামে প্রকাশিত বইয়ে 'ইসলামের দৃষ্টিতে মাছ চাষ' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে মাছ চাষ সম্পর্কিত কুরআনের কয়েকটি আয়াত

এবং মাছে চাষের গুরুত্বসহ মৎস্য বিষয়ক অন্যান্য তথ্যাদি ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বই

থেকেও গবেষণা কর্মে কিছুটা সহায়তা নেয় হয়েছে।

ডা. মোঃ শরাফত আলী ও অন্যান্য, পশু-পাখি পালন (২০০৩) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে পশু-পাখি পালন' শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ে পশু-পাখি সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত, পশু-পাখি বিষয়ক কয়েকটি হাদীস এবং পশু-পাখি পালনের প্রয়োজনীয়তাসহ পশু-পাখি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বই থেকেও গবেষণা কাজে কিছু তথ্যগত সহায়তা ও প্রেরণা পাওয়া গেছে।

মোঃ আজহারুল হক, কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য (২০০৯) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে জীব তথা উদ্ভিদ ও প্রাণির উদ্ভব ও বিকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ, আল্লাহ্র কুদরতি পানিচক্র, বীজের অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, ফল ও ফলের নানা রকম তথ্য, পবিত্র বৃক্ষ- খেজুর গাছ, আঙ্গুর, যায়তূন, যাক্কুম বৃক্ষ, কদলি বৃক্ষ, সরিষা, লাউ, ডালিম, ডুমুর, মসুর ডাল, পিঁয়াজ ও রসুন, আনার, কুল, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের জন্য উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া, কৃষিতত্ত্ব ও উদ্যানবিদ্যা সম্পর্কীয় তথ্যাদি, আগুন ও জ্বালানি তেল উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট বৃক্ষাদি, চিত্তাকর্ষণ, সাজসজ্জা ও ব্যঞ্জনশিল্পের উদ্ভিদ, বৃক্ষ ছায়ার গুণ, উদ্ভিদের লিঙ্গভেদ, পরিবেশ দূষণ, তৃণাদি ও আবর্জনা, মাটির জীবন ও মুত্যু তথা মাটির উর্বরতা ও অনুর্বরতা ইত্যাদি বিষয়ে আল-কুরআনে যেসব বর্ণনা, উপমা-উদাহরণ ও ইঙ্গিত রয়েছে তা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণামূলক গ্রন্থ থেকে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গবেষণা কাজে বেশ সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ড. মোঃ ময়নুল হক, ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২০০৩) শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মাটি, পানি ও পানিচক্র, বায়ু, নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের ভূমিকা ও মানব জীবনে গাছপালার প্রয়োজনীয়তা, উদ্ভিদজগতের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, প্রাণিজগত, পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণ, এসিড বৃষ্টি ও গ্রীন হাউস প্রভাব, বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণ রোধে বৈশ্বিক প্রচেষ্টাসমূহ ও আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এটি মুলত থিসিস, যা পরবর্তীতে গবেষণামূলক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মে এ গ্রন্থটির উলেণ্ডখযোগ্য অবদান রয়েছে।

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, পরিবেশ ও ইসলাম (২০০৭) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে পরিবেশ

পরিচিতি, পরিবেশ দূষণ, ইসলামে বৃক্ষ রোপণের গুর–ত্ব, পাহাড় কাটা, প্রাণি-জীব হত্যা, বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়, পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ গ্রন্থটিও গবেষণা কর্মে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

মাওলানা হোসাইন আহমদ, আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্‌সা (২০০৩) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে গাভী, বানর, আস্ সালওয়া, কাক, চিল, হযরত ইউসুফ (আ) ও বাঘ, আসহাবে কাহাফের কুকুর, বকরী, পিঁপড়া, হুদহুদ পাখি, মাকড়শা, দুম্বা/ভেড়া, আরবি ঘোড়া, গাধা, সিংহ, উট, হস্তী, কবুতর ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বইটি হতে পশু-পাখি সংক্রান্ত কিছু তথ্য গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান (২০১১) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে কুরবানির ইতিবৃত্ত, কুরবানির ফাযায়েল ও মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ গ্রন্থ থেকেও বর্ণিত বিষয়ে কিছু সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (২০০৭) শিরোনামে প্রকাশিত জার্নালে 'জীবজন্তুর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের নির্দেশনা' শীর্ষক প্রবন্ধে জীবজন্তুর গুর–ত্ব ও উপকারিতা এবং ইসলামের আলোকে জীবজন্তুর প্রতি করণীয় সম্পর্কে অনেক গুর–ত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণিত তথ্যাদি গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ (২০১১) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মাশর–মের ঐতিহাসিক গুর–ত্ব ও পুষ্টিগুণ, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে খেজুরের উৎপত্তিস্থল ও পুষ্টিগুণ, মধু ও মধুর নানা গুণ, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মধু পানের গুর–ত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বই হতে গবেষণা কর্মে কিছু তথ্য নেয়া হয়েছে।

প্রফেসর এম. এ. বারী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ছোটদের বিশ্বকোষ (২০০৭) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে 'কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান' শীর্ষক অধ্যায়ে ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিকাজের সূচনা ও ক্রমবিকাশ, 'মৎস্য চাষ' শীর্ষক অধ্যায়ে কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মৎস্য চাষ-এর অবতরণিকা,

'পরিবেশ বিজ্ঞান' শীর্ষক অধ্যায়ে কুরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবেশ দূষণের পটভূমি ও এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বর্ণিত তথ্যাদি গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে।

[১৯]

কৃষিবিদ মুহাম্মদ ফজলুল হক রিকাবদার কর্তৃক সম্পাদিত, চাষি গাইড (২০১০) শিরোনামে প্রকাশিত বইটিতে ইসলামে ভূমিনীতি, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টিতে কৃষি ও কৃষিজ উৎপন্ন ফসলের যাকাত বা উশর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তন্মধ্যে 'রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টিতে কৃষি' শিরোনামে লিখিত বিষয়টি হতে গবেষণা কর্মে কিছু তথ্যগত সহায়তা নেয়া হয়েছে।

এ.বি.এম. শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ইমাম প্রশিক্ষণ সমাপনী স্মরণিকা ৭৮৫ তম দল (২০১৪)-এ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন (শুরু থেকে জানুয়ারি ২০১৪) সংযোজন করা হয়েছে; যা থেকে নিয়মিত ও রিফ্রেসার কোর্স সম্পন্নকারী ইমাম সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে। যা গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ (২০১২) গ্রন্থে বাংলাদেশে কৃষি খাতের সামগ্রিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই উক্ত গ্রন্থ থেকে গবেষণা কর্মে সহায়তা নেয়া হয়েছে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-২০১৪-এ উন্নয়নের চার বছর : স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ-এর উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত বাজেট বক্তৃতার বইতে কৃষি খাতে সরকারের বিগত চার বছরে গৃহীত পদক্ষেপ ও সফলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তাছাড়া উক্ত বাজেট বক্তৃতার বইতে কৃষি খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত) ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি বরাদ্দ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত) সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব তথ্য উপাত্ত গবেষণা কর্মে বেশ সহায়ক হয়েছে।

সময় সীমা/সময় পরিধি : পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর।

সময় বিভাজন

প্রথম বছর : তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনে কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে বর্ণিত শ্রেণি বিভাজন অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয় এবং বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ করা হয় কিনা সে সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় বছর ও তৃতীয় বছর : তথ্য উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ করা হয়। অর্থাৎ শ্রেণি বিভাজন অনুযায়ী প্রাপ্ত আয়াতসমূহের আরবি উদ্ধৃতিসহ বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়। সে সাথে প্রামাণ্য তাফসীর

গ্রন্থাদি, সিহাহ্ সিত্তাহ্র গ্রন্থাদি, আল-কুরআন কিংবা ইসলামের আলোকে রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি, বিজ্ঞান বিষয়ক ও ইসলাম বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন পূর্বক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

চতুর্থ বছর

বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ করা হয় কিনা সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অভিসন্দর্ভের পরিকল্পিত গঠন কাঠামো অনুযায়ী অভিসন্দর্ভ-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

পঞ্চম বছর

খসড়া অভিসন্দর্ভ কম্পিউটারে কম্পোজ করে চূড়ান্ত করা হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃত অধ্যয়নের পর মূল্যায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করা হয়।

অভিসন্দর্ভ-এর গঠন কাঠামো

সামগ্রিক গবেষণা কর্মকে অভিসন্দর্ভ আকারে প্রণয়নের জন্য অভিসন্দর্ভকে সাতটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে; যা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিধি, গুর ত্ব ও যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা, সময় সীমা / সময় পরিধি, সময় বিভাজন ও অভিসন্দর্ভ-এর গঠন কাঠামো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : উদ্ভিদ ও ফসলের গুর ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা, আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমুহের তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : মৎস্যের গুর ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা, আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : পশু-পাখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত

আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা, আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমুহের তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা; আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভ-এর সারসংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার লেখা হয়েছে।

পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জির তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

- ♦ উদ্ভিদ ও ফসলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ♦ আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা
- ♦ আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

উদ্ভিদ ও ফসলের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদ মহান আলণ্ঢাহ্‌র এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাই আলণ্ঢাহ্‌র আদেশক্রমে উদ্ভিদ মানুষকে দেয় ক্ষুধা নিবারণের অন্ন, পরিধানের কাপড়, রোগের পথ্য; দেয় উপকরণ, দেয় নৈসর্গিক পরিবেশ, মুক্ত বায়ু, আবাসযোগ্য পৃথিবী। এরা এমন ছোট হতে পারে যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, আবার এমন বড় হতে পারে যা বট গাছের চেয়েও বিশাল। মহান আলণ্ঢাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সর্বময় সার্বভৌম মহীমার দলিল প্রমাণ হিসেবে এবং আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতা বিশেণ্ঢষণ করার জন্য আল-কুরআনে যে সকল দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে উদ্ভিদ ও ফসল সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশেষ গুরত্ব পেয়েছে। মানব অন্তরকে তাওহীদ ও আখিরাতের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত শিক্ষাদানের জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ আল-কুরআনে প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপমা-উদাহরণ দিয়েছেন। সেই সাথে বৈচিত্র্যময় এ সৃষ্ট জগতের অবিস্মরণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যও মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন। বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তা মহান আলণ্ঢাহ্‌র সর্বত্র ও চিরবিরাজমান সত্তার অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। তাই চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

‘যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র, আপনি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা করুন।’[1] আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ -

‘আকাশম–লী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।’[২]

خلق শব্দের অর্থ নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে- আসমান ও জমিন সৃষ্টির মধ্যে মহান আলণ্ঢাহ্‌র এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ দু’য়ের মধ্যে অবস্থিত আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যম–িত প্রতিটি সৃষ্টবস্তুই

---

১. আল-কুরআন, ৩ : ১৯১

২. আল-কুরআন, ১৫ : ৮৫

সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে[৩] এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হিকমত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরই ইচ্ছায় এ সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। সৃষ্টি জগত এবং এর মধ্যকার প্রতিটি বস্তুর নির্মাণশৈলীর প্রতি নিখুঁত মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে মহান আলণ্ঢাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর মা‘আরিফাত ও স্মরণ মানব অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে নিঃসন্দেহে। ফলে মহান রাব্বুল ‘আলামীনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা অতিশয় সহজ হয়ে উঠে। যে ব্যক্তি আলণ্ঢাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় পিছিয়ে থাকে কিংবা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান বলে পরিগণিত হয় না। অর্থাৎ, ইসলামের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান শুধু তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আলণ্ঢাহ্‌কে স্মরণ করে।

বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করছে তা কেবল বৈষয়িক উন্নতি ও উৎকর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বুদ্ধিকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক সফলতার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত চর্চা করা হয় না। ফলে মানুষ বুদ্ধির দাবীতে এবং বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার মধ্যে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এবং বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ সাধনে দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারছে না বরং নিজের অজান্তে ধোঁকার মধ্যে নিপতিত রয়েছে। সুস্থ বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির কথা হলো তা- যা মহান আলণ্ঢাহ্‌র পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ মানুষকে জানিয়েছেন। সুতরাং বুদ্ধির আলোকে মানুষের উচিত সে আনীত সত্যকে উপলব্ধি করা। মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন এ মাটি, পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি ইত্যাদি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে এসব থেকে প্রতিনিয়ত লাভবান হচ্ছে এবং উৎপন্ন করছে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী, প্রয়োজনীয় বস্তু ও শস্যরাজি। উলেণ্টখ্য, মানুষের বুদ্ধি মহান আলণ্ঢাহ্‌র সৃষ্টি এবং এটি তাঁর দান। আর মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধিকে ব্যবহার করে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। মূলত প্রকৃতিতে বিরাজমান সকল মৌলিক ও প্রাকৃতিক উপাদানকে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা মানব সৃষ্টির বহু পূর্বেই মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাই আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার প্রতিটি সৃষ্টির উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অনুধাবন করা এবং

তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। আর আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা একটি মহৎ ও উঁচুমানের এবাদত। বস্তুত, মহান আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টিরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তা থেকে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করাই হল একান্ত নির্বুদ্ধিতা। আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সীমাহীন

৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*(মদিনা মুনাওয়ারা:খাদিমূল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ২২৩

সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এ অবস্থায় না পৌঁছে পারে না, এসব কিছু মহান আলণ্ঢাহ্ অনর্থক সৃষ্টি করেননি বরং এসব কিছুর সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তাঁর হাজারো রহস্য ও যৌক্তিক কারণ। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পৃথিবী ও পৃথিবীর বস্তুসামগ্রীকে সৃষ্টি করে তা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। আর মানুষকে এসবের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর পবিত্র সত্তাকে অনুধাবন ও স্মরণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বস্তুত, মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে তাঁর স্মরণ ও এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য চিন্তা করলে দেখা যায়, বিশ্বজগতের সবকিছুই মহান আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। এর ফলে চিন্তাশীল মানুষ সহজেই আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্বের উপর ঈমান আনয়ন করতে সক্ষম হয়। আর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান তারাই যারা মহান আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করে, সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করে ও তাঁর এবাদতে মগ্ন থাকে। তাছাড়া দেখা যায়, দূরদর্শী ঈমানদার বান্দাগণ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগোপযোগী কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণেও পশ্চাদ্গামী হয়নি। ফলে তারা বৈষয়িক ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকাে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে মানব সেবায় প্রভূত অবদান রাখতেও সক্ষম হয়। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনাদর্শ থেকে জানা যায়।

মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের বসবাসের জন্য এ পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থাও করেছেন । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে এরশাদ হচ্ছে,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ-

'আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপন কর।'[৪]

মানুষ রিযিক আহরণ তথা খাদ্যের জন্য কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে। আর ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন মাটি, পানি, বায়ু, সূর্যালোক, বীজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপকরণ। মানুষের জীবিকা

আহরণের সুবিধার্থে মহান আলণ্ঢাহ্ এসব প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণকে মানুষের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আলণ্ঢাহ্ তা’আলা মানুষের জন্য জমিনকে অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশে এতে অনায়াসে চাষাবাদ করতে পারে। কৃষি হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র উপায়। ফলে খাদ্যের জন্য মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে এ যাবত ফসল উৎপাদন করে আসছে। আর জমি চাষ করে নিজের জন্য ও পশু-পাখির জন্য খাদ্য উৎপাদন করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

৪. আল-কুরআন, ৭ :১০

কেননা মানুষ মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতিনিধি। তাই আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিভিত্তিক যোগ্যতা দান করেছেন। এছাড়া মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে পরিশ্রমী করে সৃষ্টি করেছেন। আর পরিশ্রম ছাড়া ফসল উৎপন্ন করা যায় না। তাই কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে মানুষ ও পশু-পাখির জন্য খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে। উলেখ্য, পরিশ্রম ব্যতিরেকে মানুষ রিযিক অর্জন করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ-

‘আলণ্ঢাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই অবতীর্ণ করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।’[৫]

সুতরাং মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই সাথে কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে এবং আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক অর্থবহ নির্দেশনা থেকে ঈমান বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা নিয়ে কৃষিকে আরো বহুগুণে এগিয়ে নিতে পারে। এ কারণে ইসলামে কৃষি বিষয়ক আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে পৃথিবী ও পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলূকাতের মধ্যে মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে। যেমন- উদ্ভিদ, ফসল, বৃক্ষ, গাছপালা, বাগবাগিচা, উদ্যান ইত্যাদি; এমনকি বৃক্ষপত্রের সৌন্দর্যের মধ্যেও রয়েছে হাজারো বৈচিত্র্য ও নিপুণতা। এ সবের প্রতি অবলোকন করে চিন্তা-ভাবনা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার অসীম কুদরত ও প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। যারা মু’মিন-মুত্তাকী তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা করে তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করে নেয়। এছাড়া এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে, এসবের অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও নির্মাতা আছেন, যার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং কোনো কিছুই তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য নয়। তিনি এক, একক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আর তিনি হলেন মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্। যেমন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-

'অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ কত মহান।'[৬]

---

৫. আল-কুরআন, ৪২ : ২৭

৬. আল-কুরআন, ২৩ : ১৪

অর্থাৎ, আল-কুরআনে বর্ণিত ফসল ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো তিলাওয়াত ও বিশেণ্ঢষণ করলে একদিকে যেমন মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অপূর্ব নিদর্শনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় অন্যদিকে কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণাও পাওয়া যায়। এতে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে যা কৃষিবিজ্ঞানের সাথে যৌথভাবে অধ্যয়ন করতে পারলে কৃষিক্ষেত্রে আরো বহগুণে উন্নতি সাধন করা সম্ভব। এর ফলে পৃথিবী থেকে আলণ্ঢাহ্র রহমতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সহজসাধ্য হবে বলে আশা করা যায়। তাই আল-কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মর্মকথা মানুষকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। এজন্য গবেষণার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো খুঁজে বের করার যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনিভাবে এসব আয়াতের আলোকে কৃষক ও কৃষিজীবী গোষ্ঠীসহ সকল মানুষকে সচেতন করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে একদিকে যেমন মহান আলণ্ঢাহ্র পবিত্র সত্তার উপর মানুষের ঈমান আনয়ন সহজ হবে অন্যদিকে ঈমানদার ব্যক্তিদের ঈমান আরো মজবুত হবে। সে সাথে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে মানুষের ঈমানী উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।

মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন যেন তারা বিজিতদের কোন শস্য ক্ষেত্র নষ্ট না করে। কৃষির উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের প্রতি মুসলিম খলিফাগণ সব সময়ই সজাগ ও সচেতন ছিলেন। বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে, মদিনায় এমন এক মুহাজির পরিবার ছিল না যারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের বদলে ক্ষেতের কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করত না। আনসারগণ প্রথম থেকেই বাগান ও কৃষি ক্ষেত্রের মালিক ছিলেন। পরবর্তীকালে মুহাজিরগণও জমি ক্রয় করে প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কাজে মনোনিবেশ করেন।[৭]

আল-কুরআনে ফসল, উদ্ভিদ ও বাগবাগিচার সৃজন এবং এসব সংক্রান্ত নানবিধ ঘটনাবলীর বর্ণনা ও মানব জীবনে এসব নি'আমতের গুরুত্ব সম্পর্কে যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যার দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ অনুপ্রাণিত হয়ে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন তা দ্বারা কেবল আরব নয়; বরং মুসলিম অধ্যুষিত অনারব দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থায়ও চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। একদা এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা) এর নিকট অভিযোগ করে, সিরিয়ায় তার একটি শস্য ক্ষেত্র ছিল এবং মুসলিম সৈন্যরা ঐদিক দিয়ে যাওয়ার সময় সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। হযরত উমর (রা) এ অভিযোগ শোনা মাত্র ঐ ব্যক্তিকে তার শস্যক্ষেতের ক্ষতি

৭. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ৬-৭

পূরণস্বরূপ দশ হাজার দিরহাম বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করেন।[৮] এছাড়া জাহিলিয়াতের যুগে মক্কবাসীরা কৃষিকে একটি হীন কাজ বলে মনে করলেও ইসলাম গ্রহণের পর তারা কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৯]

মুহাজিররা প্রথম প্রথম মদিনায় আসার পর আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ (স) এর খিদমতে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) এতে রাজী হলেন না। অতঃপর আনসাররা নিবেদন করলেন, 'তাহলে তারা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশ গ্রহণ করুক, আমরা তাদেরকে আমাদের ফসলের অংশীদার করে নেব।' মুহাজিররা আনসারদের এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেন। অতঃপর এমন কোন মুহাজির পরিবারই ছিল না যারা এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ ফসলের বদলে ক্ষেতের কাজ না করত। হযরত আলী, হযরত সা'দ বিন মালিক এবং আরো অনেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ফসলের উপর কৃষি কাজ করতেন।[১০]

জমি অনাবাদি রাখার কিংবা পতিত রাখার কোন নির্দেশনা ইসলামে নেই। দেশের কোথায়ও যাতে অনাবাদি জমি পড়ে না থাকে সেজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সমস্ত অনাবাদি জমি আবাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, 'যার কাছে জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে। যদি সে নিজে তা না করে (চাষবাদ করতে না পারে) তবে যেন তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দিয়ে দেয়।'[১১]

অন্য হাদীসে আছে, মুফতে (বিনা প্রতিদানে) জমি চাষাবাদ করতে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেয়া অপেক্ষা উত্তম।[১২] তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন পতিত ভূমি আবাদ করবে সে ভূমির মালিক সে নিজেই হবে।'[১৩] উলেখ্য, আনসার সাহাবীগণ প্রথম থেকেই কৃষিকাজে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে মুহাজিরগণও জমি ক্রয় করে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'লোকেরা এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক ফসলের শর্তে ভাগে জমি চাষ করত।'[১৪]

৮. কৃষিবিদ মো. ফজলুল হক রিকাবদার কর্তৃক সম্পাদিত, *চাষী গাইড*(ঢাকা : বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, জুন ২০১০), পৃ. ১১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১০. প্রাগুক্ত।

১১. ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩), খ. ৪, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, হাদীস নম্বর- ৩৭৭৩

১২. প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর- ৩৮১৪

১৩. ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত্ তিরমিযী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নম্বর- ১২৯৯

১৪. ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৩),.খ. ৪, হাদীস নম্বর- ২১৮৩

সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ জমি বর্গাচাষ করতেন। রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) খায়বারের জমি ইয়াহুদিদেরকে এ শর্তে দিয়েছিলেন, তারা তাতে পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।[১৫] হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বর্গাচাষ নিষেধ করেননি।' তবে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।'[১৬]

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল চাষাবাদ করে আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে।'[১৭] ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযিলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেছেন, 'যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ লাগাবে- তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খায় তাও দান স্বরূপ। পাখি যা খায় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্য দান স্বরূপ।'[১৮]

হযরত 'আয়শা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'জমির লুক্কায়িত ভাণ্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান কর।'[১৯] রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর এ বাণীর সত্যতা বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন, ফসলের জীবন চক্র সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে ১৭টি

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের মধ্যে ১৪টি পুষ্টি উপাদানই আসে মাটি থেকে। বাকী ৩টি পুষ্টি উপাদান আসে বায়ু ও পানি থেকে। আর পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হলে তা সারের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির মাটিকে সদ্ব্যবহার করলে এবং মাটির উর্বরতা, উৎপাদন ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যত্নবান হলে এ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত লাভবান হতে পারবে।

---

১৫. ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর-২১৭৪

১৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর- ২১৭৩

১৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর- ২১৬৯

১৮. ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নম্বর- ৩৮২৪

১৯. উদ্ধৃত, কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, ‘এটা দুর্ভিক্ষ নয়, তোমরা বৃষ্টি পাওনা; কিন্তু এটা দুর্ভিক্ষ, তোমরা বৃষ্টির উপর বৃষ্টি পাও, কিন্তু ভূমিতে কিছু জন্মায় না।’[২০] এ থেকে বুঝা গেল ভূকর্ষণ, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে খাদ্য উৎপাদন করে মানুষ যেন ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিবারণ করে। কাজেই আল্লাহ্ পাক ভূমির মধ্যে যে খাদ্য ভান্ডার লুকিয়ে রেখেছেন তা আহরণ করার দায়িত্ব মানুষেরই। অনুর্বর জমিকে উর্বর করার জন্য মহান আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মানুষ যদি তার সদ্ব্যবহার না করে তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? প্রধানত মানুষের আমল, আলস্য ও অকর্মণ্যতাই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

কৃষিক্ষেত্রে নিয়মিত পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করার জন্য হযরত উমর (রা) এবং সাহাবীগণ খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সময় অনেকগুলো খাল ও পুকুর কাটা হয়। আবশ্যকবোধে স্থানে স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে অনেকগুলো ঝিলেরও সৃষ্টি করা হয়। প্রসঙ্গত বসরার নহরে আবু মূসা, নহরে মা-ক্বল, কুফার নহরে সা‘দ, মিসরের নহরে আমিরুল মু’মিনীন প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা)-এর আমলে কয়েক হাজার খাল খনন করা হয়। সমগ্র দেশে খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং প্রয়োজনীয় স্থানে পানি সেচের জন্য হযরত উমর (রা) পৃথক একটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। আলামা মাকরিযীর মতে, একমাত্র মিসরেই দীর্ঘ কয়েক বছরব্যাপী এক লক্ষ বিশ

হাজার শ্রমিক শুধু এ কাজে নিযুক্ত ছিল। এদের যাবতীয় খরচ বায়তুলমাল হতে বহন করা হত। কৃষককে বাদ দিয়ে কৃষির উন্নতি হতে পারে না। তাই হযরত উমর (রা) ভূমির বিলি-বন্টনের ব্যাপারে স্থানীয় কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদের পরামর্শ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্য হযরত উমর (রা) বিজিত দেশগুলোতে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। তাঁর খিলাফতের আমলে হযরত উসমান বিন হানিফ ভূমি জরিপের কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।[২১]

মুসলিম মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত, কৃষিকে বাদ দিয়ে দেশ কখনও সুখী সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। এ উপমহাদেশের বিখ্যাত 'আলিম হযরত শাহ ওলী উলাহ্ দিহ্লবী (র) বলেন, সামান্য কয়েকজন লোকের

---

২০. উদ্ধৃত, কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২১. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

উপর কৃষি এবং পশুপালনের দায়িত্ব অর্পণ করে দেশের অধিকাংশ লোকই যদি শিল্প-বাণিজ্য এবং রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকে তা হলে দেশবাসীর অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।[২২]

বস্তুত, সফলভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার দয়া ও সাহায্যের কোনো বিকল্প নেই। কেননা আলণ্ঢাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ না করলে এবং বিরাজমান আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রতিকূল করে দিলে শুধু ভূকর্ষণ ও উৎপাদন কলাকৌশল প্রয়োগ করে কাঙ্খিত শস্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যত বড় বিজ্ঞানীই হোক কারো পক্ষে আজ পর্যন্ত একটি শস্যদানা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। তবে মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিতে বিরাজমান তাঁর সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণকে (যেমন-শস্যবীজ বা উদ্ভিদ) ব্যবহার করে শস্যের উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এটাও আলণ্ঢাহ্র অবদান। কেননা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার দয়া ব্যতিরেকে মানুষের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয় না। এ বিষয়ে মানুষ অনুধাবন করুক কিংবা না করুক। কৃষি যেহেতু খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র পন্থা। সুতরাং কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি পৃথিবীর সকল মানুষের যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আর আল-কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে ঈমান শিক্ষার পাশাপাশি মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থবহ ইঙ্গিতও রয়েছে। অর্থাৎ, উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয়

জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে তাঁর কাছে উভয় জীবনের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। তবে যারা শুধু এ পৃথিবীতে কল্যাণ চায় পরকালে তারা কিছুই পাবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ- وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও, বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।"[২৩]

কাজেই খাদ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদ ও ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এ সবকিছু আলণ্ঢাহ্র নি'আমত।

২২. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৩. আল-কুরআন, ২ : ২০০-২০১

আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য যাবতীয় নি'আমত সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে মজুদ রেখেছেন। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হলো আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে এ বিশ্ব প্রকৃতি হতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবিকা আহরণ করা। পাশাপাশি এ বিশ্ব প্রকৃতির ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা নি'আমতসমূহের সঠিক প্রতিপালন ও সংরক্ষণ করা। আর যেহেতু সকল নি'আমতই আলণ্ঢাহ্র দান সেহেতু মানুষের উচিত মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁর এবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করা। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ-

'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে-শুনে কাউকেও আলণ্ঢাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।'[২৪]

আলোচ্য আয়াতে নি'আমতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উলেণ্ঢখ করে বলা হয়েছে, জমিনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর ওপর দাঁড়ানো যাবে না, আবার লোহা বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে।[২৫]

আলণ্ঢাহ্ আকাশকে মনোরম সাজে সুসজ্জিত করে অর্থাৎ আকাশকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজি ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত করে একটি দৃষ্টি নন্দন ও স্তম্ভবিহীন গম্বুজাকার ছাদের ন্যায় সংস্থাপিত ও সুবিস্ড়ৃত করে মানুষের উপর রেখেছেন যা তাঁর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। অর্থাৎ সীমা-পরিসীমাহীন আকাশ খুঁটিবিহীন হলেও তা বিশ্ববাসীর উপর ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা কোনোভাবে পতিত হয় না বা এতে কোনো ফাটলও ধরে না। কেননা আকাশ আলণ্ঢাহ্র আদেশে যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২২

২৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮২), খ. ১, পৃ. ১৪০

আর এটি মহান আলণ্ঢাহ্র জন্য অতীব সহজ। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী। অধিকন্তু এ আকাশ থেকে কিংবা আকাশে বাষ্পাকারে সঞ্চিত প্রবহমাণ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূমি থেকে শস্য, উদ্ভিদরাজি ও ফলমূল উৎপন্ন করে সেগুলো মানুষের আহার্যের জন্য যোগান দেয়া হয় যা মানুষের প্রতি মহান আলণ্ঢাহ্র অপার মেহেরবানি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মানুষের উচিত আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত করা।

উলেণ্ঢখ্য, মাটি থেকে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-সাধনাই কিন্তু ফসল উৎপাদনের মূল কারণ নয়। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, মানুষই মৃত্তিকা কর্ষণ করে তথায় বীজ বুনে কিংবা চারা রোপণ করে ফসল উৎপাদন করে থাকে। অর্থাৎ কেবল মানুষের শ্রমেই ফসল উৎপাদিত হয় এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, শস্য কিংবা উদ্ভিদ এবং ফলমূল এসব মানুষের হাতে সৃষ্ট নয়; এমনকি বীজের অঙ্কুরোদগমেও মানুষের হাত নেই। বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে আরম্ভ করে উদ্ভিদ কিংবা ফসলের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রজনন তথা ফুল, ফলধারণ কিংবা বীজ ও দানা গঠন পর্যন্ত সবকিছুই মহান আলণ্ঢাহ্র অন্তর্নিহিত আদেশক্রমে হয়ে থাকে। মানুষ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা তৈরি করে মাত্র। অর্থাৎ, মানুষ জমি তৈরি থেকে শুর" করে বীজ

বপন কিংবা চারা রোপণ এবং পরবর্তী যত্ন-পরিচর্যা, বালাই দমন, সার প্রয়োগ, সেচ কিংবা নিষ্কাশন ও পরিশেষে ফসল কর্তন পর্যন্ত কাজগুলোর আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ শুধু ফসল উৎপাদনের অন্তরায় বা বাধাগুলো দূর করে থাকে যেন জমিতে অনায়াসে ফসল উৎপাদিত হতে পারে। এটা অবশ্যই ভাবনার বিষয়, মানুষ জমিতে যে বীজ বপন করে সে বীজের স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা স্বয়ং। এমনকি মানুষ শস্যের যে জাত উন্নয়ন করে থাকে তাও প্রকৃতিতে সচরাচর বিদ্যমান আলণ্ঢাহ্র সৃষ্ট মৌলিক বা আদি উপায়-উপকরণকে ব্যবহার করেই করা হয়, যা প্রজননসামগ্রী হিসেবে গবেষক ও প্রজননবিদগণ ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া মানুষ যে পানি দিয়ে জমিতে সেচ দেয়, সে সেচের পানিও আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং ফসল উৎপাদনের সহায়ক কাজগুলোতে কৃষকের শ্রমের অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনিভাবে ফসল ও উদ্ভিদ সৃষ্টিতে আলণ্ঢাহ্ ছাড়া আর কারো কোনো হাত নেই, এমনকি কৃষক, কৃষকের শ্রম ও বুদ্ধির স্রষ্টাও আলণ্ঢাহ্ তা'আলা। কাজেই সকল প্রশংসার প্রকৃত দাবীদার একমাত্র আলণ্ঢাহ্। কেননা তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা।

৩৪

মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আকাশ থেকে পানি বর্ষণ তথা বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মাটিকে সজীব ও সতেজ করেন। অর্থাৎ মাটিকে উদ্ভিদ, ফসল ও প্রাণের উন্মেষ ঘটানোর উপযোগী করেন। উলেণ্ঢখ্য, মৃত্তিকাস্থ পানি বা রসের প্রধান উৎস হলো বৃষ্টিপাত ও সেচ। বিশেষ করে বৃষ্টিনির্ভর খামার পদ্ধতির জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতে ফলন ভাল হয়। বাংলাদেশসহ মৌসুমী জলবায়ুম—লীয় এলাকায় তথা গোটা বিশ্বে ফসলের ফলন ও উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।[২৬] মৃত্তিকা পানি বা রস গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যতম প্রধান উপাদান। উদ্ভিদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য যে সব পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন, তা পানির সাথে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে গৃহিত হয়। কারণ মাটিস্থ পুষ্টি উপাদানসমূহ মৃত্তিকা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী আকারে তথা আয়নিক আকারে আসার পর উদ্ভিদ তা মূলরোমের মাধ্যমে পরিশোষণ করে। অর্থাৎ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ও যাবতীয় বিপাকীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য পানির গুর"ত্ব অপরিসীম।

বস্তুত জমি কর্ষণ থেকে শুর" করে বীজের অঙ্কুরোদগম, চারার বৃদ্ধি এবং এর পুষ্টিসাধন সবকিছুই মৃত্তিকাস্থ প্রয়োজনীয় রসের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত রাসায়নিক সার এ পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার পর গাছ তা শিকড়ের সাহায্যে পরিশোষণ করে। তাছাড়া উদ্ভিদের সালোকসংশেণ্ঢষণ ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি। উদ্ভিদ দেহের প্রতিটি কোষের সজীবতা ও কার্যক্ষমতা

রক্ষার্থে মৃত্তিকা রস অপরিহার্য। মৃত্তিকা গঠন, মৃত্তিকাস্থ জীব-অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপ এবং জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় রসের উপস্থিতি আবশ্যক। পরিশেষে উদ্ভিদের কাঙ্খিত দৈহিক বৃদ্ধির পর ফুল ও ফল উৎপাদনে মৃত্তিকা পানি গুর–ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[২৭]

ভূপৃষ্ঠের প্রয়োজন অনুযায়ী আলণ্ডাহ্ তা'আলা আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। অর্থাৎ আকাশে সঞ্চলিত মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি মেঘমালা থেকে পানি সিঞ্চনের সাহায্যে ক্ষেতখামারে ফসল ও বাগবাগিচায় ফলমূল সৃষ্টি করেন। যা মানবকুল ও পশু-পাখির জীবিকায় তথা খাদ্যে পরিণত হয়। এতে চিন্তাশীল ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। আবু নুআস (র)-এর কাছে আলণ্ডাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হলে তিনি জবাব দেন-'আকাশ হতে বারি বর্ষণ, তা দ্বারা ধরার বুকে ফসল, ফলমূল ও গাছপালা-তর–লতার জন্মলাভ ও কচি কচি ডগায় নানাবিধ ফুলের সমারোহ

২৬. টি.এম.টি.ইকবাল ও অন্যান্য, *কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : সারা আলম প্রকাশিকা, ডিসেম্বর ১৯৯০), পৃ. ১৬৯

২৭. মোঃ নজর–ল ইসলাম তালুকদার, *মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৬), পৃ. ১১

আলণ্ডাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।' ইবনুল মু'তায বলেন, 'আলণ্ডাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার ও তাঁর বির–দ্ধাচরণের কথা ভাবলে মনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। মানুষ কতই না বেপরোয়া হওয়ার প্রয়াস চালায়। অথচ তার আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তুই আলণ্ডাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।'[২৮]

লক্ষণীয় যে, এক অদ্ভূত উপায়ে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পানির আবর্তন বা চক্র পরিচালিত হয়। সমুদ্রের অফুরন্ত পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয়বাষ্প রূপে ঊর্ধ্বলোকে উঠে আসে। কিন্তু উচ্চতর বায়ুম–ল অধিকতর শীতল হওয়ায় জলীয়বাষ্প ঊর্ধ্বাকাশে জমাট বেঁধে কুয়াশা বা মেঘে পরিণত হয়। অতঃপর এসব মেঘ অধিকতর শীতল হয়ে ভারী বা জমাট বাঁধা মেঘে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এরা পানির কণায় রূপান্তরিত হয়ে ভেসে থাকার চেয়ে ভারী হয়ে গেলে বাতাস ভেদ করে মাটির দিকে টুপটুপ করে ঝরে পড়তে থাকে। ঊর্ধ্বাকাশের বেশি উজানে উঠলে এ পানি শিলায় পরিণত হয়ে জমে যায়। শিলা বৃষ্টির শিলা আসলে এরাই।[২৯]

পরোক্ষভাবে এ পানির মাধ্যমেই মাটিতে সজীবতা দান করা হয়। মাটিতে যত জৈব বস্তু ও খনিজ পদার্থই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ ও প্রাণি তা মৃত্তিকা রস ব্যতিরেকে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। বৃষ্টির পানি বা সেচের পানির সঙ্গে মিশে উক্ত উপাদানসমূহ জীবকুল ও উদ্ভিদকুলের গ্রহণ উপযোগী হয়। তাই বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

সর্বত্র প্রবহমাণ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত না হলে পৃথিবীর মাটিও মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহের মত বিরান, মরুময় ও উত্তপ্তই থেকে যেত।[৩০]

কণাশোষিত কিছু পানি মাটির কণাকে সম্পৃক্ত করে প্রকৃত সজীবতা দান করে যাতে ভূপৃষ্ঠ আর্দ্র থাকা সম্ভব হয়। আর বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে ঝর্ণা, নদী, খাল ইত্যাদি বহমান হয়ে সমুদ্রে চলে আসে। আবার নিচু ভূমি বহমান বৃষ্টির ধারাকে বক্ষে ধরে রেখে হাওর, লেক, ডোবা, বিল-ঝিলের জন্ম দেয়। এরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ পানিকে ধরে রাখতে পারে। এসব থেকেও আস্তে আস্তে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মেঘ তৈরি হয়। আবার তা ঝরে পড়ে। মেঘমালা থেকে পর্বতশৃঙ্গে বরফ জমে। তা থেকে অল্প অল্প করে পানির ধারা হয়ে ঝর্ণা, ঝর্ণা থেকে নদী, আবার নদী থেকে সাগরে গড়ায় পানি। সাগর থেকে আবার উঠে আসে পানি বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে।[৩১]

---

২৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩), খ. ১, পৃ. ৩৪১-৩৪২

২৯. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৯), পৃ. ২৪

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. প্রাগুক্ত।

আবার অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহীত পানি দ্বারা উদ্ভিদ বিপাকীয় কার্য সম্পাদনের পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাষ্পাকারে বাতাসে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে এ সমুদয় বাষ্পই উর্ধ্বাকাশে উঠে প্রথমে মেঘরূপে ও পরে বৃষ্টিরূপে নেমে আসে। এভাবে বলা যায়, আকাশ থেকে বৃষ্টি বা পানি বর্ষণের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যন্য প্রাণির জন্য ফল, ফসল ও খাদ্য উৎপাদন করে দেয়া হয়। পানিচক্রের এ ধরনের আলণ্ঢাহ্র কুদরতি ব্যবস্থাপনা অতিবৈজ্ঞানিক সূত্র ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও বাস্তবায়ন করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। বস্তুত, এটা মহান আলণ্ঢাহ্র অসীম ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন।

আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত নি'আমতসমূহের মধ্যে ফলমূল অন্যতম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ফল ও ফলের বাগান সম্বন্ধে বহু বর্ণনা রয়েছে। ফলের খাদ্যমান বলে শেষ করা যায় না। অধিকাংশ ফলই দেখতে সুন্দর ও সুস্বাদু এবং সব বয়সের লোকের কাছেই অত্যন্ত লোভনীয়। উন্নত দেশসমূহের লোকজন প্রচুর পরিমাণে ফল খেয়ে থাকে। তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকার এটাও একটা অন্যতম কারণ। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, খাদ্যকে সুষম করার জন্য জনপ্রতি দৈনিক ৬০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার।[৩২] ফল শুধু পৃথিবীতেই নয়

পরকালে বেহেশতের উপাদেয় খাবার হবে ফল, যা দেখতে পৃথিবীর ফলের সাদৃশ্যপূর্ণ হবে; তবে স্বাদ ও গন্ধ হবে ভিন্ন রকমের। কত বেশি সুস্বাদু হবে তা আলণ্ঢাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

উলেণ্ঢখ্য, সব্জির পুষ্টি কাটা, ধোয়া, রান্না-বান্নার মাধ্যমে কিছুটা নষ্ট হলেও ফলের পুষ্টি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় মানবদেহে গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও একশ্রেণির মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কৃত্রিমভাবে ফল পাকিয়ে ফলের খাদ্যমান নষ্ট করছে। হরহামেশা ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে আকর্ষণীয় করে ফল পাকানো হচ্ছে। এতে ক্রেতাসাধারণ ও ভোক্তা প্রতারিত হয়ে আর্থিক ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে। এছাড়া ফল পচন রোধের জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়; যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আলণ্ঢাহ্ভীতি ও পরকালভীতি এবং সচেতনতাই এসব অপকর্ম থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। তাই স্বাস্থ্যগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

তীহ্ প্রান্তরে মহান আলণ্ঢাহ্ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। গাছপালার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে মান্না উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত এবং তা থেকে যতটুকু ইচ্ছা খেত। উলেখ্য, তীহ্ প্রান্তর মিশর ও

৩২. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

শামদেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকাবিশিষ্ট একটি ভূভাগ।[৩৩] আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ-

'আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা তাদের প্রতিই যুলুম করেছিল।'[৩৪]

ইক্রামা বলেন, المن হচ্ছে আকাশ হতে পতিত এক প্রকার শিশির বিন্দুবৎ বস্তু যার স্বাদ ফলের গাঢ় রসের স্বাদের ন্যায়। সুদ্দী বলেন, المن এক প্রকারের খাদ্য বা পানীয়, যা বনী ইসরাঈলের জন্য আকাশ হতে আদা গাছের পাতায় পতিত হত। কাতাদাহ্ বলেন, المن হচ্ছে এক প্রকারের আহার্য, বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহের ছাদের উপর তুষারের ন্যায় পতিত হত। তা দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রতর এবং মধু

অপেক্ষা মিষ্টতর ছিল। তা ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় ধরে আকাশ হতে পতিত হত। প্রত্যেক ব্যক্তি তা হতে মাত্র একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে গ্রহণ করতে পারত। তদপেক্ষা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে তা পচে যেত। তবে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে তারা দুই দিনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে মান্না একত্রে নিতে পারত। কারণ সপ্তাহের সপ্তম দিন তাদের ঈদের দিন। সে দিন তারা জীবিকা উপার্জন করবার জন্য বাইরে যেতে পারত না।'[৩৫]

ধারণা করা হয়, বনী ইসরাঈলের সে মান্না হতে মাশর“মের উৎপত্তি। হাদীস শরীফে একে বেহেস্তী খাবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫-৩৫% প্রোটিন আছে যা অত্যন্ত উন্নত ও নির্দোষ। এতে উপকারী শর্করা ও চর্বি আছে, যে কারণে মাশর“ম বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। মাশর“মে চর্বি ও শর্করা কম থাকায় এবং আঁশ বেশি থাকায় এটি ডায়াবেটিস রোগীদের আদর্শ খাবার।[৩৬]

বনী ইসরাঈল জাতিকে আলণ্ডাহ্ তা'আলা মান্না ও সালওয়া নামক সহজলভ্য সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করেছিলেন। অথচ অকৃতজ্ঞ বনী ইসরাঈলগণ তার বদলে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য যথা সবজি, ডাল, গম

৩৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩৪. আল-কুরআন, ২ : ৫৭

৩৫. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৭

৩৬. মাশর“ম উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত, *লিফলেট/ফোল্ডার 'জাতীয় মাশর“ম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র'* (ঢাকা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, তা.বি.)

ইত্যাদির জন্য নবী মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আলণ্ডাহ্ তা'আলার কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ-

'যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর- তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, তরমুজ, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। তারা

Dhaka University Institutional Repository

লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং তারা আলণ্ডাহ্র ক্রোধের পাত্র হল। এটি এজন্য যে, তারা আলণ্ডাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করবার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।’[৩৭]

হাসান বসরী (র) বলেন, বনী ইসরাঈলরা মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায় ছিল। তারা পিঁয়াজ, শসা, ডাল, সবজি ইত্যাদির চাষ করত। তারা নিজেদের পেশাগত পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করে তাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই মান্না ও সালওয়া তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়ল এবং অভ্যস্ত খাদ্য প্রদানের জন্য মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আলণ্ডাহ্ তা‘আলার কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করল।[৩৮]

মান্না ও সালওয়া দু’ধরনের খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলগণ এ দু’টি খাদ্যকে যে কারণে একই খাদ্য বলেছে তার কারণ হলো তারা প্রতিদিন তাই খেত এবং এর বিকল্প কিছুই খেতে পেত না।[৩৯]

বনী ইসরাঈলগণের অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিলাষে বিরক্ত হয়ে হযরত মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যে সাধারণ খাদ্যের জন্য আব্দার তুলেছ তা তো যে কোন শহর বা জনপদে গেলেই পেতে পার। তজ্জন্য আলণ্ডাহ্ তা‘আলার কাছে বিশেষভাবে দাবী জানাবার কোন প্রয়োজন নেই।[৪০] বনী ইসরাঈলগণের এ

৩৭. আল-কুরআন, ২ : ৬১

৩৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতামূলক খাদ্য পরিবর্তনের দাবী অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক বিধায় আলণ্ডাহ্ ও তাঁর রাসূল হযরত মূসা (আ) কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।[৪১]

আলণ্ডাহ্ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ইবরাহীম (আ) বিবি হাযিরা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল-কে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শনা ভূখন্ড থেকে শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় মরু প্রান্তর মক্কায় এনে রাখেন। মক্কা অনুর্বর উপত্যকা ছিল বিধায় সেখানে ফল, ফসল কিংবা শস্যরাজি কিছুই উৎপন্ন হত না। অর্থাৎ, মক্কা ছিল কৃষি অনুপযোগী ঊষর ভূমি। তাই তিনি স্ত্রী-পরিজন ও মক্কাবাসীর মধ্যে যারা আলাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা জীবিকা দানের জন্য আলণ্ডাহ্র কাছে দু‘আ করেন। মহান আলণ্ডাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর এই দু‘আ কবুল করেন। শুধু তাই নয় মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর মহানুভবতার গুণে মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা কাফির, মুশরিক তাদের ক্ষেত্রেও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রিযিক দানের কথা ব্যক্ত করেন। তবে কাফির, মুশরিকরা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিন্তু মু’মিনদেরকে

আলণ্ঢাহ্ পৃথিবী ও আখিরাতের উভয় জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তম রিযিক দান করবেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ-

'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একে (মক্কা শরীফকে) নিরাপদ শহর করিও, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আলণ্ঢাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করিও। তিনি বললেন, যে কেউ কুফরি করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব, অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।'[৪২]

ইবরাহীম (আ) আলণ্ঢাহ্র দরবারে একাধিক দু'আ করেন। তন্মধ্যে একটি দু'আ ছিল মক্কা শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। উলেণ্ঢখ্য, মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগবাগিচা বা কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির কোন উৎস। কিন্তু আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর কারণে মক্কার অদূরে তায়িফ নামক এমন একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে দেন যেখানে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচাকেনা

---

৪১. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৭

৪২. আল-কুরআন, ২ : ১২৬

হয়।[৪৩] উলেণ্ঢখ আছে মক্কা শরীফ ও এর আশেপাশের অঞ্চলসমূহ এমন মরুময় যে, এখানে খেজুর ছাড়া উলেণ্ঢখযোগ্য কোন ফলের উৎপাদন হয় না।

অথচ এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফলের বাজার। এক অজ্ঞাত রহমত ও বরকতে পৃথিবীর সর্বপ্রকার ফল এখানে সারা বছরই বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বহিরাগত হাজিদের তৃপ্তি পুরাবার পরও এর সরবরাহ বন্ধ হয় না কখনো। মক্কায় প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন। ভৌগোলিকভাবে এমন এক অঞ্চলে মক্কা শরীফ রয়েছে, যেখানে পার্থিব জীবনোপকরণ উৎপাদন করা বেশ কঠিন। এখানে গম, ছোলা, চালও উৎপাদন হতে পারে না। সারা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বিচিত্র বর্ণ ও স্বাদের ফলমূল এখানে উৎপন্ন হবার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু মক্কায় এ সমস্ত ফলের প্রাচুর্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অর্থাৎ ফলের সাথে ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর জন্য অন্যসব প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও এখানে পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা আলণ্ঢাহ্ করে দিয়েছেন।[৪৪]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন এ বিষয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ পৃথিবী মূলত পরীক্ষার স্থান। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই মহান আলণ্ঢাহ্ বাছাই করবেন বান্দাদের মধ্যে কারা তাঁর খাঁটি বা প্রকৃত বান্দা। আলণ্ঢাহ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁদেরকে পৃথিবীতে শান্তি ও পরকালে বেহেশত দানের ওয়াদা রয়েছে। সুতরাং আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে ঈমানের পরীক্ষা কিংবা ধৈর্যের পরীক্ষা করা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বরং তা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার ঘোষিত সে পরীক্ষার বিষয় যা আগে থেকেই বান্দাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনও আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, কখনও দুঃখ-দুর্দশা দ্বারা, কখনও ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা, কখনও শস্য ও ফল-ফসল হানি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ-الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

'আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি শুভ সংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে- যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আলণ্ঢাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'[৪৫]

---

৪৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৪৪. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ১৫৫-১৫৬

আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা গেল, মহান আলণ্ঢাহ্ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য বান্দাদেরকে নির্দেশ দেন। কারণ এটাই বান্দাদের জন্য শ্রেয়। যেমন- কারো ফলের বাগান আছে অথচ তাতে ফল হয় না। কিংবা কারো শস্য ক্ষেতে ফসল হয় না। তবে এসবের যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ থাকতে পারে তেমনি এটা আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষাও হতে পারে। মোটকথা, এক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে সঠিক কারণ শনাক্তপূর্বক তা উত্তরণের যথাযথ চেষ্টা করতে হবে। তবে ঈমানদার বান্দাগণ ভাল-মন্দ সবকিছু আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে হয় এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে বিধায় তাঁরা আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই এসব পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ

করে। এজন্য ঈমানদারগণ অবশ্যই পুরস্কৃত হবেন। অন্যদিকে বিপদে ধৈর্য হারিয়ে বিপদগামী হলে সেজন্য দণ্ডিত হতে হবে।

মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে কাপুরুষ। আর কাপুরুষ মুনাফিকদের কাজ হচ্ছে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং শস্যক্ষেত্র ধবংস করা। এর ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং জন্তু-জানোয়ারের বংশ বৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অথচ এর উপর ভিত্তি করে মানুষ নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ-

'যখন সে (কলহপ্রিয় মানুষ) প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আলণ্ঢাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।'[৪৬]

মুজাহিদ বলেন, যখন তারা পৃথিবীর উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে তখন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। ফলে শস্য ও জীব-জন্তুর ক্ষতি সাধিত হয়। তাই আলণ্ঢাহ্ বলেন, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না। কিংবা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ ফাসাদ বিশেষণটি পছন্দ করেন না এবং যার দ্বারা এটি প্রকাশিত হয় তাকেও পছন্দ করেন না।[৪৭]

শস্যবীজ হতে উৎপন্ন গাছ এবং সে গাছে উৎপন্ন শীষ ও দানার সাথে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর পথে ব্যয় করার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। কেননা মহান আলণ্ঢাহ্ মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর বিধান ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চান। যেন মানুষ সহজে তা শিখতে পারে এবং আলণ্ঢাহ্র পথে পরিচালিত হতে পারে। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ২০৫

৪৭. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-

'যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আলণ্ঢাহ্র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ' শস্যদানা। আলণ্ঢাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আলণ্ঢাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

যারা আলণ্ঢাহ্‌র পথে ব্যয় করে অর্থাৎ হজ্জ, জিহাদ কিংবা ফকির, মিসকিন, বিধবা ও ইয়াতিমদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ’ করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই, একটি দানা থেকে সাতশ’ দানা অর্জিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য এই, আলণ্ঢাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুর“ করে সাতশ’ পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ’ পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ’ গুণে পৌঁছে।[৪৯]

উলেণ্ঢখ্য, কৃষক গমের একটি দানা বা বীজ থেকে সাতশ’ দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানা বা বীজটি হবে ভাল ও উন্নত। কৃষকও কৃষি কাজে হবে অভিজ্ঞ কিংবা পারদর্শী এবং জমিনও হবে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম। এসবের কোন একটির ঘাটতি হলে একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ’ দানা উৎপন্ন হওয়ার মত অবস্থা থাকবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আলণ্ঢাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১. পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আলাহ্‌র পথে ব্যয় করা । হাদীসে আছে, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। ২. যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়াতে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সাদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সাদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আলণ্ঢাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযিলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে এবং

---

৪৮. আল-কুরআন, ২ : ২৬১

৪৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযিলত অর্জিত হবে না।[৫০]

মু'মিনের দান-অনুদান হবে আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজেদের মানসিক দৃঢ়তা অর্জনের জন্য। এ ধরনের দানকারীর উপমা হলো সেই উঁচু বাগানের সদৃশ, যেখানে বৃষ্টি হলে ফসল দ্বিগুণ হয়। কারণ উর্বর জমিতে কাঙ্খিত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে ফলন বৃদ্ধি পায়। আবার জমি উর্বর ও রসযুক্ত হলে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। তাতেও ফলন ভাল হয়। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও বিনষ্ট হয় না। উপরন্তু তাদের বিশুদ্ধ নিয়াতের কারণে আলণ্ঢাহ্ তাদের 'আমল কবুল করেন এবং তাঁরা একটি নেক 'আমল করলে আলণ্ঢাহ্ তা বৃদ্ধি করে সওয়াব বাড়িয়ে দেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

'আর যারা আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আলণ্ঢাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা'[৫১]

প্রকৃত কথা হলো এই, সাদকা ও খয়রাত আলণ্ঢাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখ্লাস। অর্থাৎ খাঁটি নিয়াতে ও অন্তরে আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের উদ্দেশে নয়। আবার দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি আলণ্ঢাহ্ তা'আলা খেজুর ও আঙ্গুর বাগানের উদাহরণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যাতে মু'মিনগণ সহজে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ-

'তোমাদের কেউ কি চায়, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর তার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে যায়? এভাবে আলণ্ঢাহ্ তাঁর নিদর্শন

৫০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪

৫১. আল-কুরআন, ২ : ২৬৫

তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।'[৫২]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ, সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-শিষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ট যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধবংস হওয়ার দরুন তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা, এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরি বাগান জ্বলে-পুড়ে ধবংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা।[৫৩]

লোক দেখানোর জন্য দান করলে অথবা দান করে গঞ্জনা ও ক্লেশ দিলে সে দানে কোনো পুণ্য নেই। আয়াতে তারই উপমা দেয়া হয়েছে।[৫৪] অর্থাৎ দান, সাদকা, খয়রাত ইত্যাদি আলণ্ঢাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত হচ্ছে এসব খাঁটি নিয়াতে আলণ্ঢাহ্‌র পথে আলণ্ঢাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করতে হবে; নাম-যশ, সুনাম, সুখ্যাতি ইত্যাদির জন্য নয়।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এ সবের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আলণ্ঢাহ্ ও পরকালকে ভুলে যায়। অথচ এ সব ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু আলণ্ঢাহ্ এগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণ করেন অন্যদিকে মানুষকে পরীক্ষা করেন। অর্থাৎ মানুষ শুধু এ সব ভোগ্য বস্তুসামগ্রীর উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে বিভোর থাকে, না এসব কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থেকেও মহান স্রষ্টাকে স্মরণ করে

---

৫২. আল-কুরআন, ২ : ২৬৬

৫৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৫৪. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৬৯, টীকা নম্বর- ১৭৯

এবং তাঁর এবাদতে একনিষ্ঠ থাকে। উলেখ্য, এক্ষেত্রে এ পৃথিবীর ছয়টি প্রধান আকর্ষণীয় নি'আমতের মধ্যে একটি হলো শস্যক্ষেত বা ক্ষেত-খামার। অথচ এ সব নি'আমতের চেয়ে উত্তম হলো তাকওয়া, যার বিনিময় হলো জান্নাতের সবুজ কানন এবং মহান আলণ্ডাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এ বৈষয়িক জীবনে সে সব আকর্ষণীয় ভোগ্য বস্তুর নামোলেণ্ডখ করে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ-

'নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আলণ্ডাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।'[৫৫]

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই, আলণ্ডাহ্ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রযেছে। একটি এই, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে।[৫৬]

দ্বিতীয় রহস্য হলো জাগতিক নি'আমতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালোবাসা না থাকলে পারলৌকিক নি'আমতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হত না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করত না।[৫৭]

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি। অর্থাৎ, এসব বস্তুর ভালোবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধবংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন

৫৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৪

৫৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে।[৫৮]
মোটকথা,

জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আলণ্ঢাহ্ তাআলা কৃপাবশত মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মত্ত হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ মহান স্রষ্টা ও মালিক আলণ্ঢাহ্কে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'আরিফাত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায়, সে পৃথিবীতেও লাভবান হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে তার পথ প্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত করে স্রষ্টাকে, পরকালকে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধবংস ও অনন্তকাল শাস্তিভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল।[৫৯]

আলণ্ঢাহ্ কৃষকের চেষ্টা-সাধনাকে কবুল করেন বিধায় ক্ষেত-খামারে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। এটা মেধা ও শ্রমের অবদান নয় যদিও এক্ষেত্রে মেধা এবং শ্রম জড়িত থাকে। বরং আলণ্ঢাহ্র দয়া এবং দান। কেননা ফসল ও ফসল উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণগুলো যেমন-সূর্যের আলো ও তাপ, বৃষ্টির পানি, ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি, বায়ু কিংবা বাতাস, মাটি ও বীজ সব কিছুই মহান আলণ্ঢাহ্র দান এবং তাঁরই সৃষ্টি। এগুলোকে তিনিই কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগি ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এছাড়া আলণ্ঢাহ্র

ইচ্ছা ব্যতিরেকে মেধা ও শ্রম থাকা সত্ত্বেও কাঙ্খিত ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। একথা মু'মিন মুসলিম মাত্রই বিশ্বাস করা উচিত।

সুতরাং কৃষি কাজে নিমগ্ন থেকে আলণ্ঢাহ্কে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ হাত, পা ও শরীর কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকলেও অন্তরটা আলণ্ঢাহ্র স্মরণে জাগ্রত থাকা উচিত এবং যথাসময়ে তাঁর আহবানে সাড়া দেয়া উচিত। যেমনটি পাওয়া যায় সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও কর্মে । তাছাড়া অধিক ফসল উৎপন্ন হলে অহঙ্কার না করে আলণ্ঢাহ্র শুকরিয়া আদায় করা উচিত যেন নি'আমত অব্যাহত থাকে। অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়া কিংবা কম ফসল উৎপন্ন হওয়া সবই পরীক্ষা। এ পরীক্ষা হলো শুকর ও সবরের।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রাসূল (স)-এর বাণী স্মরণ করত যাবতীয় লোভ ও কৃপণতা পরিহার করে শরী'আতের

৫৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫৯. প্রাগুক্ত।

বিধান মোতাবেক উৎপাদিত শস্যের নির্ধারিত উশর আদায় করা উচিত। আর এমন ধরনের ঈমানদার কৃষক ও কৃষিজীবী মুসলিম এ জীবন ও আখিরাতে তথা উভয় জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

কাফিররা পার্থিব স্বার্থে যা ব্যয় করে তার উপমা হলো হিমবাহের মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য অর্থাৎ প্রচন্ড ঠান্ডা যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে আঘাত করে ও ফসল বিনষ্ট করে। মোটকথা, শস্য ক্ষেতে বরফ জমে যাওয়ার ফলে যেভাবে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তারা যা ব্যয় করে তার বিনিময়ে পুণ্য লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। অর্থাৎ তাদের পার্থিব ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তারা কুফরি করে নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি। এখানে আলণ্ঢাহ্ কাফিরদের বৃথা ব্যয়কে তুষারের শৈত্য অর্থাৎ প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা শস্যহানির সাথে তুলনা করে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ-

'এ পার্থিব জীবনে যা তারা (যারা কুফরি করে) ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, তা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আলণ্ঢাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।'[৬০]

আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলার কাছে অদৃশ্য বিষয়ের ভান্ডার রয়েছে। এসব গোপন ভান্ডারকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না এবং স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত রয়েছেন। কোন পত্র পর্যন্ত বৃক্ষ থেকে পতিত হয় না, কিন্তু তিনি তাও জানেন এবং কোন শস্যকণা পর্যন্ত মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে নিপতিত হয় না এবং কোন আদ্র ও শুষ্ক দ্রব্য- ফল ইত্যাদির মত পতিত হয় না, কিন্তু এ সবই প্রকাশ্য গ্রন্থে তথা লাওহ্ মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৬১] অর্থাৎ, গাছের পাতা ঝরা থেকে শুরু করে

মৃত্তিকার অন্ধকার গর্ভে শস্যকণার পতিত হওয়া কিংবা মাটির অভ্যন্তরে শস্যবীজের অঙ্কুরোদগম হওয়া এবং কোন্‌টি রসযুক্ত কিংবা কোন্‌টি রসহীন শুষ্ক দ্রব্য বা ফল সবকিছু সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্‌ পুরোপুরিভাবে ৬০. আল-কুরআন, ৩ : ১১৭

৬১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

অবগত আছেন। তিনি কোন কিছু সম্পর্কে বেখবর নন; সবকিছুই তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্‌ বলেন,

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ-

'অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা বা শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।'[৬২]

عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ - এর অর্থ এই দাঁড়াল, অদৃশ্য বিষয়ের ভা ার আলণ্ঢাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই, অদৃশ্য বিষয়ের ভা ারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত।[৬৩]

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ -অর্থাৎ, অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভা ার সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্‌ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।[৬৪] এ বাক্যে আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার 'আলিমুল গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ গুণটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ, উপস্থিত ও বিদ্যমান বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য হলো- তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী; কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে, স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, যা তিনি জানেন না। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি জানেন এবং সৃষ্ট জগতের আদ্র ও শুষ্ক কণা তাঁর জ্ঞানে ও লাওহ্‌ মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৬৫]

আলণ্ডাহ্ তা'আলার জ্ঞানগতভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগত পরিবেষ্টন করা শুধু এ নয় যে, বড় বড় বস্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছে, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا অর্থাৎ, সারা পৃথিবীর কোন বৃক্ষের পাতা

৬২. আল-কুরআন, ৬ : ৫৯

৬৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫

৬৪. প্রাগুক্ত।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

ঝরে না, যা তাঁর জানা নেই। উদ্দেশ্য এই, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে, ঝরার সময় এবং ঝরার পর অর্থাৎ বৃক্ষপত্রের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানেন। তাঁর জানা আছে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়াচড়া করবে, কখন এবং কোথায় ঝরবে। অতঃপর কোন্ কোন্ অবস্থা অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উলেণ্ডখ করার কারণ সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা বৃক্ষ থেকে পাতার ঝরে পড়া হচ্ছে পাতার ক্রমবিকাশ ও উদ্ভিজ্জ জীবনের সর্বশেষ স্তর। তাই শেষ অবস্থা উলেণ্ডখ করে আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৬৬]

এরপর বলা হয়েছে, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শস্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তাঁর জানা আছে। প্রথমে বৃক্ষপত্র উলেণ্ডখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে,

এরপর শস্যকণা বা শস্যবীজের প্রসঙ্গ উলেণ্ডখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেতে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আলণ্ডাহ্র জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আদ্র ও শুষ্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এসব বিষয় আলণ্ডাহ্র কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে প্রকাশ্য গ্রন্থ বলে লাওহ্ মাহফূজ বুঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আলণ্ডাহ্র জ্ঞান। একে প্রকাশ্য গ্রন্থ বলার কারণ এই, লিখিত বিষয়বস্তু যেমন ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আলণ্ডাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্ট জগত সম্পর্কে শুধু আনুমানিক নয় বরং সুনিশ্চিত। সৃষ্ট জগতের কোন কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয়- এ ধরনের সর্বব্যাপী জ্ঞান যে একমাত্র আলণ্ডাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য কুরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।[৬৭]

মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অসীম শক্তি সামর্থ্যের কথা বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বুঝিয়ে মানুষকে তাঁর পথে ফিরে আসার জন্য আহবান জানান। যেমন- বীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদগম আলাহ্র শক্তির এক বিস্ময়কর ঘটনা। এতে চিন্তাশীল ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে চিন্তার উপকরণ। কেননা ঈমানের নূর হলো চিন্তা-ভাবনা। অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে জীবন্ত ও সবুজ শ্যামল উদ্ভিদ বের করে আনা মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন। এতে কোন মানুষের হাত নেই। মানুষ শুধু অঙ্কুর গজানোর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে কিংবা অঙ্কুর গজানোর পথে শুধু প্রতিবন্ধকতা দূর করে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

৬৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৯

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ -

'আলণ্ঢাহ্ই শস্যবীজ ও আঁটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে বের করেন। তিনিই তো আলণ্ঢাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে।'[৬৮]

আয়াতে বলা হয়েছে, إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ অর্থাৎ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বীজ ও আঁট অঙ্কুরণকারী। এতে আলণ্ঢাহ্র শক্তি সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ উদ্ভিদ প্রজন্মকে বের করে দেয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ।[৬৯] কৃষক শুধু বীজ বা আঁটি গজানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন- জমি চাষ দিয়ে মাটি নরম করা, মাটির আদ্রতা সংরক্ষণ করা, জমিতে সহজে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা, আগাছা দমন করা, সার প্রয়োগ করা ইত্যাদি । অর্থাৎ, কৃষক প্রয়োজনীয় কৃষিকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বীজ বা আঁটি থেকে চারা গজানোর প্রতিবন্ধকতা দূর করে মাত্র। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি বিদীর্ণ হয়ে অঙ্কুর বের হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা আছে, এতে মানব কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই মানুষের উচিত মহান স্রষ্টার এসব বিস্ময়কর নিদর্শন অবলোকন করে যাবতীয় কুফর, শিরক ও প্রতিমা পূজা পরিহার করত আলণ্ঢাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা এবং তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ করা।

আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীন উদ্ভিদ জীবনচক্র ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আল-কুরআনে উলেণ্ঢখ করেছেন। উদ্দেশ্য চিন্তাশীল মানুষ যেন এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং আলণ্ঢাহ্র মা'আরিফাত ও শ্রেষ্ঠত্বকে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে উপলব্ধি করে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ-

'তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করি; অনন্তর তা হতে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি, এবং

৬৮. আল-কুরআন, ৬ : ৯৫

৬৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

খেজুর বৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন ও আনার (ডালিম)। এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশ। বিভিন্ন উদ্ভিদ তথা গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সেগুলো ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।'[৭০]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলার কি অদ্ভূত বর্ণনা শৈলী! আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, অতঃপর মাটিতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতির আগমন তথা মাটিতে শস্যের বীজ বা আঁটির অঙ্কুরোদগম, চারার বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, পাতা ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়া, গাছের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, অতঃপর ফুল ও ফলধারণ ইত্যাদি সব কিছুর পর্যায়ক্রমিক বর্ণনায় আলণ্ঢাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ জীবনচক্রের ধারাবাহিক ধাপগুলো বজায় রেখেছেন। এখানে শস্যের বৃদ্ধিপর্যায়ের বর্ণনা শস্যদানার বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে সূচনাতে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি ঊর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।[৭১] উলেণ্ঢখ্য, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত যায়তূন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ, এর তৈল খাবার তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়।[৭২]

মহান আলণ্ঢাহ্ সকল কিছুর স্রষ্টা। তাই তিনি সকল কিছুর প্রকৃত মালিক। এবাদত-বন্দেগি, দান-সাদকা ও উশর সবকিছু তাঁর জন্য হতে হবে; এসব 'আমলে কাউকেই তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না। কেননা আলণ্ঢাহ্ শিরক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। উৎপাদিত শস্য ও গবাদি পশু ভাগ-বন্টনে এবং দান-খয়রাতের

ক্ষেত্রে তৎকালীন আরবদেশের মুশরিকদের বিশ্রী ও একদেশদর্শী বিচার পদ্ধতির প্রতি নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ-

'আলণ্ঢাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আলণ্ঢাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটি আলণ্ঢাহ্র জন্য এবং এটি আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আলণ্ঢাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আলণ্ঢাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের

৭০. আল-কুরআন, ৬ : ৯৯

৭১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৭২. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮, টীকা নম্বর- ৪২২

কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।'[৭৩]

আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার যুগে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কার্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আলণ্ঢাহ্ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করত; ভাল ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, অধিকন্তু আলণ্ঢাহ্র ভাগ হতে দেবতাদের ভাগে মিশিয়ে দিত এ বলে, আলণ্ঢাহ্ মুখাপেক্ষী নয়, তাঁর প্রয়োজন নেই, দেবতাগণ মুখাপেক্ষী, তাদের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ তারা এতটুকু বুঝতে চেষ্টা করত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মাবূদ হতে পারে।[৭৪]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের ফসল ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে কিছু কিছু ফল-ফলাদির নাম পবিত্র কুরআনে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। যেমন- খেজুর, যায়তূন ও আনার বা ডালিম ইত্যাদি। এসব ফলের মধ্যে আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন নিহিত রয়েছে। তাছাড়া উৎপাদিত ফসল ও ফল-ফলাদি আহরণ কিংবা সংগ্রহের পর এদের হক তথা উশর আদায় করার নির্দেশনাও পবিত্র কুরআনে উলেণ্ঢখ আছে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তূন ও আনার (ডালিম) সৃষ্টি করেছেন- এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল উঠানোর দিনে তার হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৭৫]

উলেণ্ঢখ্য, কি পরিমাণ 'দেয়' তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সর্বোত্তম ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মক্কায় অবস্থানকারী ফকির-মিসকিনদেরকে উৎপন্ন ফসলের এক অনির্ধারিত অংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়, ১/২০ অংশ সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলে, ১/১০ অংশ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে। একে উশর বলে, যা ফসলের যাকাতস্বরূপ দেয়।[৭৬]

---

৭৪. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬, টীকা নম্বর- ৪৩৬

৭৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৪১

৭৬. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮, টীকা নম্বর- ৪৪১

বৃষ্টি আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। আর বৃষ্টির পূর্বে ঠান্ডা বায়ু প্রেরণ, অতঃপর ভারী মেঘমালার সৃজন, বাতাসে সে মেঘমালার সঞ্চরণ, অতঃপর কোন মৃত শহর ও জনপদের দিকে সে মেঘমালাকে ধাবিয়ে নেয়া, তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও মাটিকে সিক্তকরণ, অতঃপর সিক্ত ভূমি থেকে শস্য, উদ্ভিদ ও নানা প্রকারের ফলমূল উদ্‌গত করা সম্বন্ধে মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর পাক-কালামে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। এরূপ পুরো প্রক্রিয়াটিই মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এমনিভাবে আলণ্ঢাহ্ মৃতদেরকে পুনরুত্থান করবেন। তবে বৃষ্টির এ কল্যাণধারা থেকে কোন ধরনের ভূখণ্ড উপকৃত হয় সে কথাটিও আলণ্ঢাহ্ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এটা সত্য, বৃষ্টির কল্যাণধারা থেকে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম ভূমিই বেশি লাভবান হয়। অর্থাৎ তাতে ভাল ফসল হয়। কিন্তু অনুর্বর ও শক্ত ভূমি কিংবা সমস্যাপূর্ণ কোন ভূখণ্ড বৃষ্টির এ কল্যাণধারা থেকে তেমন লাভবান হয় না কোন কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে। তেমনিভাবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সব মানুষ লাভবান হতে পারে না। শুধু তারাই লাভবান হতে পারে যারা কৃতজ্ঞ ও যারা আলণ্ঢাহ্ নিদর্শনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। এ বিস্তারিত বিষয়াদি সম্বন্ধে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ-

'তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর। এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মায় না। এভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।'[৭৭]

আলোচ্য প্রথম আয়াতে, অনুগ্রহ দ্বারা বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে।[৭৮] পরের আয়াতে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূমি দ্বারা সৎ ও অসৎ মানুষের উপমা বর্ণনা করা হয়েছে।[৭৯] এছাড়া প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,

---

৭৭. আল-কুরআন, ৭ : ৫৭-৫৮

৭৮. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫, টীকা নম্বর- ৪৬৫

৭৯. প্রাগুক্ত, টীকা নম্বর- ৪৬৬

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ - এতে رياح শব্দটি ريح - এর বহবচন। এর অর্থ বায়ু , بُشْرًا শব্দের অর্থ সুসংবাদ এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আলণ্ডাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য এই, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আলণ্ডাহ্র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুলতা অর্জন করে এবং তা যেন সম্ভাব্য বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব এ বায়ু দু'টি নি'আমতের সমষ্টি। ১. মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য উপকারী, ২. বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।[৮০]

এরপর বলা হয়েছে, حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا এখানে سحاب শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثقال শব্দটি ثقيل- এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ, বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালা অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা, যা বাতাসের কাঁধে আরোহণ করে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো টন ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই, এতে কোন মেশিন বা যন্ত্র কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আলণ্ডাহ্ তা'আলার আদেশক্রমে আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে।[৮১] অতঃপর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্যালন পানিভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে আরোহণ করে আকাশ পানে ধাবিত হয়। এরপর বলা হয়েছে, سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ - سوق-এর অর্থ কোন জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بلد এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর ميت-এর অর্থ মৃত। অর্থাৎ 'বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি।' মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখ—ের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উলেখ করা এজন্য সমীচীন হয়েছে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা বস্তুত কোন লক্ষ্য নয়।[৮২] এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর কয়েকটি গুর—ত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হলো। প্রথমত বৃষ্টি মেঘমালা থেকে

৮০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

৮১. প্রাগুক্ত।

৮২. প্রাগুক্ত।

বর্ষিত হয়। এতে বুঝা গেল, যে সব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও সামা তথা আকাশ শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বুঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।[৮৩]

দ্বিতীয়ত কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখ—ের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আলণ্ডাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন।[৮৪] এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আলণ্ডাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।[৮৫] অতঃপর বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফলমূল উৎপন্ন করি।'[৮৬]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُو অর্থাৎ, 'এভাবেই আমি মৃতদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ।' উদ্দেশ্য এই, আমি যেভাবে মৃত ভূখ—কে জীবিত করি

এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফলমূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।'[৮৭]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا نكد - শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ, বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দুপ্রকার হয়ে থাকে। ১. উর্বর ও ভাল, যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল উৎপন্ন হয়। ২. শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড। এতে ফসল উৎপাদনের সক্ষমতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছুই উৎপন্ন হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প
পরিমাণে হয়।[৮৮] অর্থাৎ কল্যাণকর বৃষ্টি দ্বারা উর্বর ও উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটিতে ভাল ফসল হয়।

---

৮৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. প্রাগুক্ত।

৮৬. প্রাগুক্ত।

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

কিন্তু অউৎপাদক ও সমস্যাপূর্ণ মাটিতে ভাল ফসল হয় না। তবে এ ধরনের মাটিকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সংশোধনপূর্বক কিংবা ঐ মাটিতে উৎপন্ন হতে পারে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে পারলে হয়তবা তথায় ভাল ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হতে পারে।

ফির'আওনের প্রভুত্ব দাবী, তার সম্প্রদায়ের বাড়াবড়ি ও নাফরমানি তথা আলণ্ডাহ্র উপর ঈমান না আনা, মূসা (আ)-এর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা, বরং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা, বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করা এবং তাদেরকে মুক্তি না দেয়ার কারণে ফির'আওন সম্প্রদায়কে আলণ্ডাহ্ তা'আলা নানাবিধ শাস্তি প্রদান করেন। তন্মধ্যে পঙ্গপাল দ্বারা শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অন্যতম। এ পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলাদির বিপুল পরিমাণে ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া খাদ্যশস্যে অন্যান্য কীট-পতঙ্গও আক্রমণ করে। ফলে ফির'আওন সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাড়িত হয়। উদ্দেশ্য ছিল তারা যেন আলণ্ডাহ্র শাস্তি ও শাস্তি পরবর্তী আলণ্ডাহ্র নি'আমত প্রাপ্তির পর তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে সত্য পথে ফিরে আসে। কিন্তু ফির'আওন সম্প্রদায় ছিল অপরাধে অভ্যস্ত এক জাতি। অনেক সুযোগ ও অবকাশ দেওয়ার পারও শেষ পর্যন্ত তারা আলণ্ডাহ্র নাফরমানি করার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে ঘরবাড়ি, জমিজমা ও আসবাবপত্র সব হারিয়ে লোহিত সাগরে ডুব ধবংস হয়। মহান আলণ্টাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-

‘আমি তো ফির‘আওনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।’[৮৯]

তীহ্ প্রান্তরে আলণ্টাহ্ তা‘আলা তাঁর কুদরতি পদ্ধতিতে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দানের মাধ্যমে প্রশান্তির ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া তাদের জন্য আলণ্টাহ্ তাঁর অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণেরও ব্যবস্থা করেছেন যা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৭ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আলণ্টাহ্ এ প্রসঙ্গে আরো বলেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ-

‘এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ভাল যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি

৮৯. আল-কুরআন, ৭ : ১৩০

কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করছিল।’[৯০]

এ পৃথিবীর জীবন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ মানুষ এ জীবন দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই আখিরাতের অনন্ত জীবনকে ভুলে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে আলণ্টাহ্র শাস্তি এসে পড়লে সবকিছুই ক্ষণিকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই মহান আলণ্টাহ্ মানুষকে আকস্মিক বিপর্যয়ে নিপতিত ভূমিজ উদ্ভিদের পরিণতির মাধ্যমে উপমা দিয়ে বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

Dhaka University Institutional Repository

'বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ- যেমন আমি আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রাত্রে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।'[৯১]

পার্থিব জীবন হলো যেমন- আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের পর কোন ভূমি শস্য কিংবা গাছপালা দ্বারা ভরে উঠে। অতঃপর ক্ষেতের মালিক বা চাষী তার আয়ত্তাধীন ফসলের ব্যাপারে আশাবাদী থাকে। কিন্তু চাষীর বিশ্বাস ও আশার মাঝে আলাহ্‌র পক্ষ থেকে আকস্মিক কোন বিপদ বা আঘাতের কারণে ক্ষেতের সমুদয় ফসল বিনষ্ট হয়ে যায় যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ ক্ষেতের শ্যামলতা ও তার মনোহারী দৃশ্য বিনষ্ট হয়ে ক্ষণিক পূর্বের ভরা ক্ষেত আকস্মিকভাবে খাঁ-খাঁ মাঠে পরিণত হয়ে যায় এবং যে ফসল তোলার ব্যাপারে কৃষক নিশ্চিত ও আশাবাদী ছিল তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়; অর্থাৎ, কৃষক বঞ্চিত হয়। এমননিভাবে যারা এ পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে তারা হঠাৎ করে আলণ্ঢাহ্‌র শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথচ তারা বুঝতেও পারে না। কাতাদা (র) বলেন, পৃথিবীর প্রতি যারা নির্ভর করে এবং এর ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাদের উপর আকস্মিকভাবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার শাস্তি এসে উপস্থিত হয়, যা তারা টেরও পায় না।[৯২] কাজেই শুধু ফসল ফলানো ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসেই সর্বদা ব্যস্ত

৯০. আল-কুরআন, ৭ : ১৬০
৯১. আল-কুরআন, ১০ : ২৪
৯২. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলামা কাযী মুহাম্মদ ছানা উলাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ১৬৬

থাকলে চলবে না। বরং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ঈমান, 'আমল ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। তবেই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি খুশি হয়ে তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে অগণিত কল্যাণ ও বরকত দান করবেন।

হযরত ইউসুফ (আ) একজন সৎ ও মহানুভব নবী ছিলেন। তিনি আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে স্বপ্নের সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দান করতেন। উলেখ্য, হযরত ইউসুফ (আ) কারাগারে থাকা অবস্থায় দু'জন কয়েদির স্বপ্নের সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দান করে সুনাম ও বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন যা পরবর্তীতে তাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সহায়ক হয়েছিল। একজন কয়েদি স্বপ্নে দেখল, সে আঙ্গুর ফল নিংড়িয়ে রস কিংবা শরাব বের করছে। অন্যজন স্বপ্নে দেখল যে সে মাথায় র“টিভর্তি একটি ঝুঁড়ি বহন

করছে এবং পাখিরা তা থেকে ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। স্বপ্নের এ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ-

'তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করছি, এবং অপরজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মস্তকে র"টি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও, আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।'[৯৩]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত স্বপ্ন সম্পর্কে ইউসুফ (আ) বললেন, 'তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহ্কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।'[৯৪]

অবশেষে আলণ্ডাহ্ তা'আলা চাইলেন এ স্বপ্ন ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উসিলায় হযরত ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করতে। তাই তিনি ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির জন্য তাঁর অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করে দিলেন। এক সময় বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। তাই তিনি রাজ্যের সকল যাদুকর, গণক, বিদ্বান, প"িত ও স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাগণকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। আর এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে,

---

৯৩. আল-কুরআন, ১২ : ৩৬

৯৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৭

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ-قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ-وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ-يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ-قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ-ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ

Dhaka University Institutional Repository

ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ-ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ-

'রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও। তারা বলল, এ অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নয়। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল সে বলল, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের (রাজা ও পারিষদবর্গ) নিকট ফিরে যেতে পারি ও যাতে তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রেখে দিবে; এর পর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে (বীজ ইত্যাদির জন্য), তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।'[৯৫]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি বাদশাহর স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) এবং সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের

৯৫. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩-৪৯

সাত বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভীর মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই , পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্য ইত্যাদির যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে থাকবে।[৯৬]

বাদশাহ্র স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল , সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আ) এভাবে জানতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বছর

যখন সর্বমোট সাতই, তখন আলণ্ঢাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে অবগত করেছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞানগরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছেন, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে; যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে কীট না লাগে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে কীট লাগে না।[৯৭]

ও উত্তম অবস্থায় রয়েছে এমন শস্যের উপর সাধারণত কীটপতঙ্গের আক্রমণ হয় না, কিন্তু ভিজা, স্যাঁতসেঁতে শস্যে খুব দ্র্ত এদের জন্ম ও বংশবৃদ্ধি হয়। আর এরূপ শস্য ভাঙ্গা শাঁসে পূর্ণ থাকে।[৯৮]

ক্ষেত থেকে কেটে নেয়া শস্য যদি শিষযুক্ত থাকে এবং ঝুলিয়ে রাখা যায়, তাহলে শস্যের মান অক্ষুণ্ন থাকে এবং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মাড়াই করার পর গুদামজাতকৃত শস্যের চেয়ে এরূপ শস্যের সুবিধা বেশি। প্রথমত পরিপক্ক শস্য গমের ক্ষেত্রে অবশ্য এক বীজবিশিষ্ট, ক্ষতিকর পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে শস্যের চারদিকের দেয়াল ও বীজের অভ্যন্তরীণ আবরণী দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পাকা শস্যের এ দেয়াল ও আবরণী একত্রিত হয়ে বীজের ভ্র্ণ ও অন্তর্গত সংরক্ষিত খাদ্য শক্তিকে আবদ্ধ করে রাখে। শস্যদানার বহিরাবরণ শস্য মাড়াইকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভিতরের শস্যদানা অনাবৃত হয়ে পড়ে, যার ফলে এরূপ শস্যে অতি সহজে পোকার সংক্রমণ ঘটে।

৯৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮২), খ. ৫, পৃ. ৭৩

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

৯৮. ডা. গোলাম মুয়ায্‌যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ২৫১-২৫২

এছাড়া অন্য কোনোভাবে শিষ থেকে শস্যদানা ছাড়িয়ে নেয়ার সময় শস্যদানার চারদিকের প্রতিরক্ষা দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান দিয়েই শস্যদানার উপর কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত শস্যদানা যখন শিষে লাগানো থাকে, তখন সাধারণভাবে গমের আটি ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে গমের শিষে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ক্রমশ মাটির উপরস্থ আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়। এভাবে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয় না। শিষে

এভাবে শস্য রেখে দিলে তা অনেক বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়। শস্য সংরক্ষণের বিষয়ে মিসরবাসীদের পরামর্শ প্রদান নবী ইউসুফ (আ)-এর এ বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৯৯]

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ অর্থাৎ, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্বসঞ্চিত শস্য ভা ার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভা ার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই, মানুষ ও জীবজন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্বসঞ্চিত শস্য ভা ার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আ)-এর গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন।[১০০] তাই বাদশাহ্ ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য সংশিণ্টষ্টদের আদেশ প্রদান করেন। এজন্য বলা হয়েছে, وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ অর্থাৎ, ‘বাদশাহ্ আদেশ দিলেন, ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস!’[১০১]

উলেখ্য, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই এই অপরিহার্য মৌলিক উপাদানের সৃষ্টি ও যোগান দানের দায়িত্ব আলণ্টাহ্ তা‘আলা স্বয়ং নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আর এ সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কালামে পাকে বহু সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মহান আলণ্টাহ্ খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে তাঁর সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ ও মানুষের মেধা, শ্রম ও বুদ্ধিমত্তাকে সম্পৃক্ত করেছেন যেন মানুষ এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালে সার্বিকভাবে লাভবান হতে পারে। উলেণ্টখ্য, মানুষ আজ পর্যন্ত শস্যের একটি দানা কিংবা চারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে আলণ্টাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে এবং প্রকৃতিতে বিরাজমান আলণ্টাহ্ তা‘আলার সৃষ্ট মৌল প্রাকৃতিক

৯৯. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১০০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭০

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭০

উপকরণকে ব্যবহার করে শস্যের, মৎস্যের ও গৃহপালিত পশু-পাখির উন্নত জাত বা প্রকরণ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে মানুষের জ্ঞান ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ও মহান স্রষ্টার উপর মানুষের পরম নির্ভরশীলতা যা কেবল জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

আজ সারা পৃথিবীতে খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে এবং চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে কিভাবে খাদ্যের সংকটকালীন সময়ে মানুষকে খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। অথচ আজ

থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ (আ)-কে ওহী মারফত জ্ঞান দান করে অর্থাৎ তাঁকে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান দিয়ে তৎকালীন মিসরের বাদশাহকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করেছিলেন যা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ থেকে বর্তমান বিশ্ববাসী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবকুল শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কাজেই মানুষ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে উপকৃত হউক, উৎপাদন বৃদ্ধি কর&ুক। এতে ইসলামের কোনো বাধা নেই। তবে আসল কথা হলো উৎপাদন ও উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে মানুষ যেন মহান আলণ্ঢাহ্কে ভুলে না যায়। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করে মানুষ যেন আত্মগৌরবে ভেসে না যায় কিংবা মহান স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা পোষণ না করে এবং সর্বোপরি ইসলামের সঠিক পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হয়। কেননা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলণ্ঢাহ্র এবাদতের জন্য।

তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ক্ষেতে-খামারে ও বাগানে কাজ-কর্ম করেও সদা-সর্বদা আলণ্ঢাহ্ স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন যা সকল মুসলিমের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। অতএব, বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ও তা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরত খাদ্য মজুদের ধারাবাহিকতাকে শক্তিশালী করা কিংবা খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা ইসলামের পরিপন্থী কিছু নয়। কেননা ইসলাম মানব কল্যাণকামী উদার ধর্ম। আর উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের উপকার সাধন করা তথা মানব অস্তিত্বকে সুরক্ষা করা। কিন্তু কেবল বস্তুনিষ্ঠ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল না হয়ে সে সাথে মহান স্রষ্টার পবিত্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে হবে। তবেই মানুষ এ জীবন ও পরকালে সার্বিকভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। এজন্য মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে।

রাজা ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। এজন্য রাজা তার স্বপ্ন

সম্পর্কে ইউসুফ (আ)-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইউসুফ (আ) বললেন, 'আমার মত হচ্ছে, সম্ভাবনাময় বছরগুলোতে অত্যধিক পরিমাণে চাষাবাদ কর&ুন। এর শস্যভা&ারে উৎপন্ন ফসল শিষসমেত সংরক্ষণ কর&ুন। শিষগুলো পশুদের হতে পারবে। ফরমান জারি করবেন যেন জনগণ তাদের ফসলের এক-পঞ্চমাংশ তুলে রাখে। যে শস্য আপনি জমা করবেন, তা মিসরবাসী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। দূর-দূরান্তের লোকেরাও আপনার কাছে শস্যের জন্য আসবে। ফলে রাজকোষে এত

বিপুল অর্থের সমাগম হবে, যা ইতিপূর্বে আর কারও আমলে হয়নি।' রাজা বললেন, 'এ কাজে কে আমার সহযোগিতা করবে? শস্য সঞ্চয় ও বিক্রয়ের এত সব ব্যতিব্যস্ততা একা আমার পক্ষে সামাল দেয়া তো সম্ভব নয়। কে এর তত্ত্বাবধান করবে? তখন ইউসুফ (আ) এগিয়ে আসলেন।'[১০২] যা পবিত্র কুরআনের ভাষায় এরূপে ব্যক্ত হয়েছে,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ-

'ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।'[১০৩]

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে, রাজা ইউসুফ (আ)-এর কাছে স্বপ্নের বিবরণ শুনে আশ্চর্যবোধ করলেন, তিনি কিভাবে এ সম্পর্কে জানলেন। অতঃপর রাজা এ স্বপ্ন সম্পর্কে করণীয় কি তা জানার জন্য পরামর্শ চাইলেন। ইউসুফ (আ) বললেন, প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উলেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে। এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা

---

১০২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ৪৭০

১০৩. আল-কুরআন, ১২ : ৫৫

কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আ) বললেন, اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ, 'জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান আছে।'[১০৪] উলেণ্টখ্য, ইউসুফ (আ) আসন্ন দুর্ভিক্ষে ন্যায়নীতির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এ পদ চেয়েছিলেন।[১০৫]

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ, ইউসুফ (আ) স্বীয় আমানতদারী, বিজ্ঞতা ও কর্তৃত্ব প্রার্থনার বিষয় নিজেই প্রকাশ করলেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি আলণ্টাহ্র বিধান জারি, সত্য প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন। এজন্যই তো মানুষের কাছে নবী-রাসূলের প্রেরণ। তিনি জানতেন, এ কাজে তাঁর স্থান পূরণের মত কেউ নেই। সুতরাং আলণ্টাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানই ছিল তাঁর এ কর্তৃত্ব প্রার্থনার লক্ষ্য। ক্ষমতার আসক্তি বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। খুলাফায়ি রাশিদীন যে খিলাফতের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন, সেখানেও এ একই কথা। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, শাসন কর্তৃত্ব ও বিচারকের পদ প্রার্থনা করা বৈধ এবং এজন্য স্বীয় যোগ্যতাও প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত, যদি আত্মসংযমের আস্থা থাকে।[১০৬]

ইউসুফ (আ)-এর إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কুরআনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশত না হয়।'[১০৭]

ইউসুফ (আ) আলণ্টাহ্র কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। তাই তিনি জনগণের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য এমন কাজ করেন, যার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইউসুফ (আ) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল, 'মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা।' তিনি বললেন, 'সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি।' তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।'[১০৮]

---

১০৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

১০৫. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮ টীকা নম্বর- ৭১৫

১০৬. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৭১

১০৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৪

১০৮. প্রাগুক্ত।

আলণ্টাহ্র নবী ইউসুফ (আ) এভাবেই ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একজন সৎ ও দক্ষ শাসক হিসেবে মিসর ও তার আশপাশের দেশগুলোতে যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সে সাথে তিনি জনগণের আস্থা ও ভালোবাসাও অর্জন করেছিলেন যা মুসলিম শাসকবর্গের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

মহান আলণ্ডাহ্র প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের ও কুদরতের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর কুদরতি হাতের মধ্যে। আলণ্ডাহ্র সৃষ্টির মধ্যে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন নিহিত রয়েছে। আলণ্ডাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে বিস্ড়ৃত করে মানুষ ও জীবজন্তুর চলাচলকে সহজ করে দিয়েছেন এবং সে সাথে সহজ করে দিয়েছেন চাষাবাদ কার্যক্রমকে। এসব কিছু কিন্তু মানুষের প্রতি মহান আলণ্ডাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। আলণ্ডাহ্ পাহাড়-পর্বত দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থিত করেছেন যেন এর ভারসাম্য বজায় থাকে। আর পাহাড়ে বরফ আকারে পানি সঞ্চিত রাখারও সুব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়ে সঞ্চিত বরফ গলে যে ফল্গুধারা সৃষ্টি হয় তা থেকে পরবর্তীতে নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় যা মানব সভ্যতা বিকাশে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অধিকন্তু আলণ্ডাহ্ ভূপৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করেন যাতে স্ত্রী-পুর ষ লিঙ্গভেদ রয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক প্রকার ফল-ফসলে রয়েছে নানা রকমের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও আকার-আকৃতিগত বৈচিত্র্যতা বা বিভিন্নতা। সুতরাং বলা যায়, আলণ্ডাহ্র সৃষ্টির সবকিছুতেই রয়েছে অপূর্ব শৈল্পিক নৈপুণ্যতা ও বৈচিত্র্য। বস্তুত, এসব কিছুর প্রতি গভীরভাবে অবলোকন করলে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে সক্ষম হবে। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

'তিনিই ভূতলকে বিস্ড়ৃত করেছেন এবং এতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।'[১০৯]

নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে আলণ্ডাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন নিহিত রয়েছে। যা থেকে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষরা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। আলণ্ডাহ্ বলেন,

১০৯. আল-কুরআন, ১৩ : ৩

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -

‘পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখ–, তাতে আছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসেবে তাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।’[১১০]

উলেখ্য, অনেক ভূমিখ– পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখ–ে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কা– উপরে পৌঁছে দু’কা– বা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যেমন- সাধারণ শক্ত কা–ধারী বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কা–ই থাকে; যেমন- খেজুরবৃক্ষ। এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানান ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস বা একই জমি থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে- শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন- এক শ্রেণির অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।[১১১] সুতরাং এসব উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে অবশ্যই আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার অসীম ক্ষমতা ও হিকমতের অপার নিদর্শন নিহিত রয়েছে। যা কেবল চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমানরাই অনুধাবন করতে পারে।

মানুষের জীবিকার মূল উৎস হলো কৃষি এবং এটি সকল শিল্পের মূল। কারণ শিল্পের কাঁচামালের যোগান বা সরবরাহ আসে কৃষি থেকে। কিন্তু কৃষিজ উৎপাদন কার্যক্রমকে সচল রাখার জন্য পানি একটি গুর–ত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা পানি ছাড়া মৃত্তিকাস্থ পুষ্টি উপাদানসমূহ উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হতে পারে না। এছাড়া উদ্ভিদ বা ফসলের শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদনের জন্য পানি অপরিহার্য উপাদান। অর্থাৎ,

১১০. আল-কুরআন, ১৩ : ৪

১১১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮

উদ্ভিদ কিংবা ফসলের জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পানি অত্যাবশ্যক। তাই মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ দয়া করে তাঁর বান্দাদের জীবিকা আহরণের সুবিধার্থে তথা ফসল উৎপাদনের জন্য আকাশ থেকে বিনা অর্থে বারি বর্ষণ করে প্রাকৃতিক উপায়ে পানির সুব্যবস্থা করেন, যা মানবীয় ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে।

তাছাড়া মহান আলণ্ঢাহ্ নদীসমূহকে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যা থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে সুফল ভোগ করে আসছে। যেমন- মানুষ নদী থেকে মৎস্য আহরণ করে নিজেদের

জন্য অমিষ জাতীয় খাদ্যের সংস্থান করে থাকে এবং নদীর পানিকে সেচ কাজে ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকার সংস্থান করে থাকে।

এছাড়া বিজ্ঞান প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, সূর্যের আলো ব্যতীত সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশেণ্ঢষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না। কাজেই সালোকসংশেণ্ঢষণ না হলে সবুজ উদ্ভিদ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিকুলের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সৃষ্টির যাবতীয় আয়োজনই মানুষকে কেন্দ্র করে এবং মানুষের কল্যাণার্থে। সুতরাং মানুষের উচিত এসবের বিনিময়ে আলণ্ঢাহ্র শুকর আদায় করা এবং তাঁর এবাদতে একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন হওয়া। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ-

'তিনিই আলণ্ঢাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।'[১১২]

ইবরাহীম (আ) আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমা'ঈল ও বিবি হাযিরাকে সুদূর সিরিয়া থেকে এনে পবিত্র গৃহের তথা বায়তুলাহ্র সন্নিকটে মক্কার চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় রেখে ফের সিরিয়ায় ফিরে যান। উলেখ্য তখন স্থানটি ছিল বিজন প্রান্তর। জনমানব বলতে কিছু ছিল না। এক ফোঁটা পানির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি একটি থলেতে কিছু খেজুর এবং এক মশক পানি রেখে তাদের থেকে বিদায় নেন। ইসমা'ঈল-জননী পেছন থেকে ডেকে বললেন, 'হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এ উপত্যকায় মানুষ বা অন্য কিছুর চিহ্নমাত্র নেই।' তিনি বারবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) কোন সাড়া দিচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হযরত হাযিরা (আ) বললেন,

১১২. আল-কুরআন, ১৪ : ৩২

' আলণ্ঢাহ্ কি আপনাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। হাযিরা (আ) বললেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধবংস করবেন না।' এ বলে তিনি শিশুপুত্রের কাছে ফিরে আসলেন। হযরত

ইবরাহীম (আ) ও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। যখন তিনি তাদের দৃষ্টির আড়াল হলেন, তখন কা‘বার দিকে মুখ করে হাত তুললেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত দু‘আ পাঠ করলেন।[১১৩]

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ-

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য, তারা যেন সালাত কায়িম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিও, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।’[১১৪]

আলোচ্য আয়াতে ইবরাহীম (আ) غَيْرِ ذِي زَرْعٍ তথা চাষাবাদহীন বলে আবেদন করেছেন, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর।[১১৫] وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ, ‘তারা অনুর্বর উপত্যকায় বাস করলেও উর্বর ভূমিতে বসবাসকারীদের মত ফলমূলের ব্যবস্থা তাদের জন্যও করো।’[১১৬]

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ আল্লাহ্ তা‘আলা ইবরাহীম (আ)-এর এ দু‘আ কবুল করেন। ফলে এ স্থান পবিত্র ও নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়। সব ধরনের ফলমূল এখানে পাওয়া যায়। ঋতুর কোন ভেদাভেদ নেই। একই সময় শীত-গ্রীষ্ম সব মৌসুমের ফল একমাত্র এ অনুর্বর পবিত্র উপত্যকারই কল্যাণে।[১১৭]

আরো বর্ণিত আছে, সম্ভবত ইবরাহীম (আ) এর দু‘আর বরকত, মুহাম্মদ (স)-এর মুহাব্বতের জন্মভূমি ও আল্লাহ্র রহমতের কেন্দ্রবিন্দু কা‘বা ঘরের উপলক্ষে বিশ্বের যে কোন বড় শহরের তুলনায় মক্কা শহরে ফলের সবচেয়ে বড় সরবরাহ সব সময়ের জন্য নিশ্চিত রয়েছে। এছাড়া আরও বিশেষ কোন গূঢ় তাৎপর্য

১১৩. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৭০

১১৪. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

১১৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১-৭২২

১১৬. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৭২

১১৭. প্রাগুক্ত।

থাকতে পারে ব্যবসানীতির, যা আল্লাহ্ তা‘আলা ভাল জানেন।[১১৮]

উলেখ্য, ফলের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। বিশেষত বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উৎস হলো ফল। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া যায় বলে এসব পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ কর্তৃক গৃহীত হয় যা মানুষকে আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে। ফলে নিহিত বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান যেমন- ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি দেহের বিপাক কার্যাবলী স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ফল অন্যান্য উপাদান যেমন- শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, পানি ইত্যাদি দেহে সরবরাহ করে দেহকে সুস্থ-সবল রাখে।[১১৯]

কিন্তু আজকাল ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- কার্বাইড, ইথোফেন ইত্যাদি মিশিয়ে ফল পাকানো হয় বিধায় এ সুস্বাদু ও নির্ভেজাল প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্য মানব মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। এছাড়া ফলের পচন রোধের জন্য এতে ফরমালিন মেশানো হয়, এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই ইসলাম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে ফল উৎপাদক, ফল ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সর্বস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার দরকার রয়েছে। তা না হলে মানুষের মনে ফলভীতি সৃষ্টি হবে, যা শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ পানি যা পান করে মানুষ তৃষ্ণা নিবারণ করে। আর বৃষ্টির পানি মাটিকে সঞ্জীবিত করে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম করে তোলে। ফলে মাটিতে উদ্ভিদ কিংবা ফসলের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়; এতে ফসলের ফলন বাড়ে। এছাড়া বৃষ্টির পানিতে অকর্ষিত চারণভূমি সিক্ত হয়ে তথায় ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি তীব্রভাবে গজিয়ে উঠে। এরূপ তৃণভূমি বা চারণক্ষেত্রে পশুপালন করা হয়। এ চারণ খামারে পশুপালন করে মানুষ দুধ, মাংস, চামড়া, ঘি, পণির, মাখন, পশম প্রভৃতি উৎপাদন করে। অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা সঞ্জীবিত চারণভূমি চমৎকার চারণক্ষেত্রে পরিণত হয় যেখানে জীবজন্তু চরার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। অধিকন্ত বৃষ্টির পানি মাটি ও মাটিস্থ ফসলের জন্য সার কিংবা টনিকের মত কাজ করে। তাই বৃষ্টি বর্ষণের পর উদ্ভিদ কিংবা ফসলের চাঙ্গা ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে ভূমিতে নানাবিধ ফসল ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এসব কিছু আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নি'আমত। এগুলোর মধ্যে আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদের সুস্পষ্ট পরিচয় ফুঠে উঠে যা কেবল চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। কেননা উদ্ভিদ জন্মানো ও ফসল

১১৮. মোঃ আজহার ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১১৯. ড. মোঃ ফেরদৌস ম ল ও মোঃ র হুল আমিন, *ফলের* বাগান(ময়মনসিংহ : মিসেস আফিয়া মন্ডল প্রকাশিকা, এপ্রিল ১৯৯০), পৃ. ২

উৎপাদনের মধ্যে বাহ্যিকভাবে মানবীয় কর্মের অবদান থাকলেও তাতে রয়েছে সর্বশক্তিমান আলণ্ডাহ্ তা'আলার গোপন নিদের্শনা ও তাঁর কারিগরি ও রহস্য। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ-يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

'তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বারা উৎপাদন করেন শস্য, যায়তূন খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।'[১২০]

আলোচ্য আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। তাই মানুষের চিন্তা করা দরকার, শস্যের বীজ কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল-ফল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক কিংবা কৃষাণির সৃজনশীল কোন অবদান নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমান আলণ্ডাহ্র কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং এসব অবলোকন করে মানুষের উচিত মহান আলাহ্র প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

মানুষ আলণ্ডাহ্ প্রদত্ত খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের প্রয়োজনে খাদ্য ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে হচ্ছে,

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-

'এবং খেজুর বৃক্ষের ফল এবং আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক; এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।'[১২১]

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এ নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুদও করে নেয়া যায়। সুতরাং

---

১২০. আল-কুরআন, ১৬ : ১০-১১

১২১. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মর্মার্থ এই, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তি বলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের অভির্চি, সে কি প্রস্তুত করবে-মাদকদ্রব্য তৈরি করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে? এ থেকে মাদকদ্রব্য তথা মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আলণ্ঢাহ্র নি'আমত; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে । কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নি'আমতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্টি হারাম তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলিমরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মদ্যপান ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কুরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।[১২২]

মৌমাছি গুর্ত্বপূর্ণ এক প্রকার পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণি। এ প্রাণি দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। বিভিন্ন রকম ফুল থেকে নির্যাস (Nectar) সংগ্রহ করে মধু উৎপন্ন করতে পারে বলে একে মৌমাছি বলে। মৌমছি পালন (Apiculture) আজ বিশ্বের সর্বত্রই একটি লাভজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মৌছাক থেকে মধু, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। পবিত্র কুরআনে মৌমাছির জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তি, এদের জন্ম বৃত্তান্ত ও সংহতি, কর্তব্য জ্ঞান, আবাস প্রস্তুত প্রণালী, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সব কয়টি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মধু যে বিভিন্ন ফলের নির্যাস এবং এটা যে মানুষের জন্য একটি রোগ নিরাময়কারী ওষুধ, তাও পবিত্র কুরআনে উলেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ-ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

'তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে; এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার

---

১২২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪৭

প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। তার উদর হতে নির্গত হয় বিভিন্ন বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।'[১২৩]

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাচার সম্পর্কে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ আলোচনা করেছেন যেন এর জীবন-যাপন প্রণালী থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করতে পারে। অধিকন্তু মহান আলণ্ঢাহ্ এর উদর থেকে নির্গত বিভিন্ন বর্ণের পানীয় তথা মধুর ওষুধি গুণ সম্পর্কেও

মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যেন মানুষ এ থেকে লাভবান হতে পারে। আর মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সুন্দরভাবে অনুমান করা যায়। এ দুর্বল প্রাণির জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে চমৎকার খাপ খায়।

মৌমাছি চাষ করা যেমন লাভজনক তেমনি আনন্দদায়ক কাজ। এর চাষ করার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। কারণ মৌমাছি চাষ করে প্রায় সব রোগের মহৌষধ ও সর্বোৎকৃষ্ট খাবার মধু উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পরও তা থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ করা যায়। এছাড়া উদ্ভিদের পরাগায়নের জন্য মৌমাছি একটি অন্যতম বাহক। তাই এর চাষ করা হলে সহজে পরাগায়ন সম্পন্ন হতে পারে, যার ফলে উদ্ভিদের ফলন বাড়ানো যায়। মৌমাছি চাষ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং পৃথিবীর বিলুপ্ত প্রায় অথচ সবচেয়ে বেশি উপকারী পতঙ্গকে রক্ষা করা সম্ভব।[১২৪]

আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত ওহী বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে মৌমাছির কর্মপদ্ধতি অনুসরণের যথাযথ ফলশ্র“তি ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচ্য ৬৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সে এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আলণ্ঢাহ্র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণির পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণিটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এ বিষ প্রতিষেধক বাস্তবিকই আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি এই, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ

---

১২৩. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৮-৬৯

১২৪. ড. মোঃ সদর“ল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৩),

Dhaka University Institutional Repository

ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।[১২৫]

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس - মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেননা স্রষ্টার ভ্রাম্যমান এ যন্ত্র সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছগাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালসা তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুলণ্চাহ্ (স)-এর কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাঁকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন, অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন, صدق الله وكذب بطن اخيك অর্থাৎ, ‘ আলণ্চাহ্র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী।’ উদ্দেশ্য এই, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে। আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায়, মধুর নিরাময় শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আলণ্চাহ্ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আলণ্চাহ্ তা‘আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس [১২৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুলণ্চাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সকালে মধু চেটে খাবে তার কোন বড় রোগ হবে না। হযরত আব্দুলাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুলণ্চাহ্ (স) বলেন, ‘তোমরা দু’টি শিফাদানকারী বস্তুকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়

---

১২৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭-৭৪৮

করে নাও- একটি মধু (আহারের মধ্যে) এবং অপরটি আল-কুরআন (কিতাবসমূহের মধ্যে)।' হযরত আবু নঈম, মা 'আয়শা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর নিকট মধু অত্যন্ত প্রিয় ও সুস্বাদু জিনিস ছিল।'[১২৭]

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা যায়, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা একে নি'আমত হিসেবে উলেণ্ঢখ করেছেন।[১২৮] সম্প্রতি গবেষণায় জানা জানা, মধুতে রয়েছে এন্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা যা দেহকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে বার্ধক্য ঠেকাতে সাহায্য করে। মধুতে প্রচুর ক্যালরি থাকায় দুর্বল এবং কঠোর পরিশ্রমী মানুষের বলবর্ধক হিসেবে মধু অত্যন্ত উপযোগী। মধুর ক্যালরি রক্তের হিমোগোবিন-এর পরিমাণ বাড়ায় ফলে; রক্তবর্ধক হয়। নিয়মিত মধু খেলে হাঁপানি এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যায়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, চিনির পরিবর্তে মধুতে অতিরিক্ত এন্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। সে জন্য চা, কফি, দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। মধুতে আছে গুকোজ ও ফ্রুকটোজ, এ দু'টি সরাসরি মেটাবলাইজড হয়ে যায় এবং ফ্যাট হিসেবে জমা হয় না।

মধু তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি যোগায়, শরীরে জমা থাকে না। খনিজ বা মিনারেলস মানব স্বাস্থ্য রক্ষায় জর"রি। মধুতে রয়েছে কপার, আয়রন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম। চুল ও ত্বকের কোষ ভালো রাখতে মধু তাই অনন্য। মধুতে প্রচুর পরিমাণ আয়রন আছে, অ্যানিমিয়ার জন্য তাই মধু খুব উপকারী। মহিলারা রক্তস্বল্পতায় বেশি ভোগেন। মধু নিয়মিত খেলে তারা উপকার পাবেন।[১২৯] তাছাড়া বিজ্ঞানীরা মধুকে রাসায়নিক বিশেণ্ঢষণ করে প্রায় আশি প্রকার পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করেছেন।[১৩০] অন্যমতে জানা যায়, মধুতে সাধারণত শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন, এনজাইম, হরমোন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিসহ **১৮১**টি উপাদান বিদ্যমান।[১৩১]

কাফিররা কুরআনের অলৌকিকতার মাধ্যমে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর নুবূওয়াত ও রিসালাতের যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান না এনে বরং টালবাহানা করে। এজন্য তারা বিভিন্ন অলৌকিক ও

অস্বাভাবিক

১২৭. কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ*(ঢাকা : হাসান বুক হাউস, আগস্ট ২০১১), পৃ. ১২৩

১২৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮

১২৯. কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

১৩০. ড. মোঃ সদর"ল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, (ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯৩),

পৃ. ১৫০

১৩১. কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

জিনিস তাদের সম্মুখে ঈমান আনার শর্তে দাবী ও পরীক্ষা স্বরূপ রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-এর কাছে পেশ করে। অথচ তাদের আশেপাশে ও চারদিকে আলণ্ডাহ্‌র বহু কুদরতের নিদর্শন রয়েছে যা অবলোকন করে চাইলে তারা ঈমান আনতে পারে। উলেখ্য, তাদের দাবী অনুযায়ী সেসব বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে সৃজন কিংবা আশ্চর্যজনকভাবে পেশ করার ক্ষমতা আলণ্ডাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। কাফিররা রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-এর কাছে দাবী করে ভূমি হতে ঝর্ণাধারা উৎসারিত করতে এবং তারা আরো দাবী করে রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-এর থাকবে নিজস্ব খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান যার ফাঁকে ফাঁকে নদী-নালা প্রবাহিত হবে। তবে রাসূলের মাধ্যমে তাদের সামনে কুরআনের মত জীবন্ত মু'জিযা আসার পর ঈমান আনার জন্য কাফিরদের এসব দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا-أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا-

'এবং তারা বলে, আমরা কখনই তোমাতে ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।'[১৩২]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা কুফর, শিরক, যুলুম, অহঙ্কার ও অসৎকর্মকে অপছন্দ করেন। এজন্য তিনি মানুষকে কখনও কখনও এ পৃথিবীতেই শাস্তির আস্বাদন করান এবং পরকালে চূড়ান্ত ও কঠোর শাস্তি প্রদানের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তবে বান্দা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। কাজেই উদ্যান, ফলের বাগান, শস্যক্ষেত্র, জনবল, বাহুবল, স্বর্ণ-রৌপ্য, বিলাস-ব্যসন ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে অহঙ্কার ও কুফরি করার কোন অবকাশ নেই। কেননা এসব ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক শোভা-সৌন্দর্য ও আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং ঈমান ও স্থায়ী সৎকর্ম সর্বোত্তম সম্পদ। যার বিনিময়ে মহান আলণ্ডাহ্ পরকালে মানুষকে চূড়ান্ত প্রতিদান দেবেন এবং এ পৃথিবীতেও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। সুতরাং বাগবাগিচা ও শস্যক্ষেত্রের উন্নতি দেখে কোনো মানুষের পক্ষে কারো সাথে অশোভনীয় ও অহঙ্কারসুলভ আচরণ করা উচিত নয়। অর্থাৎ, এসবের অধিকারীর পক্ষে কোন মানুষের সাথেই উপহাস ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা ঠিক নয়। এতে আলণ্ডাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি আসতে পারে এবং আলণ্ডাহ্ তাঁর প্রদত্ত নি'আমত ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই সর্বাবস্থায় আলণ্ডাহ্‌কে স্মরণ করে তার

নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তবেই সম্পদের সুরক্ষা হবে। এক অবিশ্বাসী ও অহঙ্কারী বাগান মালিক সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

১৩২. আল-কুরআন, ১৭ : ৯০-৯১

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا-كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا-وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا-وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا-وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا-قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا-لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا-وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا-فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا-أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا-وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا-وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا-هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا-

‘আপনি তাদের নিকট উপস্থাপন করুন দু’ব্যক্তির উপমা : তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু’টি আঙ্গুরের উদ্যান এবং এ দু’টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং এতে কোন হ্রাস বা ত্রুটি করত না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ উদ্যান কখনও ধবংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিই তবে সেখানে আমি তো নিশ্চয়ই এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আলণ্ঢাহ্, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক করি না। তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, আলণ্ঢাহ্ যা চান তাই হয়, আলণ্ঢাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই? তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে কর, তবে হয়ত আমার প্রতিপালক

আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত

৭৭

হবে এবং তুমি কখনও তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল যখন তা মাচানসহ ধবংস হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম! আর আলণ্ডাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আলণ্ডাহ্রই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'[১৩৩]

আলোচ্য ৪২ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ এর বাহ্যিক অর্থ এই, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোন অদৃশ্য বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধবংস হয়ে গেল। কুরআন পরিষ্কারভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোলেণ্টখ করেনি। বাহ্যত বুঝা যায়, কোন অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও حسبان শব্দের তাফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।[১৩৪]

এ পৃথিবীর জীবন অস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তাই মহান আলণ্ডাহ্ এ অস্থায়ী জীবনের শোভা-সৌন্দর্য ও বস্তু-সামগ্রীসহ বৈষয়িক যাবতীয় অর্জনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী অর্জন ও সফলতার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ, নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী বলে অভিহিত করেছেন। এজন্য মহান স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে বারংবার বুঝিয়েছেন যেন মানুষ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের স্থায়ী পাথেয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর এই সৎকর্মের সুফল ও বিনিময় চিরকাল স্থায়ী থাকবে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের পর মাটি সিক্ত ও উর্বর হয়ে তা থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া, সবুজ ও সতেজ হওয়া এবং পরে তা শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত হওয়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার পর বাতাসে এমনভাবে উড়িয়ে নেয়া, যেন এসব কিছু কখনও বিদ্যমানই ছিল না। গোটা অবস্থার সাথে এভাবে পার্থিব জীবনের উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মহান স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ যেমন সৃজন করার ক্ষমতা রাখেন আবার তেমনিভাবে ধবংস করতেও সক্ষম। সুতরাং মানুষের উচিত প্রকৃত সত্যকে জেনে আলণ্ডাহ্মুখী হওয়া। আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا۔

১৩৩. আল-কুরআন, ১৮ : ৩২-৪৪

১৩৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৮

'তাদের নিকট পেশ কর ুন উপমা পার্থিব জীবনের, তা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আলণ্ঢাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'[১৩৫]

পৃথিবীকে গালিচার মতো বিছিয়ে দেয়া এবং এতে চলার পথের ব্যবস্থা করা, আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে বৈচিত্র্য রকমের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা এবং তা থেকে মানুষ ও গবাদি পশুর জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করা মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্‌র অপার কর ুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব নিদর্শন দেখে কেবল ঈমানদার ও বিবেকবান মানুষই আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ۔

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য।'[১৩৬]

বীজের অঙ্কুরোদগমসহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পুষ্টি, উন্নয়ন, বংশবৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধিতে পানি একটি গুর ুত্বপূর্ণ উপাদান। উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে সকল বিপাকীয় কার্যাবলী পানির উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। মৃত্তিকা দ্রবণে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদানসমূহ পানির মাধ্যমেই মাটি থেকে উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পরিশোষিত হয়ে থাকে এবং তা সূক্ষ্ম পরিবাহী নলের একটি জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণরস আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। আর উদ্ভিদের পাতা ও সবুজ অংশে সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় সেক্ষেত্রেও পানি কাঁচামাল ও বিক্রিয়ক হিসেবে গুর ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার উদ্ভিদ দেহে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যসমূহ পানির মাধ্যমেই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবাহিত হয়ে থাকে। কাজেই আলোচ্য ৫৩ নম্বর আয়াতটির তাৎপর্য পুরোপুরিভাবে

অনুধাবন করতে হলে প্রকৃতিতে বিদ্যমান পানিচক্র এবং উদ্ভিদ কোষের কার্যক্রমে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা এর ফলেই উৎপাদিত হয় উদ্ভিজ্জ উৎপন্নদ্রব্যসমূহ যে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তুসমূহকে মানুষ ও গবাদি পশুর রিযিক হিসেবে উলেণ্টখ করা হয়েছে।

১৩৫. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৫

১৩৬. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির পানির একটা অংশ মাটিতে চুয়ে যায় এবং তা ভূগর্ভস্থ বিশাল পানি ভাণ্ডারের সাথে মিলিত হয়। মানুষ তার চারপাশে যে সকল গাছপালা দেখতে পায়, এদের অধিকাংশেরই রয়েছে জটিল পানি শোষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা। আবার উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কার্য শেষে তথা বিপাক ক্রিয়ার পর উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় অণুবীক্ষণিক পত্রীয় রন্ধ্রপথে বাষ্পাকারে বের হয়ে চারপাশের বায়ুতে গিয়ে মিশে। উলেখ্য সমুদ্র থেকে, ভূপৃষ্ঠ থেকে এবং উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তর থেকে বাষ্পাকারে নির্গত জলীয়বাষ্প কালক্রমে মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টিরূপে ফের এ পৃথিবীতে নেমে আসে। আর এ হলো আলণ্ডাহ্ তা'আলার প্রাকৃতিক পানিচক্র।

উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের খাদ্য তথা আমিষের সংশেষণও অংশত বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি চলাকালে বিদ্যুতের চমক বায়ুমণ্ডলীয় কিছু নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করায়। এতে নাইট্রোজেনের যে সকল অক্সাইড উৎপন্ন হয়, সেগুলো নাইট্রাস এবং নাইট্রিক এসিড আকারে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে এসে মিশে। অতঃপর এগুলো মাটিস্থ খনিজ পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এ সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি আবার অংশত মাটিস্থ অণুজীবের সহায়তায় সংঘটিত হয়ে থাকে। উলেখ্য, এক ধরনের অণুজীবও শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংযোজন করতে সক্ষম যা পরবর্তীতে মাটিকে নাইট্রোজেনীয় পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ করে। উদ্ভিদ পানির সাথে এসব নাইট্রোজেনীয় উপাদান দ্রুত শোষণ করে নেয় এবং নতুন নতুন এমাইনো এসিড তৈরি করে যা উদ্ভিদ আমিষের পূর্ব উপাদান হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বিশ প্রকারের মত বিভিন্ন এমাইনো এসিডের বিভিন্ন রকম সংযুক্তি বা মিশ্রণের ফলে এ সকল আমিষের সংশেষণ সম্পন্ন হয়। মজার ব্যাপার হলো, প্রাণিরা সাধারণ অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ থেকে সরাসরি আমিষের সংশেষণ করতে পারে না; বরং তারা তাদের আমিষ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।[১৩৭]

আবার বৃষ্টিপাতের ফলে আবাদের অনুপযোগী তৃণভূমি ও চরাঞ্চলে আপনা থেকে উৎপন্ন তৃণ, লতা ও ঘাসের উপর নির্ভর করে বহু গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। এ ধরনের তৃণভূমিকে চারণ খামার বা অকর্ষিত

খামার বলা হয়। গবাদি পশুর জীবিকা নির্বাহের জন্য এ চারণক্ষেত্রও মহান আলণ্ডাহ্র দান। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এতে জ্ঞানবান মানুষের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার মত নিদর্শন রয়েছে। আর চিন্তা-ভাবনা হলো ঈমানের নূর। তাই মানুষকে এ নূর অর্জন করতে হবে।

১৩৭. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

أَزْوَاجًا শব্দের অর্থ জোড় বা জুটি। এখানে স্পষ্টত উদ্ভিদের পরাগায়ন, যৌন মিলন বা বংশবৃদ্ধির কথা উলেণ্ডখ করা হয়েছে। দুই জনক-জননী উদ্ভিদের মাধ্যমে যৌনমিলনে বংশবিস্তার ঘটে তখনই, যখন দু'টি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পুর[ু]ষ ও স্ত্রী বংশবিস্তারক ইউনিট মিলিত হবার ফলে সৃষ্ট নবীন উদ্ভিদের জন্ম হয় ক্রোমোজোমের নতুন সমন্বয় সহকারে। এভাবে যে যৌনমিলনভিত্তিক বংশবিস্তার ঘটে, তার ফলে অশেষ উদ্ভিদ প্রজাতি সৃষ্টি সম্ভব হয়। আর এভাবে সৃষ্ট উদ্ভিদের পক্ষে পরিবর্তনশীর পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য বেড়ে যায় খাপ খাইয়ে নেয়ার সম্ভাবনা যা অত্যন্ত সুবিধাজনক।[১৩৮]

আলোচ্য আয়াতে পরে যে বিষয়টির উপর গুর[ু]ত্ব আরোপ করা হযেছে, তা উদ্ভিদবৈচিত্র্য সম্পর্কিত। হিসাব করা হয়েছে, মের[ু] থেকে ক্রান্তীয়, স্থলভাগ থেকে জলভাগ, বায়ুজীবী থেকে অবায়ুজীবী ৩,৫০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদকে বিভিন্ন পরিবেশ এবং আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাতে এসব উদ্ভিদের মাঝে তাদের আকৃতি ও গঠনে ব্যাপক বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। এসবের মাঝে পুষ্পক উদ্ভিদগুলো আকারে কয়েক টন ওজনের বিরাট বৃক্ষ থেকে ধান ফসলের মতো ছোট উদ্ভিদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উদ্ভিদকুল সকল স্তরের সংগঠন কাঠামো ও কার্যপ্রণালী উভয় ক্ষেত্রে অসাধারণ বিন্যাসগত ঐক্য রক্ষা করেছে। বিন্যাসগত ঐক্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো প্রজননের বিষয়টি। জীবাণু বা নীলাভ-সবুজ অ্যালজি বা শেওলার মতো উদ্ভিদের একটি আদিবর্গ ছাড়া এ যৌনভিত্তিক বংশ বিস্তার বিশ্বজনীনভাবেই প্রায় সকল উদ্ভিদে বর্তমান। যৌনভিত্তিক বংশবিস্তার জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারের বিষয়, বিবর্তনের কার্যপ্রণালী ও জীবের বেশির ভাগ আচরণকে প্রভাবিত করে। আর এর ফলে আবার উদ্ভিদকুলে বিপুল বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।[১৩৯] আর মানুষ সে সবই এখন প্রত্যক্ষ করছে।

বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর বরকতে নানা ধরনের নি'আমত লাভ করেছিল। তন্মধ্যে মান্না ও সালওয়া ছিল এসব নি'আমতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্য দেয়া হত। অবশ্য মান্না ও সালওয়া সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৭ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আল-আ'রাফের ১৬০ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ আরো বলেন,

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ-
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ-

১৩৮. ডা. গোলাম মুয়াযযম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

‘হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম, তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালজ্ঘন করিও না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধবংস হয়ে যায়।’[১৪০]

মাশরুমের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিমধ্যে সূরা বাকারার ৫৭ নম্বর আয়াতের বিশেষণে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত মানব স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী মাশরুম অত্যন্ত সুস্বাদু সবজি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মাশরুমের মুখরোচক স্বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্য তালিকায় মাশরুমকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হত অসাধারণ লোভনীয় স্বাদের মাশরুমকে। বিশ্বব্যাপী ভোজনরসিকরা মাশরুমের স্বাদকে তুলনা করেন মাংসের সাথে। প্রোটিন বেশি থাকাতে মাশরুমে এক ধরনের কচকচে তৃপ্তিদায়ক স্বাদ পাওয়া যায়, যেমনটি পাওয়া যায় মাংসের ক্ষেত্রে। আর সে কারণে মাশরুমকে বলা হয় সবজি মাংস।[১৪১] অর্থাৎ মাশরুম-এর স্বাদ এবং পুষ্টি দু’টোই অসাধারণ। এ কারণে বিদেশে মাশরুম ওষুধ, টনিক ও খাদ্য একের ভেতরে তিন হিসেবে পরিচিত।[১৪২]

‘হাযূরা’ ‘ইয়েমেন’-এর একটি বসতি। এ জনবসতির অধিবাসীরা ছিল আরব। আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা তাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান করলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাঁকে হত্যা করে। ফলে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা তাদের উপর বুখ্ত নাস্সার’-কে শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করলেন। লাগাতার তাদেরকে হত্যা করা হলে তারা অনুতপ্ত হয়ে পালিয়ে গেল ও পরাজিত হলো।[১৪৩] অর্থাৎ আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে তাদের উপর এ আযাব ছিল নবীকে হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ। তারা আলাহ্র আযাবে গ্রেপ্তার হয়ে আর্তনাদ বা বারবার চিৎকার করে যেন মৃত্যুকে ডাকছিল। কিন্তু তাদের এ আর্তনাদ কোন কাজে আসেনি। বরং আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা

তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন সদৃশ করে দেন। এখানে কর্তিত শস্যের সাথে উপমা দিয়ে শাস্তির ভয়াবহতার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

১৪০. আল-কুরআন, ২০ : ৮০-৮১

১৪১. কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৪৩. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৪), খ. ৮, পৃ. ৩১

فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ-

‘তাদের এ আর্তনাদ চলতে থাকে আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত।’[১৪৪]

গৃহপালিত পশু দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা একটি গর্হিত কাজ। এ ধরনের অপরাধের সঠিক বিচার কি হতে পারে, পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ-فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا -

‘এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।’[১৪৫]

আলোচ্য ৭৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত শস্যক্ষেত সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন- ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের মতে ক্ষেতটা ছিল আঙ্গুরের যাতে আঙ্গুরের ছড়া ধরেছিল। কিন্তু কাতাদা (র) বলেন, অন্য ফসলের ক্ষেত ছিল।[১৪৬] আয়াতে বলা হয়েছে, إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ অর্থাৎ, রাতের বেলা কোন রাখাল ছাড়াই মেষ ক্ষেতে প্রবেশ করেছিল।[১৪৭] পরবর্তীতে বলা হয়েছে, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ অর্থাৎ, ‘আমি বিচারক দাউদ ও সুলায়মানের এবং মামলার বাদী ও বিবাদীর বিচার সম্পর্কে অবগত ছিলাম।’[১৪৮]

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ অর্থাৎ, ‘যে মীমাংসায় আমি সন্তুষ্ট হই, এমন মীমাংসা করার সঠিক জ্ঞান আমি তাঁকে প্রদান করেছিলাম।’ এখানে কয়েকটা বাক্য উহ্য রয়েছে। তা হলো, ‘আমি যেমন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সুলায়মান তদ্রূপ মীমাংসা করেছিল এবং দাউদ যে মীমাংসা করেছিল, তা সে বাতিল করে দিয়েছিল এবং

১৪৪. আল-কুরআন, ২১ : ১৫

১৪৫. আল-কুরআন, ২১ : ৭৮-৭৯

১৪৬. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৩

১৪৭. প্রাগুক্ত।

১৪৮. প্রাগুক্ত।

সুলায়মান যে মীমাংসা দিয়েছিল, তা কার্যকর করেছিল।’[১৪৯] উল্লেখ্য, শাসক যদি মুজতাহিদ হন, তবে তার আদেশ জারী করার পূর্বে তার মতের পরিবর্তন হলে পূর্বের আদেশ তিনি বাতিল করতে পারেন, যেমন দাউদ (আ) করেছিলেন।’[১৫০]

আলামা বাগাবী (র) বর্ণনা করেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), কাতাদা ও যুহরী (র) বলেন, একবার দু’ব্যক্তি দাউদ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের একজন ছিল ক্ষেতের মালিক, অপরজন ছিল ছাগলের মালিক। ক্ষেতের মালিক বললো, ‘এ ব্যক্তির ছাগল রাতের বেলা ছুটে এসে আমার ক্ষেতে প্রবেশ করেছে এবং ফসল নষ্ট করেছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই।’ তার বক্তব্য শুনে দাউদ (আ) তার ফসলের বিনিময়ে অপর ব্যক্তির ছাগল দিয়ে দিলেন। এ মীমাংসার পর তারা উভয়েই বের হয়ে গেল। বের হওয়ার পর তারা সুলায়মান (আ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের বিরোধের কি মীমাংসা করা হলো?’ তারা তাঁকে মীমাংসার সম্পর্কে বিবরণ জানিয়ে দিল। বিবরণ শুনে সুলায়মান (আ) বললেন, আমার উপর মীমাংসার দায়িত্ব অর্পিত হলে আমার মীমাংসা অন্যরকম হত।’[১৫১]

অপর এক বর্ণনায় আছে সুলায়মান (আ) বললেন, ‘আমার মীমাংসা তোমাদের উভয়ের পক্ষে উপকারী হত।’ সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য সম্পর্কে দাউদ (আ) অবগত হলেন এবং তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হওয়ার পর দাউদ (আ) তাঁকে বললেন, ‘মুকাদ্দামার ফায়সালা তুমি কর।’ অপর এক বর্ণনায় আছে, দাউদ (আ) স্বীয় নুবূওয়াত ও পিতৃত্বের দোহাইই দিয়ে তাঁকে বললেন, ‘উভয়ের জন্য উপকারী, এ মুকাদ্দামার ফায়সালা কি তা তুমি আমাকে বলবে না?’ তখন তিনি বললেন, ‘ফায়সালা এরূপ- ক্ষেতের মালিককে আপনি ছাগল দিয়ে দিন এবং ছাগলের মালিককে ক্ষেত চাষাবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করুন। ক্ষেতের মালিক ছাগল, ছাগলের দুধ, এর পশম ও বাচ্চা দ্বারা ততদিন পর্যন্ত উপকার

লাভ করবে যতদিন ছাগলের মালিক ক্ষেত চাষাবাদ করে ঠিক সেদিনের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে, যেদিন ছাগল ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছিল। তখন আপনি ক্ষেতের মালিককে ক্ষেত এবং ছাগলের মালিককে ছাগল ফিরিয়ে দেবেন।' দাউদ (আ) তখন বললেন, القضاء ما قض অর্থাৎ, 'তোমার ফায়সালাই সঠিক ফায়সালা।' এরপর তিনি সুলায়মান (আ)-এর ফায়সালাই জারী করেন। মুজাহিদ বলেন, সুলায়মান (আ) যে মীমাংসা পেশ করেছিলেন তা ছিল সন্ধিমূলক এবং দাউদ (আ) যে মীমাংসা

১৪৯. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৪

১৫০. প্রাগুক্ত।

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

দিয়েছিলেন তা ছিল নির্দেশমূলক। আর সন্ধিমূলক মীমাংসা উত্তম।[১৫২] তবে আলণ্ঢাহ্ তাঁদের প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলেন।

আলণ্ঢাহ্ নির্জীব ভূমিকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবন দান করেন এবং তাতে নানা প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। যা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের অকাট্য সত্যতাকে সপ্রমাণ করে। এছাড়া কিয়ামত পরবর্তী পুনরুত্থান যে অবশ্যম্ভাবী তা প্রমাণ করার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট দলিল। এ ধরনের উদাহরণ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বহু সংখ্যকবার কুরআনুল করীমে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ-

'আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।'[১৫৩]

উদ্ভিদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য পানি অপরিহার্য। কেননা পানি ছাড়া গাছপালা জন্মিতে পারে না। আর ফসল উৎপাদনের জন্য পানির অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হলো বৃষ্টির পানি। বিশেষ করে স্থলভাগের উদ্ভিদ ও গাছপালা সাধারণত বৃষ্টির পানিতেই বেঁচে থাকে। বৃষ্টিপাত না হলে কিংবা খরা বা অনাবৃষ্টি হলে ফসলের জমিতে সেচ প্রদান করতে হয়। সবুজ বনানী, ঘাস ও তৃণলতায় আবৃত সুন্দর পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করলেই পানির সঙ্গে উদ্ভিদের জীবনচক্রের বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। শুষ্ক মাটিতে সাধারণত শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। এমনকি মাটিতে প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদও মৃত্তিকা রস বা আদ্রতার অভাবে মৃত্তিকাস্থ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির পানি মাটিকে উজ্জীবিত ও রসযুক্ত করে বিধায় উদ্ভিদ মাটিতে সঞ্চিত খাদ্যোপাদানসমূহ বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় শিকড় বা মূলরোমের সাহায্যে

সহজে পরিশোষণ করতে পারে। উলেণ্টখ্য, মাটিতে উদ্ভিদ কিংবা ফসল জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পানির উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়। তাই শুকনো মাটিতে বৃষ্টির পানি পড়লে উদ্ভিদ, ফসল ও ঘাস-লতাগুল্ম দ্রুত বেড়ে উঠে, যা দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুলণ্ট হয়। কুরআনের শব্দদ্বয় اهْتَزَّتْ এবং رَبَتْ বিশেষভাবে উলেণ্টখযোগ্য। এর অর্থ বলতে বুঝায় আন্দোলিত বা আলোড়িত হওয়া বা উৎফুলণ্ট হওয়া যার বঙ্গার্থ আনন্দে উদ্বেলিত হওয়াকে বুঝায়। আরবি رَبَتْ শব্দের অর্থ খাওয়ানো, পুষ্টি সাধন বা লালন-পালন করা।[১৫৪]

১৫২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০

১৫৩. আল-কুরআন, ২২ : ৫

১৫৪. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই জানে আলণ্টাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। ঠিক তেমনিভাবে প্রাণবান ও চেতনাশীল উদ্ভিদ ও বৃক্ষলতা আলণ্টাহ্ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে এবং তাঁকে সিজ্‌দা করে কিন্তু মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্টাহ্ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ-

'আপনি কি দেখেন না যে, আলণ্টাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্‌দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আলণ্টাহ্ যাকে হেয় করেন তার সন্মানদাতা কেউই নেই; আলণ্টাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।'[১৫৫]

আকাশ থেকে পানি বর্ষণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু সংখ্যকবার আলোচনা করা হয়েছে। কেননা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ আলণ্টাহ্‌র কুদরতের উজ্জ্বল ও চাক্ষুষ নিদর্শন যা অবলোকন করে মানুষের অন্তরে মহান স্রষ্টার স্মরণ জাগ্রত হওয়ার সুযোগ থাকে। এতে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও সক্ষম হয়। বৃষ্টির পানিতে সিক্ত ভূমি উর্বর ও উৎপাদনক্ষম হয়। ফলে উদ্ভিদ ও শস্যের দৈহিক বৃদ্ধি, বর্ধন ও উন্নয়নসহ ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়ে মাটির অভ্যন্তরে পানির নিরাপদ আধার তৈরি হয় যা পরবর্তীতে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস হিসেবে মানুষ কৃষিকর্মসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করে। এসব মানুষের প্রতি মহান আলণ্টাহ্‌র অপার নি'আমত। অর্থাৎ মানুষের আহার বা খাদ্য

তৈরিতে বৃষ্টির পানি ও মৃত্তিকার অবদান অপরিসীম। আর এসব কিছুর স্রষ্টা ও দানকারী হলেন আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা স্বয়ং। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ-فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ-

‘এবং আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুরের ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার করে থাক।’[১৫৬]

---

১৫৫. আল-কুরআন, ২২ : ১৮

১৫৬. আল-কুরআন, ২৩ : ১৮-১৯

আলোচ্য ১৮ নম্বর আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি শাস্তি হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সে পানি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে পণ্ঢাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা কোন কারণে পণ্ঢাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন। অতঃপর আরবের মেজাজ ও র“চি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে।[১৫৭] অর্থাৎ বাগানে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া আরও নানারকমের ফল উৎপন্ন হয়। এগুলো মানুষ মুখরোচক হিসেবে ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য খায় এবং প্রক্রিয়াজাত করে পরবর্তীতে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে Plant Diversity তথা উদ্ভিদবৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদ্ভিদ ও কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। তাই চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষের জানা দরকার, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা এ উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আল-কুরআনে উলেণ্ঢখ করেছেন এবং এসব কিছু নিয়ে চিন্তাশীল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষদের ভাবতে ও উপলব্ধি করতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আলণ্ডাহ্ ভূমি থেকে বৈচিত্র্য ধরনের উদ্ভিদ উদ্‌গত করে পৃথিবীকে সুসজ্জিত করেছেন। আর এ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ-إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ-

'তারা কি জমিনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি! নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।'[১৫৮]

আলণ্ডাহ্‌র সৃষ্ট উদ্ভিদজগৎ লক্ষ লক্ষ প্রজাতির কোটি কোটি উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত। এ সুবিশাল উদ্ভিদ জগতের লক্ষ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রকারভেদ। এ প্রকারভেদ উদ্ভিদের আকার-আকৃতি, কার্যপদ্ধতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। উলেণ্ডখ্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ, নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রভৃতি।

১৫৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৫

১৫৮. ১৫৮. আল-কুরআন, ২৬ : ৭-৮

যেসব উদ্ভিদের উৎপন্ন দ্রব্য মানুষের জন্য বৈধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হিসেবে ইসলামী শরী'আতে ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদিত ও বিবেচিত সেসব উদ্ভিদ অবশ্যই উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। এছাড়া যেসব উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদের উপজাতদ্রব্য গৃহপালিত পশু-পাখির খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয় সেসবও উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। তাছাড়া যেসব উদ্ভিদের পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ এখনও আবিস্কৃত হয়নি সেগুলোরও কোন না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; যা কেবল মহান স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অবগত আছেন। উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের কারণে প্রকৃতিতে বিদ্যমান উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ঈমানদার ও চিন্তাশীল মানুষের জন্য উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে অবশ্যই চিন্তার বিষয় রয়েছে। অর্থাৎ উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে আলণ্ডাহ্‌র অস্তিত্বের ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন লুক্কায়িত আছে।

উলেণ্ডখ্য, এ পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী। তাই পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী কাফিররা এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড় মনে করে পরকালকে বিশ্বাস করে না কিংবা ভুলে যায়। অর্থাৎ সত্য দ্বীন সম্বন্ধে প্রচারিত বার্তার প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও বোকামীসুলভ অহঙ্কারই প্রকারান্তরে তাদের পৃথিবীতে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনিভাবে আলণ্ডাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং তাঁর নি'আমতসমূহের কথা উলেণ্ডখ করে তার আনুগত্য স্বীকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভয়ভীতি হতে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাদেরকে নি'আমত স্বরূপ বাগ-বাগিচা ও শস্যক্ষেত্র দান করেছেন। তন্মধ্যে

উদ্যানজাতীয় ফল-ফসলের আঁটিবিহীন সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগান অন্যতম। আলণ্ঢাহ্‌র এসব নি'আমত প্রাপ্তির পর তাদের উচিত ছিল মহান সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা আলণ্ঢাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক তাঁর আনুগত্য করা। কিন্তু তারা তা না করে বরং অহঙ্কারে মেতে উঠে। এ প্রসঙ্গে পাক কালামে বর্ণিত হয়েছে,

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ-فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ-وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ-وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ-فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ-وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ-

'তোমাদেরকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে- উদ্যানে, প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে? তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। তোমরা আলণ্ঢাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না।'[১৫৯]

১৫৯. আল-কুরআন, ২৬ : ১৪৬-১৫১

বৃষ্টি বর্ষণ এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা জমিনকে সঞ্জীবিত করা ও তা থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি করা আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন যা অবলোকন ও অনুধাবন করে অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এক আলণ্ঢাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করে তাঁর উপাসনায় সম্পৃক্ত হয়। পক্ষান্তরে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মানুষ এসব নিদর্শন দেখেও কিছুই অনুভব করতে পারে না। ফলে তারা ঘোর অন্ধকারে থেকে যায় এবং ক্রমান্বয়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। আলণ্ঢাহ্‌ বলেন,

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ-

'বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আলণ্ঢাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত হয়।'[১৬০]

হযরত ইবরাহীম (আ) ফল দ্বারা নিরাপদ নগরী মক্কার অধিবাসী ও তাঁর বংশধরদের রিযিক দানের জন্য আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন, যা ইতিপুর্বে সুরা বাকারার ১২৬ নম্বর আয়াতে এবং সূরা

ইবরাহীমের ৩৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইবরাহীম (আ)-এর দু‘আর বরকতে তথা মহান আলণ্ঢাহ্র দয়ায় মক্কায় যে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়ে থাকে সে বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ পুনরায় বলেন,

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ-

‘তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।’[১৬১]

حَرَمًا শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ, পবিত্র। নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা চিহ্নিত মক্কার পবিত্র স্থানকে ‘হারাম’ বলা হয়, এ স্থানে কিছু কিছু বৈধ কাজও নিষিদ্ধ।[১৬২] মক্কা নগরীকে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা সম্মানিত করেছেন। যার কারণে

১৬০. আল-কুরআন, ২৭ : ৬০

১৬১. আল-কুরআন, ২৮ : ৫৭

১৬২. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪, টীকা নম্বর- ১৩০৬

এখানে রক্তপাত করা, শিকার করা, যুলুম করা, বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।

সুবাতাস যেমন আলণ্ঢাহ্র রহমত অবতীর্ণের সুসংবাদ বহন করে তেমনিভাবে গরম ও শুষ্ক বাতাস কখনো কখনো মসিবত বা দুসংবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বাতাস দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পূর্ণভাবে আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছাধীন। আলণ্ঢাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কিংবা মানুষের দুষ্কর্মের কারণেও বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধৈর্যচ্যুত হয়ে আলণ্ঢাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমীচীন নয় এবং ঈমানের পরিপন্থী আলণ্ঢাহ্র প্রতি কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করাও ঠিক নয়। বরং আত্মসংশোধনের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হয়েছে, আলণ্ঢাহ্ বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করে তথায় উদ্ভিদ ও ফসল সৃষ্টি করেন। আবার উষ্ণ বায়ু বা দুর্যোগ প্রেরণ করে সেটাকে হলুদ বর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত করে দেন। এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ্ বলেন,

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ-وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن

قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ-فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ-

'আলণ্ঢাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে তাকে খ–-বিখ– করেন এবং আপনি দেখতে পান তা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা তা পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুলণ্ঢ, যদিও ইতিপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে তারা নিরাশ ছিল। আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই আলণ্ঢাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।'[১৬৩]

বস্তুত জীবজন্তু ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ-هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

১৬৩. আল-কুরআন, ৩০ : ৪৮-৫১

'তিনি আকাশম–লী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা তা দেখছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি তাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'[১৬৪]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বড়ই সূক্ষ্মদশী ও সর্বজ্ঞ। কোনো বস্তু যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে অবগত আছেন। যেমন- গভীর অন্ধকারে পিপীলিকার পদধ্বনিও তিনি শুনতে পান। মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শ্রবন ও দর্শন শক্তিকে বুঝানোর জন্য সরিষার দানা দ্বারা পাক কালামে উপমা পেশ করেছেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-

'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আলণ্ঢাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আলণ্ঢাহ্ সূক্ষদর্শী, সম্যক অবগত।'[১৬৫]

আলোচ্য আয়াতে মহান আলণ্ঢাহ্ সূক্ষতর বিষয় সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞানকে বুঝাবার জন্য উপমা হিসেবে সরিষার দানার কথা উলেণ্ঢখ করেছেন। আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা স্বীয় পাক কালামে নানা ধরনের তৈল জাতীয় ফসলের ভিতর থেকে শুধু সরিষাকে উপমার জন্য ব্যবহার করেছেন, তাই ধরে নেয়া যায় এ তৈল জাতীয় ফসলটির গুর ত্ব অপরিসীম। কেননা সরিষার তৈল অত্যন্ত উপকারী বস্তু। এর রাসায়নিক বিশেণ্ঢষণে দেখা গেছে, এতে চর্বি বা ফ্যাট আছে ৩৯.৭%, শর্করা ২৩.৮%, খনিজ ৪.২% এবং পানি আছে ৮.৫%। এছাড়া এতে নাইট্রোজেনযুক্ত দ্রব্য ২৫%, ওলেইক এসিড ১২.৭%, পামিটিক এসিড ২.৯% রয়েছে। অধিকন্তু, সরিষার কচি চারাগাছ থেকে ফল ধরার আগ পর্যন্ত শাক হিসেবে এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সকল দেশে সমান জনপ্রিয় খাবার।[১৬৬]

সাবা সম্প্রদায়কে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা অগণিত নি'আমত দান করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আলণ্ঢাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হয়। ফলে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা দ্বারা তাদের শহর ও উদ্যান ধ্বংস হয়ে যায়।

১৬৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১০-১১

১৬৫. আল-কুরআন, ৩১ : ১৬

১৬৬. মোঃ আজহার ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ-

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ- ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ-

'সাবাবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন : দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক। পরে তারা অবাধ্য হল। ফলে আমি

তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরির জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকেও এমন শাস্তি দেই না।'[১৬৭]

বর্ণিত আছে, সাবাবাসীরা একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিল; ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। এক সময়ে এ বাঁধ ভেঙ্গে ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার পানিতে ভেসে যায়।[১৬৮]

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইয়েমেনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়। সূরা নামলে সুলায়মান (আ)-এর সাথে রানী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আলণ্ডাহ্ তা'আলার প্রতি গাফিল হয়ে পড়ে, এমনকি আলণ্ডাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যেদয় হয়নি। অবশেষে আলণ্ডাহ্ ত'আলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগবাগিচা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।[১৬৯]

---

১৬৭. আল-কুরআন, ৩৪ : ১৫-১৭

১৬৮. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৪, টীকা নম্বর- ১৩৯০

১৬৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৮

ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এ বাঁধের ইতিহাস এই, ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরিব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দেয়। পাহাড়ি ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ

হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মৌসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।[১৭০]

শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূলের বাগান তৈরি করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দুসারিতে বহুদূর পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কুরআন পাক جَنَّتَان অর্থাৎ, দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৭১]

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ, ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ্ (র) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।[১৭২]

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ – আলণ্ডাহ্ তা'আলা নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা আলণ্ডাহ্ প্রদত্ত এ অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আলণ্ডাহ্র আনুগত্য করতে থাক। আলণ্ডাহ্ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে

পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর

১৭০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৯

১৭১. প্রাগুক্ত।

১৭২. প্রাগুক্ত।

শহর করেছেন।' শহরটি নাতিশীতোষ্ণম―লে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণির নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।[১৭৩]

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ-এর সাথে وَرَبٌّ غَفُورٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এসব নি'আমত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শুকরিয়া আদায় করতে পারলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী

নি'আমতের ওয়াদা রয়েছে। কারণ, এসব নি'আমতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শুকরিয়া আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ত্রু টি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।[১৭৪]

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ -অর্থাৎ 'আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সুবিস্তৃত নি'আমত ও নবীগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আলণ্ঢাহ্র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম।' বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই, যে বাঁধ তাদের হিফাজত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এ সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিলেন। বৃষ্টির মৌসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দুসারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।[১৭৫]

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধবংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশে তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আলণ্ঢাহ্র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।[১৭৬]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান

১৭৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৯

১৭৪. প্রাগুক্ত।

১৭৫. প্রাগুক্ত।

১৭৬. প্রাগুক্ত।

ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে উলণ্ঢখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়েমেনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধবংস হওয়ার পর তাদের দুসারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে, وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ অর্থাৎ,

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে خَمطٍ এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী বলেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এ বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবু ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمطٍ বলা হয়। أَثلٍ শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, أَثلٍ এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।[১৭৭]

سِدْرٍ-এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদ্গত ও কাঁটাবিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْرٍ শব্দের সাথে قَلِيْلٍ যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদ্গত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।[১৭৮]

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا - অর্থাৎ, 'আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম।'[১৭৯] কাজেই সর্বযুগে একথা বিশ্বাস করতে হবে, মানুষ কৃষি কিংবা শিল্প যেকোনো ক্ষেত্রে যতই উন্নতি সাধন কর‍ুক না কেন সবকিছুই মহান আলণ্ডাহ্র দান। সুতরাং কোনোক্রমেই আলণ্ডাহ্র দানকে অস্বীকার করা যাবে না এবং তাঁকে ভুলা যাবে না ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং মহান আলণ্ডাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হবে পরম বুদ্ধিমানের কাজ ও তাঁর নি'আমত ধরে রাখার দূরদর্শী আমল। অতএব, কৃষি ও

১৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৯-১১১০

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১০

১৭৯. প্রাগুক্ত।

বাগবাগিচার উন্নতি মানুষকে যেন আলণ্ডাহ্ ও পরকালের স্মরণ থেকে উদাসীন না রাখে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আলণ্ডাহ্র অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

আলণ্ডাহ্ ব্যতীত মানুষ যাদেরকে উপাস্য কিংবা বিপদ মোচনকারী হিসেবে আহবান করে তাদের অপারগতা ও অক্ষমতার সাথে খেজুরের আঁটির আবরণের তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী বা স্রষ্টা নয়। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। কাজেই কোন মাখলূককে উপাস্য কিংবা বিপদ মোচনকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও শিরক। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ-

‘তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আলণ্ঢাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই। এবং তোমরা আলণ্ঢাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।’[১৮০]

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা প্রকৃতি জগতের কিছু নিদর্শনের প্রতি যেমন- আকাশ থেকে জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ, বিভিন্ন রং ও বর্ণের ফল উৎপাদন এবং পাহাড়ের মধ্যে নিহিত বিচিত্র বর্ণের গিরিপথের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ-

‘আপনি কি দেখেন না, আলণ্ঢাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের গিরিপথ- শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ।’[১৮১]

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ এবং উদ্ভিদ ও শস্যরাজির উপর এর উপকারী প্রভাব সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। জীবতাত্ত্বিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার সূচনা হয় বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে, আর সমাপ্তি ঘটে ফলের উৎপাদনের সাথে। অপরিপক্ব ফল-ফলাদির রং প্রায়ই সবুজ হয় এবং না পাকা পর্যন্ত পাখপাখালি, স্তন্যপায়ী প্রাণি ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের সবুজ পাতার নিচে

১৮০. আল-কুরআন, ৩৫ : ১৩

১৮১. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৭

লুকিয়ে থাকে। ফল পাকতে থাকলে রং-এর পরিবর্তন ঘটে এবং নানা ধরনের প্রাণি ও পাখির আকর্ষণের এটা একটা কৌশলও বটে। তারা পেকে যাওয়া ফলের বীজকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পাকা ফলের হলুদ বর্ণ থেকে লাল রং-এর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করার জন্য এক ধরনের পিঙ্গল বর্ণের পদার্থ দায়ী। একে ক্যারোটিন (Carotene) বলে। আবার এ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin) -এর প্রভাবে ধূসর বর্ণ থেকে বেগুনি, লাল অথবা নীল রং-এ পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত, ফলের রং-এর

নানারূপ বৈচিত্র্য এতই স্পষ্ট যে, তা অবহেলা করা যায় না এবং এসব কিছু মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে উদার দানশীলতা ভিন্ন আর কিছু নয়।[১৮২] এছাড়া নানা ধরনের মাটি কিংবা পাথর দিয়ে গঠিত পাহাড়সমূহে রং-এর বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এটা নির্ভর করে তাদের উৎপত্তির ধরনের উপর। এসবই আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টিতে আড়ম্বরপূর্ণ রং-এর অংশ হিসেবে অবদান রেখে চলেছে।

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর নি'আমত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে মানুষকে তাঁর অস্তিত্বের সপ্রমাণসহ পরকাল তথা মৃত্যুর পর পুনর‍ুত্থানের বিশ্বাসে সুদৃঢ় করতে চান। তাই তিনি তাঁর পবিত্র কালামে এমন অনেক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন যা দ্বারা মানুষ যেন তাঁর অসীম ক্ষমতা ও সর্বময় শক্তি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে। মৃত জমিনকে জীবন্ত করার বিষয়ে এবং তা হতে খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে ও ঝর্ণাধারা সৃষ্টি সম্বন্ধে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়গুলো ঈমান আনয়ন ও ঈমান বৃদ্ধির জন্য অতীব গুর‍ুত্বপূর্ণ বিধায় এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ পুনরায় বলেন,

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ- وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ- لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ- سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ-

'তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল হতে, অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।'[১৮৩]

১৮২. ডা. গোলাম মুয়াযযম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২-৪৪৩

১৮৩. আল-কুরআন, ৩৬ : ৩৩-৩৬

আলোচ্য আয়তসমূহে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সবসময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল জন্মায়। অতঃপর এসব উদ্ভিদ ও বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।[১৮৪]

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ - অর্থাৎ, বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশে মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষ বা গাছের ফলমূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিয়য়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, 'তাদের হাত এসব তৈরি করেনি।' এ বাক্যটি মানুষকে আহবান জানিয়েছে, 'একটু চিন্তা কর, এ শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি? তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অঙ্কুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপন্ন করা, উদ্ভিদ ও ফসলকে বিকশিত করা এবং তাকে ফুলে ও ফলে সমৃদ্ধ করা- এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আলণ্ডাহ্ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।'[১৮৫]

সারকথা এই, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার সুযোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণ্যও আলণ্ডাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নি'আমত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়াও একটি নি'আমত।[১৮৬]

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং বৃষ্টিপাত সংঘটন সম্বন্ধে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। বৃষ্টি মহান আলণ্ডাহ্র কুদরতের অকাট্য প্রমাণ বহন করে; কেননা আলণ্ডাহ্ ছাড়া কোন মানবীয় কিংবা বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাবে এ যাবত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে এমন কোন নজির এ পৃথিবীতে দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি। কাজেই আলণ্ডাহ্ তা'আলার কুদরতের যে নিদর্শনটি সচরাচর সবার সামনে পরিলক্ষিত হয় তা হলো 'আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ'। বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে এবং ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধারে সঞ্চিত হয়। আবার ভূগর্ভ

১৮৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩২

১৮৫. প্রাগুক্ত।

১৮৬. প্রাগুক্ত।

থেকে আলণ্ডাহ্র আদেশক্রমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝর্ণাধারা নির্গত হয়। পরবর্তীতে তা থেকে সমতল ভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত হয়। বৃষ্টির পানি বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া শস্য তার জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন বর্ণ ও রং ধারণ করে। এর মধ্যে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য অনেক উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। এসব বিষয়ে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔

'আপনি কি দেখেননি, আলণ্ঢাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়-কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।'[১৮৭]

গাছপালার বৃদ্ধিতে বৃষ্টির পানির রয়েছে বিরাট প্রভাব এবং অনেক শস্য রয়েছে যেগুলো মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাটিতে আদ্রতার উপস্থিতিতে শস্যউদ্ভিদ বড় হয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং শস্য উৎপাদন করে যার প্রতিটিই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণ দ্বারা পরিচিত হয়। শস্য উৎপাদিত হওয়ার পর একবর্ষী বা বর্ষজীবী শস্যগাছের আর কোন কাজ থাকে না; কাজেই পুরো গাছটিই মরে যায়। প্রক্রিয়াটি ঘটে ক্রমান্বয়ে এবং জীবন্ত কোষসমূহ এবং এদের গঠন উপাদানসমূহের মৃত্যুর ফলে তা সংঘটিত হয়। সবুজ রঞ্জক পদার্থ তথা পত্রহরিতের ধবংস সাধনের কারণে এক সময় যে গাছ ছিল সবুজ, তা হলুদ হয়ে যায়। অবিরাম পানি শোষণের কারণে জীবন্ত উদ্ভিদকোষের অভ্যন্তরে সৃষ্ট রসস্ফীতিজনিত চাপের দ্বারা উদ্ভিদ এবং এর পাতার যে আকৃতি ও দৃঢ়তা বজায় থাকে, তা কোষের মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে গাছ ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ে যায় ও মৃত্তিকার অংশে পরিণত হয়।[১৮৮]

উপরে বর্ণিত সকল প্রাকৃতিক ঘটনা আলণ্ঢাহ্র অসীম ক্ষমতা ও দয়ার কথাই ঘোষণা করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে থাকেন। তাঁরা যতই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করেন, ততই তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আলণ্ঢাহ্র মহিমা কীর্তন করেন এবং সুগভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর

১৮৭. আল-কুরআন, ৩৯ : ২১

১৮৮. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

প্রতি সিজ্দাবনত হন।[১৮৯]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা শুষ্ক ভূমিকে বারিপাতের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করে তাকে উদ্ভিদ ও শস্যরাজি দ্বারা ভরে দেন। উলেণ্ঢখ্য, অনুরূপ বিষয়ে ইতিপূর্বে সূরা ইয়াসীনের ৩৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে মৃতকে

জীবিত করার বিষয়ে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তিনি তাঁর পাক কালামে এরূপ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করেছেন যেন মানুষ এ থেকে সত্যিকারভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। বস্তুত বৃষ্টি বর্ষণের পর অনুর্বর ভূমি যখন প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত হয়ে শস্যশ্যামলায় ভরে উঠে তখন তা কৃষকে আনন্দে অভিভূত করে। তাই এ ধরনের একটি বাস্তব ও চমৎকার বিষয়ে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পুনরায় বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

'এবং তাঁর নিকট একটি নিদর্শন এই, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক ঊষর, অতঃপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১৯০]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বময় ও সর্বব্যাপী। কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। তাঁর নিকট আছে কিয়ামত সংঘটনের পরম ও সঠিক জ্ঞান। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুও আলণ্ঢাহ্র দৃষ্টির অগোচরে নয়। আলণ্ঢাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ-

'কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আলণ্ঢাহ্রই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আলণ্ঢাহ্ তাদের ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'[১৯১]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের পরকালীন সম্বল ঈমান ও সৎকর্মকে এবং এ জীবনের সম্বল অর্থ-সম্পদ ও

১৮৯. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

১৯০. আল-কুরআন, ৪১ : ৩৯

১৯১. আল-কুরআন, ৪১ : ৪৭

অন্যান্য বৈষয়িক উপার্জনকে 'ফসলের' সাথে তুলনা দিয়ে পরকালীন সম্বল ঈমান ও নেক 'আমল সঞ্চয়ের জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁর বান্দারেকে উৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের

আশায় চেষ্টা করবে, সে পরকালে কিছুই পাবে না। পরকালের সুখ তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। তবে আলণ্ঢাহ্ ইচ্ছা করলে ইহকালে তাকে কিছু দেবেন এবং না দেয়ার ইচ্ছা করলে তাই তিনি করবেন। কেবল ইহকালীন সুখ সঞ্চয়ের নিয়াতের কারণে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা পূরণ হবার নয়। পক্ষান্তরে যে পরকালের জন্য নেক 'আমল তথা পরকালীন সুফসল সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাকে শক্তি ও সহযোগিতা দান করবেন এবং তার সঞ্চয়ের ভা ার তিনি সমৃদ্ধ করে দেবেন। তার একটি নেকির বদলায় তাকে দশ হতে সাতশ' অথবা ততোধিক নেকি দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ-

'যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই এবং যে কেউ ইহজীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।'[১৯২]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কুফরি, নাফরমানি ও হীন চক্রান্তের কারণে ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়কে ধবংস করে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেন। আর তাদের উদ্যানসমূহ, প্রস্রবণসমূহ, ক্ষেতখামারসমূহ, পরিচ্ছন্ন শহর ও লোকালয়সমূহ এবং সুন্দর সুন্দর সুউচ্চ সৌধরাজির উত্তরাধিকারী বানালেন বনী ইসরাঈলদেরকে। অতঃপর তাদের জন্য না নভোম ল ক্রন্দন করল, না ভূম ল। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ-وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ-وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ-كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ-فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ-

'তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ; কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রু পাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।'[১৯৩]

আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, মিসরের নীলনদ হলো সকল নহর-নালার কেন্দ্রবিন্দু। আলণ্ঢাহ্ পাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সকল নহর-নালার সংযোগেই তা সৃষ্টি করেছেন। যখন

আলণ্ঢাহ্

১৯২. আল-কুরআন, ৪২ : ২০

১৯৩. আল-কুরআন, ৪৪ : ২৫-২৯

পাক নীলনদকে প্রবহমান করান তখন অন্যান্য নহরকে নির্দেশ দিলেন সেটাকে সহায়তা দানের জন্য। ফলে তাদের সহায়তায় নীলনদের নাব্যতা এরূপ বৃদ্ধি পেল যে, সমগ্র মিসরসহ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা যত এলাকা ইচ্ছা করলেন নহরময় করে দিলেন। অবশেষে আলণ্ঢাহ্ পাক অন্যান্য নহরকে নিজ নিজ উৎসস্থলে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন।[১৯৪]

উলেণ্ঢখ্য, নীলনদের দুই তীর জুড়ে আগা হতে গোড়া পর্যন্ত অজস্র সুন্দর সুন্দর উদ্যান সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিল। আসোয়ান হতে আররশীদ এলাকা পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ছিল। নীলনদ হতে নয়টি নহর প্রবাহিত হচ্ছিল। নহরে ইস্কান্দারিয়া, নহরে দেফিয়াত, নহরে সারদূস, নহরে মুনাফ, নহর আল ফিউস, নহর আল মুনতাহা ইত্যাদি। নহরগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং উদ্যানসমূহ ঘিরে রাখত। ফলে কোন উদ্যানই তার অবদান হতে বঞ্চিত ছিল না। এমনকি মিসরের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষেতখামারও তার দ্বারা সজীবতা লাভ করত। সমগ্র মিসর ভূখণ্ড ষোলটি সুবিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। অজস্র পুল ও বাঁধ দ্বারা সেগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।[১৯৫]

আলোচ্য ২৭ নম্বর আয়াতে আলণ্ঢাহ্ পাক বলেন, وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ অর্থাৎ তাদের বড়ই আয়েশ-আরামের জীবন ছিল। ফলমূল ও শস্যরাজির প্রাচুর্য ছিল। যা ইচ্ছা খেতে পেত ও যেরূপ ইচ্ছা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। তাদের ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। সকল শহরেই তাদের শাসন চালু ছিল। সহসা এক সকালে দেখা গেল তাদের সকল কিছুই বিলুপ্ত হযে গিয়েছে। তারা পৃথিবী ছেড়ে জাহান্নামে পৌঁছে গেছে। কতই জঘন্য ছিল সে প্রত্যাবর্তন । তারপর মিসরের ফির'আওন গোষ্ঠীর সেসব নহর ও কিবতীদের জনপদগুলির উত্তরাধিকার হলো বনী ইসরাঈলগণ।[১৯৬] সুতরাং তাদের কুফরি, নাফরমানি ও পাপাচারের ব্যাপারে আরও অবকাশ লাভের তাদের কোন অধিকার ছিল না।[১৯৭]

মহান আলণ্ঢাহ্ ভূমি হতে সর্বপ্রকার নয়নপ্রীতিকর উদ্ভিদ সৃষ্টি ও বৃষ্টি দ্বারা শস্যরাজি সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ-تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ-وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ-وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ-رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ-

---

১৯৪. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৩), খ. ১০, পৃ. ১৫৪

১৯৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬. প্রাগুক্ত।

১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

‘আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ, আলণ্ঢাহ্র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি, ও সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর- আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে উত্থান ঘটবে।’[১৯৮]

শুধু মানুষই নয় আলণ্ঢাহ্র সকল সৃষ্টিই যথানিয়মে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে যাচ্ছে। তৃণলতা ও বৃক্ষাদিও এ থেকে মুক্ত নয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان-

‘তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সিজ্দায় রত রয়েছে।’[১৯৯]

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতাপাতা, বৃক্ষ, গাছগাছালি আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার সামনে সিজ্দায় নত হয়। সিজ্দা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতাপাতা, ফুল, ফলকে যে যে কাজ ও সেবাদানের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সিজ্দা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।[২০০]

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সৃষ্ট জীবের বসবাসের জন্য। তাই তিনি পৃথিবীপৃষ্ঠকে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিয়ে তা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে জীবকুলের প্রতি পরম অনুগ্রহ করেছেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে ফলমূল, আবরণযুক্ত খেজুর ফল, খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধ ফুল ইত্যাদি সৃষ্টি করে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এসব বিষয় উলেণ্ঢখ করে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ-فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ-وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-

‘তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; এতে রয়েছে ফলমূল এবং খেজুর বৃক্ষ যার ফল আবরণযুক্ত, এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের (মানুষ ও জিন) প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ’[২০১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮. আল-কুরআন, ৫০ : ৭-১১

১৯৯. আল-কুরআন, ৫৫ : ৬

২০০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১৭

২০১. আল-কুরআন, ৫৫ : ১০-১৩

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণিকে انام বলা হয়।[২০২] খেজুর ফলে পরিপূর্ণ ছড়াসহ খেজুর গাছ ও নানা প্রকার ফলমূল মানুষের প্রতি আলণ্টাহ্র অনুগ্রহ। আলণ্টাহ্ তা'আলার এসব অনুগ্রহ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবি হাব্বুন শব্দটির অর্থ শস্য তথা খাদ্যশস্য যা সমগ্র পৃথিবীতে মানব জাতির প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ শস্য যখন মানুষকে খাদ্যের যোগান দেয়, তখন শস্যের পাতা ও কা- গবাদি পশুর চমৎকার খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। যেমন- ভুট্টা ও ধানগাছের কা- ও পাতা শুকিয়ে খড় তৈরি করা হয় যা গবাদি পশু আহার করে। যদিও খাদ্যশস্যের কা- ও পাতা কেবল তৃণভোজী প্রাণির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবুও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপরিপাকযোগ্য শর্করাকে অধিকতর সহজপাচ্যে পরিণত করার সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। এভাবে খাদ্যশস্য ও শস্যের পাতা ও কা- উভয়ই মানুষ ও গবাদি পশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আলণ্টাহ্র অতি বড় অনুগ্রহ।[২০৩]

عصف সে খোসাকে বলে, যার ভিতরে আলণ্টাহ্র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এ খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যদানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে খোসাবিশিষ্ট কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ 'তোমরা যে র"টি, ডাল প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন, আর এত কিছুর পর সে দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে।' এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো- 'খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।'[২০৪]

অনেক তাফসীরকারক আরবি রায়হান শব্দটিকে সুগন্ধী গুল্ম অথবা মিষ্টি গন্ধযুক্ত লতাগুল্ম নামে অনুবাদ করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায়, মানব জাতির জন্য আলণ্টাহ্র আরেকটি দান হচ্ছে ভেষজ লতাগুল্ম; ওষুধ ও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক শিল্পের উপর যার প্রচ- প্রভাব রয়েছে। একবচনে রায়হান শব্দটির

Dhaka University Institutional Repository

২০২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১৭

২০৩.ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

২০৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১৭

আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'পুষ্টিসাধন'। মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্যের প্রেক্ষিতে এ শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে।[২০৫]

বীজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা। আর এটি ফসল উৎপাদনের প্রারম্ভিক ধাপ। অর্থাৎ অঙ্কুরিত বীজ হতে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে শুর্ হয় ফসল তথা খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম। আর এ কাজটি আলণ্ঢাহ্র নির্দেশনায় অত্যন্ত সুন্দর ও সুচার্ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেননা বীজ থেকে অঙ্কুর বের করে আনার শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের নেই। মানুষ কেবল আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। সুতরাং মহান আলণ্ঢাহ্র এ অপূর্ব অবদানের কথা স্বীকার করে মানুষের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আর তাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেন,

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ - أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ- لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ- إِنَّا لَمُغْرَمُونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ -

'তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি ? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। বলবে, আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম; বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম।'[২০৬]

উলেণ্টখ্য, খাদ্য মানুষের জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামে মানব সৃষ্টির বৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করার পর খাদ্য সৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচ্য ৬৩ নম্বর আয়াতে প্রশ্ন রেখে বলেন, 'তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? অর্থাৎ এ বীজ থেকে অঙ্কুর ও চারা বের করে আনার ব্যাপারে তোমাদের অবদান কতটুকু আছে?' এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, মাটির ঢেলা ভেঙ্গে, আগাছা দমন করে, মাটিতে সার ও পানি সিঞ্চন করে মাটি নরম করে মাটিকে বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযোগী করে মাত্র, যাতে দুর্বল অঙ্কুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের চেষ্টা-সাধনা এখানেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বীজের অভ্যন্তরস্থ ভ্র্ণ হতে অঙ্কুর সৃষ্টি করে চারা বের করে আনার কোন সাধ্য তার

নেই। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন-পরিচর্যায় লেগে যায়। বস্তুত, এসব অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার কাজগুলোও সে আলণ্ডাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকেই করে থাকে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে,

২০৫. ডা. গোলাম মুয়াযযম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

২০৬. আল-কুরআন, ৫৬ : ৬৩-৬৭

পরবর্তীতে এ অঙ্কুরিত চারাকে কে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত করে এতে ফুল-ফল আনয়ন করে? উত্তর এটাই, সে অসীম শক্তিধর আলণ্ডাহ্ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক। তাছাড়া আলণ্ডাহ্ ইচ্ছা করলে বপনকৃত বীজকে অঙ্কুরিত না করে খড়-কুটায় কিংবা আবর্জনায় পরিণত করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় সদয় ও অনুগ্রহশীল। তাই পাপাচার ও সীমালজ্ঘন ব্যতিরেকে তিনি বান্দাদের উপর অনর্থক কোন কঠিন শাস্তি চাপিয়ে দেন না।

বৃষ্টির পানি দ্বারা মাটি সিক্ত হয়ে তা হতে উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কালামে পুনঃপুন বর্ণিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে কম-বেশি বিশেণ্ডষণও করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মানুষ যেন আলণ্ডাহ্তে এবং কিয়ামত ও পুনর‍ুত্থান সম্পর্কে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। আর তাঁর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করে। অর্থাৎ আলণ্ডাহ্ মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এবং সচরাচর দেখা যায় ও মানুষের চতুষ্পার্শ্বে অহরহ পাওয়া যায় এমন বিষয়বস্তুর মাধ্যমেই সাধারণত উপমা দিয়ে থাকেন যেন মানুষ বুঝতে পারে। যেমন-উদ্ভিদের পরিপূর্ণ যৌবনদশা দেখতে সবুজ দেখায়। পরবর্তীতে তা শুকিয়ে হলুদ বা পীতবর্ণ ধারণ করে। অবশেষে তা খড়-কুটায় বা আবর্জনায় পরিণত হয়। এ উপমা দ্বারা আলণ্ডাহ্ তা'আলা পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করে মানুষকে পরকালমুখী হওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ–

'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মম্ভরিতা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আলণ্ডাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।'[২০৭]

পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদরাজি তা খাদ্যশস্য হোক কিংবা ফলের বাগান হোক, দেখতে সবুজ রং-এর এবং উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিলের উপস্থিতির কারণেই তা সবুজ দেখায়। বস্তুত, সবুজ রং মানুষের

২০৭. আল-কুরআন, ৫৭ : ২০

চোখের জন্য আরামদায়ক। তাই সবুজ গাছপালাসহ প্রচুর পরিমাণে শস্যরাজি জমিতে উৎপন্ন হলে তা কৃষকদের জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দের কারণ হয়। কেননা কৃষকেরা ক্ষেতে শস্য উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। যেমন- জমি চাষ করে ও ফসলের যত্ন নেয়। কিন্তু ক্ষেত থেকে শস্য আহরণের পর সার্বিকভাবে জন্মানো খাদ্যশস্যের তথা গাছের কাণ্ড ও পাতা ক্ষেতে পড়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা পানিশূন্য হয়ে এর জীবন্ত কোষসমূহ ও ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে এ সকল গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে শুকিয়ে যায় এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।[২০৮] তেমনিভাবে এ পৃথিবীতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিলাসিতার উপর জোর না দেয়ার জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে যে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা থেকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে বিভিন্ন নি'আমত দান করে পরীক্ষা করেন। বান্দারা যদি তাঁর নি'আমতের যথাযথ শুকর আদায় করে তবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি তাঁর নি'আমত বৃদ্ধি করে দেন। আর বান্দারা অকৃতজ্ঞ কিংবা কৃতঘ্ন হলে এবং উদ্ধত ও অহঙ্কারী আচরণ করলে আলণ্ঢাহ্ তাঁর নি'আমত ছিনিয়ে নেন। এমনকি এজন্য দুনিয়াতেও শাস্তি দেন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে চূড়ান্ত ও কঠোর শাস্তি। তেমনিভাবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামে বিগত যুগের উদ্যান অধিপতিদের একটি ঘটনা বাস্তব ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ-وَلَا يَسْتَثْنُونَ-فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ-فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ-فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ-أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ-فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ-أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ-وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ-فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ-بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ-قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ-قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ-فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ-قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا

طَاغِينَ-عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ- كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ-

'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল, এবং তারা ইন্‌শাআলণ্ঢাহ্ বলেনি। অতঃপর

আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সে উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল। অতঃপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে, অদ্য যেন

২০৮. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮

তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম- এ বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা তো দিশাহারা হয়ে পড়লাম। বরং আমরা তো বঞ্চিত। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আলণ্ডাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন? তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক এর চেয়ে আমাদেরকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম। শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত।'[২০৯]

আলোচ্য আয়াতসমূহে আলণ্ডাহ্ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে, বর্ণিত কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আলণ্ডাহ্ তা'আলা স্বীয় নি'আমতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নি'আমত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনি আলণ্ডাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নি'আমতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নি'আমত তো এই, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-কে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নি'আমত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আলণ্ডাহ্ দেখতে চান, তারা এসব নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আলণ্ডাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিনা। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।[২১০]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এ উদ্যান ইয়েমেনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়িদ ইব্ন জুবায়ির (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে, ইয়েমেনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর সানা থেকে ছয় মাইল দূরে এ উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে কিতাব। ঈসা (আ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এ ঘটনা ঘটে।[২১১]

উলেণ্টখ্য, একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এ উদ্যানটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল

২০৯. আল-কুরআন, ৬৮ : ১৭-৩৩

২১০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯৭

২১১. প্রাগুক্ত।

ফকির-মিসকিনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নিবার্হ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভুষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকির-মিসকিনদের জন্য রেখে দিতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত; সেগুলোও ফকির-মিসকিনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকির-মিসকিন সেখানে সমবেত হত।[২১২]

কিন্তু এ সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পরে বলাবলি করল, 'আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সে তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকির-মিসকিনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই।' কোন কোন বর্ণনায় আছে, পুত্রদ্বয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল, 'আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকিনদের জন্য রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এ প্রথা বন্ধ করে দেয়া।'[২১৩]

অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কুরআনের ভাষায় : إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ-وَلَا يَسْتَثْنُونَ অর্থাৎ, তারা পরস্পরে শপথ করে বলল, 'এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকির-মিসকিনরা টের না পায় এবং পিছনে পিছনে না চলে।' এ পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইন্‌শাআলণ্টাহ্ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। অথচ আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইন্‌শাআলণ্টাহ আগামী কাল একাজ করব' বলা সুন্নাত। কিন্তু তারা এ সুন্নাতের পরওয়া করল না। কোন কোন তাফসীরবিদ وَلَا يَسْتَثْنُونَ -এর এরূপ অর্থ করেছেন, 'আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকির-মিসকিনদের অংশ বাদ দিব না।' [২১৪]

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এ ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরি ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُونَ অর্থাৎ, এ আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন। فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ - صرم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য

এই, ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেরূপ করে দিল।

صريم এর অর্থ

২১২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯৭

২১৩. প্রাগুক্ত।

২১৪. প্রাগুক্ত।

কালো রাত্রিও হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল।[২১৫]

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ অর্থাৎ, যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল, 'যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল।' وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ অর্থাৎ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকির-মিসকিনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।[২১৬] وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ - এখানে حرد শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখানো। উদ্দেশ্য এই, তারা ফকির-মিসকিনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হলো। যদি কোন ফকির এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দেবে।[২১৭]

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে উদ্যান কিংবা বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল, 'আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি।' কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল, তারা গন্তব্যস্থলেই এসেছে; কিন্তু বাগান পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল, بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ অর্থাৎ, 'আমরা এ ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।'[২১৮]

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ, পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আলণ্ডাহ্র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল, 'আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি, আলণ্ডাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন?' অর্থাৎ, 'তোমরা মনে কর, ফকির-মিসকিনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আলণ্ডাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আলণ্ডাহ্ তা'আলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশি দিয়ে দেন।[২১৯]

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ তখন এ ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল, আলণ্ডাহ্ তা'আলা সকল ত্র"টি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই যালিম। কারণ, তারা

ফকির-মিসকিনের

২১৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯৭

২১৬. প্রাগুক্ত।

২১৭. প্রাগুক্ত।

২১৮. প্রাগুক্ত।

২১৯. প্রাগুক্ত।

অংশও হজম করতে চেয়েছিল। এ মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।[২২০]

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ অর্থাৎ, তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল, ‘তুইই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দর ন এ আযাব এসেছে।’ অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরিক ছিল। আজকাল এ বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অর্থাৎ অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।[২২১]

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ অর্থাৎ, প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, ‘আমরা সবাই অবাধ্য ও গুনাহ্গার।’ অর্থাৎ, তাদের এ অনুতাপমূলক স্বীকারোক্তি তাওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল, আলণ্ডাহ্ তা‘আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন। ইমাম বগভীর বর্ণনায় হযরত আবদুলণ্ডাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি খবর পেয়েছি, তাদের খাঁটি তাওবার বদৌলতে আলণ্ডাহ্ তা‘আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সে বাগানের এক একটি আঙ্গুরগুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।[২২২]

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্যকে শক্তির পরম উৎস হিসেবে অভিহিত করা হয়। ধারণা করা হয়, সুর্যের আলো ও তাপ ব্যতিরেকে জীবজগৎ নিস্প্রাণ, নিস্তেজ ও অস্তিত্বহীন হয়ে যেত। অথচ এ গুর ত্বপূর্ণ সৌরশক্তিকে মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর অসীম কুদরত দিয়ে সৃষ্টি করে জীবকুলের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। এছাড়া বৃষ্টি বর্ষণ ও বৃষ্টির ফলে শস্য, উদ্ভিদরাজির সৃষ্টি এবং সাধারণভাবে সবুজ গাছপালা ও বন-বনাদি সৃজনে রয়েছে আলণ্ডাহ্র অস্তিত্বের সপ্রমাণসহ তাঁর অনুগ্রহের অপূর্ব নিদর্শন। সুতরাং মানুষের উচিত আলণ্ডাহ্ তা‘আলার এসব নি‘আমত ভোগ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। আলণ্ডাহ্ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

২২০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯৭

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯৮

২২২. প্রাগুক্ত।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا - وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا - وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا -

'এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল দীপ। এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি, যাতে তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।'[২২৩]

মানুষের চতুষ্পার্শ্বে আলণ্ঢাহ্র অসংখ্য নিদর্শনাবলী ও নি'আমতসমূহ বিরাজ করছে যা ঈমানের দৃষ্টিতে অবলোকন করলে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের পক্ষে আলণ্ঢাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর বিধি-বিধান পালন সহজসাধ্য হয়ে যায়। বিশেষ করে মানুষ প্রতিদিন ও প্রতিনিয়ত যেসব নি'আমত ভোগ করে বেঁচে থাকে তন্মধ্যে খাদ্য বা রিযিক অন্যতম। এ খাদ্য বা রিযিক সৃষ্টির মধ্যে আলণ্ঢাহ্র যে হিকমত নিহিত আছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অসীম শক্তিশালী ও মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্র পরিচয় ও তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণসহ তাঁর কুদরত সম্বন্ধে সহজেই অনুধাবন করা যায়। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا- فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য কর“ক! আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙ্গুর, শাক-সবজি, যায়তূন, খেজুর, বহুবৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, এসব তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।'[২২৪]

অর্থাৎ, মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে সর“ ও ক্ষীণকায় অঙ্কুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে। অতঃপর তা থেকে নানা রকমের শস্য, ফলমূল ও বাগবাগিচা সৃষ্টি হয়।[২২৫] বস্তুত, এসব আলণ্ঢাহ্র নি'আমত এবং এসব কিছু সৃজনের মধ্যে নিহিত রয়েছে আলণ্ঢাহ্র কুদরত ও তাঁর কারিগরি প্রজ্ঞা যা দেখে মানুষের পক্ষে আলণ্ঢাহ্ ও পরকালকে বিশ্বাস ও স্মরণ করা সহজ হয়ে উঠে। উলেণ্ঢখ্য, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষরা এসব দেখে প্রতিনিয়ত তাঁদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে নেয়।

২২৩. আল-কুরআন, ৭৮ : ১৩-১৬

২২৪. আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২

২২৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩৮

আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

আল-কুরআনে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই কেবল বুঝতে পারে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। তেমনিভাবে নদী বা সমুদ্রের পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। এমনিভাবে আকাশ থেকে বিন্দু বিন্দু করে পানি বর্ষণ করা তথা বৃষ্টি বর্ষণ করা মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের আর একটি নিদর্শন। আবার বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক বা মৃত জমিনকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তার বিষয়। এতে মহান স্রষ্টা কর্তৃক বিশ্ব পরিচালনার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। এছাড়া আকাশে মেঘপুঞ্জের অবস্থান, বিচরণ কিংবা চলাচল এবং বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে মেঘের ছড়িয়ে পড়া ও বিভিন্নমুখী বায়ুর প্রবাহ ও গতি পরিবর্তনের মধ্যে মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও ভাবুক প্রকৃতির তারাই কেবল এসবের মধ্যে আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন সম্পর্কে আঁচ করতে পারে।

জগতের সবকিছুই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন এবং কোনকিছুই তিনি অহেতুক বা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মূলত এ পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলণ্ঢাহ্র এবাদতের জন্য। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না। তবে সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত কোনো উপদেশ কিংবা শিক্ষাগ্রহণমূলক কিছু হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ নিজ অজান্তে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি ও যেসব বিষধর জীবজন্তু দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য

কল্যাণকরও বটে। আলণ্ডাহ্ বলেন, ‘তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।’[২২৬] অর্থাৎ তিনিই সে মহান আলণ্ডাহ্ যিনি মানুষের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী

২২৬. আল-কুরআন, ২ : ২৯

সৃষ্টি করেছেন। এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এদ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এ আয়াতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পথ্য, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

তবে মানুষ ও মানুষের রিযিকের স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ তা‘আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্ট আহার্যের মধ্যে যা কিছু তিনি বৈধ ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন কিংবা অনুমোদন দিয়েছেন তা থেকে আহার্য গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। সাথে সাথে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এ প্রসঙ্গেও মানুষকে আলণ্ডাহ্ তা‘আলা হুঁশিয়ার বা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ‘হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’[২২৭]

বিশেষ করে মু’মিনদের জন্য আলণ্ডাহ্ তা‘আলা যেসব বস্তু উৎকৃষ্ট, বৈধ ও হালাল বলে ঘোষণা করেছেন সেসব উৎকৃষ্ট হালাল বস্তুকে হারাম করার অধিকার কারো নেই। তাই হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য মু’মিনদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর মু’মিনগণ হালাল বস্তু ভক্ষণ ও ব্যবহার করে আলণ্ডাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে- এটাই মু’মিনদের প্রতি মহান আলণ্ডাহ্র নির্দেশ। অধিকন্তু মু’মিনগণ আলণ্ডাহ্র দেয়া কোন হালাল নি‘আমতকে অপ্রয়োজনীয় বলে অন্তরে এমন কোনো ধারণা পোষণ করবে না; কারণ সবকিছুর ভেদ-রহস্য ও বিধান সম্পর্কে আলণ্ডাহ্ই ভাল জানেন। এছাড়া হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তুর অপচয় করা, নষ্ট করা কিংবা অপব্যবহারেরও কোন নির্দেশনা ইসলামে নেই। বরং গরিব, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষকে দান সাদকা করার জন্য ইসলামে উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশনা রয়েছে। আলণ্ডাহ্ বলেন, ‘হে মু’মিনগণ! আলণ্ডাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয়ই আলণ্ডাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আলণ্ডাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আলণ্ডাহ্কে, যার প্রতি তোমরা মু’মিন।’[২২৮]

বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ মানুষকে এ পৃথিবীতে যাবতীয় নি'আমতরাজি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তথা রিযিক বা জীবিকা আহরণ থেকে শুর্ক করে মানব জীবনে প্রয়োজনীয় এমন কোন

২২৭. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

২২৮. আল-কুরআন, ৫ : ৮৭-৮৮

দ্রব্যসামগ্রী নেই যা এ ভূপৃষ্ঠ থেকে মানুষ আহরণ করে না। তাই আল-কুরআনে এ পৃথিবীতে সঞ্চিত আলণ্ঢাহ্র নি'আমতসমূহ উলেণ্ঢখ করে মানুষকে সত্য কবুল করতে ও আলণ্ঢাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'[২২৯]

প্রকৃতপক্ষে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ ও উপার্জনের জন্য একটি অফুরন্ত ভা-ারে পরিণত করে দিয়েছেন এবং মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এ ভা-ার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করলেও তা নিঃশেষ হবে না। কেননা আলণ্ঢাহ্র ধনভা-ার অফুরন্ত ও সীমাহীন। এটা সত্য, এ ভূভা-ারে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা দুর্বল কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যারা অনগ্রসর তারা এ ভা-ার থেকে সম্পদ বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি বা প্রযুক্তি বুঝে না। ফলে তারা এ থেকে কাঙ্খিত পরিমাণে উপকৃত হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা অগ্রসর ও উন্নত তারা এ ভূভা-ারে থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়।

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, আসবাবপত্র ও জীবিকা আহরণের সকল উপায়-উপকরণ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীর স্থলে, জলে ও বায়ুম-লে সর্বত্র সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় আলণ্ঢাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ গাফিল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং শুধু পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণনের মধ্যেই নিজেদেরকে বিভোর রাখে। অর্থাৎ, মানব জীবনাচার ও গতিবিধি লক্ষ্য করলে এটা প্রতীয়মান হয় মানুষ যেন বৈষয়িক আয়-রোজগার করার জন্যই কেবল এ পৃথিবীতে এসেছে। অথচ মানব জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আলণ্ঢাহ্র এবাদত করা ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু আলণ্ঢাহ্র অগণিত নি'আমত প্রাপ্তির পরও ঈমান ও সত্যানুভূতির ঘাটতির কারণে অধিকাংশ মানুষ আলণ্ঢাহ্র স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে প্রায় উদাসীনই থাকে। বরং অনেক ক্ষেত্রে অহঙ্কারী হয়ে

যায়। যা প্রকারান্তরে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই উপরোক্ত আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই আলণ্ঢাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

আরো বলা যায়, আলণ্ঢাহ্র বিবেচনায় মানুষের জন্য যা প্রয়োজন তিনি তা দিয়েছেন এবং তিনি মানুষকে

২২৯. আল-কুরআন, ৭ : ১০

এত বেশি নি'আমত দিয়েছেন যা মানুষ কখনও গণনা করে শেষ করতে পারবে না। তাই সুবিচারের দাবী হলো আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নি'আমতের স্বীকারোক্তি করা এবং তাঁর নি'আমতের শুকর আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। অপরপক্ষে আলণ্ঢাহ্র নি'আমতের স্বীকারোক্তি না করা যুলুম ও অকৃতজ্ঞতার শামিল। আর নি'আমতের অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞরা কখনও সফল হতে পারে না। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে। তোমরা আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।'[২৩০]

রিযিকের স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আলণ্ঢাহ্। তাই রিযিকের জন্য যথাযথ চেষ্টার পাশাপাশি একমাত্র আলণ্ঢাহ্রই কাছে প্রার্থনা করা উচিত ও একমাত্র তাঁরই এবাদত করা উচিত। অধিকন্তু রিযিক বা আহার্য প্রাপ্তির জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আলণ্ঢাহ্র নিকট এবং তাঁরই এবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।'[২৩১]

শুধু মানুষই নয়, পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণির রিযিকের দায়িত্ব আলণ্ঢাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। সে মানুষ বা প্রাণিটি পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান কর꞉ক না কেন, সেখানেই তার রিযিক পৌঁছানোর দায়িত্ব আলণ্ঢাহ্র। সুতরাং আলণ্ঢাহ্র নিকট হতে মানুষের মুখ ফিরানো চরম বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। বরং মানুষের উচিত আলণ্ঢাহ্মুখী হওয়া। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আলণ্ঢাহ্রই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।'[২৩২]

তাই মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল আ'লামীন যখন নিজেই তাঁর সৃষ্ট প্রাণিকুলের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তখন মানুষের উচিত রিযিকের বিষয়ে হতাশ কিংবা শঙ্কিত ও চিন্তিত না হওয়া। বরং মানুষের দায়িত্ব হলো আলণ্ঢাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা করে বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রিযিকের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কেননা ইসলামী শরী'আতে হালাল উপার্জন ও হালাল রিযিক

এবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত এবং হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ফরযসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ফরয। তাই যাবতীয় লোভ-লালসা পরিহার করে সৎভাবে হালাল উপার্জন ও হালাল জীবিকার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মু'মিন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

২৩০. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৪

২৩১. আল-কুরআন, ২৯ : ১৭

২৩২. আল-কুরআন, ১১ : ৬

উলেণ্ঢখ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে সাথে কৃষিজ উৎপাদনসহ সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা যেন অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। কেননা আত্মতুষ্টি তথা আত্মার অভাব পূরণ না হওয়ার কারণে মানবজীবন থেকে অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না; কাঙ্খিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও অর্জিত হচ্ছে না। সর্বোপরি মানব জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি ও জীবিকার টানা-পোড়ন যেন হর-হামেশা লেগেই আছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা। উলেণ্ঢখ্য, আত্মার খাবার হলো ঈমান ও তাকওয়া যা মানুষকে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধশালী করে, অল্পে তুষ্ট রাখে এবং জীবিকায় প্রবৃদ্ধি আনে। অর্থাৎ, ঈমান ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করলে আখিরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহজীবনের কল্যাণ ও বরকত লাভ করা যায়। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।'[২৩৩] তাই কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনে আরো প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মুসলিমদের ঈমান ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত। এতে আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনসহ উভয় জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

বস্তুত আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, উদ্ভিদ ও ফসল তথা ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি উপাদানই মহান আলণ্ঢাহ্র এক একটি গুরুত্বপূর্ণ নি'আমত এবং এগুলো মহান আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণসহ তাঁর অসীম কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন বহন করে। অধিকন্তু এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে এবং এগুলোর উপর চিন্তা-ভাবন করলে একদিকে যেমন মানুষের পক্ষে আলণ্ঢাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করা সহজ হবে অন্যদিকে ঈমানদারদের ঈমান সুদৃঢ়করণেরও চমৎকার সুযোগ থাকবে। তাছাড়া এসব আয়াত থেকে কৃষি বিষয়ে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা গ্রহণ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিরও অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। এর ফলে পৃথিবী হতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ পৃথিবীতে খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরিরও সুযোগ সৃষ্টি

হবে। অতএব, আল-কুরআনে উদ্ভিদ ও ফসল সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ঈমান ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও এতদ্সংক্রান্ত আয়াতসমূহ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কাজেই এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের উপর যেমন বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করার দরকার রয়েছে তেমনিভাবে এ বিষয়ে মানুষকে অবগত করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২৩৩. আল-কুরআন, ৭ : ৯৬

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

- ♦ মৎস্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ♦ আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা
- ♦ আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

মৎস্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মৎস্য একটি শীতল রক্ত বিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণি যা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে বিচরণ করে। মৎস্য প্রাণিকুলের মধ্যে অন্যতম জলজপ্রাণি। এটি পৃথিবীর সামগ্রিক প্রাণিজগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অধিকন্তু মৎস্যের প্রজাতির সংখ্যাও অগণিত। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, মানবদেহের যথাযথ পুষ্টি সাধনের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। অর্থাৎ, শরীরের স্বাভাবিক গঠন, বর্ধন, ক্ষয় পূরণ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর আমিষ জাতীয় খাদ্যের একটি প্রধান উৎস হলো মৎস্য বা মাছ। মাছে আমিষ ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে খনিজ পদার্থ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। এছাড়া লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে মাছ থেকে পাওয়া যায়।[১] তাই মানবদেহের জন্য মাছ খুবই উপকারী।

মাছ স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, স্থলভাগের অভ্যন্তরীণ জলাশয়, উপকূলীয় এলাকা এবং গভীর সমুদ্র হলো মাছের আবাসস্থল ও উৎপাদনস্থল। সমুদ্রে মৎস্য চাষ করা না হলেও সমুদ্র থেকে আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ আহরণ করা হয়। কোন জলাশয়ে মাছ চাষ করতে হলে সে জলাশয়ের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাছ চাষের জন্য উপযোগী হতে হবে। সেমতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলো এবং সমুদ্রের পানিকে মহান আল্লাহ্‌ মাছ চাষের জন্য উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। আর সমুদ্র হলো মৎস্য উৎপাদনের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক ক্ষেত্র। পানির গুণাগুণ মাছ চাষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে বিধায় সমুদ্রের পানি যেন বৃহৎ কোন কারণে দূষণের স্বীকার না হয় সেদিকে মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত। এছাড়া মাছের জন্য পানির খাদ্য উৎপাদনক্ষমতা মাটির গুণাগুণের উপরও নির্ভর করে। তাই জলাশয়ের মাটির মান সংরক্ষণেও মানুষের

যত্নবান হওয়া উচিত। উলেণ্টখ্য, তাজা ও টাটকা মাছ মানবদেহের আমিষের চাহিদা পূরণে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এজন্য এ ধরনের মাছ সবার কাছেই প্রিয়। তাছাড়া মাছ বিশ্বের অনেক দেশের অধিবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এতদ্ভিন্ন সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত শুঁটকিমাছে পুষ্টিগত গুণ অক্ষুণ্ন থাকে বিধায় তা ভক্ষণ ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বিবেচনা করা হয়।

১. ডা. কাজী আব্দুল ফাত্তাহ ও অন্যান্য, *উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা*(ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, জুন ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ২৩৬

আলণ্টাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে রিযিকের বহুমুখী ব্যবস্থা রেখেছেন যা গণনা করে শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ চাষ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ হালাল জীবিকা নির্বাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পানি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য সম্পদ আহরণের ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। অথচ মহান আলণ্টাহ্ সমুদ্র থেকে তাজা মৎস্য আহরণের ব্যাপারে তাঁর পবিত্র কালামে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। শুধু সাগর নয়, প্রতিটি জলাশয়ে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ চাষ করে আমিষের চাহিদা পূরণের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। তাই মানুষের উচিত সে সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

ইসলামের আলোকে মৎস্য চাষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নসহ প্রাণিজ আমিষের যোগান দিয়ে মানব সেবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলিমগণ সে সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। অথচ পরিকল্পিত উপায়ে ও চাহিদাভিত্তিক মৎস্য চাষ ও আহরণ করলে মৎস্য থেকে মানুষের প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের সিংহভাগ চাহিদা পূরণসহ দারিদ্র্যবিমোচন ও বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব। ফলে অন্ততপক্ষে আমিষের অভাবে মানবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বিঘ্নিত হবে না। অধিকন্তু বেকার মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতাও অনেকটা কমিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। তাই মানব কল্যাণার্থে মাছ চাষ করে তা থেকে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও যোগান সুনিশ্চিত করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল মুসলিম মৎস্য চাষ ও উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হবে, তা অবশ্যই একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হবে।

অধিকন্তু ঈমান ও 'আমলকে সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি যাবতীয় সৎ ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে মানবসেবায় সম্পৃক্ত হয়ে মানবতবোধকে বিকশিত করাই হলো ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই আল-কুরআনে বর্ণিত মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে মানুষ উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা নিয়ে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের যোগান ও সরবরাহ বাড়িয়ে মানব স্বাস্থ্য গঠনে

গুর“ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি মৎস্যভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে ক্ষুধা ও দ্রারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া আলণ্ঢাহ্‌র নি'আমত মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উৎপাদন ও আহরণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করে মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পথকে সুগম ও তরান্বিত করার মাধ্যমে আরো নানাভাবে লাভবান হতে পারে।

১২০

আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা

উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মৎস্য শিকার করত। কিন্তু, তারা আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার বিধান লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করার কারণে অভিশপ্ত বানরে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্‌ বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ـ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ -

'তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও। অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।'[২]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত হয়। বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এদিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বিধায় মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। অতঃপর তিন দিন পর এদের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণি ও অনুগত শ্রেণি। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওবা করার উপকরণ। একারণে একে শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এজন্য একে উপদেশপ্রদ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইয়াহুদিরা প্রথম দিকে কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ

পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞলোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু অন্যপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং

২. আল-কুরআন, ২ : ৬৫-৬৬

বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।[৩]

সহীহ্ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইয়াহুদি সম্প্রদায়?' তিনি বলেন, 'আলণ্ঢাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।' তিনি আরো বলেন, 'বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন সম্পর্ক নেই।'[৪]

এ ঘটনাটি সূরা আল-আ'রাফের ১৬৩ নম্বর আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে যা পরবর্তীতে উলেণ্টখ করা হয়েছে। আজও মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও সামুদ্রিক মৎস্য আইন মেনে মৎস্য শিকারের বিধান বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু আছে। অধিকন্তু মৎস্য আইন লঙ্ঘন করে যারা সাগর, নদী, ঝিল-বিলে মৎস্য শিকার করে বা মাছ ধরে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও রয়েছে। কেননা নির্বিচারে পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায়। যেমন- বাংলাদেশে ইলিশ মাছ তথা জাটকা মাছ ধরা, পরিবহণ বা বিক্রি করা নিষেধ।[৫]

জাটকা মাছ ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ এ কথা জেনেও ইলিশ মাছের প্রজননের মৌসুমে জাটকা ও 'মা' মাছ ধরে অসৎ জেলেরা দেশের সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদকে ধবংস করে। এছাড়া অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ অথচ এ অভয়াশ্রমে মাছ ধরে মৎস্য শিকারী কিংবা জেলেরা দেশের মৎস্য সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এমনকি এদের হাত থেকে ছোট বড় মাছসহ ডিম পোনা, রেণু পোনাও

Dhaka University Institutional Repository

রেহাই পায় না। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহে আগের মত মাছের ডিম আর অবমুক্ত হতে দেখা যায় না। যাও হয় তাও বেশি বড় হতে পারে না। সর্বোপরি একটা বড় অংশই পরিপক্ক মাছে পরিণত হতে পারে না। এসব কারণে মাছের পৌনঃপুনিক বংশবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এর ফলে মাছের বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে; যা সত্যিই অনভিপ্রেত ও দ ণীয় অপরাধ। সুতরাং দেশের কল্যাণে ও মৎস্য সম্পদের সুরক্ষার স্বার্থে এ সংক্রান্ত আইন মেনে চলা দরকার।

৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*(মদিনা মুনাওয়ারা : খাদেমূল- হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৪

৪. প্রাগুক্ত।

৫. মোঃ গোলাম মোস্তফা ও অন্যান্য, *উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৩), পৃ. ১৩৩

মানুষের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সমুদ্রে মৎস্য শিকার করাকে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। সেসাথে হালাল করেছেন শিকারকৃত তাজা মৎস্য, শিকারকৃত জীবিত মৎস্য যা শিকার করার পর নদীতে বা সাগরে ফেলে দেয়া হয় এবং শিকারকৃত জীবিত মৎস্য যা ফেলে দেয়ার পর শুষ্ক তটে এসে শুঁটকী মাছে পরিণত হয়[৬] তা খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করার বিষয়টি। এগুলোকে খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা মানুষের প্রতি মহান আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে যারা নদী বা সমুদ্রে শিকারে যায়, নদী বা সমুদ্র পথে পর্যটনে বের হয় তাদের জন্য এবং উপকূলবর্তী লোকদের জন্য এসব ভোগ্য বস্তু। এসব নি'আমত ভোগ করে মানুষের উচিত মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং তাঁর এবাদতে মনোযোগী হওয়া। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تُحْشَرُونَ-

'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা ভয় কর আলণ্ঢাহ্কে, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।'[৭]

জাবির ইব্ন আবদুলণ্ঢাহ্ বলেন, 'একবার রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে আমির করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ দলটির সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিনশ'। আমিও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু মধ্য পথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে যায়। তাই আবু উবাইদা সকল সৈন্যকে তাদের নিজেদের নিকট রক্ষিত খাদ্যগুলো একস্থানে জমা করার আদেশ প্রদান করেন।

ফলে সকলে নিজ নিজ খাদ্যসমূহ জমা করেন। আমার নিকট খাদ্য হিসেবে ছিল খেজুর। আমি প্রতিদিন তা হতে অল্প অল্প করে খেতাম। কিন্তু তা জমা করে দেয়ার পর আমরা একটি করে খেজুর ভাগে পেলাম। এভাবে খেয়ে আমরা মরণাপন্ন হয়ে পড়ি। অবশেষে আমাদের খাদ্যসামগ্রী একেবারে শেষ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে আমরা নদীর কিনারে পৌঁছে যাই। তখন আমরা নদীর তীরে টিলার মত উঁচু একটি বিশাল মাছ দেখতে পাই। আমরা সে মাছটি একাধারে আঠারদিন পর্যন্ত ভক্ষণ করি। পরে আবু উবাইদা আমাদেরকে তার পাঁজরের দু'টি হাড় মুখামুখি করে দাঁড় করা১৩৮ত বলেন। সে হাড়ের মধ্য দিয়ে সাওয়ারীসহ অনায়াসে একটি উট চলে যায়।'[৮]

৬. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তফসীরে ইব্‌ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১), খ. ৩, পৃ. ৫৬০
৭. আল-কুরআন, ৫ : ৯৬
৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

মাছ পচনশীল দ্রব্য। কারণ মাছে আমিষের পরিমাণ বেশি। তাই মাছ তাড়াতাড়ি পচে। এ পচন প্রক্রিয়া মাছ মরে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়। সুতরাং মাছ যখন জালে ধরা পড়ে তখন থেকেই সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। ঠিকমত সংরক্ষণের অভাবে অনেক সময় প্রচুর মাছ নষ্ট হয়ে যায়। উলেণ্ঢখ্য, মাছ পচে গেলে বা পচা শুরু করলে কোনভাবেই তা ঠেকানো যায় না বা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায় না। এজন্য যথাসময়ে মাছ সংরক্ষণ করতে হয়। আর মাছ সংরক্ষণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যা দ্বারা উৎপাদিত মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা যায়। এছাড়া মাছের উৎপাদন সব সময় এক রকম হয় না। আবার সব মাছ সব সময় আহরণ করা যায় না। তাই মাছ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।[৯]

বস্তুত মাছ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা। কেননা মাছ সংরক্ষণের সাথে সাথে মাছের স্বাদ, গন্ধ, ও বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন হয়। তবে মাছের গুণাগুণ কিরূপ পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করে কোন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা হয় তার উপর। মাছকে অনেকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- শুঁটকিকরণ বা ড্রাইং, লবণজাতকরণ বা সল্টিং, বরফজাতকরণ বা আইসিং, হিমায়িতকরণ বা ফ্রোজেন, টিনজাতকরণ বা ক্যানিং, ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং।[১০]

আর মাছ আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত নি'আমত এবং হালাল রিযিক। সুতরাং বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ আহরণ কিংবা শিকার করার অনুমতি শরী'আতে থাকলেও নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকারের কারণে মহান আলণ্ঢাহ্ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের আকৃতি বিকৃতি করে দেন। যা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৬৫ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ একই ঘটনা সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য পুনরায় বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ-

'তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর্ন, তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না সেদিন তারা তাদের নিকট আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা ছিল নাফরমান।'[১১]

~~৯. ডা. কাজী আব্দুল ফাত্তাহ ও অন্যান্য, *উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪~~

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

১১. আল-কুরআন, ৭ : ১৬৩

মানুষের আহার্যের জন্য সামুদ্রিক টাটকা মাছসহ সমুদ্র থেকে মানুষ আর কোন কোন ক্ষেত্রে লাভবান হয়, সে সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

'তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[১২]

মহান আলণ্ডাহ্ সমুদ্রে মানুষের জন্য খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা থেকে মানুষ টাটকা গোশ্ত আহরণ করে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا - এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশ্ত বলে আখ্যায়িত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে জবহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরি গোশ্ত।[১৩] মাছ শুধু খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে না, এটি মানবদেহের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান আমিষের চাহিদাও পূরণ করে থাকে। তাছাড়া সামুদ্রিক মাছে রয়েছে আয়োডিন ও অন্যান্য খনিজ লবণ যা মানবদেহের জন্য খুবই গুর্ত্বপূর্ণ। সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী তথা মণিমুক্তা বের করে আনে। সমুদ্রের তৃতীয় উপকার হচ্ছে এর বুক চিরে জলযানসমূহ যেমন- যাত্রীবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, তৈলবাহী ট্যাংকার, ট্রলার ও নৌকা চলাচল করে। এসবের মাধ্যমে মানুষ উপার্জন ও জীবিকার সন্ধান পেয়ে থাকে। অর্থাৎ,

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।[১৪]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সমুদ্রজগতে যেসব নি'আমতরাজি লুক্কায়িত রেখেছেন তা অন্বেষণ করে লাভবান হওয়ার জন্য মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন। এজন্য মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞাসহ সকল প্রকার উপায়-উপকরণ দান করেছেন যেন মানুষ এসব নি'আমত আহরণ করে লাভবান হয় এবং এসব

১২. আল-কুরআন, ১৬ : ১৪

১৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৭

নি'আমতের কথা স্মরণ করে মহান আলণ্ঢাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। উলেণ্ঢখ্য, নি'আমতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করলে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর নি'আমত আরো বাড়িয়ে দেন।

মানুষ আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর স্থলে, জলে সর্বত্র অহরহ ছুটে বেড়ায়। এজন্য মহান আলণ্ঢাহ্ দয়া করে এ পৃথিবীর স্থল ও জলকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

'তোমাদের পালনকর্তা তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার। তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।'[১৫]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মৎস্য শিকারী জেলেরা নিজ নিজ দেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে থেকে ফিসিং বোট ও ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্রে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ প্রসঙ্গে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا-

'আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রের পানির উপর দিয়ে চলাচলের জন্যই শুধু পানি সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তা থেকে মৎস্য আহরণের তাগিদও আলণ্ডাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আর সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে মানুষের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন নয়। বরং নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, হাওর, পুকুর-দীঘি ইত্যাদি সকল অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য চাষ করে তা থেকে মৎস্য আহরণ করতে হবে। এজন্য ছোট-বড় সকল জলাশয়ে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের যাবতীয় কলাকৌশল মানুষকে আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ, যে পানিসম্পদ মানুষের কল্যাণের জন্য আলণ্ডাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে, তার উপর পূর্ণ দায়িত্বশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও আহরণের জন্য মানুষকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এটা সত্য, পৃথিবীর সমুদ্রসমূহকে আলণ্ডাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের অধীন করে দেয়া সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু তা থেকে পূর্ণভাবে লাভবান হতে পারছে না। এর কারণ হলো সমুদ্র ভীতি ও সমুদ্রে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়। তাছাড়া সমুদ্র থেকে সার্বিক উপকার লাভ করার জন্য সমুদ্রের উপর নিবিড় গবেষণারও কম-বেশি ঘাটতি রয়েছে। তাই মানুষের

১৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৬৬

১৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

উচিত এর উপর নিবিড় গবেষণা করা এবং এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা। জ্ঞানানুসন্ধানের ক্ষেত্রে মাছ সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে আলণ্ডাহর নবী হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সফর সঙ্গী ইয়ূশা' ইব্ন নূন[১৭]-কে পথপ্রদর্শন করে আল-কুরআনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔

'স্মরণ কর‍ুন, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। অতঃপর তারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন তারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলে গেল; তা সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যখন তারা আরো অগ্রসর হলো মূসা তার সঙ্গীকে বলল, আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম

করছিলাম, তখন আমি মৎসের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে। মূসা বলল, আমরা তো, সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।'[১৮]

মূসা (আ) স্বয়ং আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে সমুদ্রের পানিতে অবস্থানকারী হযরত খিযির (আ)-এর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে বিশেষ জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তিনি হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে হযরত ইয়ূশা' ইব্ন নূন-কে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি মাছ। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। অর্থাৎ মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি হয়ে যেত।[১৯] সে পথ ধরে হযরত মূসা (আ) তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে হযরত খিযির (আ)-এর কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি মহান আলণ্ঢাহর ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে বিস্মিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন আলণ্ঢাহ তা'আলার প্রতিটি কাজের মধ্যে রয়েছে হিকমত, রহস্য ও কল্যাণ যা তিনি ব্যতীত এবং এ বিষয়ে তিনি যাকে জ্ঞানদান

১৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২

১৮. আল-কুরআন, ১৮ : ৬০-৬৪

১৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩

করেছেন সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ তা জানতে পারে না। এক্ষেত্রে মাছ পানিজগতের আধ্যাত্মিক গুরু হযরত খিযির (আ)-এর সন্ধান প্রাপ্তিতে পথপ্রদর্শন করে আল-কুরআনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

নৌকায় আরোহণ করে হযরত ইউনুস (আ)-এর দেশ ত্যাগ, এরপর লটারীতে পর পর তিনবার তাঁর নাম উঠার ফলে নদীতে তাঁকে নিক্ষেপ করা, অতঃপর মাছের গিলে ফেলা ও মাছের পেটে অবস্থান করা এবং সেখান হতে বহির্গমন ও পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে ইঙ্গিত করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ-فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ-

'এবং স্মরণ করুন যুন্-নূন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিল, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো যালিম। অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।'[২০]

তাফসীরে ইব্‌ন-কাছীরে বর্ণিত আছে, হযরত ইউনুস (আ)-কে একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও ‘আমলের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন[২১] এবং ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুর— করেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা বিপদের কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো।[২২] এভাবে পরপর তিনবার লটারী করা হলে তিনবারই তাঁর নাম উঠে। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[২৩] এদিকে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার আদেশক্রমে এক মাছ হযরত ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা মাছকে নির্দেশ দেন, ইউনুস (আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় : সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য

২০. আল-কুরআন, ২১ : ৮৭-৮৮
২১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৮
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯
২৩. প্রাগুক্ত।

তাঁর কয়েদখানা। কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায়, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এ কার্যক্রম আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি আলণ্ঢাহ্‌র অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।[২৪] মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করা আযাবদানের উদ্দেশে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশে ছিল।[২৫] অতঃপর হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে নিম্নোক্ত কালিমা পাঠ করতেন,

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَالظَّالِمِينَ-فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ-

এ কালিমার বরকতেই মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁকে এ পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন এবং মাছের পেট থেকে তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এভাবে মু’মিনগণ বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা ও সঙ্কটে পতিত হয়ে যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার দিকে মনোনিবেশ করে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা তা কবুল করেন। রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, ‘মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস

(আ)-এর এ দু'আটি যদি কোন মুসলিম কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পাঠ করে, তবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন।[২৬] এখানে উলেণ্ঢখ্য, আলণ্ঢাহর নবীকে মাছ তার পেটে আশ্রয় দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ দিক থেকেও মাছের গুর"ত্ব অনস্বীকার্য। এ একই ঘটনা পবিত্র কুরআনের সূরা আস-সাফ্ফাত-এর ১৪২-১৪৬ নম্বর আয়াতসমূহে এবং সূরা আল-কালাম-এর ৪৮ নম্বর আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে; যা সূরার ক্রম ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল আ'লামীন সাত আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই এবাদতের জন্য। পৃথিবীর স্থলভাগে যেমন রয়েছে অসংখ্য প্রাণি ও গাছগাছালি, তেমনি পৃথিবীর জলভাগেও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য মাছ, অন্যান্য জলজপ্রাণি ও জলজউদ্ভিদ। উলেণ্ঢখ্য, মাছ স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে উৎপন্ন হয়। তাই এ উভয় প্রকারের পনিতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ করে মানুষ নানাভাবে লাভবান হতে পারে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً

---

২৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. প্রাগুক্ত।

تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

'দু'টি সমুদ্র একরূপ নয়- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা ও খর। উভয়টি হতে তোমরা তাজা গোশত্ (মৎস্য) আহার কর এবং আহরণ কর অলঙ্কার যা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[২৭]

এ আয়াতে যে বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো- মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর কুদরত দ্বারা স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে মৎস্য সৃষ্টি করে তা মানুষের আহার্যের জন্য দান করেছেন; যা মানুষের প্রতি আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অপার কর"ণা ছাড়া আর কিছু নয়। মহান আলণ্ঢাহ্র এ দান অফুরন্ত ও সীমাহীন। যা কখনও আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিঃশেষ হওয়ার নয়। মানুষ এ উভয় প্রকার পানিতে উৎপন্ন

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢাহ্র নি'আমত মৎস্য ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হয়। তাছাড়া সমুদ্র থেকে মানুষ মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ আহরণ করে নানাভাবে লাভবান হয়। আর এ উভয় প্রকার পানিতে মৎস্য আহরণের উদ্দেশে নৌকা ও ট্রলার চলাচল করে। এতে মৎস্যজীবী মানুষ ও মৎস্য শিকারীরা জীবিকা আহরণ করে উপকৃত হয়। এ ছাড়া সমুদ্রে আরো নানা ধরনের জাহাজ চলাচল করে এবং সেসব জাহাজে আরোহণ করে মানুষ সমুদ্র পথে দূর-দূরান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে গমনাগমনের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহ তথা জীবিকা তালাশ করে। এ সবকিছু আলণ্ঢাহ্র নি'আমত। অধিকন্তু মানুষ স্বাদু ও লোনা (যেমন- উপকূলীয় চিংড়ি ঘের) এ উভয় প্রকার পানিতে মৎস্য চাষ করে নিজেদের খাদ্যের অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান আমিষসহ অন্যান্য খাদ্যোপাদানের যোগান দিতে সক্ষম হয়। তাই মানুষের উচিত আলণ্ঢাহ্ তা'আলার এসব নি'আমত ও রহমতের কথা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। উলেণ্ঢখ্য, আলণ্ঢাহ্র আদেশক্রমে সমুদ্রের লোনা ও মিঠা পানিকে মাধ্যাকর্ষণ বল মধ্যবর্তী স্তরে আলাদা করে রাখে।[২৮]

হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের গিলে ফেলা, মাছের পেটে তাঁর অবস্থান এবং তথা হতে সৎকর্ম ও আলণ্ঢাহ্র তাসবীহ্ পাঠের বরকতে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ পুনরায় বলেন,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ-فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ –

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ- لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ-وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ-

২৭. আল-কুরআন, ৩৫ : ১২

২৮. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ৩৯৯

'ইউনুসও ছিল রাসূলগণের একজন। স্মরণ কর᠆ন, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আলণ্ঢাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তা হলে তাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত তার উদরে। অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল র᠆গ্ন। পরে আমি তাঁর উপর এক লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম।'[২৯]

হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের গিলে ফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ার ৮৭-৮৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, যে মাছটি হযরত ইউনুস (আ)-কে গিলে ফেলল সেটি তাঁকে উদরে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে সাগর-মহাসাগরময় পরিভ্রমণ করতে লাগল। আলণ্ঢাহ্র নবী মাছের পেটে জীবিত আছেন আঁচ করতে পেরে সেখানেই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন[৩০] এবং দু'আ ও তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন হলেন। অতঃপর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর সুসময়ের সৎকর্ম এবং বিপদের সময়ে তাসবীহ্ পাঠের উসিলায় তাঁকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিলেন। নতুবা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তিনি মাছের উদরেই থাকতেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, 'সুসময়ে আলণ্ঢাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, তা হলে দুঃসময়ে তিনি তোমার সাথে সুসম্পর্কের পরিচয় দেবেন।'[৩১]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে এ থেকে মানুষ নানাবিধ উপকার লাভ করতে পারে এবং তাঁর আদেশে যেন এতে নৌযান চলাচল করতে পারে যা ইতিপূর্বে সূরা নাহ্লের ১৪ নম্বর আয়াতে, সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৬ ও ৭০ নম্বর আয়াতদ্বয়ে এবং সূরা ফাতিরের ১২ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো এরশাদ হচ্ছে,

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

'তিনি আলণ্ঢাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'[৩২]

---

২৯. আল-কুরআন, ৩৭ : ১৩৯-১৪৬

৩০. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০২), খ. ৯, পৃ. ৪৬০

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

৩২. আল-কুরআন, ৪৫ : ১২

সমুদ্রকে মানুষের আয়াত্তাধীন করা এবং তাতে নৌযান চলাচল করা আলণ্ঢাহর অপার মেহেরবানি। কেননা সমুদ্র অশান্ত হলে সমুদ্রে মৎস্য শিকার করা কিংবা সমুদ্র পথে চলাচল করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। বস্তুত, নৌযান চলাচল করবার জন্য আলণ্ঢাহ সমুদ্রকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে মানুষ তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপার্জন ক্ষেত্রে যেন মানুষ আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারে, এজন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আর দূর-দূরান্ত হতে অর্জিত কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য যেন মানুষ মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

আল-কুরআনে অনুগ্রহ অনুসন্ধান বলতে সাধারণত জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে, মানুষকে সমুদ্রে নৌযান বা জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এরূপ অর্থও হতে পারে, সমুদ্রে আলণ্ডাহ্ অনেক উপকারী উদ্ভিদ, প্রাণি, মৎস্যসহ আরো অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন যাতে মানুষ সেগুলো অন্বেষণ করে উপকৃত হতে পারে।

তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা যায়, সমুদ্রে এত অধিক খনিজসম্পদ এবং ধন-দৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।[৩৩] বর্ণিত অছে, বর্তমানে সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে বছরে প্রায় ৬ কোটি টন খাদ্য অর্জিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে সমুদ্রের খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা এর বহুশত গুণ বেশি। অর্থাৎ, সমুদ্র থেকে বছরে প্রায় ২০০ কোটি টন খাদ্য আহরণ সম্ভব।[৩৪] বিশেষ করে সমুদ্রের সব রকম হালাল মাছ থেকে আমিষ সংগ্রহ ও সরবরাহের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

উলেণ্ডখ্য, সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% স্থান দখল করে আছে এবং এটা পৃথিবীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ পানি এবং নদী-নালা, হ্রদ ইত্যাদি, বরফ ও মাটির নিচের ভূগর্ভস্থ পানিসহ সবগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর পানিবৃত্ত।[৩৫] বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন, সাগরের পানির সার্বিক গঠন ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমুদ্রের পানিতে কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীভূত হওয়া নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠে এর প্রাচুর্য এবং কতটা সহজে তলানি বস্তু হিসেবে এটা দ্রবীভুত হতে পারে কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা বাহিত হতে পারে তার উপর। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সাগরের পানি থেকে নিয়ে আসে মিঠা পানি আর সেখানে রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের লবণ, জৈব ও অজৈব পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে মেঘ গঠিত হয় এবং মেঘমালা নিচে নেমে আসে বৃষ্টির পানির আকারে এবং সে সাথে পানি ও বরফ ভূভাগে পানির উৎসে

৩৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪১ -১২৪২

৩৪. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

৩৫. প্রাগুক্ত।

পরিণত হয়। পাহাড়ী জলস্রোত, ঝর্ণা ও ছোট নদীসমূহ, হ্রদ ও গলায়মান বরফ স্তর থেকে উৎপন্ন হয়ে নিম্নমুখে প্রবাহিত হয় এবং মিলিত হয়ে গঠন করে নদী। এ সকল নদী বিপুল পরিমাণ পানি সাগরে বয়ে নিয়ে আসে এবং এ সকল স্রোতধারা পাহাড়-পর্বত এবং সমতলভূমি পার হয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় বিভিন্ন প্রকার লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে। আর বিপুল পরিমাণ তলানী পদার্থও বয়ে আনে।[৩৬]

উলেণ্ডখ্য, বিভিন্ন জৈব তলানি ও উচ্ছিষ্ট পানির নিচে অবস্থিত প্রাণিগুলোর খাদ্য সরবরাহ করে। আর সমুদ্র কিনারার প্রাণিগুলোর খাদ্য স্থলভাগের প্রবহমান নিষ্কাশনের মধ্যে পাওয়া যায়। সমুদ্র পাড়ের জৈব

পদার্থের পচন থেকে ফাইটোপণ্ঢাংটন এর খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে।[৩৭] আবার বৈজ্ঞানিকদের মতে, সমুদ্রের সমস্ত জীবের জীবন সূর্যতাপের উপর নির্ভরশীল যা সরাসরি অতি সূক্ষ্ম ভাসমান জীবাণু বা উদ্ভিদকণা কর্তৃক শোষিত হয়ে খাদ্যে পরিণত হয়।[৩৮] তাই জীবনের উন্মেষ সাগরেই হয় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। আর সাগরের পানি আজও ফাইটোপণ্ঢাংটন নামে এক ধরনের অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে, যা জলজ খাদ্যসামগ্রীর ভিত্তি তৈরি করে এবং জলজ জীবনধারার ক্রমবিকাশে এমন সব মৌল উপাদান সরবরাহ করে যা প্রচুর পরিমাণে পানিতে বিদ্যমান। এভাবে ঘটনাক্রমেই অনুসন্ধিৎসু মনের নিকট সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা এবং এর গঠন কোন দুর্ঘটনা বলে মনে হতে পারে না; সমগ্র জিনিসটারই আবির্ভাব ঘটছে মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের মহাপরিকল্পনা হিসেবে।[৩৯] উলেণ্ঢখ্য, পানিতে জন্মানো সবুজ উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা মাছের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া পানিতে জন্মায় এমন অনেক উদ্ভিদ, পোকা-মাকড় ও এদের ডিম মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।[৪০]

মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ) এর অবস্থান, ধৈর্য ধারণ, আলণ্ঢাহর সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ এবং এর বরকতে তাঁর মুক্তির মাধ্যমে মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে যে শিক্ষাদান করেছেন সে সম্পর্কে আরো বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ - لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ-فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ -

'অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, আপনি মৎস্য-সহচরের

৩৬. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৪০. মোঃ গোলাম মোস্তফা ও অন্যান্য, *উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

ন্যায় অধৈর্য হবেন না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।'[৪১]

وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ অর্থাৎ 'আপনি, মুহাম্মদ (স) মৎস্য-সহচর তথা ইউনুস (আ)- এর ন্যায় অধৈর্য হবেন না।' তিনি স্বজাতির উপর রুষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হন। পথিমধ্যে

নৌকায় আরোহণ করেন। ঘটনাক্রমে মাঝ নদীতে এসে পানিতে নিক্ষিপ্ত হন, একটি মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলে। তখন নদী গর্ভে মাছের পেটে তিনি তাসবীহ্ পাঠ করেন।[৪২] অবশ্য এ তাসবীহ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ার ৮৭-৮৮ নম্বর আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে। বস্তুত, এ তাসবীহ্র বরকতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের পেট থেকে মুক্তি দান করেন। এখনও অনেক বিপদগ্রস্ত মু'মিন মুসলিম এ তাসবীহ্ পাঠ করে মহান আলণ্ঢাহ্র দরবারে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ তাসবীহ্র পাঠ ও বরকত অব্যাহত থাকবে।

অতএব, আলোচ্য আয়াত দ্বারা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষকে যে শিক্ষা ও হিদায়াত দান করতে চেয়েছেন মানুষের উচিত সে শিক্ষা ও হিদায়াত অর্জন করা। তবেই মানুষ এ পৃথিবীতে ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্কে স্মরণ করলে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে ও সর্বাবস্থায় তাঁর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করলে মানব জীবনে কোনো বিপর্যয়ই মানুষকে বিচলিত করতে পারবে না।

---

৪১. আল-কুরআন, ৬৮ : ৪৮-৫০

৪২. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৩), খ. ১১, পৃ. ২৩৬

আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

পানি মহান আলণ্ঢাহ্র এক অপূর্ব ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি এবং এ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও গতিশীল রাখার জন্য মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে পানি অন্যতম একটি। অর্থাৎ পানি ছাড়া প্রাণিকুলের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। আর পানি ছাড়া মৎস্য জন্ম নিতে পারে না। শুধু মৎস্য ও মানুষের জীবনই নয়, এ জীব জগতের সকল জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ,

উদ্ভদরাজি পানির উপর নির্ভরশীল। বস্তুত পানিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী নামক এ সবুজ গ্রহের প্রাণিজগত ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব ও জীবনচক্র। তাই পানির অপর নাম জীবন বলা হয় এবং এটি আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

কেননা জীবনের শুর ও হয়েছিল পানি থেকে। যেমন আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?'[৪৩] এছাড়া জীবদেহ কোষের মূল উপাদান যে পানি তা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। অধিকন্তু জীবনের উন্মেষ সাগরেই হয় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।[৪৪] আরও ধারণা করা হয় জীবনের ভিত্তি উপাদান প্রোটোপণ্ঢাজম সাগরের পানিতেই সৃষ্ট। আর সাগরের পানি আজও ফাইটোপণ্ঢাংকটন নামে এক ধরনের সূক্ষ অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকণা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে।[৪৫] তাই দেখা যায়, যখন অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন প্রথমেই যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো, সে গ্রহে জীবন রক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত পানি রয়েছে তো? পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে প্রাণের উৎস বা উৎপত্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।[৪৬] কাজেই মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হলে তা কুরআনের সাথে মিলবে, এটাই স্বাভাবিক। কেননা আলণ্ঢাহ্‌র বাণী সত্যে ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ।

আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সমুদ্র সৃজনের মাধ্যমে। কেননা সমুদ্র আলণ্ঢাহ্‌র এক বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি যা তাঁর অসীম ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। আর এ সমুদ্রে আলণ্ঢাহ্ মানুষের আহার্যের জন্য নি'আমত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন নানা ধরনের সামুদ্রিক মৎস্য যা তাজা মাংস হিসেবে মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে অভিহিত করেছেন। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ছাড়াও

৪৩. আল-কুরআন, ২১ : ৩০

৪৪. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), পৃ. ৯১

বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রে রয়েছে আরও নানাবিধ সম্পদরাজি এমনকি তা স্থলভাগে বিদ্যমান সম্পদের চেয়েও অনেক বেশি। আবার দুই সমুদ্রের মাঝে সূক্ষ্ম অন্তরাল সৃষ্টি করে মহান আলণ্ঢাহ উভয় সমুদ্রের পানিকে এমনভাবে পৃথক রেখে প্রবাহিত করেছেন যাতে একটির পানি অন্যটির পানিকে অতিক্রম করতে না পারে । এতে মহান স্রষ্টা তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার আর একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যা দেখে কোন

চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষ আলণ্ঢাহ্‌র উপর ঈমান না এনে পারে না। কাজেই আল-কুরআনে বর্ণিত মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে মানুষের সে মহাসত্যকে অনুধাবন করাই হলো আয়াতসমূহের মূল উদ্দেশ্য ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। অধিকন্তু আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ করে এবং নিবিড় বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মানুষ সমুদ্র হতে মৎস্যসম্পদ আহরণের পাশাপাশি সমুদ্রে নিহিত অন্যান্য সম্পদরাজি আহরণ করতে পারলে নিঃসন্দেহে বিপুলভাবে লাভবান হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

উলেণ্ঢখ্য, আলণ্ঢাহ্‌র সৃষ্ট পানি মহাসমুদ্র, সমুদ্র, নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল, দীঘি, হাওর, ঝিল প্রভৃতি জলাধারে অবস্থান করে। তাছাড়া মাটি কণার রন্ধ্র পরিসরে পানি অবস্থান করে, যাকে মৃত্তিকা পানি বলে। এতদ্ভিন্ন অনুপ্রবেশ ও অনুস্রবণের মাধ্যমে পানি ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়, একে ভূগর্ভস্থ পানি বলে। বস্তুত, ভূপৃষ্ঠের প্রায় পঁচাত্তর ভাগই পানি দ্বারা আবৃত। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ হচ্ছে সাগর ও মহাসাগর।[৪৭] অন্য বর্ণনা মতে, জলম—লের ৯৭ ভাগ পানি লবণাক্ত, বাকি তিন ভাগ স্বাদু পানি।[৪৮] তবে স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে আলণ্ঢাহ্ মানুষের আহার্যের জন্য মৎস্য সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ তা হতে মৎস্য আহরণ করে নানাভাবে লাভবান হতে পারে এবং মহান আলণ্ঢাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

সমুদ্রের পানিকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন করা হয়। এর রহস্য এই, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীবজন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এ ছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর দুর্গন্ধে স্থল ভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য রক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত । তাই মহান আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ পানিকে এমন লবণযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের পানি পচে না এবং তা নষ্টও হয় না। তাই সমুদ্রকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। আবার সমুদ্রের পানি মহান আলণ্ঢাহ্‌র কুদরতে লবণমুক্ত অবস্থায় বাস্পীভূত হয়ে উপরে উত্থিত হয় যা থেকে মেঘ সৃষ্টি হয়

৪৭. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

ও পরবর্তীতে লবণমুক্ত সুপেয় পানির বৃষ্টিধারা নেমে আসে। বস্তুত এসব হলো আলণ্ঢাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন যা থেকে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সারকথা এই, আল-কুরআনে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে আলণ্ডাহ্ তা'আলার অপার নি'আমত ও তাঁর অফুরন্ত অবদান মৎস্য সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, মৎস্য মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে আলণ্ডাহ্ তা'আলার এক অপূর্ব অবদান। তাই আলণ্ডাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি তাঁর অপার কর"ণার নিদর্শন স্বরূপ এ পৃথিবীর স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে মাছ দান করেছেন, যা ভক্ষণ করে মানুষ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে পরিতৃপ্ত হয় এবং সুস্থ ও কর্মক্ষম থকে। উলেণ্ডখ্য, মৎস্য আহরণের উদ্দেশে এ উভয় প্রকার পানিতে মৎস্যজীবী মানুষ নৌকা ও ট্রলারসহ অন্যান্য নৌযান ও জলযান চালনা করে জীবিকা নির্বাহ করে, যা আলণ্ডাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।

আর মৎস্যজীবী মানুষ স্বাদু ও লোনা উভয় প্রকার পানিতে মাছ চাষ করে নিজেদের আয়-রোজগার বৃদ্ধিসহ বেকার ও কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকা ে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সেসাথে মানুষের খাদ্যের অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান আমিষসহ অন্যান্য খাদ্যোপাদানের যোগান দিয়ে মানব স্বাস্থ্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতদ্ভিন্ন মানুষের উচিত আলণ্ডাহ্ তা'আলার এ সীমাহীন রহমত ও দানের কথা উপলব্ধি করে তাঁর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ও তাঁর এবাদতে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করা।

নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করলে আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁর নি'আমত আরো বাড়িয়ে দেন। তাই আলণ্ডাহ্র নি'আমত তাজা ও শুকনো মৎস্য বা শুঁটকি মাছ ভক্ষণ করে মানুষ যে পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেসাথে নিজেদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে পারে তজ্জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যেমন আলণ্ডাহ্ বলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৪৯] সুতরাং মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে এবং মৎস্যভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তাবলয় বিনির্মাণে ও মৎস্য খাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক মানুষকে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেসাথে মৎস্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে মানুষকে সুনির্দিষ্টভাবে অবগত করানোরও দরকার রয়েছে।

৪৯. আল-কুরআন, ১৪ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

- ♦ পশু-পাখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ♦ আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা
- ♦ আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমুহের তাৎপর্য

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

পশু-পাখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সৃষ্টির পর বহু বছর ধরে পৃথিবীর সব পশু-পাখি ছিল বন্য। বশ্যতা স্বীকার করিয়ে দৈনন্দিন মানব কল্যাণে ব্যবহারের জন্য ক্রমে কতক পশু-পাখিকে গৃহপালিত করা হয়েছে। তবে কবে কখন, কোথায় পশুসম্পদ ব্যবহারের জন্য পোষ মানানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা নেই। ধারণা করা হয় সভ্যতা বিকাশের সূচনা থেকেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। যে সব পশু-পাখি মানুষের অধীনতায় থেকে বিভিন্নভাবে মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হয় এবং যারা তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য মানুষের উপর সদা-সর্বদা নির্ভরশীল তারাই গৃহপালিত পশু-পাখি। পালনের উপযোগী পশু-পাখির মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মেষ, হাঁস, মুরগি, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। পশু-পাখিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালন-পালন করে তাদের থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য উপকার পাওয়াকেই পশু-পাখি পালন বলে।[১]

উল্লেখ্য, পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে আট হাজার রকমের পাখি রয়েছে। এদের সবগুলোই কিন্তু গৃহপালিত পাখি নয়। মানুষ যে সমস্ত পাখি নিজেদের প্রয়োজনে ডিম, মাংস ও চিত্তবিনোদনের জন্য পালন করে থাকে তাদেরকে গৃহপালিত পাখি বলে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি ও জাতের পাখি পালন করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই হাঁস-মুরগি গৃহপালিত পাখি হিসেবে সে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।[২] মোটকথা যে সব পাখি মানুষের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বংশবিস্তার করে এবং অর্থনৈতিকভাবে মানুষের উপকারে আসে সেগুলোকে গৃহপালিত পাখি বলে। গৃহপালিত পাখির মধ্যে হাঁস, মুরগি, তিতির, রাজহাঁস, কবুতর, কোয়েল অন্যতম।[৩] উল্লেখ্য মানবদেহের গঠন, বর্ধন, ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অপরিসীম। আর গৃহপালিত হালাল পশু-পাখি হতে মানুষ সে সব প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন -গোশ্‌ত, দুধ ও ডিম ইত্যাদির যোগান পেয়ে থাকে। আবার যে সকল পশু-পাখি বনে-জঙ্গলে বাস করে,

১. প্রফেসর শেখ হেফাজ উদ্দীন, পশু-পাখি পালন অধ্যায়, *ছোটদের বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), খ. ২, পৃ. ৪৫৮

২. ড. মোঃ আনিছুর রহমান, *আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন, চিকিৎসা ও বাজারজাতকরণ*(ঢাকা : প্রান্ত প্রকাশন, আগস্ট ২০০৫), পৃ. ১৭

৩. প্রাগুক্ত।

সেগুলোকে বন্য পশু-পাখি বলে। যেমন- বাঘ, ভলণ্ডুক, সিংহ, শিয়াল, কাক, চিল ইত্যাদি। এরা বন্য হলেও মানুষের নানা কাজে আসে।[৪]

রিযিক অন্বেষণের একটি সহজ ও লাভজনক পন্থা হচ্ছে পশুপালন। এটি কৃষির একটি গুর‐ত্বপূর্ণ উপ-খাত হিসাবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের সময় আরবসহ সারা পৃথিবীর মানুষ কৃষি ভিত্তিক জীবিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষ করে পশুপালন ছিল তখনকার মানুষের অন্যতম প্রধান পেশা। তাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে সত্য পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য পশু-পাখির কথা উলেণ্ঢখ করে তাঁর পবিত্র কালামে বহু উপমা-উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। পশু-পাখি আলণ্ঢাহ্র দান ও তাঁর কুদরতের চাক্ষুষ নিদর্শন। মহান আলণ্ঢাহ্র এসব নি'আমতের প্রতি গভীরভাবে অবলোকন করলে মানুষের অন্তর আলণ্ঢাহ্র তা'আলার কৃতজ্ঞতার পরশে আবদ্ধ না হয়ে পারে না। উলেণ্ঢখ্য, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের কল্যাণার্থেই নানা প্রকারের পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ এসব পশু-পাখি থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পশুপালন একটি সওয়াবের কাজ ও বৈধ পেশা এবং এটি নবীগণের সুন্নাত বা আদর্শ। কেননা এমন কোন নবী নেই যিনি মেষ চরাতেন না। জীবিকা নির্বাহ, ধৈর্য শিক্ষা, মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান ও পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহস, কৌশল ও সহ্যক্ষমতা শিক্ষাদানের জন্য এবং বৈধ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে পেশার প্রতি অনুরাগ শিক্ষাদানের জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ নবী-রাসূলগণকে পশুপালন বিষয়ক পেশার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; যেন মানুষ এ থেকে হিদায়াত ও শিক্ষা অর্জন করতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'আলণ্ঢাহ্ কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হাঁ, আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।'[৫] এযুগেও মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষ করে বেকার, ভূমিহীন, দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীনদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বা আয় বৃদ্ধির জন্য পশু-পাখির ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'তোমরা ভেড়া-বকরি পালন কর। কারণ, এরা সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।'[৬] তাছাড়া গৃহপালিত হালাল পশুর

৪. ডা. মোঃ শরাফত আলী ও অন্যান্য, *পশু-পাখি পালন*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩), পৃ. ১৭

৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী অনূদিত, *মেশকাত শরীফ*(ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৪ ফেব্র‐য়ারি ১৯৮৭), খ. ৬, পৃ. ১১৮, হাদীস নম্বর-
২৮৫৩ (৩)

৬. ডা. মোঃ শরাফত আলী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

যাকাত বা উশর প্রদানের মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নেকি অর্জনের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। এ কথা সত্য, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি যে সব নি'আমত দান করেছেন, তন্মধ্যে পাখি আর একটি অন্যতম নি'আমত। কতিপয় পাখির গোশ্ত ও ডিম আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মু'মিন-মুসলিমদের জন্য হালাল করেছেন। পাখির গোশ্ত ও ডিম মানুষের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। তাছাড়া এসব খাদ্য প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস। এছাড়া জান্নাতে মু'মিনগণকে পাখির গোশ্ত ভক্ষণ করানোর সুসংবাদ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে জানিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পক্ষীকুল ফসলের অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে ধবংস করে ফেলে। এতে ক্ষেতের ফসলসমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। এভাবে পাখি মানুষের নানা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হয়।

হযরত ইউনুস (আ) যখন মাছের পেট হতে মহান আলণ্ঢাহ্র অশেষ মেহেরবানিতে বের হয়ে আসেন, তখন তিনি সমুদ্র উপকূলে এক বালুচরে অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিলেন। সে সময় নিকটস্থ জঙ্গল হতে একটি বকরি এসে দুধ পান করানোর ফলে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেন। তাছাড়া হযরত নূহ (আ)-এর সময় যে বিরাট পণ্ঢাবন হয়, সে সময় নৌকা/জাহাজে জোড়ায় জোড়ায় পশু-পাখি উঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, পশু-পাখিকে রক্ষা করা এবং তাদের বংশবিস্তারের জন্য সুযোগ দান করা।[৭]

আরবের সে অন্ধকার যুগে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) যখন ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় কিছু বিধর্মী লোক প্রশ্ন করে, তিনি যদি কিছু মু'জিযা দেখাতে পারেন, তাহলে তারা ইসলামে বিশ্বাস আনবে নতুবা নয়। তখন রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) আলণ্ঢাহর কুদরতে গাছকে পাথরে এবং পাথরকে গাছে পরিণত করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথর থেকে পরিণত গাছে একটি মোরগ পয়দা হয় এবং ডেকে উঠে, 'লা ইলাহা ইলণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ্।' ফলে তারা রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর প্রতি বিশ্বাস আনে এবং পবিত্র দীন ইসলাম কবুল করে।[৮] এ ছাড়া গর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা. উট এ সকল হালাল জন্তু দ্বারা মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহায় কুরবানি সম্পন্ন করার বিধানও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ সকল হালাল পশু ছাড়া কুরবানির মত মহা আত্মত্যাগের ধর্মীয় রীতি পালন করাও সম্ভব নয়। এতে প্রমাণিত হয়, দীন-দুনিয়ার সার্বিক কর্ম সম্পাদনের সার্থকতা রয়েছে মহান আলণ্ঢাহর কুদরতের অপূর্ব সৃষ্টি পশু-পাখির মধ্যে। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পশু-পখি পালন সম্বন্ধে সবিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়েছে এবং মানব কল্যাণেই এদের প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

৭. ডা. মোঃ শরাফত আলী ও অন্যান্য, *পশু-পাখি পালন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে। এসব আয়াতের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা মানুষের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সেসাথে পশু-পাখির সৃষ্টির মধ্যে আলণ্ডাহ্ তা'আলার কুদরতের যে অপূর্ব নিদর্শন নিহিত রয়েছে সে সম্বন্ধে মানুষ যেন চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে। যারা খাঁটি ঈমানদার এবং চিন্তাশীল মানুষ তারা এসবের দিকে প্রতিনিয়ত গভীরভাবে অবলোকন করে রীতিমত বিস্মিত ও অভিভূত হয় এবং মহান স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করে ও তাঁর এবাদতে মশগুল থাকে। আর আলণ্ডাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করেন। কেননা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর এবাদতের জন্য। বিশেষ করে এসব আয়াতে পশু-পাখির সৃষ্টি নৈপুণ্যতা ও বৈচিত্র্যতা নিয়ে চিন্তা করতে এবং এগুলো যে মানুষের প্রতি মহান আলণ্ডাহ্র অপার দান সে সম্পর্কে ভাবতে এবং এগুলো যে মানবজীবনে নানা উপকারে ও প্রয়োজনে আসে সে সম্পর্কে অত্যন্ত গুর"ত্বের সাথে অনুধাবন করতে আহ্বান করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, মানব জীবনে পশু-পাখির গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা

বনী ইসরাঈল জাতি তীহ্ মরু প্রান্তরে পৌঁছে হযরত মূসা (আ)-কে খাদ্যের সংস্থান করতে বললে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতি খাজানা থেকে তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

'আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা তাদের প্রতিই যুলুম করেছিল।'[৯]

উলেণ্ঢখ্য, অত্র অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আয়াতে করীমার বিশেণ্ঢষণে মান্না সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সালওয়া সম্বন্ধে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আলী ইব্ন আবূ তাল্হা বর্ণনা করেন, السلوى হচ্ছে ভরত পক্ষীর (চড়ুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। বনী ইসরাঈল জাতি তার গোশ্ত ভক্ষণ করত। আবু মালিক ও আবু সালিহ্র মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ও মুর্রার সূত্রে হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা) এবং একদল সাহাবী হতে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, 'সালওয়া' হচ্ছে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। ইকরামা হতে বর্ণিত রয়েছে, সালওয়া হচ্ছে জান্নাতের এক প্রকারের পাখির ন্যায় পাখি। আকারে তা চড়ুই পাখি অপেক্ষা কিঞ্চিত বৃহত্তর অথবা তার সমতুল্য হবে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আস্সালওয়া হচ্ছে রক্তিমাভ এক প্রকারের পাখি। দক্ষিণা বাতাস তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বনী ইসরাঈল জাতির নিকট একত্রিত করত। তাদের প্রত্যেকে মাত্র একদিনের প্রয়োজন মিটাতে পারে, এরূপ সংখ্যক পাখি প্রতিদিন জবহ করে রাখতে পারত। অতিরিক্ত রাখলে তা নষ্ট হয়ে যেত। তবে, সপ্তাহের সপ্তম দিন তাদের ঈদের দিন তথা এবাদতের দিন হওয়ায় যেহেতু তারা জীবিকা উপার্জন করবার কাজে কোথাও যেতে পারত না, তাই ষষ্ঠ দিনে তারা ষষ্ঠ ও সপ্তম এ দুদিনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখি ধরে জবহ করে রাখত। ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, সালওয়া হচ্ছে কবুতরের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটাসোটা এক প্রকারের পাখি, যা তাদের নিকট জড়ো হত। তারা প্রতিবার তা হতে এক সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখি ধরে রাখত। ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে আরো বর্ণিত রয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি

৯. আল-কুরআন, ২ : ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মূসা (আ)-এর নিকট নিজেদের জন্য গোশ্‌ত চাইল। আলণ্ডাহ্ তা'আলা বললেন, 'আমি তাদেরকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পক্ষীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করাব।' তিনি তাদের নিকট বায়ু প্রেরণ করলেন। এটি সালওয়া নামক এক প্রকারের পক্ষীকে তাদের বাসস্থানের নিকট একত্রিত করল। السلوى হচ্ছে السمانى অর্থাৎ ভরত পক্ষী। উক্ত পক্ষী এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়ে থাকত। তাদের ঘনত্ব ও গভীরতা ছিল মাটি হতে উপরের দিকে বলণ্ডম নিক্ষেপ করলে তা যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত। তারা তা গোপনে পরবর্তী দিনের জন্যেও ধরে রাখত। এতে তাদের র্ক্টি ও গোশ্‌ত উভয়ই পচে যেত।'[১০]

সুদ্দী বলেন, বনী ইসরাঈল জাতি তীহ্ মর্ক্ প্রান্তরে পৌঁছে হযরত মূসা (আ)-কে বলল, 'এ স্থানে খাদ্য কোথায়? এখানে আমরা জীবনধারণ করব কিরূপে?' তখন আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করলেন। তা আকাশ হতে আদা গাছের পাতায় পতিত হত। তিনি তাদের উপর সালওয়াও অবতীর্ণ করলেন। তা দেখতে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। তবে, আকারে ভরত পক্ষী অপেক্ষা কিঞ্চিত বড় হয়ে থাকে। উক্ত পক্ষী বনী ইসরাঈলের বাসস্থানের নিকট একত্রিত হত। তারা তাদের মধ্য হতে হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটাসোটা পক্ষীগুলো জবহ করত এবং অপুষ্ট ও গোশ্‌তবিহীন পক্ষীগুলোকে ছেড়ে দিত। তারা হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়ার পর আবার তাদের নিকট আসত।[১১]

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাক্ত সংঘটিত হয়েছিল। এ হত্যাকাক্তের সাথে সংশিণ্ডষ্ট দোষী ব্যক্তিকে শনাক্ত করার লক্ষ্যে বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়ে হত্যাকারীর নাম জানতে চান। তখন আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে ওহী পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন একটি গাভী জবাই করার জন্য। জবাই করা গাভীর একটি অংশ নিহত ব্যক্তির দেহে স্পর্শ করলেই আলণ্ডাহ্‌র নির্দেশে মৃত লোকটি জীবিত হয়ে যাবে এবং নিজেই তার হত্যাকারীর পরিচয় বলে দিবে। এ ব্যাপারে পরাক্রমশালী মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ-

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ-

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ - قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

Dhaka University Institutional Repository

১০. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩), খ. ১, পৃ. ৪৫১-৪৫২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ

وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ۔

‘স্মরণ করুন, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু জবহ-এর আদেশ দিয়েছেন, তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আল্লাহর শরণ প্রার্থনা করছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল সেটা কিরূপ? মূসা বলল, আল্লাহ্ বলেছেন, সেটা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়- মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা কর। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে বল সেটার রং কি? মূসা বলল, আল্লাহ্ বলেছেন, সেটা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল সেটা কোন্‌টি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাব। মূসা বলল, তিনি বলেছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি- সুস্থ নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছ। যদিও তারা জবহ করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা সেটাকে জবহ করল। স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে - তোমরা যা গোপন রেখেছিলে আল্লাহ্ তা ব্যক্ত করছেন। আমি বললাম, এটির (গরুর) কোন অংশ দ্বারা ঐটিকে (নিহত ব্যক্তিকে) আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন- যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।’ [১২]

উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করার ব্যাপারে কোন বাদানুবাদে লিপ্ত না হলে গাভী জবাই করার জন্য এতসব শর্ত আরোপিত হত না, বরং যে কোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। বস্তুত, মৃত দেহে গরুর গোশ্‌তের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করে।[১৩] এতে এ কথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম এবং মৃত্যুর পর তিনি সকল মানুষকে এভাবে জীবিত করবেন। আর গাভী পূজনীয় কিছু নয়। বরং মহান আল্লাহ্ই একমাত্র পূজনীয় সত্তা।

১২. আল-কুরআন, ২ : ৬৭-৭৩

১৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*(মদিনা মুনাওয়ারা : খাদেমূল- হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৫

এ ঘটনায় বনী ইসরাঈল জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে তারা কিভাবে ইতিপূর্বে আলণ্ঢাহ্র নবীদের হুকুম অমান্য করত তার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে, এতে সান্ড়্বনা রয়েছে প্রিয়নবী (স)-এর জন্য। কেননা মদিনাবাসী ইয়াহুদিগণ প্রিয়নবী (স)-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত, তাদের পূর্ব পুরৎষগণ কিভাবে পূর্বকালের নবীদের কষ্ট দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পেশ করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী (স)-কে এ সান্ড়্বনা দিয়েছেন, এ অভিশপ্ত জাতি ইতিপূর্বেও আলণ্ঢাহ্র নবীদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁরা তাতে সবর অবলম্বন করেছেন, অতএব তিনিও যেন এ ইয়াহুদিদের ব্যাপারে সবরের নীতি অবলম্বন করেন।[১৪]

মৃত পশু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যেসব জন্তু আলণ্ঢাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয় কিংবা আলণ্ঢাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা জবহ করা হয় সেসব হারাম হওয়া প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ ঘোষণা করেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

'নিশ্চয় আলণ্ঢাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার উপর আলণ্ঢাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৫]

আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সাথে স্বয়ং কুরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উলেণ্ঢখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে শরী'আত ও ফিকহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে জেনে নিয়ে সেসবের উপর মুসলিমদের সঠিকভাবে আমল করা জরৎরি। অন্যথায় অজ্ঞতার কারণে ঈমান ও 'আমলের লোকসান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উলেণ্ঢখ্য, কুরআনুল করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ 'তাতে তার কোন পাপ নেই।' এর মর্ম এই, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[১৬] তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে অনন্যোপায় ব্যক্তি যেন হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*(খুলনা : তানভীর প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৩), পৃ. ৯-১০

১৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৩

১৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

কিংবা আসক্ত হয়ে না পড়ে। তাকে হালাল ও বৈধ খাদ্যের জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। অর্থাৎ, এ ধরনের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য তাকে বিশুদ্ধ নিয়াত সহকারে চেষ্টা করতে হবে। আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে বান্দাদেরকে হজ্জ ও 'উমরার পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আর এ বিষযে নিয়মাবলীও বর্ণনা করেন। পাশাপাশি হজ্জ ও 'উমরাকালীন সময়ে পশু কুরবানি সম্পর্কেও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

'আর তোমরা আলণ্ডাহ্র উদ্দেশে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণ কর। কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানি করিও। যে পর্যন্ত কুরবানির পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মু-ন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ বা কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানির দ্বারা তার ফিদ্য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানি করবে। কিন্তু যদি কেহ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আলণ্ডাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আলণ্ডাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।'[১৭]

হযরত আলী (রা) বলেন, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ, বকরি কুরবানি করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, উষ্ট্র-উষ্ট্রী, বলদ-গাভী, ছাগ-ছাগী এবং ভেড়া-ভেড়ী এ আট প্রকারের মধ্য হতে সাধ্যানুসারে কুরবানি করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থ হলো বকরি কুরবানি। হযরত 'আয়শা (রা) ও হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, আবু খালিদ আহমার, আবু সাঈদ আশআজ ও ইব্ন আবু হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত 'আয়শা (রা) ও হযরত

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬

ইব্ন উমর (রা) বলেন- সহজপ্রাপ্য হিসেবে উট-গর ব্যতীত অন্য কিছু তো দেখছি না। সালিম, কাসিম, ওরওয়া ইব্ন যুবায়র ও সাঈদ ইব্ন যুবায়রও এরূপ বর্ণনা করেছেন।[১৮]

ইব্ন কাছীর বলেন, হুদায়বিয়ার ঘটনাই সম্ভবত তাদের দলিল হবে। কেননা ঐ সময় ছাগ-ছাগী জবাই করা হয়েছিল বলে কোন সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয়নি, তারা শুধু গর ও উটই কুরবানি করেছিলেন। সহীহ্দ্বয়ে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, '(হুদায়বিয়ায়) আমাদেরকে একটি গর বা উটে সাতজন করে শরীক হতে আদেশ করা হয়েছিল।'[১৯]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে তাউসের পিতা, তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আপন সামর্থ্যানুযায়ী জন্তু জবহ করবে। অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আওফী বর্ণনা করেন , যদি ধনী হয় তবে উট কুরবানি দিবে, এর চাইতে কম সামর্থ্যবান হলে গর দিবে এবং এর চাইতে কম সামর্থ্যবান হলে ছাগল কুরবানি করবে। হযরত 'আয়শা (রা) হতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত 'আয়শা (রা) বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (সা) একবার ছাগল দ্বারা কুরবানি করেছিলেন। حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ অর্থাৎ, যতক্ষণ না কুরবানির প্রাণি জবহ স্থানে পৌঁছে যায় এবং হাজীগণ তাদের হজ্জ ও 'উমরার যাবতীয় কার্য হতে অবকাশ লাভ করেন।[২০]

উলেণ্ঢখ্য, আরব ভূমিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ কথা প্রচলিত ছিল যে, কুরবানির ঘটনা পবিত্র মিনার জমিনে সংঘটিত হয়েছিল। তাই ইসলাম পূর্ব যুগেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি রক্ষার্থে মিনাতে গিয়ে কুরবানি করা হত। যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে।[২১] অর্থাৎ, আজও সম্মানিত হাজিগণ হজ্জের মৌসুমে মিনাতে অবস্থানকালীন সময়ে পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন।

একদা হযরত 'উযায়র (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত জনপদ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কেমন করে আলণ্ঢাহ্ মৃত্যুর পর একে জীবিত করবেন। অর্থাৎ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত এ জনপদটিকে কি আর কখনও পূর্বের ন্যায় আবাদ করা সম্ভব? অতঃপর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। এদিকে তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পর বনী

১৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩), খ. ২, পৃ. ১৩৮

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

২১. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*(চট্টগ্রাম : সুমাইয়া ও সা'দ প্রকাশক, অক্টোবর ২০১১), পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈলদের দ্বারা সে জনপদটি পুনর্বার আবাদ হয়ে জনবসতির কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে।[২২] এছাড়া আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর মৃত গাধাটিকে তাঁর চোখের সামনে জীবিত করে দেন। এভাবেই আলণ্ঢাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন। আর তাঁর সাথে থাকা খাদ্য ও পানীয় যা নষ্ট হওয়ার মত ছিল কিংবা পচে যাওয়ার মত ছিল আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সে খাদ্য ও পানীয়কে তাঁর কুদরত দ্বারা অপরিবর্তনীয় রেখে দেন। এভাবে আলণ্ঢাহ্ প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতাবান। এ ঘটনা সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

'অথবা আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেনি, যে এমন এক নগরে (জনপদে) উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কিরূপে আলণ্ঢাহ্ একে জীবিত করবেন? অতঃপর আলণ্ঢাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আলণ্ঢাহ্ বললেন, তুমি কত কাল এভাবে অবস্থান করলে? সে বলল, এক দিন কিংবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। আলণ্ঢাহ্ বললেন, না, বরং তুমি একশ' বছর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ কর, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশ্ত দ্বারা ঢেকে দেই। যখন এ অবস্থা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠল, আমি জানি, নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[২৩]

হযরত ইবরাহীম (আ) মহান আলণ্ঢাহ্র কাছে নিবেদন করেন তিনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা তাঁকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য। এরূপ আকাঙ্খা ব্যক্ত করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলণ্ঢাহ্র নবী হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, বিশ্বাসের পাশাপাশি অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তি লাভের জন্যই তিনি এরূপ ইচ্ছা পোষণ করছেন। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করানোর জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-

---

সংশয়ও দূর হয়ে

২২. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১

২৩. আল-কুরআন, ২ : ২৫৯

যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও, তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলল, কেন করব না, তবে এটি কেবল আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য! তিনি বললেন, তবে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলোকে তোমার বশীভূত করে নাও। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর সেগুলোকে ডাক দাও, তারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলে আসবে। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[২৪]

আলোচ্য আয়াতে মৃতকে জীবিতকরণের প্রক্রিয়াটি ছিল এই, হযরত ইবরাহীম (আ)- কে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ দেয়া হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করার জন্য, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দিতে। তারপর এদেরকে ডাকতে। তখন এগুলো আলণ্ঢাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তাঁর কাছে চলে আসবে। হযরত ইবরাহীম (আ) তাই করলেন। অতঃপর এদেরকে যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশ্তের সাথে গোশ্ত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হল। তখন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন, 'হে ইবরাহীম ! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব।' এ ঘটনাতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে।[২৫]

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, উক্ত পাখি চারটির একটি ছিল কাক, একটি ছিল ময়ুর, একটি ছিল মোরগ এবং একটি কবুতর। তার নিকট হতে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ছিল জল কুককুট, সী মোরগের বাচ্চা, মোরগ এবং ময়ুর। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেন,

---

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৬০

২৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

সেগুলো ছিল কবুতর, মোরগ, ময়ুর এবং কাক।[২৬]

গৃহপালিত পাখির মধ্যে হাঁস-মুরগির পরেই কবুতরের স্থান। বসত বাড়িতে অল্প শ্রমে ও স্বল্প খরচে এবং অবসর সময়ে কবুতর পোষা যায়। কবুতর পুষে একদিকে যেমন আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়, অন্যদিকে বাড়তি আয়েরও সুযোগ হয়। পুষ্টিগত গবেষণায় জানা যায়, খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কবুতরের মাংসে ১৩৭ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২৩.৩ গ্রাম আমিষ, ৪.৯ গ্রাম চর্বি, ১.৪ গ্রাম খনিজ পদার্থ ও ১২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।[২৭] রাসূল (স)-এর হিজরত কালে সাওর নামক গুহার ঘটনা প্রসঙ্গে কবুতরের উলেণ্টখ করা হয়েছে। গুহায় রাসূল (স) প্রবেশ করার পর মাকড়শা ও কবুতর বাসা বানিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমত করেছিল। কাফিররা এসে বলল এ গুহার মধ্যে মুহাম্মদ ঢুকতে পারে না। কেননা কবুতরের বাসা ও মাকড়শার জাল অক্ষত রয়েছে। এটি ছিল আলণ্টাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।[২৮]

শয়তান মানুষকে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক আশ্বাস ও প্রতিশ্র"তি দিয়ে নানাবিধ বানোয়াট 'আমল ও অপকর্মে লিপ্ত করে। যার পরিণতি হলো পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করা। তেমনিভাবে হীন উদ্দেশে পশুর কর্ণছেদন করা একটি গর্হিত কাজ। আরবের মুশরিকরা বিশেষ ধরনের নর উষ্ট্র শাবককে কর্ণছেদন করে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। এছাড়া আরবের কাফিরগণ দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা বা ছেড়ে দেয়া জন্তুগুলোকে কোন কাজে লাগানো তাদের জন্য নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব কুফরি ও শিরকী কাজ। মহান আলণ্টাহ্‌ বলেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا-

'আমি (বিদ্রোহী শয়তান) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব আর তারা পশুর কর্ণছেদন করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব আর তারা আলণ্টাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আলণ্টাহ্‌র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'[২৯]

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হারাম বস্তু ও জন্তুসমূহ ব্যতীত যেসব চতুষ্পদ গৃহপালিত আন‘আমকে

২৬. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৪

২৭. কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত, *কৃষি ডাইরি ২০১৪*(ঢাকা : কৃষি মন্ত্রণালয়, জানুয়ারি ২০১৪), কৃষিভিত্তিক তথ্য অংশ, পৃ. ৭৯

২৮. মাওলানা হোসাইন আহ্‌মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্‌সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২৯. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

মু’মিন মুসলিমের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা হালাল বলে ঘোষণা করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্তই হালাল হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। শরী‘অতের নিয়ম অনুযায়ী মু’মিনরা এগুলো জবহ করে ভক্ষণ করতে পারবে। সুতরাং আলণ্ঢাহ্‌র এ বিধান মু’মিন বান্দাদের জন্য নি‘আমত ও রহমত। আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ –

‘হে মু’মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ আন‘আম তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।’[৩০]

انعام - শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন‘আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে আন‘আম বলা হয়।[৩১] অন্যদিকে যেসব জীবজন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (অস্পষ্ট প্রাণি) বলা হয়। কেননা মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শারানী বলেন, সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয়, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হল এই, কোন প্রাণিই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ ও প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের রয়েছে।[৩২] ফলে بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, ‘গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।’ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এ বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে, ‘আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল,

গর, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে. জবহ করে খেতে পার।'[৩৩]

৩০. আল-কুরআন, ৫ : ১

৩১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. প্রাগুক্ত।

মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হলো এই আন'আম। অন্যত্র বর্ণিত আছে, আন'আম দ্বারা উট, গর, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; যথা : হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি, কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৪] আর হজ্জ অথবা 'উমরা পালনের উদ্দেশে হারামে প্রবেশ করার পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়াত করার নাম ইহ্‌রাম। ইহ্‌রাম অবস্থায় কতক বৈধ কর্ম অবৈধ হয়।[৩৫] অর্থাৎ, ইহ্‌রাম অবস্থায় পশু-পাখি শিকার করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ।

হারামে কুরবানি করার জন্তু বিশেষত যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানির চিহ্নস্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করতে আলণ্ডাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় পন্থা এই, এগুলো কুরবানির পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন- আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি।[৩৬] মহান আলণ্ডাহ্ এসব পন্থাকে অবৈধ করে দিয়েছেন। আলণ্ডাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔

'হে মু'মিনগণ! আলণ্ডাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানির জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আলণ্ডাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আলণ্ডাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।'[৩৭]

৩৪. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), পৃ. ১৫৭, টীকা নম্বর - ৩৪০

৩৫. প্রাগুক্ত, টীকা নম্বর - ৩৪১

৩৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩৭. আল-কুরআন, ৫ : ২

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।'[৩৮]

যেসব বস্তু ও জীবজন্তুকে আলণ্ডাহ্ তা'আলা হারাম সাব্যস্ত করেছেন সেসব বস্তু ও জন্তু সম্পর্কে মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরমাংস, আলণ্ডাহ্ ব্যতীত অপরের নামে জবহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা জবহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপকার্য; আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের বির‍ুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আলণ্ডাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩৯]

আলোচ্য আয়াতে যেসব জন্তু ও বস্তু হারাম করা হয়েছে সেগুলো হলো- ১. মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে; ২. রক্ত হারাম করা হয়েছে; ৩. শূকরের মাংস; ৪. ঐ জন্তু যা আলণ্ডাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা

হয়; ৫. ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসর–দ্ধ হয়ে মারা গেছে; ৬. ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচ– আঘাতে নিহত হয়; ৭. ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মারা যায়; ৮. ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়, যেমন- রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নিচে এসে মরে

৩৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩৯. আল-কুরআন, ৫ : ৩

যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়; ৯. ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়; ১০. ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর জবহ করা হয়, নুছুব ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল; ১১. ঐ তীর, যা জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উলেণ্ঢখ করার কারণ এই, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি জবহ করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বণ্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশি মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।[৪০]

উলেণ্ঢখ্য, যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন- দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন- চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, পবিত্র কুরআন সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।[৪১]

মানুষের মাঝে রাসূলগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ স্বয়ং তাঁদেরকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের চার দিকে ফিরিশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাঁদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারেনি। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অতএব, নূহ্ (আ)-এর আমল থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক রাসূল মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বুঝা যায়, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাব মনীষীরা এগুলোকে নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন। হযরত শাহ্ ওলী উলণ্ঢাহ্ দিহ্লভী (র) 'হুজ্জাতুলণ্ঢাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরী'আতে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দু'টি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর জবহ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে জবহ করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।[৪২] অর্থাৎ, আলণ্ডাহ্ তা'আলা স্বাস্থ্যগত অথবা দীনি কিংবা উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিকর

৪০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩০৮

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১

এমন অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তবে ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় হয়ে গেলে সেক্ষত্রে আলণ্ডাহ্ তা'আলা বিবেচনা করবেন তথা ক্ষমা করবেন।

লোকে রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-কে প্রশ্ন করে জানতে চান তাদের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস বৈধ করা হয়েছে। তদুত্তরে আলণ্ডাহ্ তা'আলা রাসূল (স)-কে জানিয়ে দেন তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল বা বৈধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত সকল হালাল বস্তু ও হালাল জন্তু বৈধ। আর শরী'আতের নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক জবহকৃত হালাল জন্তুসমূহ বৈধ ও পবিত্র। যাকে রিয্‌কে হালাল বলে। এছাড়া শিকারী কর্তৃক শিকার করা হালাল পশু-পাখি শরী'আত কর্তৃক আরোপিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে হালাল করা হয়েছে। এসব প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ-

'লোকে আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত পবিত্র বস্তুসমূহ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আলণ্ডাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ করবে এবং তার উপর আলণ্ডাহ্‌র নাম নিবে আর আলণ্ডাহ্‌কে ভয় করবে, নিশ্চয়ই আলণ্ডাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।'[৪৩]

পবিত্র কুরআন কোন কিস্‌সা-কাহিনী অথবা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অতীত ঘটনাবলী ও বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মাঝে মানুষের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। বস্তুত, এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এক অসাধারণ বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে মহান আলণ্ডাহ্ বর্ণনা করেছেন। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে

শরী‘আতের অনেক বিধি-বিধানের প্রতিও এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানির ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

৪৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪

الْمُتَّقِينَ-

‘আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল, অবশ্যই আলণ্ঢাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন।’[৪৪]

‘কুরবান’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ নৈকট্য অর্জন করা, কাছাকাছি যাওয়া। পরিভাষায় কুরবানি বলা হয়- কোন জন্তু জবহ করার মাধ্যমে, কোন কিছু আলণ্ঢাহ্র রাস্তায় সাদাকা করার মাধ্যমে অথবা নিজের প্রিয় বস্তুকে আলণ্ঢাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করার মাধ্যমে আলণ্ঢাহ্র নৈকট্য অর্জন করা। এক কথায়- এবাদতের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নামই হলো ‘কুরবান’।[৪৫] আর এ শব্দটি পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি এই, যখন হযরত আদম ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা- এরূপ যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদম (আ)- আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা উপস্থিত প্রয়োজনের বিবেচনায় আদম (আ)-এর শরী‘আতে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।[৪৬]

কিন্তু ঘটনাক্রমে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত ভগিনীটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী ভগিনীটি কাবিলের

ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল, 'আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে।' হযরত আদম (আ) তাঁর শরী'আতের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশে বললেন, তোমরা উভয়েই আলণ্ঢাহ্‌র জন্য নিজ নিজ কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি গৃহীত হবে, সেই

৪৪. আল-কুরআন, ৫ : ২৭

৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

কন্যার পানিগ্রহণ করবে।' হযরত আদম (আ)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস এই, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে।[৪৭] তৎকালে কুরবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানিকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানি অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।[৪৮]

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশুপালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল, لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।' হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নিয়ম এই, তিনি আলণ্ঢাহ্‌ভীরু বা মুত্তাকীর কর্মই গ্রহণ করেন। 'তুমি আলণ্ঢাহ্‌ভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?'[৪৯]

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায়, যার অন্তরে আলণ্ঢাহ্‌ভীতি আছে, আলণ্ঢাহ্‌র ভালোবাসা আছে, একমাত্র তার কুরবানিই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কবুল করেন। তাই এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, খুব বড় উট, গরু ও মহিষ ইত্যাদি দিয়ে কুরবানি করলে আলণ্ঢাহ্ কবুল করবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আর কুরবানির জন্য উপযুক্ত, অথচ ছোট কোনো পশু দিয়ে কুরবানি করলে আলণ্ঢাহ্ কবুল করবেন না তা ঠিক নয়। কারণ, কুরবানি কবুল হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে তাকওয়া ও ইখ্‌লাছের উপর। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত কুরবানি করলে সে কুরবানি আলণ্ডাহ্ কবুল করবেন। আর আলণ্ডাহ্র কাছে কুরবানির পশুর রক্ত ও গোশ্ত পৌঁছে না; পৌঁছে শুধু অন্তরের তাকওয়া। অথচ কুরবানির পশুর গোশ্ত কুরবান দাতার জন্য ভক্ষণ করা হালাল। তাই শরী'আতের বিধান মোতাবেক জবহকৃত পশুর গোশ্ত নিজেরা খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিলি-বণ্টন করা যাবে।

৪৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. প্রাগুক্ত।

ইহ্রামে থাকা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। এরপরও ইহ্রামে থাকাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার-জন্তু হত্যা করলে এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ-

'হে মু'মিনগণ! ইহ্রামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করিও না; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক- কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানিরূপে। অথবা সেটির কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আলণ্ডাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা পুনরায় করলে আলণ্ডাহ্ তার শাস্তি দেবেন এবং আলণ্ডাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।'[৫০]

পবিত্র কা'বাগৃহ, সম্মানিত মাসসমূহ, কুরবানির জন্তু এবং গলায় হার বা মালা পরিহিত পশুকে আলণ্ডাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

'পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানির জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আলণ্ডাহ্

মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এর কারণ এই, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে আলণ্ডাহ্ তা জানেন এবং আলণ্ডাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।'[৫১]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের বলে মক্কার বায়তুলণ্ডাহ্কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বির‎ুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুলণ্ডাহ্ শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আলণ্ডাহ্ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুলণ্ডাহ্ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত

৫০. আল-কুরআন, ৫ : ৯৫

৫১. আল-কুরআন, ৫ : ৯৭

করে দেন, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হত না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও 'উমরার নিয়াতে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্তু হারাম শরীফে কুরবানির জন্য আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত।[৫২] আর হারাম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানি করা হয়, তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানির জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।[৫৩] আর قلاءد এর অর্থ গলার হার। জাহিলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল, কেউ হজ্জের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কষ্ট না দেয়। কুরবানির জন্তুর গলায়ও এধরনের হার পরিয়ে দেয়া হত। এসব হারকে قلاءد বলা হয়। এ কারণে قلاءد ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।[৫৪] চিন্তা করলে বোঝা যায়, সম্মানিত মাসসমূহ, কুরবানির জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই- বায়তুলণ্ডাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুলণ্ডাহ্র সম্মানেরই অংশ। সারকথা এই, বায়তুলণ্ডাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আলণ্ডাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।[৫৫]

উলেণ্ডখ্য, বিভিন্ন প্রাণি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত, তারাও আলণ্ডাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মে জীবন যাপন করে। আর স্থলে, জলে ও আকাশে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কে আলণ্ডাহ্ সম্যক অবগত আছেন। এমনকি তাদের গতিবিধি সম্পর্কেও আলণ্ডাহ্ তা'আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ডানার সাহায্যে আকাশে উড়ন্ত পাখিও এক একটি উম্মত। এদের জীবন-জীবিকা, বিচরণ, গতিবিধি ও জীবন-মৃত্যু সবকিছু মহান

আলণ্ঢাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। তিনি এসব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও কার্যনির্বাহক। অধিকন্তু, সকল প্রকার জীবের জীবিকার জিম্মাদারি আলণ্ঢাহ্‌র। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم يُحْشَرُونَ-

৫২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. প্রাগুক্ত।

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন প্রাণি নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি উম্মত। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে একত্র করা হবে।'[৫৬]

ইসলামে হালাল ও হারাম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং যেসব হালাল ও বৈধ জন্তু আলণ্ঢাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যথাযথভাবে জবহ করা হয়েছে তা থেকে আহার করতে কোন সঙ্কোচ করা ঠিক নয়। তবে যৌক্তিক কোন কারণে কারো পক্ষে কোন হালাল জিনিস আহারে সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রেও ইসলামে নির্ধারিত হালাল খাদ্যকে হারাম বলে জানার করার কোন সুযোগ নেই। কেননা বিধান দাতা আলণ্ঢাহ্। তাঁর বিধানে কেউ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে না, তিনি ব্যতিরেকে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ-وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ-

'তোমরা তাঁর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আলণ্ঢাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা হতে আহার কর; তোমাদের কি হয়েছে, যাতে আলণ্ঢাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা হতে আহার করবে না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপদগামী করে; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'[৫৭]

আবার যেক্ষেত্রে আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ না করে কোন হালাল পশু-পাখি কিংবা জীবজন্তু জবহ করা হয় তা থেকে আহার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা রীতিমত পাপ। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ-

‘যাতে আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারিত হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না; তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।’[৫৮]

---

৫৬. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮

৫৭. আল-কুরআন, ৬ : ১১৮-১১৯

৫৮. আল-কুরআন, ৬ : ১২১

যারা আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে যেমন- গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্রকে আলণ্ঢাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা এরূপ বলবার অধিকার আলণ্ঢাহ্ কাউকে দেননি, শরী‘আত প্রতিষ্ঠার সাথে সংশিণ্ঢষ্ট রাসূল ব্যতিরেকে। কেননা রাসূলগণ যা বলেন তা আলণ্ঢাহ্র অনুমতিক্রমেই বলেন। এ সম্বন্ধে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ-وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ-قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -

‘তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব আহার করতে পারবে না, এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক পশু জবহ করবার সময় তারা আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করে না। এ সমস্তই তারা আলণ্ঢাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশে বলে; তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাদেরকে দেবেন। তারা আরও বলে, এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর তা যদি মৃত হয় তবে সকলেই তাতে অংশীদার। তিনি তাদের এরূপ বলবার প্রতিফল অচিরেই তাদেরকে দেবেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আলণ্ঢাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপদগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।’[৫৯]

যে সকল পশুকে তৎকালীন আরবের মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত হালাল-হারাম বলে নির্ধারণ করত এবং সেগুলো তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্য প্রদান করত যা আলণ্ঢাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার শামিল এবং এ ধরনের অনধিকার চর্চা মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই সাধারণত করা হত। আর যারা এ ধরনের মিথ্যা রচনার সাথে জড়িত তাদের চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আলণ্ঢাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। আর যে সকল পশুকে মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী হালাল-হারাম বলে সাব্যস্ত করত, তা আট প্রকার। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

৫৯. আল-কুরআন, ৬ : ১৩৮-১৪০

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ
الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ- وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ
شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ -قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ-

‘তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। আলণ্ঢাহ্ তোমাদেরকে যা রিযিকরূপে দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। মেষের মধ্যে দুপ্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুপ্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে?

তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুপ্রকার এবং গর"র মধ্যে দুপ্রকার। আপনি জিজ্ঞেস কর"ন : তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আলণ্ঢাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে, যে আলণ্ঢাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আলণ্ঢাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না । আপনি বলে দিন, যা কিছুর বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাইনি কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আলণ্ঢাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালজ্ঘন না করে নির"পায় হয়ে তা আহার করলে আপনার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি ইয়াহুদিদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গর" থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত, যা পৃষ্ঠে কিংবা

অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।'[৬০]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের সকল এবাদত-বন্দেগি ও উপাসনা তথা নামায, রোজা, হজ্জ ও কুরবানিসহ জীবন-মরণ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আলণ্ঢাহ্রই জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (স)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

'আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আলণ্ঢাহ্রই জন্য।'[৬১]

আলোচ্য আয়াতে নামাযের পর কুরবানির কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হজ্জ ও পশু কুরবানিসহ মানব জীবনের সকল প্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষা, এবাদত ও আত্মত্যাগ একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হতে হবে। তবেই মানুষ আলণ্ঢাহ্র নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য তাদের মাঝে হযরত সালিহ্ (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর জাতিকে শিরক ও মূর্তি পূজা পরিহার করে একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলাকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর এবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য আহবান জানান। দাওয়াত কবুলের স্বপক্ষে সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এক আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী মহান আলণ্ঢাহ্ মু'জিয়া হিসাবে হযরত সালিহ্ (আ)-কে দান করেন। উলেণ্ঢখ্য, সত্যের দাওয়াত কবুল করার শর্তে এবং তাঁর সম্প্রদায়ের দাবীর প্রেক্ষিতে সালিহ্ (আ) আলণ্ঢাহ্র দরবারে দু'আ করলে আলণ্ঢাহ্ আপন কুদরত দ্বারা এ উষ্ট্রী সৃষ্টি করে তাঁকে মু'জিযা হিসেবে দান করেন। এ ছাড়া এ উষ্ট্রীর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কেও মহান আলণ্ঢাহ্ সুনির্দিষ্টভাবে ফরমান জারি করেন। এতদ্ভিন্ন আলণ্ঢাহ্র উষ্ট্রীর সাথে র্ক্ঢ় আচরণ করলে সেক্ষেত্রে মর্মন্তুদ শাস্তি আসার হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করা হয়। এ সম্বন্ধে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন্,

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

---

৬০. আল-কুরআন, ৬ : ১৪২-১৪৬

৬১. আল-কুরআন, ৬ : ১৬২

'সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহ্কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আলণ্ঢাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে। আলণ্ঢাহ্র এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আলণ্ঢাহ্র জমিনে চরে খেতে দাও এবং একে কোন কষ্ট দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'[৬২]

এ উষ্ট্রীকে 'আলণ্ঢাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই, এটি আলণ্ঢাহ্র অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালিহ্ (আ)-এর মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল।[৬৩] এছাড়া বর্ণিত আছে, আলণ্ঢাহ্র উটনী, ঐ উটনীকে বলা হয় যেটি পাথর থেকে বের হয়েছিল। তার সাথে তার বাচ্চাও বের হয়েছিল। এটি ছিল হযরত সালিহ (আ)- এর মু'জিযা ও আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে নিদর্শন।[৬৪] تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। জমিন আলণ্ঢাহ্র এবং এর উৎপন্ন ফসলও আলণ্ঢাহ্র সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর জমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।'[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

আরও বর্ণিত আছে, সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত সালিহ্ (আ) আলণ্ঢাহ্র নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত।[৬৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামূদ সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী দাম্ভিকেরা সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখান করল। অধিকন্তু তারা আলণ্ঢাহ্র আদেশ অমান্য ও অসম্মান করে আলণ্ঢাহ্র কুদরতের নিদর্শন- আলণ্ঢাহ্র উষ্ট্রীকে বধ করল। ফলে সামূদ সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা আলণ্ঢাহ্র আযাবে নিপতিত হয়ে ধবংস হয়ে গেল। অর্থাৎ, সীমালজ্ঘনকারী যালিমরা ভূমিকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত প্রচ— ভীতিকর এক মহানাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। এ বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

َعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ- فَأَخَذَتْهُمُ

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

৬২. আল-কুরআন, ৭ : ৭৩
৬৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭
৬৪. মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৬৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭
৬৬. প্রাগুক্ত।

دَارِهِمْ جَاثِمِينَ-

'অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে বধ করে এবং আলণ্ঢাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালিহ্! তুমি রাসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।'[৬৭]

সালিহ্ (আ)-এর এ উটনী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ-
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ-

'আর হে আমার জাতি! আলণ্ঢাহ্র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আলণ্ঢাহ্র জমিনে বিচরণ করে খেতে দাও। তাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত

হবে। কিন্তু তারা তাকে বধ করল। অতঃপর সে বলল, তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়।'[৬৮]

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ অর্থাৎ, 'তারা যখন আলল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো, মাত্র তিন দিন তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হলো, এ তিন দিন অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হলো।[৬৯]

উল্লেখ্য, সূরা হুদের ৬৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে, 'কাওমে-সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফের ৭৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে তারা ধবংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধবংস হয়েছিল।[৭০] অন্যত্র বর্ণিত আছে, তারা ভূমিকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত প্রচন্ড ভীতিকর এক নিনাদ শুনার সাথে সাথে ভয় পেয়ে গেল এবং ঐ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই তারা সব মরে গেল।[৭১]

৬৭. আল-কুরআন, ৭ : ৭৭-৭৮

৬৮. আল-কুরআন, ১১ : ৬৪-৬৫

৬৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭

৭১. মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্‌সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

উল্লেখ্য, উট মরুভূমিতে বসবাস উপযোগী চতুষ্পদ জন্তু। উটকে মরুভূমির জাহাজ বা বাহন বলা হয়। ইসলামী শরী'আতে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উট খাওয়ার জন্য হালাল করা হয়েছে। এমনকি এর মল থেকেও উপকৃত হওয়া যায় এবং এর দুগ্ধ পান করা হয়। রাসূল (স) থেকে বর্ণিত আছে, উট তার মালিকের জন্য সম্মান বয়ে আনে। মানুষতো উটের পিঠে ঘর বানিয়ে থাকে, যেখানে আহার ও পান করে। মনে হয় বাড়ীতেই আছে।[৭২]এছাড়া উট ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে দীর্ঘকাল পর্যন্ত।

আলল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সন্তান লাভের সুসংবাদ দানের জন্য তাঁর কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন। ফিরিশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে তাদের জন্য মেহমানদারির আয়োজন করেন। তাদের সামনে ভুনা গোশ্ত রাখলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ফিরিশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তাঁরা সেদিকে হাত

বাড়ালেন না।[৭৩] অর্থাৎ, মেহমানদের সামনে গরুর ভুনা গোশ্‌ত দেয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ -

'আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফিরিশতারা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল- সালাম, তিনিও বললেন- সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন।'[৭৪]

বর্ণিত আছে হযরত ইবরাহীম (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারির প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর নিয়ম ছিল, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।[৭৫] তাই হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফিরিশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবহ করলেন এবং তা ভুনা করে মেহমান ফিরিশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।[৭৬]

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, ফিরিশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তাঁরা সেগুলোর ফলক দ্বারা ভুনা গোশ্‌ত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইবরাহীম (আ) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ,

৭২. মাওলানা হোসাইন আহ্‌মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্‌সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৭৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭

৭৪. আল-কুরআন, ১১ : ৬৯

৭৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭

৭৬. প্রাগুক্ত।

সে দেশে নিয়ম ছিল, অসদুদ্দেশে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। অবশেষে ফিরিশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন, 'আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বরং আলণ্ঢাহ্‌র ফিরিশতা।'[৭৭] এ থেকে একথাও জানা গেল, গরুর গোশ্‌ত আতিথেয়তার জন্য উত্তম সামগ্রী। এছাড়া গরুর গোশ্‌ত প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অন্যতম উৎস। আর মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রাণিজ অমিষ অত্যন্ত দরকারি ও উপকারী। পুষ্টিগত গবেষণা অনুযায়ী জানা যায়, খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে ৭৪.৩ গ্রাম জলীয় অংশ, ১.০ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১১৪ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২২.৬ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম চর্বি, ১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৮ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে।[৭৮] এতদ্ভিন্ন গরু বিবাহ-

শাদীসহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে, বিশেষ করে ঈদুল আযহার কুরবানিতে জবহ করা হয়।

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারার্থে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। সে মোতাবেক চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষ যেসব উপকার পেয়ে থাকে সে সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ-وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ - وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ -وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ -

'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক। এবং তোমরা যখন গোধূলী লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর) ও গর্দভ (গাধা) এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নয়।'[৭৯]

আলোচ্য আয়াতসমূহে মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষের উপকারার্থে সৃজিত বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছে। কেননা আরবদের জীবিকার

---

৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭-৬৩৮

৭৮. কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত, *কৃষি ডাইরি ২০১৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৭৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৫-৮

প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উলেণ্ঢখ করে বলা হয়েছে, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দুটি উপকার বিশেষভাবে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। ১. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ - অর্থাৎ, এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরি করে শীতকালে উত্তাপ লাভ করে। ২. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - অর্থাৎ, মানুষ এসব জন্তু জবহ করে খাদ্যও তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে।[৮০]

অন্যত্র বর্ণিত আছে, কুরআনে উলেণ্টখিত আন‘আম (انعام) শব্দ দ্বারা সকল গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ এ শ্রেণির মধ্যে উট, গর, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮১] এ সকল চতুষ্পদ জন্তু বা প্রাণি থেকে মানুষ যে সকল উপকার পেয়ে থাকে, তন্মধ্যে আলণ্টাহ্ বিশেষভাবে দুটির কথা উলেণ্টখ করেছেন, যথা- এদের চামড়া ও গোশত। দেফ্উন (دفء) শব্দটির অর্থ গরম কাপড় যা উটের লোম থেকে পাওয়া যায়, যদিও উট থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জিনিস তথা খাদ্য, দুগ্ধ ও পোশাকাদিকেও দেফউন শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। উটের লোম ছাড়াও ভেড়ার পশমও সারা বিশ্বে পোশাক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর পশম থেকে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পশমী বস্ত্র বা পোশাক যা মানবদেহকে ঠা া ও শীত হতে রক্ষা করে দেহকে উষ্ণ ও স্বাভাবিক রাখে। এসব পশমী বস্ত্র হল- পুলোভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, হাতমোজা এবং অন্যান্য পশমী জিনিসপত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত পুরো চামড়াটাই পশমসহ গরম কোট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব ছাড়াও, সকল বয়সের মানুষের জন্য চামড়ার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে শীতের দেশগুলোতে চামড়ার পোশাক খুবই উপকারী।[৮২] উলেণ্টখ্য গর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা আর উটের গোশ্ত প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস।

এ সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু থেকে মানুষ আরো নানা রকমের উপকার পেয়ে থাকে। যেমন- গর ও মহিষ স্মরণাতীতকাল থেকে কৃষক কর্তৃক জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি বৈজ্ঞানিক উন্নতির

---

৮০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৪

৮১. ডা. গোলাম মুয়াযযম ও অন্যান্য কর্তৃত অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ২৯৩

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪

এ যুগেও বিশ্বের এক বৃহৎ অংশে গাভী, বলদ, মহিষ, ঘোড়া এবং উট কৃষিকাজে জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হযে থাকে। বলদ, উট, ঘোড়া কখনও কখনও মালামাল ও যাত্রী বহনের কাজে লাগানো হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতসহ সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে গরর গাড়ি একটা পরিচিত বাহন। যদিও বর্তমানে এর প্রচলন অনেক কম বা নেই। কূয়া থেকে পানি উত্তোলন করতে এবং তেল উৎপাদনে তেলবীজ ভাঙ্গাতে এক সময় বলদ ব্যবহার করা হত। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে পাকা ধানের গাছ থেকে ধান এবং পাকা গমের শীষ থেকে গম মাড়াই করতে বলদ ব্যবহার করা হয়। অবশ্য কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণের কারণে বর্তমানে ধান বা গম মাড়াইতে আগের মত আর

বলদ ব্যবহার করা হয় না। এছাড়া গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে খামারজাত সার তৈরি করা যায়, যা ফসলের জমিতে ব্যবহার করে ফসলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা হয়। গরুর গোবর বিশ্বব্যাপী উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরিপূর্ণভাবে পচনশীল গোবরকে হিউমাস বলে যা মাটির গুণাবলী ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ও কার্যকর। তাছাড়া গরুর কাঁচা গোবর বায়োগ্যাস পণ্ট্যান্টে অক্সিজেনের অনুপস্থিতে পচিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়, যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর বায়োগ্যাস রেসিডিউ উন্নতমানের জৈব সার। অধিকন্তু গবাদি পশুর শিং চিরুনী, হাতল এবং সাজ-সজ্জা তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তাই অন্যান্য সাধারণ উপকার বুঝার জন্য বলা হয়েছে, وَمَنَافِعُ - অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ওষুধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।[৮৩]

তাছাড়া জীবজন্তুর মধ্যে বিভিন্ন শোভা সৌন্দর্যের প্রতীক নিহিত রয়েছে। এদেরকে রাখালরা যখন প্রভাতে চারণভূমিতে নিয়ে যায় এবং গোধূলি লগ্নে যখন চারণভূমি হতে নিয়ে আসে তখন এক অপরূপ সৌন্দর্যের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যা দর্শকগণ পরম আনন্দে উপভোগ করে থাকে। এভাবে মানুষ জীবজন্তুর মাধ্যমে সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকে। তাই দেখা যায়, মানুষ অবসর সময় কাটাতে চলে যায় গভীর বনে অথবা চিড়িয়াখানায়। সুতরাং জীবজন্তুর মাধ্যমে মানুষ যে চিত্তবিনোদন করে থাকে তাও মহান আল্লাহ্র দান। কাজেই মহান স্রষ্টার কোন দানকে মানুষ অস্বীকার করবে?

৮৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৪

অতঃপর এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্র দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়।' উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যানবাহন কাজে লাগানো যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।[৮৪]

اَنْعَام - অর্থাৎ, উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সাওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও

Dhaka University Institutional Repository

গোশ্‌তের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরী'আতের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً - অর্থাৎ 'আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে আরোহণ কর, ফলে বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে শোভা বলে ঐ শানশওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।[৮৫] এ থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশি অথবা আলণ্ডাহ্‌র নি'আমত প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নি'আমতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা- এটা হারাম।[৮৬]

সাওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - অর্থাৎ, 'আলণ্ডাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না।' এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে, এছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিস্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

---

৮৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৪

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৫

৮৬. প্রাগুক্ত, ৭৩৬

কেননা প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ।[৮৭]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা গবাদি পশু থেকে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর পদ্ধতিতে মানুষের খাদ্যের জন্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর দুগ্ধ উৎপাদনে তাঁর কুদরত ও অপূর্ব সৃজন নৈপুণ্যতা সম্পর্কে বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ -

'অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।'[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

সকল মানব শিশু, শিশুকালে তাদের পুষ্টি আহরণ করে থাকে মায়ের বুকের দুধ থেকে। পরবর্তীকালে তাদের জন্য পুষ্টির যোগান আসে গবাদি পশুর দুধ থেকে। দুধ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির জন্মের পর বেশ কিছুকালের জন্য স্বাভাবিক খাদ্য। আর দুধ মানুষের পুষ্টির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। কেননা দুধে রয়েছে উচ্চমানের প্রাণিজ আমিষ, ক্যালসিয়াম যা অস্থি ও দাঁত গঠনের জন্য খুবই দরকারি এবং নানা রকমের ভিটামিন যেমন- ভিটামিন 'এ', থায়ামিন, রিবোফ্ল্যাভিন, ভিটামিন 'সি' ও 'ডি'।[৮৯] পুষ্টিগত গবেষণায় জানা যায়, খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম গরুর দুধে ৬৭ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৮৭.৫ গ্রাম জলীয় অংশ, ৪.৪ গ্রাম শর্করা, ৩.২ গ্রাম আমিষ, ৪.১ গ্রাম চর্বি, ০.৮ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ৬.০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ০.০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.১৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়।[৯০] দুধ তাপ পেলে তা থেকে কেবল ভিটামিন সি ও থায়ামিন নষ্ট হয়, তবে অন্যান্য ভিটামিন অক্ষুণ্ণ থাকে।[৯১]

গবাদি পশুসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির ম্যামারি গণ্ড্যান্ড বা স্তনগ্রন্থি দুধ উৎপাদনে সক্ষম। এ দুধ বায়ুস্থলী কোষ থেকে নিঃসরিত হয়। আর এ গ্রন্থিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আসে রক্ত থেকে। রক্তপ্রবাহ আসে বক্ষ, অন্তর্বক্ষ পিঞ্জরাস্থি অঞ্চলের ধমনী থেকে। দুধের উপাদানগুলো স্তনে প্রবাহিত রক্ত থেকে পাওয়া যায়। এভাবে গবাদি পশুর দুধে রয়েছে তাদের খাদ্য; যেমন- খড়-বিচালি থেকে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের সমাবেশ। খাদ্য গ্রহণ ও তা পরিপাকের পর খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ বর্জ্য বা মলমূত্র হিসেবে বেরিয়ে যায়। খাদ্য থেকে বিশোষিত উপাদানগুলো রক্তে প্রবেশ করে ও শেষাবধি হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। বাম নিলয়

৮৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৫

৮৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬

৮৯. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৯০. কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত, *কৃষি ডাইরি ২০১৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯১. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

থেকে রক্ত অক্সিজেন দ্বারা পরিশুদ্ধ বা মিশ্রিত হয়ে বিশোষিত পুষ্টি উপাদানসহ দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। এভাবে পুষ্টি উপাদানগুলো স্তনগ্রন্থিতে পৌঁছে যায়। সেখানে বায়ুস্থলী কোষগুলো দুধ উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো রেখে দেয়। রক্ত প্রবাহিত হয় শিরাপ্রণালীতে ও এমনি করে তা আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গোটা চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কুরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবে বর্জ্য তথা গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ তৈরি হয়ে থাকে। স্তনগ্রন্থিসমূহ থেকে উৎপাদিত এ দুধ এক বিস্ময়কর বস্তু। যে কোনো প্রাণির দুধই হোক না কেন, তা মানবশিশু থেকে পশু-

পাখির শাবক সকলের যথার্থ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিখুঁত করেই তৈরি। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গর ুর দুধে মানব মাতার দুধের তুলনায় দ্বিগুণ আমিষ, চার গুণ ক্যালসিয়াম ও পাঁচগুণ ফসফরাস রয়েছে।[৯২]

দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া এক বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার ধারাপ্রবাহ মানুষের এ পর্যন্ত জানামতে অন্যতম সবচেয়ে জটিল প্রক্রিয়াবিশেষ। হিসাব করে দেখা গেছে, এক আউন্স দুধ তৈরির জন্য আনুমানিক ৪০০ আউন্স রক্ত স্তনে প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য রক্তের উপাদানগুলো দুধের উপাদানগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা অর্থাৎ রক্তের অ্যামিনো অ্যাসিড দুধের জটিল প্রোটিন বিন্যাস থেকে একান্ত ভিন্ন। রক্তে গণ্ঢুকোজ বা শর্করা দুধের শর্করা তথা ল্যাকটোজ থেকে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির। আর রক্তের স্নেহাম্ন্ড বা ফ্যাটি অ্যাসিড দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে একেবারেই ভিন্ন।[৯৩]

রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেছেন, দুধ পান করার সময় এরূপ দু'আ করবে, اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه অর্থাৎ ' 'হে আলণ্ঢাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান কর ুন।' এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।[৯৪]

আকাশে বিচরণশীল ও উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুল মহান আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন বহন করে। এ ছাড়া পশুর চর্ম, পশম, লোম ও কেশ হতে সৃষ্ট গৃহসামগ্রী ও ব্যবহারিক উপকরণাদি আলণ্ঢাহ্র অপার নি'আমত। এসব কিছু দেখে ও উপভোগ করে জ্ঞানী ও মু'মিন সম্প্রদায় যেন মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর প্রতি অনুগত হয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم

৯২. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৯৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬

مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا

وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ-

'তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহঙ্গের প্রতি? আলণ্ডাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই সেগুলোকে স্থির রাখে না। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। এবং আলণ্ডাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা সেটাকে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।'[৯৫]

বাতাসে পাখা বিস্তার করে পাখির আকাশচারণ মানুষের জন্য সর্বকালের বিস্ময়। পাখির পাখনা এক অনন্যসাধারণ বস্তু। এ পাখনা পাখিকে সন্দেহাতীতভাবে সকল আকাশচারীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। পাখির আকাশে উড়া, তথায় স্থির থাকা, আকাশপথে পথ অতিক্রমণ, পুনরায় অবতরণ ও ঊর্ধ্বারোহণ সবকিছুই আলণ্ডাহ্র ইচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর কুদরতের নিদর্শন উপলব্ধি করার জন্য আলণ্ডাহ্ তা'আলা মু'মিন সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আলণ্ডাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে মানুষকে উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং নতুনতর জ্ঞান অর্জনের এবং অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবার সামর্থ্য দিয়েছেন। আর এ সুবাদে মানুষ ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও তার সুবিধামতো পরিবেশ বদলে নিয়েছে। এক সময়ে মানুষ উত্তমভাবে ছাউনিযুক্ত ও সুরক্ষিত আবাসন নির্মাণে সক্ষম হয়েছে, যেখানে সে তার পরিবার নিয়ে বাস করে ও বিশ্রাম নেয়। সেসাথে সেখানে শান্তি, নিরাপত্তা ও আয়েশের সঙ্গে নিদ্রা যেতে পারে। মানুষের এ অগ্রযাত্রায় সে নানা জীবজন্তুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ও সেভাবে চামড়া সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি বের করেছে। নানাভাবে এ চামড়ার ব্যবহার করতে শিখেছে। মরুবাসী যাযাবর বেদুঈন গোত্রগুলো, যারা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে, তাদের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার বেলায় চামড়ার এ হালকা তাঁবু বেশ কাজে লাগে। তাছাড়া এ ধরনের তাঁবু সহজে খুলে গুটিয়ে রাখা যায়। আর সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে সেখানে খুব একটা অসুবিধা ছাড়াই পুনরায় তাঁবু স্থাপন করা যায়। এছাড়াও মানুষ ভেড়ার প্রাচুর্যপূর্ণ পশম, ছাগলের মোটা পশম ও উটের নরম পশম থেকে চমৎকার সূতা তৈরি করে তা দিয়ে নিজেদের আরাম-আয়েশ ও সুবিধার জন্য কম্বল ও গরম কাপড় তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

---

৯৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৭৯-৮০

এসব জিনিসপত্র মানুষকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে ও এগুলো তৈরির কাঁচামাল বাস্তবিকপক্ষে আলণ্ঢাহ্র তরফ থেকে মহা নি'আমত ও উপহার। এসব উপহার অবশ্য যে ইহজীবনের উপহার, তা মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ, এগুলো কেবল কিছু সীমিত সময়ের জন্য স্থায়ী।[৯৬]

হারামকৃত বস্তুসমূহ যেমন- মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস ও জবহকালে আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ ছাড়া জবহকৃত পশুর গোশ্‌ত হারাম হওয়া সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, হালাল ও হারামের বিধানদাতা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা। ইসলামী শরী'আতের বিধানের বাইরে কারো পক্ষেই কোন বস্তু হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা দেয়ার কোন অধিকার নেই। এরূপ করা আলণ্ঢাহ্র নামে অপবাদ দেয়ার শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ -مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ-

'অবশ্যই আলণ্ঢাহ্ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা জবাইকালে আলণ্ঢাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তাই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আলণ্ঢাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যে সব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আলণ্ঢাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আলণ্ঢাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ইয়াহুদিদের জন্য আমি তো কেবল তা হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উলেণ্ঢখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন যুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর যুলুম করত।'[৯৭]

আলোচ্য আয়াতে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আলণ্ঢাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি। বরং সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।[৯৮]

৯৬. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

৯৭. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৫-১১৮

৯৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৯

উদ্ভিদের মধ্যে প্রধানত ঘাস ও অন্যান্য আগাছা, যেগুলোর রাসায়নিক উপাদান মানুষের পাকস্থলীর জন্য উপযোগী নয়; যদিও সেগুলো পশুখাদ্য হিসাবে গবাদি ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণির পরিপাক যন্ত্রের জন্য উপযোগী। সে সুবাদে ঘাস ও আগাছা গবাদির জন্য চমৎকার খাদ্য। এভাবে ভূমি থেকে উদ্গত নানাবিধ উদ্ভিজ্জ খাদ্য মানুষ ও গবাদির উপযোগী খাবার। বিশেষ করে চারণভূমিতে উৎপন্ন তৃণলতা ও ঘাস গবাদির সর্বোত্তম খাদ্য এবং চারণভূমি হল গবাদির জীবিকা নির্বাহের আসল বিচরণক্ষেত্র। আর এসব কিছু মানুষ ও মানুষের গৃহপালিত পশুর জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অপার নি'আমত। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ- كُلُوا
وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ-

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং এতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।'[৯৯]

বোধসম্পন্ন মানুষ তার নিজ প্রজাতি ও গবাদির জীবন রক্ষার জন্য উদ্ভিদ জগত থেকে আলণ্ঢাহ্ যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন তার পেছনে তাঁর বিপুল বিচক্ষণতা ও উপকার সম্পর্কে সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। এ উদ্ভিদ জগত ঘটনাক্রমে খাদ্যচক্রের এক যোগসূত্র। তৃণভোজী প্রাণি সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। আর প্রায় সর্বভূক মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। কাজেই গবাদি তথা হালাল পশু থেকে প্রাপ্ত এ প্রাণিজ আমিষেরও পরোক্ষ উৎস হল উদ্ভিদ, আর তাই 'সকল মাংসই ঘাস' এ বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। আবার মানুষ ও গবাদির গলিত লাশ মাটিতে আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান দেয়। এ উপাদানসমূহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য জর"রি। বস্তুত, এসবের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল ও বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য চিন্তার বিষয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ হজ্জ পালনের উদ্দেশে বায়তুলণ্ঢায় গমন করে। এ উপলক্ষ্যে মক্কায় আগত হাজিগণ বিভিন্ন কল্যাণময় স্থানে উপস্থিত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করে। হজ্জের এ ধারাবাহিকতায় যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে শরী'আত সম্মত উপায়ে হালাল পশু

---

৯৯. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

কুরবানি করে তা থেকে আহার করতে এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাতে নির্দেশ প্রদান করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ -

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।'[১০০]

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ, যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আলণ্ঢাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জর"রি কথা এই, কুরবানির গোশ্ত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আলণ্ঢাহ্র জিকির, যা এ দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই এবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশ্ত তাদের (হাজিদের) জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নি'আমত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সে দিনগুলো বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা বৈধ, অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ।[১০১] আয়াতে بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ দ্বারা কুরবানির পশু বুঝানো হয়েছে, চাই ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব। আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটির উলেণ্ঢখ করা হয়নি। আয়াতে আলণ্ঢাহ্র দেয়া রিযিক অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর উপর আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করার কথা বলা হয়েছে, আলণ্ঢাহ্র নৈকট্য লাভের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশে এবং আলণ্ঢাহ্র নাম স্মরণ করার দাবী পূরণের প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশে।[১০২]

উলেণ্ঢখ্য, জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কুরবানির পশুর গোশ্ত খেত না, এ কারণে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে তা খাবার অনুমতি প্রদান করেছেন।[১০৩] আরো বর্ণিত আছে, কুরবানির গোশ্ত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নাত। কুরবানি হলো আলণ্ঢাহ্র যিয়াফত, তাই কুরবানির গোশ্ত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলেই

---

১০০. আল-কুরআন, ২২ : ২৮

১০১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০০

১০২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৪), খ. ৮, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

যিয়াফতের মর্যাদা রক্ষা হয়। কুরবানির দিনে রোজা রাখা হারাম। যেহেতু এ দিন আলণ্ঢাহ্‌র যিয়াফতের দিন।[১০৪]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহকে, হজ্জের বিধি-বিধানসমূহকে তথা হজ্জ সংক্রান্ত পবিত্র আহকামসমূহকে সম্মান প্রদর্শন করা বস্তুত আলণ্ঢাহ্‌কে সম্মান করার শামিল। এছাড়া যেসব চতুষ্পদ জন্তু শরী'আতে হালাল করা হয়েছে সেগুলো কারো পক্ষে হারাম বলে সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই। তবে ইসলামী শরীয়তে যেসব চতুষ্পদজন্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে তা হারাম। এ বিষয়ে আর কিছু বলার অবকাশ নেই। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ -

'এটাই বিধান এবং কেউ আলণ্ঢাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু- এগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।'[১০৫]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লাইছ (র) বলেন, حُرُمَاتِ اللَّهِ- এর অর্থ আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নির্দেশ ও নিষেধসমূহ, যার অবমাননা করা অন্যায় ও অবৈধ। কতিপয় আলিমের মতে আলোচ্য আয়াতে حُرُمَاتِ اللَّهِ দ্বারা হজ্জের আহকাম উদ্দেশ্য। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, الحرمات অর্থ পবিত্র শহর, পবিত্র ঘর ও পবিত্র মাস।[১০৬] আর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে দুরে থাকার জন্য বলা হয়েছে প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গকৃত জন্তুসমূহ আলণ্ঢাহ্ হারাম করেননি; বরং মূর্তিপূজারীরা এগুলো তাদের নিজ থেকে হারাম করেছে। বর্ণিত আছে, 'তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়নি যেমন- বাহীরায়, যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়; সায়বা, যে জন্তু প্রতিমার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া হয়; ওছীলা, যে উষ্ট্রী উপর্যুপরী মাদী বাচ্চা প্রসব করে ও তাকে প্রতিমার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া হয় ও হামীকে, যে নর উট দ্বারা প্রজননের কাজ নেয়া হয় ও

১০৪. মাওলানা কাজী আবূ হোরায়রা ও অন্যান্য, *ইসলামিয়াত*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৮), পৃ. ২৯৫

১০৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩০

১০৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০৮

প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হয়। তোমরা হারাম কর কেন?’ সুতরাং আলণ্ঢাহ্ই একমাত্র বিধানদাতা এবং তিনিই একমাত্র উপাসনার মালিক, অন্য কিছু নয়।[১০৭]

কুরবানির পশুর মধ্যে নানাবিধ উপকার নিহিত রয়েছে। আর পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা কুরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হল আলণ্ঢাহ্কে স্মরণ করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কাজেই পশু জবহ করার সময় আলণ্ঢাহ্র নাম নেয়া জর“রি ও শর্ত। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ -

‘এ সমস্ত আন‘আমে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্টকালের জন্য; অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।’[১০৮]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ অর্থাৎ, ‘তোমাদের এসব উট ও কুরবানির পশুর মধ্য হতে যেগুলোতে চিহ্ন লাগিয়ে কুরবানির জন্য প্রেরণ করা হয়, তাতে তোমাদের জন্য অনেক উপকার নিহিত রয়েছে। এগুলোর কোন প্রকার ক্ষতি না করে এতে আরোহণ করা, বোঝা বহন করা ও দুধ পান করা তোমাদের জন্য জায়য আছে।’[১০৯] এ বিষয়ে ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) এ মত পোষণ করেন, কুরবানির পশুর উপর আরোহণ করা, তাতে বোঝা বহন করা ও তার দুধ পান করা জায়য। তবে এসব উপকার লাভ করতে গিয়ে, এসব পশুর কোন ক্ষতি করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[১১০] তবে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, কুরবানির পশুর উপর আরোহণ করা জায়য নয়, তার উপর বোঝা বহন করা এবং তার দুধ পান করা জায়য নয়। অবশ্য কেবল বিশেষ প্রয়োজনের মূহূর্তে তা জায়য আছে। কারণ, কুরবানি দাতা যখন

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩০৮

১০৮. আল-কুরআন, ২২ : ৩৩-৩৪

১০৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

১১০. প্রাগুক্ত।

কুরবানির পশুটি সম্পূর্ণরূপে কেবল আলণ্ঢাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করেছে, তখন সে ক্ষেত্রে তার কিছু অংশ তার নিজের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। এ কারণে কুরবানিদাতার বিশেষ কোন প্রয়োজন হোক বা না হোক, সব অবস্থাতেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।[১১১]

উলেণ্ঢখ্য, পূর্ববর্তী মু'মিনদের জন্যও কুরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। আর কেবল আলণ্ঢাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশে আলণ্ঢাহ্‌র দরবারে পশু কুরবানি করা উচিত। যেমন- আয়াতে বলা হয়েছে, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ অর্থাৎ, কুরবানি করার মূল উদ্দেশ্য আলণ্ঢাহ্‌কে স্মরণ করা। এ দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, জবহ করার সময় আলণ্ঢাহ্‌র নাম নেয়া জর—রি ও শর্ত।[১১২]

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে, مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ঐসব চতুষ্পদ জন্তুর উপর যা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দান করেছেন। অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু নহর ও জবহ করার সময় যেন তারা আলণ্ঢাহ্‌র নাম স্মরণ করে। চতুষ্পদ জন্তুকে بَهِيمَةِ বলা হয় এ কারণে যে, সেগুলো কথা বলতে সক্ষম নয়। بَهِيمَةِ পর الانعام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে, সব চতুষ্পদ জন্তুকে কুরবানি করা জায়য নয়, কেবল আন'আম কুরবানি করা জায়য। যে সব জন্তু আন'আম নয়, যেমন- ঘোড়া, গাধা, খচ্চর এসব জন্তু জবহ করলে কুরবানি জায়য হবে না। আন'আম- এর মধ্য হতে কেবল গৃহপালিত পশু কুরবানি করা জায়য। এ বিষয়ে সমস্ত 'আলিমই ঐকমত্য পোষণ করেন। আর যে সব আন'আম গৃহপালিত নয়, যেমন বনের গাভী, পাহাড়ী ছাগল ইত্যাদি দ্বারা কুরবানি করা জায়য নয়। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী উম্মতের আলোচনা করে, মুসলিম উম্মতকে তথা উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরবানি করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।[১১৩] অন্যত্র বর্ণিত আছে, আন'আম দ্বারা উট, গর—, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; যথা : হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[১১৪]

উট আলণ্ঢাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। এতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহু উপকার নিহিত রয়েছে। কাজেই উট কুরবানির সময় ইসলামী শরী'আতের নিয়মানুযায়ী আলণ্ঢাহ্‌র নাম নিয়ে উট

কুরবানি

১১১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৪

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭, টীকা নম্বর- ৩৪০

করতে হয়। অতঃপর কুরবানিকৃত উট মাটিতে পড়ে গেলে এবং এ থেকে প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলে তা থেকে আহার করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে উট বিশাল দেহধারী ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান উটগুলোকে সহজে কুরবানি করার উদ্দেশে আলণ্ঢাহ্ সেগুলোকে মু'মিনদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। এটা মু'মিনদের প্রতি আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহ ও নি'আমত। এজন্য শুকরিয়া স্বরূপ নিষ্ঠা সহকারে আলণ্ঢাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পশু কুরবানি করতে হবে। এছাড়া যাবতীয় সৎকাজ আলণ্ঢাহ্কে খুশি করার জন্যই করতে হবে, অন্য কোনো উদ্দেশে নয়। উলেণ্ঢখ্য, কুরবানিকৃত পশুর গোশ্ত ও রক্ত আলণ্ঢাহ্র নিকট পৌঁছায় না, পৌঁছে বান্দার ইখ্লাস ও তাকওয়া। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ-

'এবং উষ্ট্রকে করেছি আলণ্ঢাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ কর। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচনাকারী অভাবগ্রস্তকে; এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আলণ্ঢাহ্র নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশ্ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আলণ্ঢাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে।'[১১৫]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষকে যে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন এতে চিন্তা-গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও সীমাহীন রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদে বিশ্বাসী হয় ও আলণ্ঢাহ্র এবাদতে মশগুল হয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ-

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৬-৩৭

‘এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন‘আম-এ; তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা হতে আহার কর, তোমরা তাতে ও নৌযানে আরোহণও করে থাক।’[১১৬]

আলোচ্য আয়াতে আন’আম-এর উপকারিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে যা ইতপূর্বে সূরা নাহ্‌লের ৫-৮ নম্বর আয়াতে এবং ৬৬ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা পানি থেকে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। এসব জীবের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুপায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক চলন্ত জীবকে তথা প্রাণিকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর আলণ্ঢাহ্ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতে পারেন এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

‘আলণ্ঢাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুপায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আলণ্ঢাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।’[১১৭]

আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা যায়, বিচরণশীল ও প্রাণবান সকল জীবজন্তুকে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশনা দ্বারা সেসব সচল প্রাণিকুলকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে বলে দিয়েছেন যা মানুষ সাধারণত চিন্তা-গবেষণা ও অবলোকন করে জানতে পারে ও দেখতে পায়। অধিকন্তু সেসব সচল প্রাণিকুলকে মানুষ প্রাণিবিদ্যা, প্রায়োগিক প্রাণিবিদ্যা যেমন-প্রাণিসম্পদ বিষয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে সহজে ও সুশৃঙ্খলভাবে জানতে সক্ষম হয়। উলেণ্ঢখ্য, পেটে ভর দিয়ে চলে এমন সচল প্রাণি হলো মাছ ও সাপ, দুপায়ে ভর দিয়ে চলে এমন বিচরণশীল প্রাণি হল মানুষ ও পাখি, চার পায়ে ভর দিয়ে চলে এমন প্রাণি হল চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু ও চতুষ্পদ বন্য ও হিংস্র জন্তু। তবে দুপায়ে ভর দিয়ে চলে এমন বিচরণশীল গৃহপালিত পাখির মধ্যে হাঁস-মুরগি উলেণ্ঢখযোগ্য। কেননা হাঁস-মুরগি নানাভাবে মানুষের উপকারে আসে। এদের মাংস ও ডিম মানুষের আমিষ জাতীয় খাদ্যের অন্যতম উৎস। উলেণ্ঢখ্য, আমিষ মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬. আল-কুরআন, ২৩ : ২১-২২

১১৭. আল-কুরআন, ২৪ :৪৫

খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম হাঁসের মাংসে ১৩০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২১.৬ গ্রাম আমিষ, ৪.৮ গ্রাম চর্বি ও ৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে এবং খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম হাঁসের ডিমে ১৮১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৩.৫ গ্রাম আমিষ, ১৩.৭ গ্রাম চর্বি, ৭০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৬৯ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ১ গ্রাম খনিজ পদার্থ থাকে। আবার খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম মুরগির মাংসে ১০৯ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২৫.৯ গ্রাম আমিষ, ০.৬ গ্রাম চর্বি ও ২৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে এবং খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম মুরগির ডিমে ১৭৩ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১৩.৩ গ্রাম আমিষ, ১৩.৩ গ্রাম চর্বি, ৬০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৯৯ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ১ গ্রাম খনিজ পদার্থ থাকে।[১১৮]

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগিপালন বর্তমানে শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা উন্নতমানের জৈব সার। এ সার পচিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহার করলে অধিক ফসল উৎপাদন করে লাভবান হওয়া যায়। তাছাড়া হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এজন্য সমন্বিত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি-মাছ চাষ করে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, বেকারত্ব দূরীকরণে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, মানবস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগিপালন করে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। এজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নে, এদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং এ শিল্পের টেকসই ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পৃথিবীতে বৈচিত্র্য রকমের জীবজন্তু ও পশু-পাখির অস্তিত্ব মহান স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের অসীম কুদরত ও তাঁর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং মানুষের উচিত এসব কিছু অবলোকন ও উপভোগ করে আলণ্ডাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করে তাঁর উপাসনায় নিয়োজিত হওয়া ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। উলেণ্ডখ্য, চতুষ্পদ জন্তু মানুষের নানাবিধ উপকারার্থে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি। আর এ প্রাণিসম্পদ মানুষের প্রতি মহান আলণ্ডাহ্র পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নি'আমত হওয়ার কারণে এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। তাই আলণ্ডাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ-

Dhaka University Institutional Repository

‘তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন আন‘আম ও সন্তান-সন্ততি।’[১১৯]

১১৮. কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত, *কৃষি ডাইরি ২০১৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১১৯. আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৩

সালিহ্ (আ)-এর উষ্ট্রী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা আ‘রাফের ৭৩ ও ৭৭ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, আলণ্ডাহ্ তা‘আলা এ উষ্ট্রীকে সামূদ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালিহ্ (আ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা। সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধবংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধবংস করতে উদ্যোগী হত না।[১২০] তবে আলণ্ডাহ্র এ উষ্ট্রীকে কারা এবং কোন লোভের বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছিল সে বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, সামূদ সম্প্রদায়ের দুজন যুবক মিছদা ও কাসার শয়তানের প্ররোচনায় পরমাসুন্দরী নারীকে পাওয়ার নেশায় ও লোভে মত্ত হয়েএ উষ্ট্রীকে হত্যা করে।[১২১] ফলে সামূদ সম্প্রদায়ের অপরাধীরা আলণ্ডাহ্র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধবংস হয়ে গেল। কাজেই আলণ্ডাহ্র উপর ঈমান আনয়ন না করলে এবং প্রেরিত রাসূলের সাবধান বাণী অমান্য করলে কী পরিণত হয় তা থেকে পরবর্তীদের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাই এ ঘটনা সম্পর্কে আলণ্ডাহ্ পুনরায় বলেন,

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ- وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ - فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا
نَادِمِينَ - فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ –

‘সালিহ্ বলল, এ একটি উষ্ট্রী, এটির জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা; এবং তার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না; করলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। কিন্তু তারা সেটাকে বধ করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।’[১২২]

হযরত সুলায়মান (আ)-কে আলণ্ডাহ্ তা‘আলা মানব, জিন্ন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। তাঁকে আলণ্ডাহ্ তা‘আলা পক্ষীকুলের বুলি বা ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে তিনি

পক্ষীকুলের ভাষা বুঝতেন। এটা অবশ্যই তাঁর প্রতি আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। এ সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

১২০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

১২১. প্রাগুক্ত।

১২২. আল-কুরআন, ২৬ : ১৫৫-১৫৮

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ-وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ- حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ-

'সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে- জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।'[১২৩]

আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে বুঝা যায়, বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণি। নতুবা হযরত সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের ভাষা শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার ভাষা বুঝার কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এস্থলে বিভিন্ন পক্ষীর ভাষা ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায়, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না কোন উপদেশ বাক্য।[১২৪] ইমাম শাফি (র) বলেন, পাখিদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইব্‌ন আতিয়া বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণি। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। এরূপ করে সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।[১২৫]

হযরত সুলায়মান (আ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। একইভাবে তিনি তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকেও পরিদর্শন করতেন। এমনকি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও পৃথিবীতে অন্যান্য পাখির তুলনায় কম, সে হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির

১২৩. আল-কুরআন, ২৭ : ১৬-১৮

১২৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯০

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯০

অগোচরে থাকেনি।[১২৬] বরং সেই হুদহুদ সম্পর্কেও তিনি খোঁজখবর রাখতেন এবং যত্নবান ছিলেন। এভাবে কোন এক সময় হুদহুদ পাখিকে না দেখে তিনি বললেন, 'হুদহুদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?'[১২৭] এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে,

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ-

'সুলায়মান বিহঙ্গদলের সন্ধান নিল এবং বলল, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবহ করব। অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, আপনি যা অবগত নয় আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।'[১২৮]

হযরত আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এমন জায়গায় অবস্থান করছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এ প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিন্নদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। আবার হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'জ্ঞানীগণ এ সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত

Dhaka University Institutional Repository

করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।'[১২৯]

আলোচ্য ২১ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায়, যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেয়া জায়য। হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হালাল করে

১২৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯২

১২৭. প্রাগুক্ত।

১২৮. আল-কুরআন, ২৭ : ২০-২২

১২৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯২

দিয়েছিলেন; যেমন- সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখন হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া এখনও জায়য। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেয়া শরী'আতে নিষিদ্ধ। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- অর্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। অতঃপর ২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ - অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, 'আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।'[১৩০]

উলেণ্ঢখ্য, হুদহুদ সাবা সম্প্রদায়ের উপর রাজত্ব করতে এক নারীকে দেখতে পেয়েছিল। সাবার এ সম্রাজ্ঞীর নাম বিলকীস বিনতে শারাহীল।[১৩১] সে আরো দেখতে পেল, সাবা সম্প্রদায় সূর্যের এবাদত করত। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সাবার রানী বিলকীসের কাছে হুদহুদের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ-

'তুমি (হুদহুদ পাখি) যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাদের প্রতিক্রিয়া কি?'[১৩২] বর্ণিত আছে, পরবর্তীতে সম্রাজ্ঞী বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলিম হয়েছিল।[১৩৩]

হযরত মূসা (আ) ফির'আওনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করে মাদইয়ানের দিকে গমন করেন। উলেণ্ঢখ্য, শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান।[১৩৪] যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে দেখতে পেলেন তারা

জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। তথায় তিনি দেখতে পেলেন দুজন রমণী তাদের ছাগপালকে পানি পান না করিয়ে ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুসা (আ) রমণীদ্বয়ের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তিনি তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের

১৩০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯২

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৩

১৩২. আল-কুরআন, ২৭ : ২৮

১৩৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৭

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৯

ছাগলগুলোকে পান করিয়েছেন। এ রমণীদ্বয় ছিল হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কন্যা। পরবর্তীকালে শু'আয়ব (আ) তাঁর এক কন্যার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ)-এর শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে হযরত মূসা (আ)-কে নিজ চাকুরিতে নিয়োগ দান করেন। এ সম্বন্ধে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ - فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ-

'যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুজন নারীকে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ অবতীর্ণ করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা

করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। তাদের একজন বলল, হে পিতা! আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত কর˜ন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'[১৩৫]

ইসলাম শ্রমকে মর্যাদা দেয় এবং শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার প্রাপ্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বউপার্জিত রিযিক সর্বোত্তম রিযিক। ফলে নবী-রাসূলগণও পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে শরী'আতের অনুমোদন আছে এমন কোনো কাজই

১৩৫. আল-কুরআন, ২৮ : ২৩-২৬

ছোট নয়। তাই দেখা যায়, পরিশ্রমের মাধ্যমে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হযরত মূসা (আ) শু'আয়ব (আ)-এর বকরি চরানোর চাকুরি নিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ থেকে মানুষের জন্য বাস্তব জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এছাড়া আশ্চর্যের বিষয় এই, অধিকাংশ নবী-রাসূলকে বকরি চরানোর কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।[১৩৬] উদ্দেশ্য হলো ধৈর্য ও সহনশীলতার সফল শিক্ষা দান। কেননা সাধারণ মানব সমাজের মধ্যে দীনি সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজ করতে হলে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

উলেণ্ঢখ্য, ছাগলের দুধ ও মাংস প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস এবং মানুষের জন্য উন্নতমানের উপাদেয় খাদ্য। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম খাসির মাংসে ১১৮ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২১.৪ গ্রাম আমিষ, ৩.৬ গ্রাম চর্বি ও ১২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে এবং খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ছাগলের দুধে ৭২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৩.৩ গ্রাম আমিষ, ৪.৫ গ্রাম চর্বি ও ১৭০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে।[১৩৭] তাছাড়া ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণে ছাগল পালন আজও একটি কার্যকর পেশা হিসেবে বিবেচিত।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন অনেক জীবজন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে না কিংবা রাখার ব্যবস্থাও করে না; অথচ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আপন কৃপায় তাদেরকে প্রত্যহ খাদ্য দান করে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

'এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ করে রাখে না। আলণ্ঢাহ্ই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[১৩৮]

রিযিকের স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা নিজেই। তাই রিযিকের আসল উৎস হলো মহান আলণ্ঢাহ্র দান। পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খামার, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটপূর্ণ খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের

১৩৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৩

১৩৭. কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত, *কৃষি ডাইরি ২০১৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৩৮. আল-কুরআন, ২৯ : ৬০

ব্যাপার নয়; বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।[১৩৯]

জগতের সবকিছুই আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে। হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে আলণ্ঢাহ্র আদেশক্রমে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলও আলণ্ঢাহ্র তাসবীহ্ পাঠে শরীক হত। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ

'আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহঙ্গকুলকেও।'[১৪০]

বর্ণিত আছে হযরত দাউদ (আ) এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আলণ্ঢাহ্র যিকির অথবা যাবূর তিলাওয়াত করতে শুর করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল।'[১৪১]

সৃষ্ট বস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে সৃষ্টি করা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি, সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। অর্থাৎ, বৈচিত্র্য রকমের ফলমূল, পাহাড়-পর্বত, মানুষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টিতে আলণ্ঢাহ্র অসীম কুদরতের নিদর্শন নিহিত রয়েছে; যা একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে পারে। আর কেবল প্রকৃত জ্ঞানী মানুষই আলণ্ঢাহ্কে ভয় করে। এ সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ -

'এবং রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু, আন'আম রয়েছে। আলণ্ঢাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আলণ্ঢাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'[১৪২]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আন'আম বা জীবজন্তু সৃষ্টি করে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাই তিনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। যার ফলে একজন রাখাল বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটা মানুষের কোন বাহাদুরি নয়; বরং আলণ্ঢাহ্র দয়া ও দান। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ-وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ -وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ-

---

১৩৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৪

১৪০ আল-কুরআন, ৩৪ : ১০

১৪১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০৩

১৪২. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮

'তারা কি লক্ষ্য করে না, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আন'আম এবং তারাই এগুলোর অধিকারী? এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং এদের কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না।'[১৪৩]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আন'আম বা চতুষ্পদ জন্তুর বহু উপকারিতা রয়েছে। যেমন- অনেক চতুষ্পদ জন্তু বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার হালাল চতুষ্পদ জন্তুর গোশ্ত ও দুধ প্রথম শ্রেণির প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস। এ ধরনের আমিষ শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করে শরীরকে স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। সে কারণে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা এবং শিশু-কিশোরের জন্য এ ধরনের আমিষ খুবই দরকারি।[১৪৪]

স্বপ্নের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে জবহ করার আদেশ দেয়া হয়। উলেণ্ঢখ্য, এটি ছিল আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে এ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলার আদেশ পালনে যা করণীয় ছিল, ইবরাহীম (আ) তাতে কোন ত্রুটি করেননি। বরং মহান আলণ্ঢাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এক জন্তু কুরবানির বিনিময়ে তাঁর প্রাণ প্রিয়তম পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে মুক্ত করেন। অধিকন্তু ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানির এ হৃদয়বিদারক

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতিকে স্মরণে রাখার জন্য হজ্জ ও ‘উমরার সময় হালাল পশু কুরবানির রীতি মুসলিমদের মধ্যে চালু করে দেয়া হয় যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ - وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ-

‘অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই কর্ন। আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন

১৪৩. আল-কুরআন, ৩৬ : ৭১-৭৩

১৪৪. জাতীয় অধ্যাপক এম .আর. খান ও অন্যান্য, *প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৮), পৃ. ৩৭

তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে- এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানির বিনিময়ে। আমি এ বিষয়টি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।’[১৪৫]

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আলণ্ঢামা বদর্দ্দীন আইনী মবছুত ও কাযীখাঁন কিতাবদ্বয় থেকে হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করেন, ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাইল (আ)-কে যখন কুরবানি করতে আরম্ভ করলেন তখন জিবরাঈল (আ) আলণ্ঢাহর নির্দেশে বেহেস্ত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে রওয়ানা দিলেন। তাঁর মনে এ আশঙ্কা হচ্ছিল, জিবরাঈল (আ) পৃথিবীতে পদার্পণ করার পূর্বেই ইবরাহীম (আ) জবেহর কাজ সম্পাদন করে ফেলবেন। জিবরাঈল (আ) আকাশে উচ্চ আওয়াজে الله اكبر الله اكبر ধ্বনি দিতে দিতে আসতে থাকেন। ইবরাহীম (আ) এ আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন জিবরাঈল (আ) কুরবানির জন্য ইসমাঈল--এর পরিবর্তে একটি দুম্বা নিয়ে অবতরণ করছেন। তাই তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, الله اكبر لا اله الله و পিতার জবানে তাওহীদের কালেমা শুনে সাথে সাথে ইসমাঈল (আ)ও বলে উঠলেন, الله اكبر

Dhaka University Institutional Repository

الله اكبر و لله الحمد পবিত্র এ বাণীগুলোর প্রতি আলণ্ডাহ পাক এতই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন যে, পবিত্র ঈদুল আযহার দিনসমূহে কিয়ামত পর্যন্ত তা মু'মিন মুসলিমের মুখে উচ্চারিত হবে।

তাই যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফযর হতে ১৩ যিলহজ্জের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাজ আদায়কারীর জন্য নামাজের পর পর পুর“ষগণ একবার বড় আওয়াজে মহিলাগণ ছোট আওয়াজে পবিত্র এ বাণীগুলো একবার উচ্চারণ করা ওয়াজিব। অতঃপর মুহূর্তেই দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল। শ্বাসর“দ্ধকর এ পরিস্থিতিতে আলণ্ডাহ তা'আলার রহমতে পিতা-পুত্র উভয়ে আবৃত হয়ে যান। তাই ছুরি কাজ করেনা স্রষ্টার অদৃশ্য ইঙ্গিত পেয়ে। ফলে ইবরাহীম (আ) রাগান্বিত হয়ে ছুরিকে সজোরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেন। অতঃপর আলণ্ডাহ তা'আলা বলেন, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ('আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ।') অর্থাৎ, 'তুমি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ।' এ শুভ সংবাদের সাথে সাথে মহান আলণ্ডাহ্ ইসমাইল (আ)-এর স্থানে মোটা তাজা দুম্বাটা রেখে

---

১৪৫. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০২-১০৮

দেন এবং আলণ্ডাহ্র আদেশে সেটিই জবাই হয়ে যায়।[১৪৬]

অতঃপর মহান আলণ্ডাহ্ বলেন, إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ('আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি।') অর্থাৎ, 'আলণ্ডাহ্র কোন বান্দা যখন আলণ্ডাহ্র আদেশের সামনে অনুগত হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কুরবান করতে উদ্যত হয়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।'[১৪৭]

বস্তুত মহান আলণ্ডাহ্ এ পরীক্ষাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিশুদ্ধ নিয়াতের প্রমাণ পেলেন। তাই তিনি এ কুরবানিকে কবুল করে নেন। আর দুম্বাটি ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে ফিদ্য়া হিসেবে ঘোষণা করলেন।[১৪৮] আলণ্ডাহ্ বলেন- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ 'আমি জবহ করার জন্য এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।' আরও বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত গায়বি আওয়াজ শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন। মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেয়া হলে তিনি আলণ্ডাহ্র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুববানি করলেন। একে عَظِيمٍ (মহান) বলার কারণ এই, এটি আলণ্ডাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কুরবানি কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না![১৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এ দুম্বাটি হলো সেই দুম্বা যা আদম (আ)-এর সন্তান হাবিল ও কাবিলের মধ্যে সংঘটিত ঝগড়ায় বিজয় লাভ করার জন্য হাবিল পাহাড়ে রেখেছিলেন। সেটি আলণ্ঢাহর নিকট কবুল হয়ে বেহেস্তে বেশ মোটাতাজা হয়েছিল। আবার অন্য কারণেও এটাকে 'যিবহে আযিম' বলা হয়। কেননা এ দুম্বাটি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে জবাই হওয়ার জন্য বেহেস্ত হতে এসেছিল। পরিশেষে দুম্বাটি কুরবানি করেন হযরত ইবরাহীম (আ)।[১৫০]

দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের এবাদতে ও তাসবীহে্ শরীক হওয়ার কথা ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ্ পাঠকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর প্রতি নি'আমত হিসেবে উলেণ্ঢখ করেছেন। কেননা এতে দাউদ (আ)-এর একটি

১৪৬. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

১৪৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৩

১৪৮. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৪৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৩

১৫০. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, মু'জিযা এক বড় নি'আমত। এছাড়া যে কোন সঙ্গবদ্ধ যিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। বস্তুত আলণ্ঢাহ্‌র নবী দাউদ (আ)-এর সাথে পাহাড়-পর্বত ও বিহঙ্গকুল সকলেই আলণ্ঢাহ্ অভিমুখী ছিল। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ - وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ -

'আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং সমবেত বিহঙ্গকুলকেও; সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী।'[১৫১]

হযরত দাউদ (আ) সর্বদাই ন্যায় বিচার করতে সচেষ্ট ছিলেন। তবুও মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর অসীম সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে পরীক্ষা করলেন দুম্বার স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত এক মুকাদ্দামার দুই মালিক পক্ষ দ্বারা। এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ- نَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ

نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔

'আপনার নিকট বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসল এবাদতখানায়, এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ- আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন: অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন। এ ব্যক্তি আমার ভাই, তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, এটিও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে। দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের প্রতি তো অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিমুখী

---

১৫১. আল-কুরআন, ৩৮ : ১৮-১৯

হলো।'[১৫২]

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, মুকাদ্দামার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে হযরত দাউদ (আ)-এর এবাদতখানায় প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মুকদ্দামা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আলণ্ঢাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে পরীক্ষা করলেন, তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না নবীসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন। হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই, ফায়সালা দেয়ার সময় যালিমকে সম্বোধন না করে তিনি মাযলুমকে সম্বোধন করলেন।[১৫৩] অর্থাৎ, এক্ষেত্রে রায় সঠিক থাকলেও বিচার প্রক্রিয়ায় কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। নিয়মানুযায়ী বাদী ও বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ শেষে রায় ঘোষণা করা সমুচিত। কিন্তু বিষয়টি তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে আলণ্ঢাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। এতে আলণ্ঢাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেল।

আলণ্ডাহ্ তা‘আলা স্বীয় কুদরতে আট প্রকার আন‘আম সৃষ্টি করে এগুলো মানুষকে দান করেছেন। এগুলো মানুষের প্রতি আলণ্ডাহ্‌র নি‘আমত। আলণ্ডাহ্ বলেন,

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ -

‘তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন‘আম। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আলণ্ডাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ?’[১৫৪]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ - আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিকে وَأَنزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ

১৫২. আল-কুরআন, ৩৮ : ২১-২৪

১৫৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬২-১১৬৩

১৫৪. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬

থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ, আলণ্ডাহ্ তা‘আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন।[১৫৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ অর্থাৎ, ‘তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার আন‘আম তথা রোমন্থনকারী গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন। এ আট প্রকার আন‘আম কি কি, তা সূরা আন‘আমে উলেণ্ডখ করা হয়েছে। যেমন- মেষ দুটি, ছাগল দুটি, উট দুটি ও গর[ু] দুটি।[১৫৬] এতে বোঝা গেল, বর্ণিত আন‘আমের প্রত্যেকটির স্ত্রী-পুর[ু]ষ মিলে মোট আট প্রকার।

আলণ্ডাহ্ তা‘আলা তাঁর অস্তিত্ব, অসীম ক্ষমতা এবং সীমাহীন দয়ার প্রমাণস্বরূপ এ সৃষ্ট জগতে নানাবিধ জীবীয় ও অজীবীয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে আন‘আম অন্যতম। এ আন‘আমের মধ্যে কতকের উপর মানুষ আরোহণ করে এবং কতকের গোশ্‌ত ও দুধ খায়। আবার কতকের গোশ্‌তও খাওয়া যায় এবং সেসাথে তা আরোহণের কাজেও ব্যবহার করা যায়, যেমন- উট ও গর[ু]। এছাড়া কতকের পশম ও চামড়া মানুষ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করে। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা নাহ্‌লের ৫-৮ নম্বর আয়াতসমূহে এবং ৬৬ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলণ্ডাহ্ পুনরায় বলেন,

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ -وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ -

'আলণ্ঢাহ্ই তোমাদের জন্য আন'আম সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যা প্রয়োজন বোধ কর, এ দ্বারা যেন তা পূর্ণ করতে পারে, আর এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।'[১৫৭]

মানুষের মধ্যে যেমন লিঙ্গভেদ আছে। অর্থাৎ, মানুষ যেমন নর-নারীতে বিভক্ত। আন'আম বা জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও তেমনিভাবে লিঙ্গভেদ বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। এসব আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন। লিঙ্গভেদের কারণে প্রজননের মাধ্যমে মানুষ ও জীব-জন্তু অনায়াসে বংশবিস্তার করতে পারে। অর্থাৎ, মানুষ ও আন'আমের স্ব স্ব প্রজন্ম রক্ষার্থে প্রত্যেককে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি

---

১৫৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৪

১৫৬. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০২), খ. ৯, পৃ. ৫৪২

১৫৭. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯-৮০

করেছেন। এটা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[১৫৮]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা নানা রং-বেরং-এর জীবজন্তু সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন; যেগুলো আলণ্ঢাহ্র কুদরতের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ-

'তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।'[১৫৯]

জীবজন্তু বা আন'আমকে বশীভূত বা অনুগত করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আলণ্ডাহ্ করুণা করে এগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। যার কারণে মানুষ এগুলোর উপর আরোহণ করতে পারে এবং তথায় স্থির থাকতে পারে। এটা মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ মানুষের প্রতি। এজন্য শুকরিয়া স্বরূপ আলণ্ডাহ্ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করা উচিত। আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ- لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ-

'আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম, যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা তাদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে।'[১৬০]

---

১৫৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

১৫৯. আল-কুরআন, ৪২ : ২৯

১৬০. আল-কুরআন, ৪৩ : ১২-১৩

বিশ্বাসী বান্দারা আলণ্ডাহ্র প্রত্যেকটি সৃষ্টি এমনকি প্রত্যেকটি কাজে তাঁর হিকমত ও কুদরতের নিদর্শন দেখতে পান। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ –

'তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।'[১৬১]

ইতিপূর্বে সূরা হুদের ৬৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ফিরিশতাগণ আলণ্ডাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর বয়োবৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতে এবং পাশাপাশি লুত সম্প্রদায়ের উপর আযাব বাস্তবায়ন করতে মানব আকৃতিতে প্রথমে তাঁর গৃহে আগমন করেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের সম্মানার্থে খানাপিনার ব্যবস্থা করলেও পরবর্তীতে ফিরিশতাগণ নিজেদের

পরিচয় ব্যক্ত করলে তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশ দানের জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ এ সম্পর্কে পুনরায় বলেন,

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ - فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ-

‘অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা নিয়ে আসল। ওটা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন?’[১৬২]

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা মু‘জিযা স্বরূপ হযরত সালিহ্ (আ)-কে যে উষ্ট্রী দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা আল-আ‘রাফের ৭৩ ও ৭৭ নম্বর আয়াতে এবং সূরা শু‘আরার ১৫৫-১৫৮ নম্বর আয়াতসমূহে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ পুনর‍ুলেণ্ঢখ করে বলেন,

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ- وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ-

‘আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী, অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওটাকে (উষ্ট্রীকে) ধরে হত্যা করল। কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত

১৬১. আল-কুরআন, ৪৫ : ৪

১৬২. আল-কুরআন, ৫১ : ২৬-২৭

করেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।’[১৬৩]

পক্ষীকুল নিজেদের পাখা বা ডানা সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন করে আকাশে উড্ডীন ও স্থিতিশীল থাকে। দয়াময় আলণ্ঢাহ্ই তাদেরকে এভাবে আকাশে উড়ার সামর্থ্য দান করেন। সুতরাং এতে ভাবুক শ্রেণির মানুষের জন্য ভাবনার বিষয় রয়েছে। বস্তুত আলণ্ঢাহ্ সবকিছুই যথাযথভাবে অবলোকন করেন। পাখির আকাশচারণ সম্বন্ধে সূরা নাহ্লের ৭৯ নম্বর আয়াতে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ পুনরায় বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ-

'তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আলণ্ডাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।'[১৬৪]

আলণ্ডাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে আন'আম সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য তিনি এ পৃথিবীতে তাদের উপযোগী খাদ্যেরও সংস্থান করেছেন। অর্থাৎ, আলণ্ডাহ্ তা'আলা পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন ধরনের তৃণলতা ও ঘাস উদ্গত করে তা গবাদি পশুর আহার হিসেবে যোগান দিয়ে থাকেন। এ যেন মানুষ ও আন'আমের প্রতি মহান আলণ্ডাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا- أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا - وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ -

'এবং আলণ্ডাহ্ পৃথিবীকে এর পর বিস্সৃ্ত করেছেন। তিনি তা হতে বহির্গত করেছেন এর পানি ও তৃণ, এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।'[১৬৫]

আলোচ্য আয়াতে গবাদি পশুর খাদ্য সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ ও অর্থবহ আলোচনা করা হয়েছে। গবাদি পশুর খাদ্য হলো বিভিন্ন ধরনের ঘাস, লতাপাতা, খড় ইত্যাদি। যেমন- দূর্বা, নেপিয়ার, বাজরা, গিনি, পারা, প্যাংগুলা, কাউপি, জোয়ার, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি ঘাস গবাদি পশুর সর্বোত্তম খাদ্য। উলেণ্ডখ্য, চারণভূমি গবাদির জন্য সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট বিচরণক্ষেত্র। এজন্য চারণভূমি আলণ্ডাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আন'আমের জন্য এক অপূর্ব নি'আমত। কেননা চারণভূমি গবাদি পশুর বেঁচে থাকার ও এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুর—ত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

১৬৩. আল-কুরআন, ৫৪ : ২৭-৩১
১৬৪. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৯
১৬৫. আল-কুরআন, ৭৯ : ৩০-৩৩

আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁর অস্তিত্ব ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানুষকে তাঁর কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পবিত্র কুরআনে আহবান জানিয়েছেন। তন্মধ্যে মর—ভূমির বাহন উটের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বিশেষভাবে আহবান করা হয়েছে। কেননা এতে আলণ্ডাহ্র কুদরতের চাক্ষুষ নিদর্শন দেখা যায়। আলণ্ডাহ্ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ-

‘তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?’[১৬৬]

উলেণ্টখ্য, উটের সৃষ্টি বেশ অপূর্ব। তার শরীর কাঠামোর বিন্যাস অভিনব। তার শক্তির কঠোরতা সবার শীর্ষে হওয়ায় ভারী বোঝা বহন করার সময় নীরব ভূমিকা পালন করে এবং অদক্ষ পরিচালকের নির্দেশও মেনে চলে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, শরী‘আতে উটের গোশ্ত ভক্ষণকে হালাল করা হয়েছে এবং এর দুধ পান করা যায়। এমনকি তার মল থেকেও লাভবান হওয়া যায়। অর্থাৎ, উটের মল থেকে জৈব সার পাওয়া যায়। বিত্তবান মুসলিমদের কুববানির পশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় উট অগ্রাধিকার পায়। এছাড়া কারো কাছে নিসাব সংখ্যক উট থাকলে তার যাকাত বা উশর দিতে হয়। বিশেষ করে আরবদের জন্য উট চলাচলের বাহন হিসেবে কাজ করে। কেননা আরবরা উটে আরোহণ করে দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দেয়।

আলণ্টাহ্ তা‘আলা হযরত সালিহ্ (আ)-কে তাঁর কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ যে উষ্ট্রী দিয়েছিলেন সে উষ্ট্রীকে বধকারী সম্প্রদায়ের কর"ণ পরিণতি সম্বন্ধে আলণ্টাহ্ তা‘আলা পুনরায় বলেন,

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا- فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا-

‘তখন আলণ্টাহ্র রাসূল তাদেরকে বলল, আলণ্টাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও। কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল এবং ওটাকে কেটে ফেলল। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধবংস করে একাকার করে দিলেন।’[১৬৭]

সালাত, সাওম ইত্যাদি এবাদত যেমন আলণ্টাহ্ ব্যতীত কারো উদ্দেশে করা যায় না তেমনি কুরবানিও আলণ্টাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। অর্থাৎ, সকল এবাদতের একমাত্র মালিক ও হকদার হলেন আলণ্টাহ্ তা‘আলা। আলণ্টাহ্ বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ-

---

১৬৬. আল-কুরআন, ৮৮ : ১৭

১৬৭. আল-কুরআন, ৯১ : ১৩-১৪

‘সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশে সালাত আদায় কর"ন এবং কুরবানি কর"ন।’[১৬৮]

বর্ণিত আছে দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনা শরীফে ঈদুল আযহার নামাজ ও কুরবানি মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়। হযরত আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) দীর্ঘ দশ বছর মদিনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করেন এবং প্রতি বছর তিনি কুরবানি আদায় করেন।' আর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার বিধান সর্বজনীন। অর্থাৎ, ইসলামী শরী'আতের শর্ত ও বিধান প্রতিপালনপূর্বক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর কুরবানি ওয়াজিব। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, কুরবানি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ময়দানে না আসে।'[১৬৯] উলেণ্ঢখ্য, কুরবানির পশু ছয় প্রকার। যথা : উট, গর", ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, মহিষ। এ সকল পশু ব্যতীত অন্য পশু কুরবানি করা জায়য নয়।[১৭০]

উলেণ্ঢখ্য, পবিত্র কুরআনে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার ও হালাল পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন বন্য, হিংস্র ও স্তন্যপায়ী প্রাণি ও মানুষের জন্য হালাল নয় এমন পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত আয়াতও রয়েছে যা থেকে মানুষ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে নানাভাবে লাভবান হতে পারে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ৬৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে বনী ইসরাঈলগণ আলণ্ঢাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে আলণ্ঢাহ্র হুকুমে তারা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উলেণ্ঢখ্য, এ সম্পর্কে অত্র অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে পৃথিবীতে বিদ্যমান বানর দুগ্ধপায়ী পশু। এরা খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান প্রাণি। এদেরকে আখক্ষেত, সবজিক্ষেত ইত্যাদি পাহারার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩১ নম্বর আয়াতে উলেণ্ঢখ আছে হযরত আদম (আ)-এর দুপুত্রের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করে। পরিশেষে এক উড়ন্ত কাক এসে সে তার মৃত ভাইকে দাফনের নিয়ম শিখিয়ে দেয়। কাক পাখিসমূহের মধ্যে বেশ কালো। মুশরিকরা কাক দেখলে কুলক্ষণ মনে করত। কাক ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ভক্ষণ করে পরিবেশকে সুন্দর রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৪ নম্বর আয়াতে শিকারী পশু-পক্ষীর কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। শিকারী পশু-পক্ষীর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হচ্ছে কুকুর, চিল ও বাজপাখি ইত্যাদি। শিকারী

---

১৬৮. আল-কুরআন, ১০৮ : ২

১৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, *ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

১৭০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

পশু-পক্ষী খাওয়া হারাম তবে তারা যে হালাল শিকার ধরে নিয়ে আসে তা শরী'আতের বিধান প্রতিপালনপূর্বক ভক্ষণ করা বৈধ। পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফের ১৭ নম্বর আয়াতে উলেণ্ঢখ আছে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভ্রাতারা তাঁকে হত্যার হীন চক্রান্তকে তাদের পিতার নিকট বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য যে মিথ্যা ঘটনাটি সাজায় সেক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ (আ)-কে বাঘে খেয়ে ফেলছে মর্মে তারা পিতাকে জানায়। উলেণ্ঢখ্য, বাঘ হিংস্র প্রাণি এবং এটি বন্য পশু। বাঘ হিংস্র ও মানুষ খেকো বিধায় মানুষ বাঘকে ভয় পায়। এ হিংস্র প্রাণির মাংস খাওয়া হারাম। কেননা প্রত্যেক নখরযুক্ত হিংস্র পশু-পাখিকে আহার করা নিষেধ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পাখি যা থাবা মেরে শিকার করে তা আহার করা হারাম।[১৭১]

পবিত্র কুরআনে সূরা নাহ্লের ৬৮-৬৯ নম্বর আয়াদ্বয়ে মৌমাছি ও মধু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা অত্র অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৪ নম্বর আয়াতে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ দ্বারা শয়তান তার সর্বাত্মক আক্রমণ ও পূর্ণ শক্তি দ্বারা আলণ্ঢাহ্র বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রতিশ্র"তির কথা আলণ্ঢাহ্র কাছে ব্যক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী।[১৭২] এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে সূরা সাদের ৩০-৩৩ নম্বর আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক জিহাদের জন্য পালিত ঘোড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, হযরত সুলায়মান (আ) জিহাদের জন্য সযত্নে পালিত অশ্বগুলোকে এক অপরাহ্নে পরিদর্শন করছিলেন। এ কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সে সময়ের নির্ধারিত নফল এবাদত বাদ পড়ে যায়। স্মরণ হওয়ামাত্র তিনি অনুতপ্ত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই অশ্বগুলোর প্রতি তাঁর মনঃকষ্ট হয়। তিনি সেগুলোকে পুনরায় এনে তাদের কিছু সংখ্যককে তাঁর শরী'আতের বিধানমত কুরবানি করেন।[১৭৩]

উলেণ্ঢখ্য, ঘোড়া চতুষ্পদ জন্তু যা মালামাল বহন, গাড়ী টানা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াকে পার্থিব ঐশ্বর্য ও সম্মানের প্রতীক মনে করা হয়। বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ)-এর সামনে সমস্ত জীব-জানোয়ার উপস্থাপন করা হয়েছিল। বলা হলো কোন একটি গ্রহণ করতে, তখন তিনি ঘোড়া গ্রহণ করলেন। তখন বলা হলো 'তুমি তোমার সম্মান এবং তোমার সন্তানদের সম্মান স্থায়ী করে রাখলে।

১৭১. মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৭২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৩

১৭৩. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩, টীকা নম্বর- ১৪৭৫

যুগ যুগ ধরে এ সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।'[১৭৪] পবিত্র কুরআনে সূরা কাহ্ফের ১৮ নম্বর আয়াতে গুহাবাসী তথা আসহাবে কাহ্ফের সাথে অবস্থানকারী সঙ্গী কুকুরের কথা বলা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, আসহাবে কাহ্ফ এমন একদল ঈমানদার যুবক যারা নিজেদের ঈমান রক্ষার্থে তাদের সম্প্রদায় থেকে পলায়ন করে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। গুহার ভেতর তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে গুহার দরজায় তাঁদের সাথে গমনকারী কুকুরটি সম্মুখের পা দুটি প্রসারিত করে শুয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে উলেণ্ঢখ আছে, কাহাফের অধিবাসীগণ দীর্ঘ তিনশত নয় বছর কাহাফে ছিল। উলেণ্ঢখ্য, কুকুর বেশ পরিশ্রমী এবং পোষ মানে এমন জন্তু। অধিকন্তু কুকুরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকারের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং একে পুলিশী কাজেও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কুকুর পাহারার কাজে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পবিত্র কুরআনে সূরা 'আনকাবূতের ৪১ নম্বর আয়াতে মাকড়শা ও মাকড়শার ঘর বানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলণ্ঢাহ্ জানিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম ঘর হলো মাকড়শার ঘর। অর্থাৎ, যারা আলণ্ঢাহ্র পরিবর্তে অন্যকে উপাস্য কিংবা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়শার ঘরের ন্যায় যা সহজে ভেঙ্গে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলার এবাদত করা, অন্য কারো নয়। আবার কৃষিক্ষেত্রে মাকড়শা তার জাল বুনে অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়কে ফাঁদে ফেলে ধবংস করতে সহায়তা করে। এতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মাকড়শার জালে লোভী মাছিও আটকা পড়ে যা পরবর্তীতে সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি ও তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন সে গুহার মুখে মাকড়শা আলণ্ঢাহ্র আদেশক্রমে জাল বুনে প্রিয় নবী (স)-কে রক্ষায় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

পবিত্র কুরআনে সূরা সাবার ১৪ নম্বর আয়াতে জিনদের অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যে অসার ও মিথ্যা তা ঘুণ পোকা দ্বারা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তেকালের অভূতপূর্ব ঘটনার মাধ্যমে তার স্বরূপ উম্মোচিত হয়। হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাই তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে নির্মাণ কাজ তদারকি করছিলেন। এ অবস্থায় আলণ্ঢাহ্র হুকুমে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু জিনরা তা বুঝতে পারল না। বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় তিনি যেভাবে ছিলেন, সেভাবেই স্থির

থাকে। নির্মাণ কাজ যখন শেষ হয় তখন লাঠিটি ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনিও মাটিতে পড়ে যান।[১৭৫] অর্থাৎ, ঘুণ পোকা লাঠির ভিতর থেকে খেয়ে লাঠিটি নষ্ট করে দেয়। ফলে লাঠিটি ভেঙ্গে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মরদেহসহ মাটিতে পড়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর ৪৯-৫১ নম্বর আয়াতত্রয়ে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সত্য থেকে বিমুখ কাফিরদেরকে সিংহের থাবা হতে পলায়নপর ভীতত্রস্ত গাধার সাথে তুলনা করেছেন। গাধা চতুষ্পদ বন্য জন্তু। সাধারণত বনজঙ্গলে বাস করে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো গাধা যখন সিংহ কিংবা বাঘের গন্ধ পায় তখনই ভয়ে পালাতে চায়, অথচ শেষ পর্যন্ত সিংহের উপর গিয়েই পড়ে। মানুষ গাধার কথা স্মরণ করে তখন, যখন কোন ভদ্র মজলিশে কারও নিকট থেকে কোন অসদাচরণের কিছু প্রকাশ পায়। তবে এক ধরনের গাধা আছে যা ভারী বস্তু বহন করার জন্য উপযোগী। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উলেণ্ঢখ আছে, 'তোমরা যখন গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন আলণ্ঢাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইবে। কেননা সে শয়তানকে দেখতে পায়। আর যখন তোমরা মুরগির ধ্বনি শুনতে পাবে তখন তোমরা আলণ্ঢাহ্র নিকট অনুগ্রহ চাইবে। যেহেতু মুরগি ফিরিশতা দেখতে পায়।'[১৭৬]

আর সিংহ খুবই হিংস্র পশু এবং বন্য পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা সে হলো ভীতির বাদশা। তাই সে তার দৈহিক শক্তি ও বাহাদুরীর কারণে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। এজন্য সিংহের সাথে উদাহরণ দেয়া হয় শক্তি, পবিত্রতা, ক্ষমতা, অগ্রসরতা, সাহসিকতা ও আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে। যেমন- হযরত হামযাহ্ (রা)-কে আসাদুলণ্ঢাহ্ মানে আলণ্ঢাহ্র সিংহ বলা হত।[১৭৭] পবিত্র কুরআনে সূরা ফীলে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর ভাঙ্গতে আসা আবরাহার শক্তিশালী হস্তী বাহিনীকে কিভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবাবীল পাখি দ্বারা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়ে পর্যুদস্ত করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, হাতি বিরাট দেহ বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু যা বোঝা বহন, গাড়ি টানা এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। হাতীর মাংস আহার করা হারাম। হাতীর দাঁত দিয়ে চিরুনীসহ নানারূপ শিল্পকলার সামগ্রী তৈরি করা হয়।[১৭৮] সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, গৃহপালিত পশু-পাখি হোক কিংবা বন্য ও হিংস্র জন্তুই হোক আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টির কোনোটিই অনর্থক নয়। যদিও স্বল্প জ্ঞানী মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে না।

১৭৫. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩, টীকা নম্বর- ১৩৮৭

১৭৬. উদ্ধৃত, মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১৭৭. মাওলানা হোসাইন আহ্মদ, *আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারার্থে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। সে মোতাবেক চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষ নানাবিধ উপকার পেয়ে থাকে। বিশেষ করে আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গর, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আরববাসীকে সম্বোধন করে তাঁর নি'আমত- চতুষ্পদ জন্তুর সৃজন ও এসবের মাধ্যমে নানাবিধ উপকার পাওয়া সম্পর্কে তাদেরকে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করেছেন। উদ্দেশ্য এই, তারা যেন আলণ্ঢাহ্র নি'আমতকে অনুধাবন করে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর দীন ইসলামকে কবুল করে আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে। এভাবে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আরবদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে সত্যের দিকে আহবান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ পৃথিবীতে আসবে সকলের প্রতি এই পরম সত্যের আহবান উন্মুক্ত থাকবে। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক।'[১৭৯] বস্তুত, চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তু থেকে মানুষ অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি সবকিছু পায়। তাই মানুষের উচিত এসবের স্রষ্টা মহান আলণ্ঢাহ্র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বিশেষ করে চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুর লোম থেকে যেমন- উটের লোম থেকে গরম কাপড় পাওয়া যায়। এছাড়া উট থেকে খাদ্য ও দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য পোশাকাদিও তৈরি করা যায়। উটের লোম ছাড়াও ভেড়ার পশমও সারা বিশ্বে পোশাক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর পশম থেকে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পশমী বস্ত্র বা পোশাক যা মানবদেহকে ঠা া ও শীত হতে রক্ষা করে দেহকে উষ্ণ ও স্বাভাবিক রাখে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত পুরো চামড়াটাই পশম সমেত গরম কোট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া সকল বয়সের মানুষের জন্য চামড়ার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে শীতের দেশগুলোতে চামড়ার পোশাক খুবই উপকারী।[১৮০]

উলেণ্টখ্য গর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা আর উটের গোশ্ত প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস। আর মানব দেহকোষের গঠন, বর্ধন ও ক্ষয়পূরণে প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুরত্ব অপরিসীম। আরো লক্ষণীয় বিষয় এই, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা গবাদি পশু থেকে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর পদ্ধতিতে

মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৫

১৮০. ডা. গোলাম মুয়াযযম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪

খাদ্যের জন্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর দুগ্ধ উৎপাদনে তাঁর অসীম কুদরত ও শক্তির এক চমৎকার নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।'[১৮১] উলেণ্ঢখ্য, গবাদির দুধ বিশেষ করে গর–র দুধ মানব শিশুসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য একটি আদর্শ, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য।

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা জীবজন্তুর মধ্যে বিভিন্ন শোভা সৌন্দর্যের প্রতীক নিহিত রেখেছেন। এদেরকে রাখালরা যখন প্রভাতে চারণভূমিতে নিয়ে যায় এবং গোধূলি লগ্নে যখন চারণভূমি হতে নিয়ে আসে তখন এক অপরূপ সৌন্দর্যের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যা দর্শকগণ পরম আনন্দে উপভোগ করে থাকে। এভাবে মানুষ জীবজন্তুর মাধ্যমে সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকে। তাই দেখা যায়, মানুষ অবসর সময় কাটাতে চলে যায় গহীন বনে অথবা চিড়িয়াখানায়। সুতরাং জীবজন্তুর মাধ্যমে মানুষ যে চিত্তবিনোদন করে থাকে তাও মহান আলণ্ঢাহ্র দান। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'এবং তোমরা যখন গোধূলী লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর।'[১৮২] অতঃপর এসব জন্তুর আরও একটি গুর–ত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নয়।'[১৮৩] উলিণ্ঢখিত বোঝাবহনকারী চতুষ্পদ জন্তু ছাড়াও উট ও গর– বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যানবাহন কাজে লাগানো যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

এছাড়া গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে খামারজাত সার তৈরি করা যায়, যা ফসলের জমিতে ব্যবহার করে ফসলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা হয়। গর–র গোবর বিশ্বব্যাপী উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরিপূর্ণভাবে পচনশীল গোবরকে হিউমাস বলে যা মাটির গুণাবলী ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ও কার্যকর। তাছাড়া গর–র কাঁচা গোবর বায়োগ্যাস পণ্ঢ্যান্টে অক্সিজেনের অনুপস্থিতে পচিয়ে

১৮১. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১৮২. আল-কুরআন, ১৬ : ৬

১৮৩. আল-কুরআন, ১৬ : ৭-৮

বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়, যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর বায়োগ্যাস রেসিডিউ উন্নতমানের জৈব সার। অধিকন্তু গবাদি পশুর শিং চির˜নী, হাতল এবং সাজ-সজ্জা তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের মধ্যে প্রধানত ঘাস ও অন্যান্য আগাছা, যেগুলোর রাসায়নিক উপাদান মানুষের পাকস্থলীর জন্য উপযোগী নয়; কিন্তু সেগুলো পশুখাদ্য হিসেবে গবাদি ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণির পরিপাক যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত। সে সুবাদে ঘাস ও আগাছা গবাদির জন্য চমৎকার খাদ্য। এভাবে ভূমি থেকে উদ্‌গত নানাবিধ উদ্ভিজ্জ খাদ্য মানুষ ও গবাদির উপযোগী খাবার। বিশেষ করে চারণভূমিতে উৎপন্ন তৃণলতা ও ঘাস গবাদির সর্বোত্তম খাদ্য এবং চারণভূমি হল গবাদির জীবিকা নির্বাহের আসল বিচরণক্ষেত্র। আর এসব কিছু মানুষ ও মানুষের গৃহপালিত পশুর জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অপার নি'আমত। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং এতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।'[১৮৪]

কুরবানির পশুর মধ্যে নানাবিধ উপকার নিহিত রয়েছে। আর পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও আলণ্ঢাহ্ তা'আলা কুরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হল আলণ্ঢাহ্কে স্মরণ করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কাজেই পশু জবহ করার সময় আলণ্ঢাহ্র নাম নেয়া জর˜রি ও শর্ত। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'এ সমস্ত আন'আমে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্টকালের জন্য; অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আলণ্ঢাহ্র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।'[১৮৫] অর্থাৎ মহান আলণ্ঢাহ্ চান বান্দারা যেন তাঁর প্রদত্ত নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করে ও একমাত্র তাঁকে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়ে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে।

বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের সকল এবাদত-বন্দেগি ও উপাসনা তথা নামায, রোজা, হজ্জ ও কুরবানিসহ জীবন-মরণ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব জগতের

---

১৮৪. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৩-৩৪

প্রতিপালক আলণ্ঢাহ্‌রই জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (স)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে, 'আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আলণ্ঢাহ্‌রই জন্য।'[১৮৬] অর্থাৎ নামায, হজ্জ ও পশু কুরবানিসহ মানুষের সকল প্রকার এবাদত ও আত্মত্যাগ একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হতে হবে। তবেই মানুষ আলণ্ঢাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

বস্তুত মু'মিনদের আলণ্ঢাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পশু কুরবানি করা উচিত। অন্য কোনো উদ্দেশে নয়। তা না হলে কুরবানি আলণ্ঢাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। এছাড়া যাবতীয় সৎকাজ আলণ্ঢাহ্‌কে খুশি করার জন্যই করতে হবে, অন্য কোনো উদ্দেশে নয়। উলেণ্ঢখ্য, কুরবানিকৃত পশুর গোশ্‌ত ও রক্ত আলণ্ঢাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না, পৌঁছে বান্দার ইখ্‌লাস ও তাকওয়া। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'আলণ্ঢাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।'[১৮৭] মোটকথা, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। কাজেই মানুষ যেন এতে চিন্তা-গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও সীমাহীন রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদে বিশ্বাসী হয় ও আলণ্ঢাহ্‌র এবাদতে নিমগ্ন হয়।

তাই আল-কুরআনে পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ সৃষ্ট জগতে নানারকমের গৃহপালিত, বন্য ও হিংস্র পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অসীম সৃজনশীল ক্ষমতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বহন করে যা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে সুস্পষ্টভাবে সপ্রমাণ করে। আর এসব পশু-পাখি মানুষের প্রতি আলণ্ঢাহ্‌র অপার দান এবং এরা কোন না কোনভাবে মানুষ ও জীবজগতের সেবায় ও উপকারে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে গৃহপালিত চতুষ্পদ হালাল পশু-পাখি মানুষের প্রত্যক্ষ সেবায় ও কল্যাণে প্রতিনিয়ত আলণ্ঢাহ্‌র আদেশক্রমে নিয়োজিত আছে। এছাড়া অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার ও পক্ষীকুল মানুষের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে মানব সেবায় কাজ করে যাচ্ছে যা কেবলমাত্র শিক্ষিত, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষরা সহজে অনুধাবন করতে পারে।

প্রকৃতিজগতের বিশেষ করে বনের জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় বন্য পশু-পাখিরা মহান আলণ্ঢাহ্‌র অনুগত হয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আল-কুরআনে বর্ণিত পশু-পাখি সংক্রান্ত আয়াতগুলো

অধ্যয়ন করলে এবং এসবের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বিচিত্র বর্ণের ও রকমের জীবজন্তু ও তাদের উপকারিতা সম্পর্কে অনুধাবনপূর্বক তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অতি সহজে উপলব্ধি করা যায়।

১৮৬. আল-কুরআন, ৬ : ১৬২

১৮৭. আল-কুরআন, ২২ : ৩৭

বিশেষ করে চিন্তাশীল মু'মিনরা এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে অধিকতর সুদৃঢ় করে নিতে নিঃসন্দেহে সক্ষম হবেন।

অধিকন্তু এসব আয়াত থেকে বাস্তব কর্ম প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বাণিজ্যিকভিত্তিতে পশু-পাখি পালন করে এ খাতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করারও সুযোগ রয়েছে। সেসাথে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করত বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব। এর ফলে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে তথা দীনের পথে পরিচালিত করার পথও সুগম হবে বলে আশা করা যায়। কেননা সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন তার মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন সে ধৈর্যচ্যুত হয়ে অন্যায়, অসত্য ও পাপাচারের পথে ধাবিত হয়। শেষ পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে পশু-পাখি পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নসহ প্রাণিসম্পদ খাতে খাদ্য নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা সম্ভব।

অতএব, আল-কুরআনে বর্ণিত পশু-পাখি সম্পর্কিত আয়াতগুলো ঈমান ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে এসব আয়াত থেকে অর্থবহ ও উৎসাহব্যঞ্জক কর্ম প্রেরণা নিয়ে প্রাণিসম্পদ খাতে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব। অতএব, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিধায় এগুলো সুনির্দিষ্টভাবে অধ্যয়ন করে এ সম্পর্কে যেমন অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তেমনিভাবে এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত করে তাদেরকে সচেতন করারও দরকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

- ♦ পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ♦ আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা
- ♦ আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের আলোচনা

পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রাণবান সকল কিছু আলণ্ডাহ্ তা'আলা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা যায় প্রাণের উদ্ভব পানি থেকে। মহান আলণ্ডাহ্ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 'এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে।'[১] শুধু প্রাণিই নয় উদ্ভিদের সৃজনও এ পানি থেকে। আলণ্ডাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দ্বারা মৃত বা অনুর্বর জমিনকে জীবন্ত বা উর্বর করেন; অতঃপর সে জমিনের মধ্যে আগমন হয় জীবন বা প্রাণের স্পন্দন তথা উদ্ভিদ, গাছপালা ও বৃক্ষরাজির। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ ছাড়াও আলণ্ডাহ্ তা'আলা অন্য যে কোনোভাবেও পানি দ্বারা প্রাণবান জীব বা প্রাণি সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন- প্রত্যেক চলন্ত জীবকে আলণ্ডাহ্ পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪.৫৫০ বিলিয়ন বছর অথবা ৪৫৫কোটি বছর।[২] তবে প্রাণের উদ্ভবের দিক থেকে উদ্ভিদকে পৃথিবীর আদি প্রাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূর্যের শক্তি শুষে নিয়ে উদ্ভিদ আদি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার করেছিল। দুশ' বছর আগে শিল্প বিপণ্ডবের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুরু করে। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রকৃতির উপর মানুষের অত্যাচার।[৩] অর্থাৎ জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ নানা প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর সবুজ শ্যামলিমা ধবংস করতে থাকে। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড এ ধবংস ত্বরান্বিত করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় গ্রীন হাউস প্রভাব তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। যার ফলস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তন আজ সারা দুনিয়াকে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত করে তুলছে। তাই মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পৃথিবীর আদি প্রাণ সত্তা উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। আর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় ও গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে উদ্ভিদ তথা গাছপালার জুড়ি নেই। কেননা যে কোন ভৌগোলিক

১. আল-কুরআন, ২১ : ৩০

২. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৯), পৃ. ২৮

৩. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ২৭৩

অবস্থানের বা এলাকার পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫% বনভূমি থাকা অত্যাবশ্যক।[৪] অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঠাণ্ডা, সুশীতল, ছায়াময় ও বসবাস উপযোগী রাখতে বৃক্ষ কিংবা গাছপালার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বন ও বনায়ন বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে বৃক্ষ ও বনের গুরুত্ব মানুষকে বুঝানো হচ্ছে। দেশে দেশে বৃক্ষ রোপণ তথা বেশি সংখ্যক বৃক্ষের চারা রোপণ এবং এর যত্ন ও পরিচর্যার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। উল্লেখ্য, মহান আল্লাহ্ জৈববৈচিত্র্য তথা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ বা গাছপালা, প্রাণি অণুজীবের সক্রিয় সহাবস্থানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুষম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোনো কিছু আপাতত নজরে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও বস্তুত কোনো কিছুই মহান আল্লাহ্ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর কোনো না কোনো দরকার কিংবা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল কিছুকে মহান আল্লাহ্ পরিমাণমাফিক, আনুপাতিক হারে ও সুষম ভারসাম্যে সৃষ্টি করেছেন। এ ভারসাম্যের মধ্যে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ কিংবা বিশৃঙ্খলা মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সুতরাং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, বিশেষ করে পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষায় মানুষকে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

গাছপালা ও প্রাণিকুলের অযত্ন কিংবা নিধন পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে এবং করছে। বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে ক্ষতিকর প্রাণি লোকালয় বা আবাসন এলাকায় চলে আসবে। কীটপতঙ্গ অধিক হারে ফসল বিনষ্ট করে। যদিও বিশ্বের জীবকুলের অনেক প্রাণি বা উদ্ভিদ একত্রে সঠিকভাবে শনাক্ত বা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবুও এদের মধ্যে মানব কল্যাণের কোন না কোন ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে। তাই জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিশ্বের সকল মানুষকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জৈববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে সাধ্যমত কাজ করতে হবে। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, সবুজ বৃক্ষরাজির নিধন, বিপুল সংখ্যক প্রাণিকুলের উপযোগী পরিবেশ ধবংস হওয়ায় পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি বিলুপ্ত হতে চলেছে। ইউএনডিপির এক জরিপে দেখা গেছে, বিগত ৫০ বছরে ৫০ হাজার প্রজাতির প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিন লক্ষ প্রজাতির প্রাণি পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার

প্রজাতির মের[ু]দ[ণ্ড]ী প্রাণি আজ গুর[ু]তর বিপদের সম্মুখীন।[৫] এটা জানা, সবুজ উদ্ভিদ বাতাসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কার্বনডাই-অক্সাইড শোষণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি

৪. ড. মোঃ সদর[ু]ল আমিন ও ড. মোঃ মতিয়ার রহমান, *উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা*(ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, জুলাই ১৯৯৮), খ. ১, পৃ. ২১২

৫. আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, *পরিবেশ ও ইসলাম*(ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ফেব্র[ু]য়ারি ২০০৭), পৃ. ৪২

হেক্টর পাট ফসল তার জীবনচক্রে ৬.৫ টনের অধিক ক্ষতিকারক কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাস থেকে শোষণ করে নেয় এবং সমপরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বাতাস জীববৈচিত্র্যের জীবন ধারনের জন্য উপযোগী করে তোলে।[৬]

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, গঠন-উপাদান এবং গঠন উপাদানসমূহের পরিমাণ ও অনুপাত, আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, মূলত যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا-

‘তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।’[৭]

আলণ্ঢাহ্ বায়ু সৃষ্টি করেছেন এবং বায়ুর উপাদানসমূহকে সুষম অনুপাতে সুসমঞ্জস করেছেন যেন তা থেকে সমগ্র জীবজগত উপকৃত হতে পারে। বায়ুর উপাদানসমূহের মধ্যে কোনটি অনাকাঙ্খিত মাত্রায় বেড়ে গেলে তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে; যার ফলস্বরূপ পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং যা জীবজগতের জন্য হুমকির কারণ হয়। কাজেই উদ্ভিদ বা প্রাণিজগতের কোন এক প্রজাতির নিধন অথবা বিলুপ্তি সন্দেহাতীতভাবেই আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারণ হলো মানুষের কর্মকা[ণ্ড]। এ বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ-

‘মানুষের কৃতকার্যের দর[ু]ন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।’[৮]

মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর সৃষ্টি জগতকে যেসব নিয়মের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এবং পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের মাত্রাজ্ঞান হারানোর ফলেই বায়ুতে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রীন হাউস প্রভাব তথা আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিবর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ধরনের গ্যাস মানুষ ও পরিবেশের জন্য জরুরি। কিন্তু সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করলে তা মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্যই পরিণত হয় বিষাক্ত গ্যাসে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি থাকলে সেটি বিষাক্ত গ্যাসে পরিণত হয়। বায়ুতে বাড়তি কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস খরচ না হলে

৬. কৃষিবিদ ড. মোঃ মুজিবুর রহমান, *লিফলেট/ফোল্ডার 'পাট জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সমৃদ্ধ করে'* (ঢাকা : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, জুন ২০১২)

৭. আল-কুরআন, ২৫ : ২

৮. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কার্বনডাই-অক্সাইড এর ঘনমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন উৎস হতে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত কার্বনসহ অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলছে। কিন্তু এই বাড়তি কার্বন পরিশোষণের জন্য এবং পৃথিবীর প্রাণিকুলকে গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য সবুজায়নসহ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া বনজঙ্গল ধবংস এবং অদূরদর্শী ও অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধনের কারণে বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বনডাই-অক্সাইডের ভারসাম্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিতি স্থাপনের পর অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا -

'আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।' [৯]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন মানুষ যেন তাতে অনর্থ সৃষ্টি না করে। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ, পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফুল-ফল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। ২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। নবী, গ্রন্থ ও হিদায়াত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে।[১০] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত, তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা

এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়।[১১] মানুষ যখন এসব নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে তখন পৃথিবীতে নানা রকমের অনর্থ বা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

মানুষ এবং অন্যান্য জীব দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তনকে দূষণ বলা হয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে,

---

৯. আল-কুরআন, ৭ : ৮৫

১০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'* (মদিনা মুনাওয়ারা : খাদেমূল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৪৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

ভারসাম্য নেয়া পরিবেশের জড়, জীব ও শক্তিয় উপাদানসমূহ সব সময়ই নির্দিষ্ট থাকতে চেয়েছে বা পেরেছে। যেমন- অক্সিজেন সব সময়ই থেকেছে প্রায় ২১%, নাইট্রোজেন থেকেছে প্রায় ৭৮%। কার্বনডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসীয় উপাদানও নির্দিষ্ট মাত্রায় থেকে গড়ে তুলেছিল এ বায়বীয় আবহাওয়াম ল। বাতাসের কার্বনডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও ক্ষতিকর কিছু গ্যাস তাপ বাড়িয়ে ফেলতে পারে বাতাসের। এরা নানা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া করতে পারে জীব ও পরিবেশের উপর।[১২] পরিবেশের প্রত্যেকটি জীব ও জড় একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কোন একটির ক্ষতিসাধন হলে পৃথিবীর উপর তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। অতএব, পরিবেশ শুধু মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটানোর জন্য নয় বরং মানুষের অস্তিত্বের জন্য একটি ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেকটি জীব ও জড়ের সহাবস্থানকে বুঝায়। পরিবেশ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির দান বা অনুগ্রহ নয়, বরং পরিবেশ মহান আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি; এটি তাঁর অপর দান। তিনি পরিবেশকে সকল জীবের উপযোগী করে সুষম ভারসাম্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔

'আলণ্ঢাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।'[১৩]

মহান আলণ্ঢাহ্ অসীম প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর সৃজন ক্ষমতাও অসীম। তিনি শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিকে বহুগুণ বেশি করেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ সবকিছুর রহস্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই তিনি যা যতটুকু প্রয়োজন তা ততটুকু সৃষ্টি করেন এবং সে অনুপাতে কিংবা সে পরিমাণেই সরবরাহ করেন। এর অতিরিক্ত হলে সেটা মানুষের জন্য কিংবা অন্য যে কোনো সৃষ্টির জন্য ক্ষতি কিংবা বিনাশের কারণ হতে পারে। সুতরাং সুষম ভারসাম্যে সৃষ্ট এ প্রকৃতি জগতের যথাযথ সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে অবশ্যই সচেতন

হতে হবে। নতুবা মানুষের উদাসীন ও অসর্তক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের কিংবা অন্য যে কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ-

'আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।'[14] কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ নিজেদের জীবনমানকে উন্নত ও আরামপ্রদ করার জন্য এবং একের উপর

১২. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৩. আল-কুরআন, ৬৫ : ৩

১৪. আল-কুরআন, ১৫ : ২১

অন্যের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। মানুষের এই উদাসীনতা ও অসতর্ক কর্মকাণ্ডের কারণেই বায়ুতে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অক্সিজেন ও কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে এবং সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশের বিপর্যয় বা দূষণ, যা মানুষ ও জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় আজ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবেশ দূষণ বলতে মানুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করাকেই বুঝায়।

সর্বশক্তিমান আলণ্ঢাহ্ তা'আলার নির্দেশেই সূর্যের অফুরন্ত আলো ও শক্তি জীবমণ্ডল ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সীমা অতিক্রম না করলে এ পরিবেশই বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বনায়ন, জোয়ারভাটা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করার কাজে লেগে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু এর বিশুদ্ধ বাতাস, পানি ও উর্বর জমি যে নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলে ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে গোটা পৃথিবী ক্রমেই বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে তারা প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা পরিবেশ সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকলেও পরিবেশ দূষণকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মোকাবিলা করার প্রয়াস তখনও আরম্ভ হয়নি।[15]

বাতাসে আদ্র জলীয় বাষ্পসহ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড, ধূলিকণা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান নানা জীবজ ও জড়জ ভারসাম্যের মাধ্যমে সব সময় ঠিক থাকতে চায়। প্রাণিরা অক্সিজেন গ্রহণ করে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে, আবার উদ্ভিদেরা নিজের দেহে তৈরি হওয়া অক্সিজেন বাতাসে ফেরত পাঠিয়ে এ শূন্যতা পূরণ করে দেয়। অক্সিজেন ছাড়া শ্বাস নেয়া যায় না।

এমনকি মানুষ কয়েক মিনিটও এ জীবন রক্ষাকারী গ্যাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। অথচ কাঠ, লাকড়ি, জ্বালানি ও বাসস্থান তৈরির প্রয়োজনে মানুষ নির্বিচারে বৃক্ষ ও বনভূমি কেটে ধবংস করার ফলে ঐ অক্সিজেনের উৎস যাচ্ছে কমে। নির্দয় দহনের মাধ্যমে, কলকারখানা, মটরযান, চুলিণ্ড ও ইটের ভাটাতে গাছের পোড়া অংশ থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কার্বনডাই-অক্সাইড। তাছাড়া গাছের অভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। মাটিতে ছায়া কমেও মাটির আর্দ্রতা ধবংস হচ্ছে। এজন্যই বর্তমানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মানুষের। উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে শ্বাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব। কলকারখানায় যথেচ্ছ রাসায়নিকের ব্যবহার থেকে বর্জনীয় বিষাক্ত গ্যাসসমূহ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। বিপুল পরিমাণে

১৫. প্রফেসর মোহাম্মদ সামসুল ইসলাম, পরিবেশ বিজ্ঞান অধ্যায়, *ছোটদের বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), খ. ২, পৃ. ৩৩২

সালফার, কার্বনসহ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু বাতাসে মিশে যাচ্ছে। কার্বনডাই-অক্সাইডসহ নানা বিষাক্ত গ্যাস আর সহজে ধবংস হতে চাচ্ছে না।[১৬] ফ্রিজ, ফটোকপিয়ার মেশিন ও মশা তাড়ানোর এরোসল, কয়েল, ফোম ও পণ্টাষ্টিকসামগ্রী তৈরির উপকরণে এমন গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে যা বাতাসের সর্বোচ্চে স্থাপিত আকাশের নীল অংশ নামক ওজোনস্তরকে ধবংস করে দিচ্ছে। এসবের প্রতিক্রিয়াতে পৃথিবীর তাপ যাচ্ছে বেড়ে। বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া যাচ্ছে বদলে। মের" অঞ্চলে জমে থাকা বরফ যাচ্ছে গলে। তাই সাগরের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বাতাসের তাপ বাড়তে থাকলে একশ' বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ পৃথিবীর প্রায় ৫০% দেশ সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। এদিকে যে দূষিত অতিরিক্ত কার্বন ও সালফার বাতাসে বাড়ছে তা বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে সালফিউরিক এসিড, কার্বনিক এসিড, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের মারাত্মক ক্ষতিকর পাতা-ত্বক বিনাশী এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি করছে। এ ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্তমানে বিশ্বের অনেক বনাঞ্চল ও নগরের উপর ঝরে পড়ছে। আবহাওয়া যেহেতু সীমানা মানে না, তাই বিশ্বের যে কোন দেশের দূষণই অন্য অঞ্চলের উপর প্রভাব ফেলছে।[১৭]

সুতরাং পরিবেশ দূষণ তথা গ্রীন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য বিশ্বের ধনী-গরীব সকল দেশকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্য গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলো বেশি দায়ী। তাই পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধকল্পে ধনী দেশগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং উন্নয়নশীল ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে এক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। মোটকথা, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে। তবেই মানুষ্য বসবাসের উপযোগী একটি সুন্দর ধরিত্রী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

উলেণ্টখ্য, অবাধ্যতা ও পাপাচারের দর ্ন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পণ্ঢাবন ও অকল্যাণকর বৃষ্টি দিয়ে নূহ ও লূত সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মহান আলণ্ঢাহ্ লূত সম্প্রদায়ের ধবংসপ্রাপ্ত জনপদকে আজও মানুষের সম্মুখে নজির হিসেবে রেখেছেন যেন মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তেমনিভাবে পরিবেশ ও প্রকৃতির নিয়ম শৃঙ্খলা তথা আলণ্ঢাহ্র বিধানের পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে মানুষকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নতুবা বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا-

১৬. মোঃ আজহার ্ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

'তারা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত, তারা পুনর ্খানের আশংকা করে না।' [১৮.]

বর্তমানে ক্ষতিকর শিলাবৃষ্টি ও অম্ণ্ঢবৃষ্টির যে খবর পাওয়া যায়, তা অকল্যাণকর বৃষ্টির উপমা বহন করে। আর এসব দুর্যোগ মানুষের কৃতকর্মের দর ্ন কিংবা অন্য যে কোনো কারণেও হতে পারে। উলেণ্টখ্য, শিলাবৃষ্টি ও অম্ণ্ঢবৃষ্টি গাছপালা ও শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। মহান আলণ্ঢাহ্ সমুদ্রের ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিকে আকাশে জলীয় বাষ্প আকারে তুলে নিয়ে তা থেকে আপন কুদরতি পদ্ধতিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এটা কল্যাণময় বৃষ্টি, আবার মানুষের উদাসীন ও নেতিবাচক কর্মকা ের কারণে বৃষ্টিও হতে পারে ভয়াবহ অকল্যাণকর। যেমন- আলণ্ঢাহ্ তা'আলা লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর এমন ভয়াবহ বৃষ্টির শাস্তি চাপিয়ে দেবার কথা পুনরায় তাঁর পাক কালামে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত অকৃতজ্ঞ ও অশণ্টীল কাজে অভ্যস্ত উক্ত সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ-

'তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট।'[১৯] এমন ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই বর্ষিত হয়েছিল নূহ (আ)-এর সময়ের পণ্ঢাবনে। সে সময়ে ভূগর্ভে জমিয়ে রাখা পানিও উঠে এসেছিল কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ দুমুখো পানির প্রবাহে পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল এবং সীমালজ্ঞনকারীরা এতে নিমজ্জিত হয়ে ধবংস হয়েছিল। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ-

'তারপর বলা হলো, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। তারপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, যালিম সম্প্রদায় ধবংস হোক।'[২০]

উলেণ্টখ্য, পৃথিবীতে সকল জীবের সঠিক জীবনধারণের জন্য বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণের মধ্যে আনুপাতিক সমতা বজায় থাকা অত্যাবশ্যক। কোন কারণে বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাসের স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আনুপাতিক অসমতা দেখা দিলে পৃথিবীতে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাজেই বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন উৎস থেকে

১৮. আল-কুরআন, ২৫ :৪০

১৯. আল-কুরআন, ২৭ : ৫৮

২০. আল-কুরআন, ১১ : ৪৪

আগত কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস খরচ না হওয়ার কারণে বাতাসে বিষাক্ত কার্বনের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বায়বীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রীন হাউস প্রভাব। অনেকেই মনে করেন যে, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রে পানি বৃদ্ধিসহ পানির চাপ বাড়ায় সাগরতলের পেণ্টটের ভাঙ্গন ঘটে সুনামির মত জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে।[২১]

তাছাড়া বায়ুমন্ডলের কার্বনডাই-অক্সাইড এর স্বাভাবিক (০.০৩%) ও সহনীয় মাত্রার সাথে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত কার্বনডাই-অক্সাইড মিলিত হয়ে ওজোনস্তরকে ক্ষয় করছে। ওজোনস্তর ক্ষয়ের ফলে অতিবেগুনি রশ্মির আপতন ভূপৃষ্ঠে বেড়ে যায়। ফলে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মানব স্বাস্থ্য, প্রাণিজগত, উদ্ভিদজগত, অণুজীব, জড়বস্তু ও বায়ুর গুণগত মানের উপর। উলেণ্টখ্য, অতিবেগুনি রশ্মির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে; যার মধ্যে চর্ম ক্যান্সার, চোখে ছানি পড়া, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস অন্যতম। [২২]

অতিবেগুনি রশ্মির ক্রমাগত প্রভাবে সামুদ্রিক প্রাণিসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য জলজ প্রাণিসম্পদের প্রারম্ভিক বর্ধন প্রক্রিয়ায় ক্ষতি সাধনসহ জলজ খাদ্য পরম্পরায় মূল নিয়ামক ফাইটো পণ্টাংটনের উৎপাদন প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। উদ্ভিদের বর্ধনও ব্যাহত হয় এ রশ্মির প্রভাবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে শস্যের উৎপাদন ও মান এবং বনভূমি। সামুদ্রিক ও ভূপ্রতিবেশের উৎপাদন ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

হ্রাসের কারণে কার্বনডাই–অক্সাইডের শোষণ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে পৃথিবী জোড়া উষ্ণতা।[২৩]

১৯৬১ সনে জন টিনডাল নামক একজন বৈজ্ঞানিক কার্বনডাই-অক্সাইডের ইফেক্ট (Effect)-এর উপর ভিত্তি করে গ্রীন হাউস প্রভাবকে তিনভাবে বর্ণনা করেন। যেমন- ১. কার্বনডাই-অক্সাইডের অতিরিক্ত ঘনমাত্রা/ঘনত্ব বায়ুম-লের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। ২. কার্বনডাই-অক্সাইড সৌর রশ্মির (বিকিরণের) জন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যম অর্থাৎ কার্বনডাই-অক্সাইড সূর্যের আলট্রাভায়োলেট ও ইনফ্রারেড রশ্মিকে পৃথিবীতে পৌঁছতে সাহায্য করে। ৩. আবার কার্বনডাই-অক্সাইড তাপীয় বিকিরণের জন্য একটি অস্বচ্ছ মাধ্যম, ফলে কার্বনডাই-অক্সাইড পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপ শোষণ করে, যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। জন টিনডাল কার্বনডাই-অক্সাইডের উপরোক্ত ইফেক্টসগুলোকে (Effects) গ্রীন হাউস

২১. মোঃ আজহার-ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২২. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), পৃ. ২৪৪

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।[২৪] তাছাড়া তিনি জলবায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তনকে মানুষের ক্রিয়াকর্মের দ্বারা জীবাশ্ম জ্বালানির দহন প্রক্রিয়ায় যে কার্বনডাই-অক্সাইড তৈরি হয়ে বায়ুম-লে প্রবেশ করছে তাকেই এর কারণ হিসেবে উলেণ্ঢখ করেন।[২৫]

ঘন সবুজ বনানী বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। আর বৃষ্টির পানি মাটির স্তরে জমা হয়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা ঐ পানি শোষণ করে কা-ের মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলে। এ জলীয় বাষ্প উপরে উঠে মেঘের সৃষ্টি করে এবং পরিণামে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পানির এ আবর্তনকে পানিচক্র বলা হয়। এভাবে সবুজ গাছপালা কিংবা ঘন সবুজ বনানী পানিচক্র প্রক্রিয়ায় গুর-ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বায়ুম-ল জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। শব্দ-তরঙ্গ স্থানান্তরিত হওয়া, আবহাওয়া সৃষ্টি, শস্য ও বনভূমির জন্য বৃষ্টি, বরফ জমা, শিলাবৃষ্টি বা কুয়াশার জন্ম হতো না যদি বায়ুম-ল না থাকতো। বায়ুম-ল ছাড়া পৃথিবী শূন্যতায় পর্যবসিত হতো। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বায়ুম-লের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[২৬.] অর্থাৎ, মহান আলণ্ঢাহ্‌র কুদরতি কর্মকৌশলের গঠন প্রক্রিয়ায় গাছপালা পৃথিবীর অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। গাছপালা সবুজ বর্ণ কণিকা ক্লোরোফিল-

এর মাধ্যমে বায়ুম-ল থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড চুষে নেয়, যা মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে গৃহীত পানির সাথে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা ও অক্সিজেন তৈরি করে। একে সালোকসংশেণ্ঢষণ বলা হয়। যদি এ সবুজ গাছপালা না থাকতো তা হলে নিঃশ্বাস ও দহনের ফলে অক্সিজেন নিঃশেষিত হলে পর মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। এছাড়া জলে ও স্থলে জীবন্ত কোন প্রাণিই পাওয়া যাবে না, যা অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। চাই তা মুক্ত অক্সিজেন হোক কিংবা যৌগিক আকারের অক্সিজেন হোক। এমনকি জলজ উদ্ভিদরাজিও খাদ্য তৈরির জন্য সালোকসংশেণ্ঢষণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে আছে জলজ ও অজস্র সামুদ্রিকপ্রাণি।

পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে অবাধে বৃক্ষ নিধন। কেননা বনজ সম্পদ তথা বৃক্ষ ও তর-লতা প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সহয়তা করে। কিন্তু মানুষ নির্বিচারে বনভূমি উজাড় করে প্রকৃতির মানদ- নষ্ট করে পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। তাই এই বিপর্যয়ের জন্য মানুষই দায়ী।

২৪. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদর-ল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

২৫. প্রফেসর মোহাম্মদ সামসুল ইসলাম, পরিবেশ বিজ্ঞান অধ্যায়, *ছোটদের বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

২৬. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, জীবাশ্ম জ্বালানি ও বন ধবংস করে প্রতি বছর যে সাত বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন বাতাসে যোগ হয় তা পৃথিবীর গাছগাছালি চার বিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশুদ্ধ করে। বাকী তিন বিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশুদ্ধ করতে আরো ৪৬৫ মিলিয়ন হেক্টর বন প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত বন সৃজন তো দূরের কথা, শুধু ক্রান্তীয় বন এলাকাতেই (Tropical Forest) প্রতি মিনিটে ৪০ হেক্টর করে বনজ সম্পদ নিধন করা হচ্ছে। আর বন উজাড়ের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ভূমি ক্ষয়, নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, অনুর্বর কৃষি ভূমি, খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। সে সাথে নেমে যেতে শুর- করেছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর এবং শুর- হয়েছে মর-করণ প্রক্রিয়া।[২৭]

উলেণ্ঢখ্য, এক সময় পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বনভূমিতে আবৃত ছিল। কিন্তু মানুষের নির্বিচার হস্তক্ষেপের ফলে বহু বনভূমি ধবংস হয়ে গেছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে অনেক অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে, বন্যজন্তুর ক্ষতি হয়েছে, এমন কি শ্যামল বনভূমি মর-ভূমিতে পরিণত হয়েছে।[২৮] অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের মোট আয়তনের ২৫% ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।[২৯] পৃথিবীর মোট বনভূমির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও সর্বমোট প্রায় ৩০,৩১১ লক্ষ হেক্টর জমি বনভূমিতে আচ্ছন্ন। মহাদেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি বনভূমি

আছে (৪৪%)।[৩০] বস্তুত জলবায়ুর তারতম্য, মৃত্তিকার উপাদান এবং ভূপ্রকৃতির গঠনের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার গাছগাছালি জন্মে।

বাংলাদেশের মোট ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে ২.২০ মিলিয়ন হেক্টর হচ্ছে (১৫.৫%) বন।[৩১] যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এক সময় বাংলাদেশে প্রায় ৪০ শতাংশ জুড়ে বনভূমি ছিল। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট এলাকা জুড়ে বনভূমি প্রায় একশ' বছর আগেও বিরাজমান ছিল। সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আর মধুপুরে কিছু বনাঞ্চল এখনও আছে।[৩২] গাছ কেটে ফেলায় সূর্যালোক সরাসরি মাটিতে পড়ায়

২৭. আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, *পরিবেশ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৮. ড. তোফাজ্জল হোসেন খান ও ড. সিরাজুল হক, কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান অধ্যায়, *ছোটদের বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), খ. ২, পৃ. ৪৫৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, *পরিবেশ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩২. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

মাটিস্থ পানি বাষ্পীভূত হয়ে মাটি শুকিয়ে মরু সদৃশ হয়ে যায়। এছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতাও মরুকরণের অপর একটি কারণ।[৩৩] জানা যায়, উজানে ব্যাপক বনভূমি কর্তনের ফলে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে। আর বাতাসে তাপের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধিসহ বৃষ্টি অঞ্চল খরা ভূমিতে ও শীতাঞ্চল জলাভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনর্থক পাহাড় কাটার কারণে এবং ভূপৃষ্ঠে বাঁধের জন্য বিশাল মাটির স্তূপ চাপিয়ে দেয়ার কারণে নানা জায়গায় ভূকম্পন সৃষ্টি হচ্ছে।[৩৪.]

গ্রীন হাউস গ্যাসগুলো যেমন- কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, সি.এফ.সি (Clorofluro Carbon) ও নাইট্রাসঅক্সাইড ইত্যাদির বর্ধিত উপস্থিতিতে বায়ুমণ্ডলের তাপধারণ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বের উষ্ণতা অনাকাঙ্খিত পর্যায়ে বেড়ে যাচ্ছে। আর বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আস্তে আস্তে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। প্রাথমিকভাবে এর ফলে সমুদ্রে বাষ্পীয়ভবনের মাত্রা বেড়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাপ বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের এন্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড

পর্বতগাত্রে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ হিমবাহ ও বরফ গলে যাবে। যার কারণে পৃথিবীর উপকূলবর্তী লোকালয় ও ভূভাগ পণ্চাবিত হবে।[৩৫]

উলেণ্টখ্য, গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিতে কার্বনডাই-অক্সাইডই বেশি দায়ী। আবার জলীয় বাষ্প, কার্বনডাই-অক্সাইড এবং ওজোন আবহাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী উপাদান। এটাই সবচেয়ে মজার বিষয়। পরিমাণে এ তিনটি গ্যাস অল্প, কিন্তু আবহাওয়ার উপর এদের প্রভাব অত্যন্ত গুর“ত্বপূর্ণ। গাছপালা সালোকসংশেণ্টষণ প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিশোষণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়, যা প্রাণিকুল নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। আলণ্টাহ্ তা'আলার নির্দেশে প্রাণিকুলকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছে সবুজ উদ্ভিদ ও গাছপালা। পৃথিবীতে কার্বনডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে বিশ্বসম্প্রদায় উদ্বিগ্ন। কার্বনডাই-অক্সাইড বায়ুম"লে বেশি জমা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন থেকে এবং কার্বনডাই-অক্সাইড-এর প্রাকৃতিক শোষক যন্ত্র বৃক্ষ ও গাছপালা নিধনের কারণে। আর এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবী মহাদুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যত বেশি কার্বনডাই-অক্সাইড বায়ুম"লে থাকবে পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ তত বেশি বায়ুম"লে আটকা পড়বে। আর ততই পৃথিবীর তাপমাত্রা

৩৩. আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, *পরিবেশ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩৪. মোঃ আজহার"ল হক, কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য, প্রাগুক্ত, পৃ .৬০

৩৫. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

বেড়ে যাবে। এভাবে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বেড়ে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক দেশ সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিজ্ঞানী কনওয়ে বলেন, ২০৫০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পানির স্তর আধা মিটার উঁচু হলে বাংলাদেশের ১১% এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এতে সাড়ে ৫ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৬]

বিশ্বের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে প্রভাবক ভূমিকা রাখা গ্রীন হাউস গ্যাসের মাত্রা এ মুহূর্তে ২০ লাখ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। হাওয়াইয়ে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন পর্যবেক্ষণকেন্দ্র জানিয়েছে, সেখানকার বাতাসে এখন কার্বনডাই-অক্সাইডের অংশ প্রতি মিলিয়নে ৪০০ একক। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পণ্টাইস্টোসিন যুগে বাতাসে এ পরিমাণ কার্বনের অস্তিত্ব ছিল। এ অবস্থাকে বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য আশঙ্কাজনক উলেণ্টখ করে বিজ্ঞানীরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় 'দ্র"ত ও কার্যকর' পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণেই কার্বন নিঃসরণের হার এত বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসোলিন থেকে তেল

উৎপাদনের হার বেড়ে যাওয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানির এ অতিরিক্ত ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সমুদ্র এবং বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী পিটার টান জানিয়েছেন, বৈশ্বিক এ উষ্ণতার জন্য পুরোপুরি দায়ী মানুষের অবিবেচনা। তবে দুই মিলিয়ন বছর আগে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ এর চেয়ে বেশি থাকলেও তখনকার পরিবেশ সে কার্বনকে দ্রুত শুষে নিতে পেরেছিল। কেননা তখন গাছ এবং জঙ্গলের সংখ্যা এখনকার চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশি ছিল। প্রতিদিনই কার্বন নিঃসরণের বর্তমান পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটছে। নিঃসরণের পরিমাণও দ্রুত বাড়ছে। ১৯৫৮ সালে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ছিল প্রতি মিলিয়নে ৩১৫ একক। ৫৫ বছর পর আজ তা দাঁড়িয়েছে ৪০০ এককে। নিঃসরণের এ হার পৃথিবী এবং প্রাণিকুলের বাস্তুসংস্থানের জন্যও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মূল আশঙ্কটাও ঠিক এ জায়গায়। তাঁদের ভাষ্য, সাধারণত কয়েক মিলিয়ন বছর পর পর কার্বনের অবস্থান ১০০ পয়েন্ট বাড়ে, এর ফলে প্রাণিকুল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব। সে জন্য প্রতিবছরই প্রাণিকুলের কয়েকশ' প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।[৩৭]

বনভূমি মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ। কারণ বনভূমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। বনভূমির প্রত্যক্ষ উপকারিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো- কাষ্ঠশিল্প, অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি কাঠ, উপজাত দ্রব্য ও পশুপালনে সহায়তা পাওয়া। বনভূমির পরোক্ষ

৩৬. *দৈনিক দিনকাল*, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর ২০০৫

৩৭. *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১২ মে ২০১৩

উপকারিতার মধ্যে রয়েছে জলবায়ুর উপর এর প্রভাব, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, ঝড় প্রতিহত করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমণ্ডলের কার্বন ও অক্সিজেন চক্রে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বর্তমান যুগে মানুষের তৈরি বন প্রসারের ব্যাপক উদ্যোগ বনের প্রকৃত গুরুত্ব নির্দেশ করে। কারণ মানুষের চাহিদা পরিপূরণে বনের অবদান এতই বেড়ে গেছে যে প্রাকৃতিক বন হতে তা সঙ্কুলান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রাকৃতিক বনের পাশাপাশি বিশ্বের মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন বন তথা কৃত্রিম বন সৃষ্টি করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বনের গুরুত্ব যদিও অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পরিমাপ করা সম্ভব তবুও বনের এমন কতকগুলো গুরুত্ব রয়েছে যার প্রকৃত গুরুত্ব অর্থনৈতিক গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন- পরিবেশগত গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্যগত গুরুত্ব, চিত্তবিনোদনগত গুরুত্ব প্রভৃতি। বর্তমানে সারা বিশ্ব গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। ফলে গ্রীন হাউস প্রভাবজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধকল্পে বনের পরিবেশগত গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, বন ও বনের গাছপালা গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে এক কার্যকর প্রযুক্তি। সে সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য

বন ও বনের গাছপালার গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বে মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বন ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

গাছপালা প্রকৃতির শোভাবর্ধক এবং আলণ্ঢাহ্ তা'আলার এক বিশেষ দান এবং তাঁর নি'আমতসমূহের মধ্যে অন্যতম নি'আমত। গাছপালা হচ্ছে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার জন্য এক অপরিহার্য উপাদান। কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুন্দর, মনোরম ও স্বাস্থ্যকর রাখতে হলে প্রত্যেক ভৌগোলিক এলাকায় বেশি বেশি করে গাছ রোপণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিকল্পিত উপায়ে খালি জায়গায় গাছ লাগিয়ে বনভূমি সৃষ্টি করতে পারলে তা হবে এ পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান পাথেয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়াও গাছ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে। আর পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির স্থায়ী উৎস হিসেবে অবদান রাখে। গাছপালা মাটির ক্ষয় রোধ করে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এতে মাটিস্থ পুষ্টি উপাদানের অপচয়ও রোধ হয়।

গাছ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কমাতে এবং মরুভূমিতে বায়ুরোধক হিসেবে কাজ করে। যেখানে গাছপালা বেশি সেখানে প্রস্বেদন বেশি, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি। ফলে বৃষ্টিপাত বেশি এবং মাটির আদ্রতা বেশি। কাজেই গাছ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক

২২৪

ও নি'আমত হিসেবে কাজ করে। গাছপালা সুষম জলবায়ু সুরক্ষায়, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে, ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণে, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে ও জীবজন্তুর আশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৃক্ষ বা গাছপালাকে কেন্দ্র করে মানুষের সমস্ত পার্থিব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অর্থাৎ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত প্রতিটি কর্মেই মানুষ উদ্ভিদ বা গাছপালার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। সারকথা এই, মহান আলণ্ঢাহ্র বিধানমতে বন-জঙ্গলেই মানুষের যাবতীয় মঙ্গল নিহিত রয়েছে। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামগণ ও আউলিয়ায়ে কিরামগণ কখনো কখনো দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাহাড় কিংবা বন-জঙ্গলের কোন নিভৃত স্থানে আলণ্ঢাহ্পাকের কুদরত ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকতেন এবং সেখান থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে মযলুম ও অবুঝ মানব সমাজের মুক্তির সনদ নিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসতেন। যেমন- বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত সিনাই পর্বতমালার তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত তুয়া উপত্যকার কোনো এক বৃক্ষের মধ্য থেকেই হযরত মূসা (আ)-এর উপর ওহী নাযিল হয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'আমি তোমার প্রতিপালক,

অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছ। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।'[৩৮]

সর্বোপরি আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আপন কুদরতের বৈচিত্র্যের নিদর্শন স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বারবার বৃক্ষ ও গাছপালার কথা উলেণ্ঢখ করেছেন। এমনকি পরকালে মানুষের জন্য যে বেহেশতের প্রতিশ্র“তি দেয়া হয়েছে, তা ঘন গাছপালা, বন-বনানী ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে; এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উলেণ্ঢখ রয়েছে। মু'মিনমাত্রই বেহেশত কামনা করে। আর খোদ ফিরিশতাগণও মু'মিনদেরকে বেহেশতে দাখিল করার জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্র“তি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৯]

বস্তুত বৃক্ষ রোপণ একটি সওয়াবের কাজ এবং এটি নবীর সুন্নাত। এমনকি রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বৃক্ষ রোপণকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল চাষাবাদ করে আর তা থেকে

পাখি কিংবা মানুষ

৩৮.আল-কুরআন, ২০ : ১২-১৩

৩৯. আল-কুরআন, ৪০ : ৮

বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে।[৪০] ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযিলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেছেন, 'যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ লাগাবে- তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খায় তাও দান স্বরূপ। পাখি যা খায় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্য দান স্বরূপ।'[৪১]

প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার প্রধান মাধ্যম হল সবুজ বন-বনানী, বৃক্ষ ও গাছপালা। তাই বৃক্ষ ও গাছপালা রোপণে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) এত বেশি তাগিদ ও উৎসাহব্যঞ্জক গুর“ত্ব আরোপ করেছেন যে, কিয়ামত সন্নিকটে হলেও কারো হাতে যদি একটি গাছের চারা বা বীজ থাকে সে যেন তা রোপণ করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে। হাদীসে আছে, 'যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখনও যদি কারও হাতে কোন চারা

থাকে তাহলে সে যেন তা রোপণ করে।’[৪২] কারো মাথা থেকে একটি কাঁচা চুল ছিড়লে যেমন সে কষ্ট পায় তেমনি বিনা কারণে বা বিনা প্রয়োজনে গাছ থেকে একটি পাতা ছিড়লেও তা ঐ বৃক্ষের জন্য কষ্টের কারণ হয়। কেননা বৃক্ষেরও প্রাণ বা জীবন আছে। সেজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে বিনা প্রয়োজনে গাছের একটি পাতা ছিড়াও গর্হিত কাজ। কেননা জগতের সবকিছুই মহান আলণ্ঢাহ্‌র গুণগানে তথা তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন আছে। সুতরাং বৃক্ষ কিংবা বৃক্ষপত্রও এ থেকে খালি নেই। আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا-

‘সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।’[৪৩]

কাজেই যেখানে বৃক্ষের পাতা ছিড়া গর্হিত কাজ সেখানে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন নিশ্চিয়ই বড় অপরাধ। এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও বৃক্ষ, গাছপালা ধবংস কিংবা জ্বালাও পোড়াও করতে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এছাড়া ফলধারী বৃক্ষের নিচে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে

৪০. ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৩), খ. ৪, কিতাবুল মুযারা‘আত , হাদীস নম্বর- ২১৬৯

৪১. ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩), খ. ৪, মুসাকাত ও মুযারা‘আত অধ্যায়, হাদীস নম্বর- ৩৮২৪

৪২. আহমাদ, *বাকী মুসনাদিল মুকাসসিরীন*, হাদীস নম্বর - ১২৫১২

৪৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৪৪

একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হয় অন্যদিকে ফল গাছের আয়ুষ্কাল ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ফলের মান ও গুণ কমে যায়। ফলে বাজার মূল্যও কমে যায় এবং মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রা)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উলেণ্ঢখ্যযোগ্য। একদা হযরত আবু দারদা (রা) দামেশকে একটি বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে হযরত আবু দারদা (রা)-কে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে বৃক্ষ রোপণ করতে দেখে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ‘আপনি রাসূলুলণ্ঢাহ (স)-এর একজন বিশ্বস্ত সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এ কাজটি করছেন ?’ হযরত আবু দারদা (রা) উত্তরে বললেন, ‘আপনি এমনটি বলবেন না। আমি রাসূলুলণ্ঢাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষের চারা লাগায়, অতঃপর তা থেকে

কোন মানুষ কিংবা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার কোন সৃষ্টি খাদ্য গ্রহণ করে তখন তা রোপণকারীর জন্য একটি সাদকা হিসেবেই পরিগণিত হয়।'[৪৪]

বন ও বন্য পশু-পাখি আলণ্ঢাহ্পাকের দান ও শোভাবর্ধক। তাই রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) এগুলোর সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুর"ত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারার এক একটি বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন। ঐসব এলাকার গাছপালা কাটা এবং সেখানে বন্য পশু-পাখির শিকার আজও নিষিদ্ধ। আর মুসলিম বিজয়ীরা যে দেশে গিয়েছেন, সে দেশকেই গাছপালা দ্বারা সবুজ সতেজ করে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। প্রধানত কুরআন ও হাদীস থেকেই তাঁরা এ কাজের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। মুসলিম ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে।[৪৫]

অতএব, এ থেকে বোঝা যায়, পরিবেশ ও বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগেই বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও হাদীস বিজ্ঞানময় এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান যেটা সত্যিকারভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে কেবল সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যেক্ষেত্রে সত্যে উপনীত হবে তা কুরআন ও হাদীসের সাথে নিঃসন্দেহে মিল খাবে। কেননা আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী সত্য ও ন্যায়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

---

৪৪. কৃষিবিদ ড. মোঃ সদর"ল আমিন ও অন্যান্য, *কৃষি ও বনায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৪৫. প্রাগুক্ত।

আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তিনি ফিরিশতাদের অভিমত জানতে চান। কিন্তু সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত মহান আলণ্ঢাহ্ ফিরিশতাদের সকল যুক্তি ও মতামত উপেক্ষা করে অবশেষে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এজন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে এ পৃথিবীর অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে সর্বপ্রথম বস্তুজগতের জ্ঞান দান করেন। অতঃপর তাঁর বাম পাঁজর হতে একখানা হাড় নিয়ে তা দ্বারা তাঁর সহধর্মিণী হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন যেন আদম তাঁর সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। এরপর আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা তাঁকে সস্ত্রীক বেহেশতে বসবাসের জন্য অনুমতি দান করেন। কিন্তু তথায় একটি সুনির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে আলণ্ঢাহ্ তাঁদেরকে নিষেধ করেন। অর্থাৎ মহান আলণ্ঢাহ্ হযরত আদম (আ)-কে সর্বপ্রথম বেহেশতের একটি বৃক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর যখন আদম (আ) ইব্লিসের প্ররোচনায় সে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করলেন তখন তিনি আলণ্ঢাহ্র নির্দেশক্রমে সস্ত্রীক জান্নাত থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। অতঃপর এ দুনিয়াতে অবতরণ করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ـ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ -

‘এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান তথা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।’[৪৬]

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ৩৫-৩৬

বেহেশতের এ গাছটি কী গাছ সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলণ্ঢামা আবু জা‘ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, ‘সঠিক কথা এই, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা আদম-হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁরা তা খেয়েছিলেন। সেটি কোন গাছ তা আমরা জানি না। কারণ, আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা কুরআনে এমন কোন প্রমাণ রাখেননি যা দ্বারা বান্দারা তা জানতে পারে। এমনকি সহীহ্ হাদীস হতেও তার প্রমাণ মিলে না।’ অবশ্য কেউ বলেন, গম গাছ; কেউ বলেন, আঙ্গুর গাছ; কেউ বলেন, তীন গাছ ইত্যাদি। সুতরাং এগুলোর যে কোন একটি হতে পারে। তবে তা জেনে যেমন উপকার হয় না, তেমনি না জানলেও কোন ক্ষতি হয় না। আলণ্ঢাহ্ই সর্বজ্ঞ। ইমাম রাযী এভাবে তাঁর তাফসীরে সংশয়ের সমাধান পেশ করেছেন এবং এটাই সঠিক কথা।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, নিষিদ্ধ গাছটি হলো সরিষা গাছ।[৪৮] ইব্‌ন জারীর বলেন, তাঁকে মুছান্না ইব্‌ন ইবরাহীম, তাঁকে মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, তাঁকে আল কাসিম, তাঁকে বনু তামীমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবুল জুলদকে প্রশ্ন লিখে পাঠালেন, কোন গাছ আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন গাছের কাছে গিয়ে তিনি তাওবা করেন? তিনি জবাবে লিখেছেন, প্রথমটি হলো সরিষা গাছ আর দ্বিতীয়টি হলো যায়তুন গাছ।[৪৯] আরো বর্ণিত আছে, আলণ্ডাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত হতে নামিয়ে দিলেন, তখন তাকে সকল কারিগরী বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন এবং পথের সম্বল হিসেবে বেহেশতের কিছু ফলমূল দিলেন। তা এ পৃথিবীর ফলমূলের মতই ছিল। তবে পৃথিবীর ফল নষ্ট হয়, তা নষ্ট হয় না।[৫০] অন্যত্র বর্ণিত আছে, শয়তান তার কৌশল প্রয়োগ করার জন্য যে গাছটির আশ্রয় নিয়েছিল তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ এটাকে গম বলেছেন, কেউ বলেছেন আঙ্গুর, কেউ বলেছেন আঞ্জীর বা আনার, আবার কেউ কেউ এটাকে বলেছেন আপেল গাছ।[৫১]

পৃথিবীর সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে গম।[৫২] পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫০% গম অথবা গমজাত দ্রব্যকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। শক্ত জাতের গম থেকে আটা ও সুজি বানানো হয়। আর নরম জাতের গম থেকে ময়দা করা হয়। মানুষ সর্বপ্রথম যে গাছটার সফল চাষ শুর‍ু করেছিল, তা হচ্ছে গম।

৪৭. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩, খ. ১, পৃ. ৪০০

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৩

৫১. মোঃ আজহার‍ুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৫২, প্রাগুক্ত।

এদের আদিবাস হচ্ছে ইরাক, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে।[৫৩]

জান্নাতে বসবাস করার জন্য এবং সেখানকার পরিবেশের সুরক্ষার জন্য স্রষ্টার যে বিধান ছিল তা লঙ্ঘন করার কারণে আদম (আ) জান্নাতে থাকতে পারেননি। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীতে বসবাসের জন্যও যে রকমের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা করতে না পারলে মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূরা আল-আ'রাফে এ একই ঘটনা সম্পর্কে মহান আলণ্ডাহ্ সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ-
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ

الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ-وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ-فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ-

'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। তৎপর যখন তারা সে বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'[৫৪]

আলণ্ডাহ্ বৃক্ষের দ্বারা কালিমায়ি তাইয়্যিবা (সৎ ও পবিত্র বাক্য) এবং কালিমায়ি খাবীছার (অসৎ ও কুফরি বাক্য) উপমা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, বৃক্ষের দ্বারা আলণ্ডাহ্ মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের

৫৩. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৫৪. আল-কুরআন, ৭ : ১৯-২২

এবং কাফির ও তার কুফরি ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা সৎ ও অসৎ বাক্যের ব্যবধান যেমনি ধরা পড়ে, ঠিক তেমনি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতের বৃক্ষ সম্বন্ধেও মানুষের একটি ধারণা জন্মে। বস্তুত, কুফরি কথা ও কাজের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং এর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ-تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ-وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ-

'আপনি কি লক্ষ্য করেন না আলণ্ডাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মৌসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতিক্রমে এবং আলণ্ঢাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।'[৫৫]

আলোচ্য ২৪ নম্বর আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে, যার কা- মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে এটি উৎপাটিত হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্য নির্ভর উক্তি এই, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কা- যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয় এবং এটা সবাই জানে।[৫৬]

তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, কুরআনে উলিণ্ঢখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্যল তথা মাকাল বৃক্ষ। [৫৭] মুসনাদে আহ্মাদে মুজাহিদের বর্ণনায় হযরত আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, 'একদিন আমরা রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) একটি প্রশ্ন করলেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে

৫৫. আল-কুরআন, ১৪ : ২৪-২৬

৫৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬

মরদে-মু'মিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রিওয়ায়াত মতে এস্থলে তিনি আরও বলেন, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ?' ইব্ন উমর (রা) বলেন, 'আমার মনে চাইল যে, বলে দেই- খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, উমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না।' এরপর স্বয়ং রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বললেন, 'এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।'[৫৮]

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই, কালিমায়ি তাইয়্যিবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামিল মু'মিন সাহাবী ও তা'বিয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলিমদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মাল ও কোন কিছুর

Dhaka University Institutional Repository

পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দুটি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলে, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ -অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলী আলণ্ঢাহ্ তা'আলার যেসব যিকির, তাসবীহ্-তাহ্লীল, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল-বিকাল আলণ্ঢাহর দরবারে পৌঁছতে থাকে।[৫৯]

চতুর্থ কারণ এই, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, উঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই, কামিল মানুষ এবং আলণ্ঢাহ্ ও রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে।[৬০]

পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় সৎবাক্যের শিকড় তথা কালিমায়ি তাইয়্যিবা মু'মিনের হৃদয়ে বিশ্বাস ও মা'আরিফাত দ্বারা প্রোথিত থাকে। এরূপ মু'মিন বান্দার অন্তরে সদা-সর্বদায় আলণ্ঢাহ্র ধ্যান ও স্মরণ জাগ্রত থাকে। যা প্রতি মুহূর্তে তাকে পরকালীন ফলদান করে থাকে। এ স্তরের মু'মিন কখনও আলণ্ঢাহ্ তা'আলাকে ভুলেন না। তাদের জিহবা যিকিরে লিপ্ত না থাকলেও তাদের অন্তর আলণ্ঢাহ্র স্মরণে ও তাঁর গুণকীর্তনে নিমগ্ন

৫৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

থাকে।

মু'মিনের কালিমায়ি তাইয়্যিবা মজবুত ও অনঢ় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়িম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন- দুনিয়াতে ও আখিরাতে। শর্ত এই, এ কালিমা আন্তরিকতার সাথে পড়তে হবে এবং লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহ্-এর মর্মকথা পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই, এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কালিমায় কায়িম থাকে, যদিও এর মোকাবেলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে।[৬১] পক্ষান্তরে যারা

Dhaka University Institutional Repository

যালিম, আলণ্ঢাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা শাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন না। সূচনাতেই তাদের পদস্খলন ঘটে। আর পরজীবনে তাদের ব্যর্থতার কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে- খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালিমায়ি তাইয়্যিবার অর্থ যেমন- লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালিমায়ি খাবীছার অর্থ কুফরি বাক্য ও কুফরি কাজকর্ম। পূর্বোলিণ্ঢখিত হাদীসে كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হান্‌যল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন। কুরআনে এ খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা। কাফিরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। যথা : ১. কাফিরের ধর্ম বিশ্বাসের কোন শিকড় নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। ২. পৃথিবীর আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৩. বৃক্ষের ফুলফল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম আলণ্ঢাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়।[৬২]

উলেণ্ঢখ্য, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খেজুরের চাষ ইরাকে হলেও বর্তমানে ইরাকসহ সুদান, তিউনিসিয়া, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী আরবদেশসমূহ দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য অস্ট্রেলিয়াসহ ইরান, আলজেরিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো প্রভৃতি দেশে খেজুরের চাষ হয়ে থাকে।[৬৩]

---

৬১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. ড. মোঃ ফেরদৌস মণ্ডল ও মোঃ রুহুল আমিন, *ফলের বাগান*(ময়মনসিংহ : মিসেস আফিয়া মণ্ডল প্রকাশিকা, এপ্রিল ১৯৯০), পৃ. ২২

উলেণ্ঢখ্য, ইরাকে ঈসা (আ)-এর জন্মের সাত হাজার বছর পূর্বেও খেজুর চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগেও খেজুর গাছের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খেজুর হচ্ছে ২৫-৩০ মিটার উঁচু, শাখা-প্রশাখাবিহীন, দৃঢ় ও গোলাকার কাণ্ড বিশিষ্ট মরুজ উদ্ভিদ। এ গাছটির সমস্ত কাণ্ড জুড়ে ধূসর বর্ণের স্থায়ী পত্রমূলের আবরণ থাকে। কাণ্ডের শীর্ষে থাকে কাঁটা-আচ্ছাদিত পাতার মুকুট। ৩-৬ মিটার বড় যৌগিক পাতার পত্রবৃন্ত বেশ দৃঢ়। পাতার প্রতিটি পত্রকের শীর্ষদেশ ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ কাঁটাতে রূপান্তরিত। বিশেষত পাতার গোড়ার দিকের

পত্রকগুলো ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর কাঁটার রূপ নেয়। খেজুরকে খুব সহজে যে বৈশিষ্ট্যে চেনা যায় তা হলো এর পাতার প্রতিটি পত্রকের দুটি কিনারাই উপরের দিকে বাঁকানো।[৬৪]

গ্রীষ্মকালে এ গাছে ফুল আসে। পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে জন্মায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোঁটা বিহীন অসংখ্য একলিঙ্গ ফুল থোকা বেঁধে মনোরম চামড়ার মত একটা আবরণীর মধ্য থেকে বের হয়ে আসে। এদের ফুলের বৃতি আর পাঁপড়িকে আলাদা করে চেনা যায় না। অর্থাৎ এখানে বৃতি ও দল মিলে পুষ্পপুট গঠন করে। যার অংশ ৬টি এবং এরা সবাই স্থায়ী ও মুক্ত।[৬৫]

এ গাছের ফলের ত্বক ৩টি স্তরে বিভক্ত। বাইরের স্তরটি খুব পাতলা। মাঝের স্তরটি শাঁসযুক্ত ও রসাল। আর ভিতরের ত্বকটি বেশ কঠিন। এ ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। একটি গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত এরূপ ফলকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ড্রুপ' (Drupe)। ফলগুলো দেখতে ডিম্বাকৃতির। কচি অবস্থায় সবুজ থাকলেও পেকে গেলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।[৬৬] Palmae গোত্রের এ গাছের প্রধান দুইটি প্রজাতি রয়েছে। যথা- ১. আরবি খেজুর ও ২. দেশি খেজুর।[৬৭] আরবি খেজুর উৎকৃষ্ট মানের ফল। এর শাঁস খুবই মিষ্টি। তুলনামূলকভাবে দেশি খেজুর বেশ কিছুটা নিম্নমানের। এতে শাঁসও কম।[৬৮]

জৈব রাসায়নিক বিশেণ্ঢষণে দেখা গেছে, একটি শুকনো খেজুরে প্রায় ৭৫-৮০% শর্করা, ২% আমিষ, প্রায় ২.৫% স্নেহজাতীয় পদার্থ রয়েছে। পাকা খেজুরের ১০০ গ্রাম শাঁসে ২০ ভাগ পানি. ৬০-৬৫ ভাগ শর্করা, ২ ভাগ আমিষ এবং যৎসামান্য কপার, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ভিটামিন এ, বি$_১$, বি$_২$ ও খনিজ লবণ থাকে।[৬৯] তাই শুকনো ও পাকা খেজুর ফল ভক্ষণ করে একজন মানুষ তার শরীরের খাদ্য চাহিদার প্রায়

৬৪. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. প্রাগুক্ত।

৬৮. প্রাগুক্ত।

৬৯. ড. মোঃ ফেরদৌস মণ্ডল ও মোঃ রুহুল আমিন, *ফলের বাগান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

সবটা পূরণ করতে পারে।

আল কুরআনে সবচেয়ে আলোচিত এ বৃক্ষের ফলের রস ও পাতার রয়েছে আরও অনেক অনেক ব্যবহার। এর ফল শুকনো করে দীর্ঘকাল খাদ্যমানসহ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তৈল সহযোগে মজানো এ ফল সহজেই দেশ-বিদেশে বস্তায় ভরে রপ্তানি করা যায়। অন্যান্য ফলের তুলনায় খুব একটা রোগ বালাই নেই বলে এতে সহজে পচনও ধরে না।[৭০]

জ্যাম, জেলি, আচার ও গুড় তৈরিতে ব্যাপকভাবে এ ফল ব্যবহৃত হয়। হৃদরোগ ও পেটের পীড়ায় খেজুর বেশ উপকারী ভেষজ। অধুনা উন্মত্ততা বা পাগলের চিকিৎসাতে খেজুর সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শীতকালে এ গাছের কাণ্ড চেঁচে সামান্য গর্ত করে নল লাগালে এর জাইলেম বাহিকা বা পরিবহণ কলা থেকে টপটপ করে বের হয়ে আসে সুমিষ্ট শীতল পানীয়।[৭১]

রাতে সংগ্রহ করা উক্ত রস বা পানীয় জাল দিয়ে গুড়, মিসরি, এমনকি চিনিও তৈরি করা হয়। এ রসের রয়েছে অত্যাশ্চর্য কৃমিনাশক গুণাবলী। এরা পাকস্থলীর পীড়াতেও উপকারী। এছাড়াও এটা শরীরকে ঠান্ডা রাখে।[৭২] এর পাতা থেকে পাটি, মাদুর, খেলনা ও ঝাড় তৈরি করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে এর আঁশ বা পত্রক পেঁচিয়ে রশি ও দড়ি প্রস্তুত করা হয়। এর কাণ্ড ও মূল উৎকৃষ্ট জ্বালানি। কাণ্ড থেকে বিভিন্ন দেশে সিঁড়ি, ঘাট, ঘরের সিলিং ও বেড়া বানানো হয়। এর কাঠ পানিতে প্রায় পচেই না।[৭৩]

খেজুর বৃক্ষ সম্পর্কে আল-কুরআনে বহু সংখ্যকবার বর্ণিত হওয়ায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ গাছ আলণ্ঢাহ্র বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ। ভাল করে লক্ষ্য করলে কিছু কিছু চমকে দেয়ার মত গুণ এতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- খেজুর গাছের মূল মাটির অনেক গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য খেজুর গাছের পক্ষে মরুভূমি ও মরু মাটির গভীর অবস্থান থেকে রস ও পানি শোষণ করা সহজ হয়। এর দীর্ঘ মূল চারপার্শ্বে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে উন্মত্ত মরুঝড় থেকে সহজেই বাঁচতে পারে। এ যেন মুসলিমদের ঈমানের অনুরূপ। এর দীর্ঘ শাখাবিহীন কাণ্ড সারাটা জীবন পাতা ঝরার দাগ বহন করে। এ যেন ঈমানদারের একই সত্য পথে চলার নির্দেশনা। পাতা ঝরার দাগ যেনো তার ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে চলে আসার স্মরণ চিহ্ন। মাথার পত্র-মুকুট যেনো মানুষদের পৃথিবীর কলুষতা মুক্ত হয়ে আলণ্ঢাহমুখী তথা আকাশমুখী গতির

---

৭০. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, ১৪০

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৭৩. প্রাগুক্ত।

সবুজবিন্যাস। অর্থাৎ মু'মিনের অন্তর যিকির ও তাসবীহ্তে আলণ্ঢাহর দরবারমুখী হয়ে থাকে সর্বাবস্থায়।[৭৪] এর পাতার গঠন যেনো ঈমানের দুর্গের ক্রম-বিন্যাস। প্রতিটি পত্রকের যতই গভীরে যাওয়া যায় ক্রমেই তা তীক্ষ্ণ ও সূচালো রক্ষীরূপে সাজ নেয়। প্রাথমিক দুনিয়াদারীর আঘাতে প্রতিঘাত করতে না পারলেও মু'মিন তাঁর মূল-দেহ অর্থাৎ ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করণের আঘাত ফেরাতে সব সময় প্রস্তুত।[৭৫]

তাছাড়া খেজুর গাছ দীর্ঘ খরা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী বৃক্ষ।[৭৬] এ গাছের মনোরোম চামড়া আচ্ছাদিত মঞ্জরী যেনো পরকালের অফুরন্ত নি'আমতের তুল্য। এসবই আখিরাত নামক পর্দা দ্বারা ঘেরা রয়েছে।[৭৭]

খেজুর ফল সব সময় সব ঋতুতেই পাওয়া যায় ও খাওয়া যায়। তেমনিভাবে মু'মিনের সৎকর্মসমূহও সর্বাবস্থায় সব পরিবেশ ও ঋতুতে উজ্জ্বলতাসহ অব্যাহত থাকে।[৭৮] খেজুর বৃক্ষের প্রতিটি অংশই যেমন উপকারী তেমনি মু'মিন মুসলিম তার প্রতিটি আচরণ, কথা ও কাজের দ্বারা বিশ্বের জন্য প্রতিনিয়ত উপকার বয়ে আনে।[৭৯]

খেজুর থেকে মানুষ খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করতে পারে। এর সরাসরি ফল খাওয়া ও সংরক্ষণ করে ফল খাওয়াটা উত্তম খাদ্যস্বরূপ। আর এর মন্দ উপকার হল নেশাকর দ্রব্য বা মদ তৈরি করে লাভবান হওয়া। উলেণ্টখ্য, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নেশাকর তরল দ্রব্য পানের অনুমতি থাকলেও পরবর্তীতে তা হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

মহান আলণ্টাহ্ বৃক্ষ, পাহাড় ও বাড়িঘর দ্বারা প্রাণিকুলের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষ করে মানুষ তা দ্বারা রৌদ্র-তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। বস্তুত বৃক্ষ ও গাছপালা প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুন্দর, মনোরম, ছায়াময়, সুশীতল ও সুস্বাস্থ্যকর রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ বৃক্ষ ও গাছপালা মানুষসহ সকল জীবকুলের বেঁচে থাকার জন্য গুর―ত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে যা পৃথিবীবাসীর প্রতি আলণ্টাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্বন্ধে মহান আলণ্টাহ্ বলেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ

৭৪. মোঃ আজহার―ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬ ড. মোঃ সুলতান উদ্দিন ভূঞা ও অন্যান্য, *কৃষিবনায়ন*(ময়মনসিংহ : শামিমা লিপি সুলতান প্রকাশক, আগস্ট ২০০০), পৃ. ৫৮

৭৭. মোঃ আজহার―ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৭৮. প্রাগুক্ত।

৭৯. প্রাগুক্ত।

كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ-

'এবং আলণ্ঢাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।'[৮০]

এ পৃথিবীতে উদ্ভিদ জন্মানোর অবস্থানগত দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভিদকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-স্থলজ উদ্ভিদ, জলজ উদ্ভিদ ও মর"জ উদ্ভিদ। অর্থাৎ এ তিন ধরনের উদ্ভিদ সাধারণত এ পৃথিবীতে দেখা যায়। পবিত্র কুরআনে আরেক ধরনের বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে যা আগুনের মধ্যে জন্মায় এবং যাকে আগুন জ্বালাতে পারে না। তবে এ ধরনের বৃক্ষকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা 'অভিশপ্ত বৃক্ষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকন্তু এ বৃক্ষকে 'যাক্কূম বৃক্ষ' বলা হয় যা জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا -

'স্মরণ কর"ন, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উলিণ্ঢখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।'[৮১]

পবিত্র কুরআনে এটিকে অভিশপ্ত বলার অর্থ হলো, এর ভক্ষণকারী জাহান্নামিদের অভিশপ্ত বলা। অতিশয়োক্তির পদ্ধতিতে রূপক ব্যবহারে গাছটিকেই অভিশপ্ত বলা হয়েছে। রহমত হতে সর্বাধিক দূরে হওয়ার অর্থে একে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। কেননা যাক্কূমের জন্ম জাহান্নামের অতল গহবরে। অথবা অভিশপ্ত দ্বারা অপছন্দনীয় অর্থ নেয়া হয়েছে। কারণ যাক্কূম পীড়াদায়ক ও অপছন্দনীয়। এছাড়া আরবরা

---

৮০. আল-কুরআন, ১৬ : ৮১

৮১. আল-কুরআন, ১৭ : ৬০

যে কোন ক্ষতিকর ও বিস্বাদ খাদ্যকে অভিশপ্ত বলে থাকে।[৮২] এটা অনস্বীকার্য, আলণ্ঢাহ্ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তা তিনি যে কোনো পরিবেশে এবং যে কোনো অবস্থায় সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা তিনি

শূন্য থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা বলে। তিনি কোনো কিছুর কাছে মুখাপেক্ষী নয় এবং কোনো ক্ষেত্রেই অক্ষম কিংবা ব্যর্থ নয়। তিনি সব কিছু ইরাদা বা আদেশ দ্বারা সৃষ্টি করেন। যেমনটি তিনি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রে। তিনি হুকুম দিয়ে আগুনকে করে দিয়েছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর জন্য সুশীতল ও আরামদায়ক। কাজেই আলণ্ডাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কে মু'মিনদের পূর্ণ আস্থা থাকা দরকার।

আলণ্ডাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করে পৃথিবীকে গাছপালা, তর‍ু-লতাসহ নানাবিধ বস্তু দ্বারা সুশোভিত করে দিয়েছেন। আলণ্ডাহ্ বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا -

'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তর শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ। এবং তার উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব।'[৮৩]

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا - অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি ইত্যাদি সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয়, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধবংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধবংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আলণ্ডাহ্ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণিদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাবিধ অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।[৮৪]

রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বলেন, 'পৃথিবী সবুজ-সুমিষ্ট। আলণ্ডাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তোমাদেরকে তোমাদের

৮২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ৩২২-৩২৩

৮৩. আল-কুরআন, ১৮ : ৭-৮

৮৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৭

পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি দেখছেন-তোমরা কেমন আমল কর।'[৮৫] আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পৃথিবীর যাবতীয় শোভনীয় বস্তুসমূহকে এক সময়ে উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করবেন। উলেণ্ঢখ আছে, হাশরের ময়দান উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। যেখানে সমবেত হাশরবাসী একত্রিত হবে এবং সেখানে আলণ্ঢাহ্ মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের চূড়ান্ত বিচার করবেন।

আলণ্ঢাহ্র কুদরতে ও তাঁর আদেশক্রমে মারইয়াম (আ) জিবরাঈল (আ)-এর ফুঁকের মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে গর্ভধারণ করেন। অতঃপর মারইয়াম (আ) তার পরিবারবর্গ থেকে দূরে এক স্থানে চলে যান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, স্বামী ব্যতীত গর্ভধারণ করেছেন এ অপবাদের ভয়ে তিনি তার পরিবারবর্গ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস উপত্যকার শেষ প্রান্তে চলে যান।[৮৬] এরপর প্রসব বেদনাকালে মারইয়াম (আ) একটি খেজুর গাছের তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তথায় নহর প্রবাহিত করে পানি কিংবা খেজুর গাছ থেকে রসের ব্যবস্থা করে মারইয়াম (আ)-এর জন্য তা পানের ব্যবস্থা করেন, এর সাথে তাজা খেজুর খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا-فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا-وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا-فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا-

'প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম! ফিরিশতা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন; তুমি তোমার দিকে খর্জুর-বৃক্ষের কাে নাড়া দাও, তা তোমাকে সুপক্ব তাজা খেজুর দান করবে। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও।'[৮৭]

আলোচ্য আয়াতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মারইয়াম (আ)-কে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আলণ্ঢাহ্র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বুঝা যায়, রিযিক অর্জনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।[৮৮]

৮৫. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩১

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

৮৭. আল-কুরআন, ১৯ : ২৩-২৬

৮৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন* 'সংক্ষিপ্ত তফসীর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

মারইয়াম (আ)-এর সান্ত্বনার উপকরণাদি উলেণ্টখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের কথা উলেণ্টখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উলেণ্টখ করা হয়েছে। فَكُلِي وَاشْرَبِي কারণ সম্ভবত এই, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে; বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।[৮৯] রাবী ইব্ন হায়ছাম বলেন, 'আমার মতে, নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য তাজা পরিপক্ক খেজুর থেকে উত্তম কিছু নেই এবং রোগীর জন্য মধুর চাইতে উত্তম কিছু নেই।'[৯০]

বৃক্ষপত্র মেষ বা ছাগলের খাবার। মূসা (আ) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা গাছের ডালে আঘাত করে তাঁর মেষপালের জন্য পাতা পাড়তেন। আর মেষপাল সে পাতা খেত। এ বিষয়ে তিনি আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সাথে যে বাক্যালাপ করেন তা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা অত্যন্ত গুর"ত্বের সাথে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য এই, মানুষ যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এতে মহান আলণ্ঢাহ্র সাথে মূসা (আ)-এর আন্তরিক প্রেম ও সুগভীর ভালোবাসার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তাই প্রত্যেক মু'মিন-মুত্তাকীর উচিত আলণ্ঢাহ্র সাথে প্রেম-ভালবাসার সুসম্পর্ক সৃষ্টির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা-সাধনা করা এবং তাঁর এবাদতে মশগুল হওয়া। তাছাড়া আলণ্ঢাহ্ ভীতি ও আলণ্ঢাহ্ প্রীতি মু'মিনের পারলৌকিক মুক্তি ও বেহেশত পাওয়ার অন্যতম পাথেয়। অধিকন্তু, বৃক্ষপত্র যে ছাগলের উৎকৃষ্ট খাবার তা সহজে অনুমেয়। বিশেষ করে কাঁঠাল গাছের পাতা ছাগলের খুব প্রিয় খাবার। এ সম্বন্ধে আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ-قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ-

'হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কী? সে বলল, ওটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এ দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।'[৯১]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের একটি সুনির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইব্লিস শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ভুলক্রমে সে গাছের ফল খেলেন। ফলে তাঁদের আবৃত লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল এবং জান্নাতের বৃক্ষের পাতা দিয়ে তাঁরা তাদের

৮৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

৯০. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬২৩-৬২৪

Dhaka University Institutional Repository

৯১. আল-কুরআন, ২০ : ১৭-১৮

লজ্জাস্থানকে পুনরায় গোপন করতে সচেষ্ট হলেন। এতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর আদম (আ) তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং মহান আলণ্ঢাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আলণ্ঢাহ্ আদম (আ)-কে ক্ষমা করলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৩৫-৩৬ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আ'রাফের ১৯-২২ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ-فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ-ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ-

'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা উভয়ে তা হতে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।'[৯২]

বিশ্বব্যাপী বনজঙ্গল ক্রমান্বয়ে কেটে ফেলায় গাছপালা দ্বারা কার্বনডাই-অক্সাইড শোষণের মাত্রা কমে গেছে। কাজেই বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়ে চলেছে। সুতরাং বায়ুমন্ডলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উৎস হতে সংযোজিত এ বাড়তি কার্বনডাই-অক্সাইড পরিশোষণের প্রাকৃতিক যন্ত্র সবুজ গাছপালা, বৃক্ষরাজি ও বন-বনায়নের প্রসার না ঘটালে পৃথিবী মহাদুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই মহান আলণ্ঢাহ্ উদ্ভিদ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে সবুজ শ্যামল করে গড়ে তোলেন। আলাহ্ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-

'আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আলণ্ঢাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী? নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।'[৯৩.]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, আলণ্ডাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, যার কারণে সবুজ গাছপালা ও বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে। আর আলণ্ডাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী। তাই তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনি সকল সৃষ্টির জন্য যা কল্যাণকর তা-ই করেন। বৃষ্টি ছাড়া তথা পানি ছাড়া গাছপালা জন্মানো যে অসম্ভব তা আলণ্ডাহ্ তা'আলা ভাল করেই জানেন। কেননা

৯২. আল-কুরআন, ২০ : ১২০-১২২

৯৩. আল-কুরআন, ২২ : ৬৩

আলণ্ডাহ্‌র চেয়ে বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী কেউ নয়। তাই আলণ্ডাহ্ আকাশ থেকে তাঁর হিকমত ও কুদরতের যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মানুষ ও জীবকুলের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। যা তাঁর এক অপূর্ব কুদরতের নিদর্শন ও নি'আমত।

আর বৃষ্টিপাত যেমন গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করে তেমনি গাছপালাও বৃষ্টিপাত সংঘটনে গুর্‌ত্বপূর্ণ ~~ভূমিকা পালন করে। গাছপালা বিষাক্ত কার্বন পরি~~শোষণ করে বায়ুকে ঠা া ও সুশীতল রাখে। তাই কার্বনডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধিজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধকল্পে তথা জলবায়ুগত পরিবর্তন প্রতিরোধে বৃক্ষ ও গাছপালার গুর্‌ত্ব অপরিসীম। এজন্য পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী সবুজায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

এ পৃথিবীতে বিরাজমান অসংখ্য ও অগণিত বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে কোন কোন গুর্‌ত্বপূর্ণ বৃক্ষ ও গাছপালার কথা আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে উলেণ্ডখ করেছেন। তন্মধ্যে সিনাই পাহাড়ে উৎপন্ন যায়তূন গাছ ও এর নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ-

'এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।'[৯৪]

আলোচ্য আয়াতে যায়তূন বৃক্ষের ও এর তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যায়তূনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যায়তূনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজে আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে, تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ যায়তূন বৃক্ষের জন্য বিশেষত তূর পর্বতের উলেণ্ডখ করার কারণ এই, এ বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যমতে জানা যায়, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো যায়তূন গাছ এখনো বেঁচে আছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী এ অসাধারণ গুণী বৃক্ষটিকে আমরা জলপাই নামে চিনি। আর কুরআনের বিভিন্ন সূরার আয়াতে মোট ৬ (ছয়) বার আলণ্ডাহ তা'আলা যায়তূন গাছের নাম নিয়েছেন।[৯৬]

৯৪. আল-কুরআন, ২৩ : ২০

৯৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৫

৯৬. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

কুরআনে যায়তূন গাছের উৎপত্তিস্থল সিনাই পর্বত বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক Plant diversityও বর্তমানে এটা প্রমাণ করতে পেরেছে।[৯৭] কেউ কেউ বলেন, তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যায়তুন।[৯৮] দুই প্রকারের যায়তূন বা জলপাই হয় পৃথিবীতে। এর একটি হচ্ছে ইউরোপীয় জলপাই। আর অন্যটি হলো ভারতীয় উপমহাদেশে যে জলপাই পাওয়া যায় সেটি। ইউরোপীয় জলপাইটিই কুরআনে আলোচিত মূল যায়তূন। এ বৃক্ষ পাওয়া যায় ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, পর্তুগাল, সিরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। যায়তূন তৈল মূলত Oleaceae গোত্রের গাছ থেকেই পাওয়া যায়। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রাপ্ত জলপাই-এর গোত্র হচ্ছে Elaeocarpaceae এবং এতে তৈলের পরিমাণ খুবই কম।[৯৯]

পৃথিবীতে ইউরোপীয় জলপাই এর প্রজাতি রয়েছে প্রায় ২০০টি। যায়তূন বা জলপাই সুউচ্চ বৃক্ষ। পাতা উপবৃত্তকার। পাতা ১২-১৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পত্রফলক সূচালো। পাতা ঝরে যাবার পূর্বে লাল বর্ণ ধারণ করে। ফল ডিম্বাকার, মসৃণ, মাংসল ও সবুজ। খেজুরের মতই উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় এদের ফলকে 'ড্রুপ' (Drupe) বলা হয়। পাকার পরও ফলের বর্ণ সবুজ থেকে যায়। ফলের শাঁস শক্ত ও নিরস, স্বাদ অম্লীয় বা টক। দেশি জলপাই-এর তুলনায় যায়তূন আকারে ছোট। এতে ১৫-৪০% পর্যন্ত তৈল থাকে। দেশি জলপাইতে ১% এর বেশি তৈল পাওয়া যায় না।[১০০] জলপাই এর জৈব রাসায়নিক বিশেণ্ডষণে দেখা গেছে, এখানে তৈল ছাড়াও শর্করা রয়েছে ১৬.২%, আমিষ ১%। এছাড়া ভিটামিন, কপার, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ রয়েছে উলেণ্ডখযোগ্য পরিমাণে। জলপাই ফল থেকে আচার, চাটনি ও অম্লীয় স্বাদযুক্ত নানা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করা হয়। এর তৈল রান্নায় ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শিশুসহ সকল মানুষের ত্বকে ব্যবহারের উপযুক্ত তৈল এটা। গবেষণায় দেখা গেছে, ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে এর জুড়ি নেই। সর্বাবস্থায় সব ঋতুতে এটা ব্যবহার করা যায়।[১০১]

অধিকন্তু, যায়তূন তৈলের রয়েছে বেশ কিছু ভেষজ গুণ। প্রসব পরবর্তী দাগ ও ত্বকের অন্যদাগ নিরাময়ে এটা খুবই কার্যকর। চাটনি ও আচারে এ তৈল মাখিয়ে দিলে দীর্ঘদিন টিকে থাকে।[১০২]

---

৯৭. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৯৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৫

৯৯. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

১০০. প্রাগুক্ত।

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. প্রাগুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা যায়তূন ও যায়তূন তৈলের বিশেষ গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে তাঁর পবিত্র কালামে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে যায়তূন গাছের যায়তূন ফল থেকে আহরিত তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত প্রদীপের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নূরের উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

'আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'[১০৩.]

شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ এতে প্রমাণিত হয়, যায়তূন ও যায়তূনবৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলিমগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। যেমন- যায়তূন তৈল প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষণ করা হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (স)

বলেন, যায়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।[১০৪] উলেণ্টখ্য, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বচ্ছ আলো যায়তূন তৈল জ্বালিয়ে পাওয়া যায়।[১০৫]

আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি ও গ্রীস এ তৈল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে থাকে। আল কুরআনে অনেকবার এ গাছটির উলেণ্টখের কারণ মনে করা হয় এটাতে আলণ্টাহ্র বিশেষ নিদর্শন রয়েছে। আর যায়তূনের ফল কাঁচা বা পাকা অবস্থায় বর্ণ বদল করে না। এ যেন সৎ কাজের লক্ষ্যে সর্বাবস্থায় অনুরূপ থাকার নিদর্শন বহন করে। অন্য ফল বা ফসলের মত এ ফলের বীজ থেকে তৈল না এসে

১০৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৫

১০৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫

১০৫. মোঃ আজহার৺ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

সরাসরি ফলের শাঁস থেকে পেষণ ছাড়াই তৈল পাওয়াটা যেন ইহকালের আমলের দ্বারা পরকালের কাঙ্খিত সেই ফল লাভ, যা ভোগ করতে কোন পরিশ্রম করতে হবে না।[১০৬]

এর পাতা সবুজ থাকলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং লাল হয়ে ঝরে পড়ে। এটা যেন প্রত্যেক প্রকৃত মানুষের জীবন-সায়াহ্নের কাঙ্খিত লক্ষণ। অর্থাৎ সারাটা জীবন নিজেকে তৈরি করে সবচেয়ে উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় ও সফল হওয়ার পরেই মানুষের পরকালের জন্য প্রস্থান তথা মৃত্যুবরণ করা উচিত।[১০৭]

রাসূল হলে হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে পারবে না, মানুষ না হয়ে তাঁকে ফিরিশতা হতে হবে কিংবা ফিরিশতা তাঁর নিত্য সঙ্গী হতে হবে এবং তাঁকে প্রচুর অর্থসম্পদ, বাগবগিচা ও উদ্যানের মালিক হতে হবে এসব কথাবার্তা মহান আলণ্টাহ্র দৃষ্টিতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। বরং আলণ্টাহ্ তাঁর রাসূলের জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাগবাগিচা ও উদ্যানের চেয়ে পরকালে সর্বোত্তম বাগবাগিচা ও উদ্যান তথা জান্নাতের সর্বোত্তম ও শীর্ষ অবস্থান সংরক্ষিত রেখেছেন যা স্থায়ী ও উত্তম। তাই কাফির ও মুশরিকদের এসব অন্যায় ও অযৌক্তিক কথাবার্তাকে উলেণ্টখ করে মহান আলণ্টাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন,

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا-أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا-انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا- تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا-

'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার নিকট কোন ফিরিশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে? অথবা তাকে ধনভা৺ার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা হতে

সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? সীমালঙ্ঘনকারীরা আরও বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা আপনার কী উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে তারা পথ পাবে না। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু- উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ!'[১০৮]

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে, কাফির ও মুশরিকদের মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা মনে করত যিনি আলণ্ঢাহ্র রাসূল হবেন তাঁর অগাধ ধনভা ার থাকবে, বিপুল সম্পত্তি ও

১০৬. মোঃ আজহার ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. আল-কুরআন, ২৫ : ৭-১০

বাগবাগিচা থাকবে, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু এরূপ করা আলণ্ঢাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। যেমন- আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধন-দৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে সে শক্তিসামর্থ্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে পৃথক রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা দরিদ্র মুসলিমগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। সারকথা এই, আলণ্ঢাহ্ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয়নি। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকে পছন্দ করতেন।[১০৯]

তবে পৃথিবীর উদ্যান ও ঝরণা মানুষের প্রতি আলণ্ঢাহ্র নি'আমত। যদিও এগুলো ক্ষণস্থায়ী। তবুও এসব থেকে মানুষ পার্থিব জীবনে নানাভাবে উপকৃত হয়। বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্যান ও বনের গুর ত্ব অপরিসীম। তবে এগুলো মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। মানুষের উচিত এগুলোর সুরক্ষা ও সদ্ব্যবহার করা আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশে একনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়া। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ-

'(আলণ্ঢাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন) উদ্যান ও প্রস্রবণ।'[১১০]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে তূর পাহাড়ে নিজের তাজালণ্টী প্রদর্শন করেছিলেন এক উজ্জ্বল সবুজ বৃক্ষ থেকে। যার কারণে তূর পাহাড় ও সে সবুজ বৃক্ষ বরকতময় ও কল্যাণময় হয়েছিল। এভাবে সার্বিকভাবে সকল বৃক্ষরাজি আজও মানুষ ও প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষায় নিবেদিত 'প্রাণসত্তা' হিসেবে মহান আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছাক্রমে কাজ করে যাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবে। এজন্য ইসলাম কিয়ামত সংঘটনের পূর্ব মুহূর্তেও হাতে চারা থাকলে তা রোপণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলেছে। কেননা বৃক্ষ বা গাছপালা ছাড়া মানব অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। বস্তুত, বৃক্ষ ও গাছপালা মুক্ত অক্সিজেন উৎপাদন ও

১০৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭

১১০. আল-কুরআন, ২৬ : ১৩৪

সরবরাহের এক প্রাকৃতিক কারখানা। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ-

'যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আলণ্ঢাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক।'[১১১]

হযরত মূসা (আ) তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে, বিশেষত প্রসব যন্ত্রণায় কাতর নিজের স্ত্রী সফুরা-কে নিয়ে যখন শীতার্ত ও পীড়িত, তখন সহসা তূর পাহাড়ের বিশেষ একটা বৃক্ষে আগুন জ্বলছে বলে প্রতীয়মান হয়েছিল মূসা (আ)-এর কাছে। স্বাভাবিক বৃক্ষে লাগা আগুন মনে করেই উনি সে গাছের কোন এক জ্বলন্ত ডাল বা কাষ্ঠ খ- আনতে তূর পাহাড়ে গমন করেন। পরিজনদের বলে যান তাদের জন্য কোন সুখবর অথবা আগুন আনতে চলেছেন। কিন্তু যখন উপত্যকার ডান পার্শ্বের বৃক্ষ, যেটায় প্রজ্বলিত প্রভা ছিল সেখান থেকে বলা হলো, 'হে মুসা! আমি আলণ্ঢাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা;' মূসা (আ) বিস্মিত হলেন। উক্ত আলণ্ঢাহ্র নূরে উদ্ভাসিত বা ধারণকৃত বৃক্ষটি ছিল জলপাই বা যায়তূন গাছ।[১১২] অর্থাৎ এ তাজালণ্টী জলপাই বা যায়তূন গাছের ডালে প্রদর্শন করা হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বে এত বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি থাকতে স্রষ্টা তূর পাহাড়ের জলপাই গাছকে তাজালণ্টী প্রদর্শনের জন্য কেন বেছে নিলেন, তা তিনিই ভাল জানেন।[১১৩]

আলণ্ঢাহ্ অগ্নির আকারে নিজের তাজালণ্টী প্রদর্শন করেছিলেন। তবে তা ছিল রূপক তাজালণ্টী। কারণ, সত্তাগত তাজালণ্টী এ পৃথিবীতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজালণ্টীর দিক থেকে স্বয়ং মূসা (আ)-কে لَن تَرَانِي বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।'[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন জরীর (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, ইব্ন ওয়াকী (র) সূত্র পরম্পরায় আব্দুলণ্ঢাহ্ (রা) হতে বর্ণিত 'যে বৃক্ষ হতে হযরত মূসা (আ)-কে আওয়াজ করা হয়েছিল, সে বৃক্ষটি আমি   দেখেছি। তা একটি সবুজ বাবলা বৃক্ষ।' রিওয়ায়াতটির সূত্র শুদ্ধ হওয়ার মত। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হতে বর্ণনা করেছেন, 'বৃক্ষটি আলীক' নামক একটি বৃক্ষ। কোন কোন আহলে কিতাব বলেন, এটা হলো 'আওসাজ' নামক বৃক্ষ। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি এ বৃক্ষে তৈরি ছিল।[১১৫]

১১১. আল-কুরআন, ২৮ : ৩০

১১২. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১১৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১১

১১৫. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেম ২০০২), খ. ৮, পৃ. ৪৬২

أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 'অর্থাৎ ঐ সবুজ উজ্জ্বল বৃক্ষ হতে এ আওয়াজ আসল, 'হে মূসা! আমিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক আলণ্ঢাহ্।' অর্থাৎ 'তোমার সাথে মহান রাব্বুল 'আলামীন কথা বলছেন, যিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নেই। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে সকল সৃষ্ট বস্তু হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা সম্পূর্ণ পৃথক। কোন মাখলুকের সাথে তাঁর সাদৃশ্যতা নেই।'[১১৬]

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ - তূর পর্বতের এ স্থানকে কুরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বস্তুত এর বরকতময় হওয়ার কারণ আলণ্ঢাহ্র তাজালণ্ঢী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।[১১৭]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করার শক্তি ও সামর্থ্য কোন মাখলুকাতের নেই। একমাত্র আলণ্ঢাহ্ই তাঁর যথোচিত প্রশংসা করতে সক্ষম। যেমন- রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'হে আলণ্ঢাহ্! আপনি যেমন স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেছেন, আমার পক্ষে ঐভাবে আপনার প্রশংসা করা সম্ভব নয়।'[১১৮] অর্থাৎ আলণ্ঢাহ্র যথাযথ প্রশংসা করতে কেউ সক্ষম নয় বিধায় তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। আলণ্ঢাহ্র মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যেমন তিনি নিজেই বলেন, আর আমরা যেমন তাঁর প্রশংসা করি তিনি তার চেয়েও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব, তাঁর সুমহান গুণাবলী ও তাঁর অসীম কালিমা তথা তাঁর মহিমাসূচক বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর বৃক্ষসমূহকে কলম বানিয়ে লেখার জন্য এক

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবসম্মত উপমা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রেও মহান আলণ্ঢাহ্ বৃক্ষকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

‘পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আলণ্ঢাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। আলণ্ঢাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[১১৯]

আলোচ্য আয়াতে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে তথা ভূপৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে

১১৬. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৬২

১১৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১১

১১৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৮৯

১১৯. আল-কুরআন, ৩১ : ২৭

দেয়া হয় এবং এসব কলম আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবুও তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি সমুদ্র কেন, যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আলণ্ঢাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمَاتُ اللَّهِ-র ভাবার্থ আলণ্ঢাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী। আলণ্ঢাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয়, সমুদ্রের সংখ্যা সাতটি; বরং অর্থ এই, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলোর পানি দিয়ে কালি বানিয়ে আলণ্ঢাহ্র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উলেণ্ঢখ করা হয়েছে, সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়।[১২০]

জীবদেহ ও উদ্ভিদদেহ আগুনের উপকরণ সমৃদ্ধ। তবুও বিশেষ কিছু গাছের দাহ্যগুণ অধিকতর। প্রচলিত জ্বালানিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃক্ষের কাঠেই রয়েছে। অর্থাৎ, আগুন জ্বালাবার খুবই উপযুক্ত হচ্ছে বৃক্ষের কাঠ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃক্ষ বা উদ্ভিদদেহের অংশাদি। এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ-

'তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে প্রজ্বলিত কর।'[১২১]

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا আরবে মারখ ও ইফার নামক দু'ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এ দু'প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুর‍ুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়।[১২২] অথবা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।[১২৩] কিংবা সবুজ বৃক্ষসমূহের ভিতরের অগ্নি উপাদানসমূহের ইঙ্গিতও থাকতে পারে। এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।[১২৪]

১২০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৯

১২১. আল-কুরআন, ৩৬ : ৮০

১২২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৯

১২৩. প্রাগুক্ত।

১২৪. মোঃ আজহার‍ুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

আল-কুরআনের বর্ণনানুযায়ী পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বচ্ছ আলো উৎপাদনকারী জ্বালানি তৈল জলপাই থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীতে অনেক গাছ রয়েছে, যা থেকে সরাসরি জ্বালানি তৈল পাওয়া যায়। এভাবে পাইন গাছ থেকে তারপিন পাওয়া যায়। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, জলপাই, সূর্যমুখী, নারকেলসহ সকল উদ্ভিদ তৈল ভাল আগুন উৎপাদক। এ সমস্ত তেলে কেরোসিনের ন্যায় কালি উৎপন্ন হয় না। ডিজেল গাছ থেকে বর্তমানে ব্যাপকভাবে তরল জ্বালানি উৎপাদিত হচ্ছে।[১২৫]

উলেণ্টখ্য, মানুষের সবচেয়ে মহৎ আবিষ্কারের অন্যতম হচ্ছে আগুন আবিষ্কার। এ আবিষ্কার মানুষের সামাজিক ও গৃহস্থালির কাজকে এত প্রভাবিত করেছিল যে, মানুষের জীবনাচার অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। তাই অনেক বিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন, আগুন আয়ত্তে আনতে না পারলে মানুষ গৌরব করার মত আধুনিকতা অর্জন করত কিনা সন্দেহ।[১২৬]

বৃক্ষ, লতাপাতা ও জীবজ উপাদানই মূলত মানুষের তৈরি আগুনের মূল উপাদান। যদিও বর্তমানে ফসফরাস, পটাস ও নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের দাহ্যগুণ থেকে আগুন জ্বালানো হয়। দিয়াশলাই আগুনকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এর দাহ্য মাথার অংশটুকু একটু কাঠ বা কাগজের সাথে জুড়ে দেয়া থাকে। এ ক্ষুদ্র বার‍ুদের বাক্স থেকে শুর‍ু করে কয়লা, তৈল ও গ্যাসের খনির সবটুকুই উদ্ভিদ দেহ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট। প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যেই অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলন প্রক্রিয়ার

অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয়। জীবদেহের যাবতীয় অঙ্গানুর ৬০-৯০% ভাগ পর্যন্ত পানি। আর দাহ্য ও অদাহ্য নানা গ্যাসীয় উপাদান সমৃদ্ধ জীবদেহ ও দেহকোষ। তাই জীবের ও উদ্ভিদের দেহ- আগুন, পানি, বাতাস ও জড়বস্তু তথা মৃত্তিকার সমন্বয়ে গঠিত এটা বলা যায়।[১২৭] উলেণ্ঢখ্য, জীবের গলে পচে পাথর হয়ে যাওয়া দেহকে জীবাশ্ম বলে। জীবাশ্ম থেকে যে জ্বালানি পাওয়া যায় তাকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। আর জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কয়লা, খনিজ তেল, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি।

মু'মিনদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পরকালে তাঁদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ যে জান্নাত দান করবেন তা ফুল-ফল, গাছগাছালি, বৃক্ষরাজি প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত ও সুসজ্জিত থাকবে। অর্থাৎ, জান্নাত হবে জান্নাতিদের জন্য সুখের বাসোদ্যান। সুতরাং বাগবাগিচা, গাছপালা কিংবা উদ্যানের অস্তিত্ব ও গুর"ত্ব শুধু পৃথিবীতেই নয় এসব পরকালে জান্নাতেও থাকবে। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের চিরস্থায়ী সুখের কানন

১২৫. মোঃ আজহার"ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১২৭. প্রাগুক্ত।

তৈরির জন্যই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা এসব সৃষ্টি করেছেন। এসব থেকে মহান আলণ্ঢাহ্ জান্নাতিদেরকে বেহেশতি খাদ্যসামগ্রী, ফল-ফলাদি ইত্যাদি সুস্বাদু রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে মনের পরিতৃপ্ত কামনা-বাসনা অনুযায়ী চিরদিন উপভোগ করতে দেবেন। আর আলণ্ঢাহ্ চান এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত যথাযথ সাধনা করা। এ থেকে বোঝা যায়, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বৃক্ষ, গাছপালা, বাগবাগিচা প্রভৃতিকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। তাই তিনি এগুলোকে এ পৃথিবীতে ও পরকালে জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণ বানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ- أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ- فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ- فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ-

'তবে তারা নয় যারা আলণ্ঢাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক- ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, সুখের উদ্যানসমূহে।'[১২৮]

মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর একনিষ্ঠ মু'মিন বান্দাদের জন্য পরকালে জান্নাত তথা বেহেশতের অকল্পনীয় নি'আমত দানের কথা তাঁর পবিত্র কালামে বারবার বর্ণনা করেছেন। আবার একইভাবে অপরাধী ও যালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারিও বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য সুখদ-কাননের সুখবর দানের পাশাপাশি আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অবাধ্য

কাফির, মুনাফিক ও যালিমদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু তাদেরকে জাহান্নামের নিচে জন্মানো এক বিষাক্ত কাঁটা ও রসযুক্ত কুৎসিত যাক্কূম বৃক্ষ ও এর ফল ভক্ষণ করানোর কথা কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে উক্ত বৃক্ষ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা বনী ইসরাঈলের ৬০ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আলণ্ঢাহ্ তা'আলা জান্নাতের সুস্বাদু. ছায়াদানকারী, ফলবান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষের আলোচনা যেমন পবিত্র কুরআনে করেছেন তেমনিভাবে জাহান্নামের নিকৃষ্ট যাক্কূম বৃক্ষের আলোচনাও করেছেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন,

أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ- إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ – إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ - طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ
الشَّيَاطِينِ – فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ –

'আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয় না যাক্কূম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটি সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, এটির মোচা যেন শয়তানের মাথা। তারা এ হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে এ দ্বারা।'[১২৯]

১২৮. আল-কুরআন, ৩৭ : ৪০-৪৩

১২৯. আল-কুরআন, ৩৭ : ৬২-৬৬

উলেণ্ঢখ্য, যাক্কূম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা অঞ্চলে পাওয়া যায়। আলণ্ঢামা আলুসী লিখেন, এটা অন্যান্য অনুর্বর মর্ু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে ' 'থোহ্ড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে নাগফল বাংলায় ফণীমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কূম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে, দুনিয়ার এ যাক্কূমই জাহান্নামিদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কূম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কূমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ঙ্কর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কূমও প্রজাতি হিসেবে দুনিয়ার যাক্কূমের মত হলেও পৃথিবীর যাক্কূম অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্টভক্ষ্য হবে।[১৩০]

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ অর্থাৎ 'আমি যাক্কূম বৃক্ষকে যালিমদের জন্য ফেৎনা বানিয়েছি।' এক্ষেত্রে কোন কোন তাফসীরবিদ 'ফেৎনার' অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ 'এ বৃক্ষকে আযাবের উপাদান বানিয়েছি।' কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের বক্তব্য এই, ফেৎনার অর্থ 'পরীক্ষা'। উদ্দেশ্য এই, 'এ বৃক্ষের

আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে?’ সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে, কাফিরদেরকে যাক্কূম খাওয়ানোর আলোচনাসম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহ্ল তার সহচরদেরকে বলল, ‘তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে, আগুনের ভেতর নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি, খেজুর ও মাখনকে যাক্কূম বলা হয়। অতএব, এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।’[১৩১]

অথচ পরের আয়াতে আলণ্ডাহ্ তা‘আলা এর স্পষ্ট জবাব দিয়ে বলেছেন, إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

অর্থাৎ যাক্কূম তো জাহান্নামের গভীরে উদ্গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আলণ্ডাহ্ তা‘আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের

১৩০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৭

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৭-১১৪৮

সাহায্যে বিকশিত হয়।[১৩২] আসলে জাহান্নামের যাক্কূম জাহান্নামেই জন্মায়। উত্তপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা ও প্রবাহেই তার বিকাশ লাভ হয়।[১৩৩]

চিন্তা করলে দেখা যায়, এ পৃথিবীতে আলণ্ডাহ্র কুদরতের চাক্ষুষ নিদর্শন অগণিত ও অসংখ্যক। যেমন- তিনি রাতকে দিন করেন এবং দিনের ভেতর আবার রাতের অনুপ্রবেশ ঘটান। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি জগতকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালনা করেন। আবার ইচ্ছা করলে এর ব্যতিক্রমও করতে পারেন। সবকিছুই তিনি আদেশ দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাঁর এক আদেশেই তিনি যা চান তা হয়ে যায়। বারবার বলতে হয় না। কাজেই জাহান্নামের আগুনে যাক্কূম গাছ জন্মানোর বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। আলণ্ডাহ্র ইচ্ছায় যাক্কূম গাছগুলো জাহান্নামে জন্মাবার উপযোগী পরিবেশ ও অবস্থাই পেয়ে থাকবে। যেমন- পূবেই বলা হয়েছে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শাস্তি দেবার অগ্নিকুণ্ডকে আলণ্ডাহ্ তাঁর আদেশ দ্বারা শীতল ও আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন। এভাবে আলণ্ডাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ ‘আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।’[১৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই যাক্কূম গাছগুলো জাহান্নামের আগুনে না পুড়ে বরং আলণ্ঢাহ্ যেভাবে চাইবেন সেভাবেই বৃদ্ধি পাবে ও পুষ্ট হবে।

طَلۡعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوۡسُ الشَّيٰطِيۡنِ এতে যাক্কূম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيٰطِيۡنَ এর অনুবাদ করেছেন সাপ। অর্থাৎ যাক্কূম ফল সাপের মত হয়ে থাকে। ফণীমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে شَيٰطِيۡنَ বলে তার সাধারণ অর্থই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, যাক্কূম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত।[১৩৫] কারো মতে, যাক্কূমের ফল ও শাখা গুচ্ছের সাথে শয়তানের মস্তকের মিল রয়েছে। এর ফুল দেখতে সাপের ফণার মত। তাই গাছটিকে ফণীমনসা বলা হয়। অর্থাৎ যাক্কূম ফলের কুৎসিত গঠন শয়তানের মাথার অনুরূপ।[১৩৬]

পৃথিবীর যাক্কূম, ফণীমনসা বা ক্যাকটাস প্রভৃতি উদ্ভিদ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু। পানি ও আদ্রতা ছাড়াও এরা দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। আলো ও খনিজ পুষ্টির যোগান ছাড়াও এরা দীর্ঘদিন বাঁচার উপযুক্ত। তবে

১৩২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৮

১৩৩. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১৩৪. আল-কুরআন, ৫৪ : ৫০

১৩৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৮

১৩৬. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

সকালের অল্প রোদ এবং বাতাস এরা দারুণ পছন্দ করে। এদের আঠালো দেহের কাঠামোর মধ্যে সাদা দুগ্ধবৎ লেটেক্স বিদ্যমান। এটা জীবদেহে প্রবেশ করলে নানা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরা সুখকর গন্ধ ও স্বাদযুক্ত নয়। তাই কাঁটা খেতে পারে এমন প্রাণিরাও এ সমস্ত গাছের কাছে ঘেঁষতে চায় না।[১৩৭]

ছায়া ও ছায়া সৃষ্টির উপকরণ আলণ্ঢাহ্‌র বিরাট নি'আমত। ছায়াতে রয়েছে শান্তি ও স্বর্গীয় আমেজ। ছায়া মানুষকে প্রখর রৌদ্রতাপ ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করে প্রশান্তি এনে দেয়। সূর্যের তীব্র আলো ও ঝাঁঝালো আবহাওয়ায় ছায়া তৃপ্তিদায়ক ও আরামপ্রদ। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। তাই ছায়ার আরও অনেক রহস্যময় গুণাবলী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনো বস্তু হতে ছায়া পতিত হতে পারে। তবে মেঘমালা, গাছপালা ও বৃক্ষের ছায়ার উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের কম-বেশি জানা আছে। উলেণ্টখ্য, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ক্লান্তি দূর করতে মরুময় প্রান্তরে কুদরতি মেঘমালা সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে ছায়া দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে আলণ্ঢাহ্ বলেন, وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡغَمَامَ অর্থাৎ 'আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম।'[১৩৮] এ বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ অর্থাৎ ‘এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম।’[১৩৯] বস্তুত, বৃক্ষছায়া পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুন্দর, মনোরম, স্নিগ্ধ, ঠা¬া ও সুশীতল রাখতে গুর¬ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার ছায়া কখনও অসুস্থ, ক্লান্ত ও র¬গ্ন ব্যক্তির সুস্থতার জন্য বেশ উপযোগী। যেমন- মাছের উদর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আলণ্ঢাহ্র নবী হযরত ইউনুস (আ) যে বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তথায় আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ তথা এক লাউ গাছ সৃষ্টি করে তাঁকে ছায়া দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা হযরত ইউনুস (আ) তখন ছিলেন র¬গ্ন । আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ-وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ-

‘অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল র¬গ্ন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম।’[১৪০]

কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল

১৩৭. মোঃ আজহার¬ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১৩৮. আল-কুরআন, ২ : ৫৭

১৩৯. আল-কুরআন, ৭ : ১৬০

১৪০. আল-কুরআন, ৩৭ : ১৪৫-১৪৬

ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।[১৪১] তাই মাছের পেট থেকে তৃণহীন প্রান্তরে উদ্‌গিরণের পর মহান আলণ্ঢাহ্ ইউনুস (আ)-এর উপর ছায়া দানের জন্য এক লাউ গাছ সৃষ্টি করেন। উলেণ্ঢখ্য, হযরত ইউনুস (আ)-এর এ ঘটনাটি অত্র অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীরে বর্ণিত আছে, কা¬বিহীন বৃক্ষকে يَقْطِينٍ বলা হয়। রিওয়ায়াতে লাউ গাছের কথা উলেণ্ঢখ আছে। বস্তুত, ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

شَجَرَةً শব্দ থেকে বোঝা যায়, হয় আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা লাউ গাছকেই কা¬বিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।[১৪২] তবে মহান আলণ্ঢাহ্ যেভাবে চান সেভাবেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

উক্ত গাছের ছায়ায় হয়ত এমন গুণ বৈশিষ্ট্য ছিল যার বদৌলতে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঝলসে যাওয়া ত্বক ও ক্ষয়িষ্ণু শরীর পুনরায় লাবণ্য ফিরে পেয়ে স্বস্তিবোধ করেন তিনি।[১৪৩] তাছাড়া লাউয়ের বস্তুগত উপকার সম্পর্কে মানুষের কম-বেশি জানা আছে। যেমন- লাউ সহজে হজম হয়, শরীর ঠা¬া রাখে। লাউ

গাছের পাতা, ডগা ও ফল সবই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। আর লাউয়ের চেয়ে এর শাখা অনেক বেশি পুষ্টিকর।

বস্তুত ছায়া মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে সন্ধ্যাকালে বা ভোরের ছায়ায় হাঁটাহাঁটি করতে মানুষ স্বস্তিবোধ করে। মনটা তখন বেশি উদার বা ফুরফুরে থাকে। এছাড়া ছায়া কেবল পৃথিবীতেই পরিবেশকে মনোমুগ্ধকর রাখে না। বেহেশতে বেহেশতি বৃক্ষের ছায়া আরও কতগুণ বেশি স্নিগ্ধ ও আকর্ষণীয় হবে তা আলণ্ঢাহ্‌র ভাষায় সহজে বুঝা যায়। যেমন-আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলা জান্নাতিদের নি'আমত বর্ণনা করে বলেছেন, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا অর্থাৎ 'তাদেরকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করব।'[১৪৪] ফলকথা ছায়া যে ধরনেরই হোক না কেন অর্থাৎ ঘন হোক, স্থায়ী কিংবা দীর্ঘ হোক কিংবা শীতল হোক তা আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার নি'আমত বিশেষ। তবে বেহেশতের ঘন স্নিগ্ধ ছায়া বেহেশতবাসীদের জন্য সৎকর্মের পুরস্কার বিশেষ। তবে পৃথিবীতে ছায়া সাধারণত কালচে বা আলোহীন হয়। জান্নাতের চিরস্থায়ী ছায়ার কথা উলেণ্টখ

১৪১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৭

১৪২. প্রাগুক্ত।

১৪৩. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

১৪৪. আল-কুরআন, ৪ : ৫৭

করে আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলা বলেন, أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا অর্থাৎ 'তার (জান্নাতের) ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী।'[১৪৫] অনুরূপভাবে আলণ্ঢাহ্‌ জান্নাতের দীর্ঘ ও সম্প্রসারিত ছায়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ অর্থাৎ জান্নাতিরা থাকবে এমন উদ্যানে যেখানে আছে 'সম্প্রসারিত ছায়া।'[১৪৬]

একইভাবে কুরআনে জান্নাতের সন্নিহিত বৃক্ষছায়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বৃক্ষের ডালসমূহ ঝুঁকে জান্নাতিদের নিকটবর্তী হয়ে তাঁদেরকে ছায়া দান করবে। বলা হয়েছে, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا অর্থাৎ 'সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের (জান্নাতিদের) উপর থাকবে।'[১৪৭] কাজেই বৃক্ষছায়া সম্বন্ধে কুরআনের এসব উদ্ধৃতির মাধ্যমে এটা পরিস্কার বুঝা গেল, বৃক্ষছায়া শুধু পৃথিবীতে নয়, জান্নাতেও এটি মনোরম পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যা জান্নাতিদের জন্য দৃষ্টি নন্দন ও শান্তিদায়ক হবে। তাই বৃক্ষছায়া জান্নাতিদের জন্য মহান আলণ্ঢাহ্‌র এক অপূর্ব নি'আমত। বরং জান্নাতের চিরস্থায়ী উদ্যানে বৃক্ষছায়ার স্নিগ্ধতা কত কত গুণ বেশি হবে তা মহান আলণ্ঢাহ্‌ই ভাল জানেন। আর এ পৃথিবীতে প্রাকৃতিক

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষছায়ার গুর⇔ত্ব অপরিসীম। তাই পৃথিবীব্যাপী সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে হবে।

হযরত আইউব (আ) কোন কারণে তাঁর স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হয়ে শপথ করে বলেন, তিনি সুস্থ হয়ে তাঁকে একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু মহান আলণ্ডাহ্ তাঁর প্রিয় নবীর শপথ রক্ষা ও এ গুণবতী রমণীর প্রতি সুহৃদতা স্বরূপ সহজভাবে শপথ পূর্ণ করার জন্য আদেশ দেন। অর্থাৎ মহান আলণ্ডাহ্ একটি খেজুর গাছের ডালকে একশ'টি টুকরা বা খ⇔ করে তথা শলার মত করে সমুদয় টুকরাকে একমুষ্টি করে তা দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে শপথ রক্ষা করতে আদেশ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন,

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ-

'আমি তাকে আদেশ করলাম, একমুষ্টি তৃণ নাও ও তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।'[১৪৮]

উলেণ্ঢখ্য, 'হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী কোনো এক সময়ে অপরিহার্য প্রয়োজনে বাইরে গমন করেছিলেন এবং ফিরতে তাঁর দেরি হওয়ায় হযরত আইউব (আ) তাঁকে একশ' বেত্রাঘাত করবেন বলে

কসম

১৪৫. আল-কুরআন, ১৩ : ৩৫

১৪৬. আল-কুরআন, ৫৬ : ৩০

১৪৭. আল-কুরআন, ৭৬ : ১৪

১৪৮. আল-কুরআন, ৩৮ : ৪৪

করেছিলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী নিরাপরাধ হওয়ায় কসম পূর্ণ করার জন্য একটি উপায় আলণ্ডাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন। এটা হযরত আইউব (আ) এর জন্য আলণ্ডাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কেননা শরী'আতে কসম পূর্ণ করার জন্য কোন হীলা বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ নয়।'[১৪৯] তবে ~~হযরত আইউব (আ) কি কারণে কসম করেছেন সে সম্পর্কে~~ আরও মতামত রয়েছে। কিন্তু আলণ্ডাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-এর একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ সেবিকা, স্বামী সোহাগিনী স্ত্রীর প্রতি দয়া করে তাঁকে সহজভাবে কসম পূর্ণ করার নিয়ম বাতলে দেন। বস্তুত, এটা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। অন্যথায় কসম পূর্ণ করার জন্য ইসলামী শরী'আতের প্রতিষ্ঠিত বিধান বা নিয়মই প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, আলণ্ডাহ্ তা'আলা আদেশ করে বলেন, 'তুমি ضِغْثًا অর্থাৎ খেজুরের একটি ডাল যার মধ্যে একশ'টি তিন্‌কা বা ছিলকা থাকে, তা হাতে নিয়ে একবার আঘাত কর।' সে মতেই

তিনি আদেশ পালন করেন এবং শপথ ও প্রতিজ্ঞা হতে মুক্তি পান। অর্থাৎ, যারা আলণ্ঢাহকে ভয় করবে এবং তাঁর প্রতি নিজেকে অনুগত রাখবে, তাদের প্রতি প্রশস্ততা ও মুক্তির পথ এমনই হয়ে থাকে।'[১৫০]

মহান আলণ্ঢাহ্ পরকালীন শাস্তির কথা পুনরাবৃত্তি করে মানুষকে সতর্ক করতে চান। যেন মানুষ তাঁর পথে ফিরে আসে। যেমন- ইতিপূর্বে সূরা বনী ইসরাঈলের ৬০ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আস্সাফ্ফাত-এর ৬২-৬৬ নম্বর আয়াতসমূহে যাক্কূম বৃক্ষ ও এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ যাক্কূম বৃক্ষ সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পাপীদেরকে সতর্ক করে আবারো বলেন,

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ-طَعَامُ الْأَثِيمِ- كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ- كَغَلْيِ الْحَمِيمِ- خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ-

'নিশ্চয়ই যাক্কূম বৃক্ষ হবে- পাপীর খাদ্য; গলিত তাম্রের মত, তাদের উদরে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।'[১৫১]

এখানে উলেণ্ঢখযোগ্য বিষয় এই, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কূম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা এখানে যাক্কূম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।[১৫২] আবার কুরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কূম খাওয়ানোরও কথা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেয়ার

১৪৯. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭), পৃ. ৭৪৫, টীকা নম্বর- ১৪৮০

১৫০. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০২), খ. ৯, পৃ. ৫২২

১৫১. আল-কুরআন, ৪৪ : ৪৩-৪৭

১৫২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪০

আদেশের অর্থ এই হবে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল; কিন্তু যাক্কূম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।[১৫৩]

কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আলণ্ঢাহ্র রাসূল বলুক কিংবা না বলুক, মানুক কিংবা না মানুক আলণ্ঢাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল। অর্থাৎ, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ্' বলে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-কে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন করে একে চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়িম থাকবে এবং পবিত্র কুরআনে পঠিত হবে। সেসাথে আলণ্ঢাহ্ তাঁর রাসূলের সঙ্গী-সাথী তথা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা)-এর গুণাবলী ও তাঁদের মুখমলে রুকূ ও সিজ্দাজনিত কারণে তথা বেশি বেশি নামাজ পড়ার কারণে প্রস্ফুটিত নূর এবং ইসলাম ও

মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা গাছের সাথে এবং তার ক্রমোবৃদ্ধি ও পূর্ণ বিকাশের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যা সত্যই চমৎকার ও আকর্ষণীয়।

বস্তুত কৃষক কিংবা কোনো কৃষি অনুরাগী মানুষ জমিতে বীজ বপনের পর যখন বিকশিত কিশলয় দেখতে পায় তখন সে সত্যিই আনন্দিত ও উদ্বেলিত হয়। অতঃপর যখন তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় এবং ফসল সংগ্রহের সময় হয় এবং কৃষক পরিশেষে যখন তা সংগ্রহ করে ঘরে তোলে তখন তার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। মহান আলণ্ঢাহ্ যেহেতু মানুষের স্রষ্টা ও মালিক। তাই তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। কাজেই কিভাবে উপমা-উদাহরণ পেশ করলে মানুষ তা সহজে অনুধাবন করে ঈমান আনয়ন করতে পারবে তা আলণ্ঢাহ্ তা‘আলাই ভাল জানেন। এ প্রেক্ষিতে মহান আলণ্ঢাহ্ বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা, এর পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সাথে তুলনা করে সাহাবায়ে কিরাম, ইসলাম ও মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য উন্নতি ও জয়যাত্রার কথা অত্যন্ত দূরদর্শী ও আকর্ষণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি মুসলিমদের ক্রমোন্নতি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা দেখে কাফিরদের যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কেও আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন। আর এ গোটা বিষয় সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ

১৫৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন ‘সংক্ষিপ্ত তফসীর’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪০

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔

‘মুহাম্মদ আলণ্ঢাহ্র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতিশীল; আলণ্ঢাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ‘ ও সিজ্দায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আলণ্ঢাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধির দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আলণ্ঢাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।'[১৫৪]

আলোচ্য আয়াতে شَطْأَهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। شَطْأَهُ শব্দের অর্থ হচ্ছে দানার মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে অঙ্কুরোদগম হয়, তাকে شَطْأَهُ বলা হয়।[১৫৫] অর্থাৎ কিশলয়। প্রথম অঙ্কুর যা বীজ থেকে বেরিয়ে আসে, তার মর্ম সেসব লোক, যারা ইসলামের সূচনাকালে মুসলিম হয়েছেন।[১৫৬]

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে একাকী প্রেরণ করেছেন। যেরূপ কৃষক জমিনে বীজ বপন করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত বিলাল (রা) ঈমান আনয়ন করেন। এদের পর হযরত উছমান (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত সা'দ (রা), হযরত সাঈদ (রা), হযরত হামযা (রা), হযরত জা'ফর (রা) প্রমুখ মুসলমান হন। এমনকি হযরত উমর (রা) চলিণ্ঢশতম নম্বরে ঈমান আনয়ন করেন। যেরূপ প্রথমে শস্যদানার অঙ্কুরোগম হয়। তারপর কিশলয় শক্ত ও সুদৃঢ় হয়। শুরুতে ইসলাম নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ছিল। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চতুর্দিক থেকে কাফিররা চড়াও হয়। যদি আলণ্ঢাহ্র সাহায্য না হত, তাহলে প্রাথমিক চারার ক্রমবিকাশই ঘটত না। কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের প্রচেষ্টায় আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ঐ কচি চারাকে শক্তিশালী করে দেন। সাহাবীগণ এ কচি চারাকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় আপন রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করেন। এ রক্তসিঞ্চন তাঁর ওফাতের পরও অব্যাহত থাকে। বিশেষত হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর

১৫৪. আল-কুরআন, ৪৮ : ২৯

১৫৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০৫), খ. ১১, পৃ. ৩৭৮

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮১

খিলাফতকালে এ সিঞ্চন ক্রিয়া অবিরতভাবে চলতে থাকে। এভাবে ইসলামের চারা শক্ত সুদৃঢ় হয়ে স্বীয় কাণ্ডের উপর সোজা দাঁড়িয়ে গেল। সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী হলো। আর কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকল না। যেন মুসলিম নামক কৃষকরা তা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।[১৫৭] পরিশেষে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বললেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।'[১৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাগাবী (র) বলেন, আলণ্ডাহ্ তা'আলা ইঞ্জিলে সাহাবীদের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। শুরুতে তারা সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল হবে। এরপর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।[১৫৯] কাতাদা (র) বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলে এভাবে দেয়া হয়েছে, তাদের প্রবৃদ্ধি চারা গাছের মত হবে। তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। কারো কারো মতে চারা গাছ দ্বারা মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে এবং ঐ চারা গাছের কিশলয় হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মু'মিন মুসলিম।[১৬০]

মুবারক ইব্ন ফুযালা (র) বর্ণনা করেন, হাসান (র) বলেছেন, মুহাম্মদ (স) আলণ্ডাহ্র রাসূল। وَالَّذِينَ مَعَهُ আবু বকর (রা), أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা), رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ উছমান ইব্ন আফফান (রা), تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)। يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশশারা; যেমন- সা'দ (রা), সাঈদ (রা), আবু উবায়দা (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা), আবদুর রহমান (রা)। অন্যত্র বর্ণিত আছে, যেমন - মুহাম্মদ (স) একটি বীজ বপন করেছেন। আবু বকর (রা) তার প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম করেছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাকে শক্তিশালী করেছেন। উছমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে তা পুষ্ট হয়েছে। আর আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর কারণে ঐ চারাগাছ সোজা তার কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, আলী (রা)-এর তলোয়ারে ইসলামে দৃঢ়তা এসেছে।[১৬১] অন্যমতে বর্ণিত আছে, আবু বকর (রা)-এর কারণে ইসলামের বীজ তার অঙ্কুরোদগম করেছে। বাগাবী (র) বলেন,

১৫৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

১৫৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩

১৫৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৮০

১৬০. প্রাগুক্ত।

১৬১. প্রাগুক্ত।

হযরত উমর (রা) মুসলিম হওয়ার পর বলেন, আজকের পর থেকে কাফিরদের ভয়ে আলণ্ডাহ্র এবাদত লুকিয়ে করা হবে না।[১৬২] أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ আলণ্ডাহ্র আদেশ পালনে তারা তথা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) কাফিরদের সাথে কঠোর আচরণকারী।[১৬৩] অর্থাৎ কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করার জন্য আলণ্ডাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফিরদের জন্য কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে দয়াবান ও কোমল হৃদয় বানিয়ে দিয়েছেন।[১৬৪] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত, সমস্ত সাহাবাই

عدول বা ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং সবাই مغفور বা ক্ষমাপ্রাপ্ত ছিলেন।[১৬৫] সুতরাং সকল মু'মিন মুসলিমদের উচিত সাহাবায়ে কিরামদের (রা) প্রতি সর্বদা সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। তবেই মুসলিমগণ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে।

আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর সৃষ্ট জগতসমূহকে যাবতীয় শোভা-সৌন্দর্য ও সুবিন্যাসের মাধ্যমে অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুকৌশলে সৃষ্টি করেছেন। যা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও কুদরতের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বস্তুত কোথায় কোন্ বস্তু সৃষ্টি করলে তা অধিকতর সৌন্দর্য বর্ধন করবে, মানানসই হবে এবং কল্যাণকর হবে সেটা আলণ্ঢাহ্ই ভাল জানেন। তিনি যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পরিবেশে যে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও সংরক্ষণ করতেও সক্ষম। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। ঊর্ধ্ব জগতের সৃষ্টি রাজ্যের সর্বশেষ প্রান্তে তথা সপ্তম আকাশের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মহান আলণ্ঢাহ্র 'আরশ। স্বাভাবিকভাবেই সপ্তম আকাশের উপরে কিংবা 'আরশের নিচে বা পাদদেশে বৃক্ষাদি সৃষ্টি করার কোন কারণ মানবীয় দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য। কিন্তু এটা জানা, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর মি'রাজ গমনকালে মহান আলণ্ঢাহ্ সপ্তম আকাশের উপরে তার অন্যতম বড় নিদর্শন সিদ্‌রাতুল মুনতাহা বা শেষ সীমানার কুল বৃক্ষটিকে সুসজ্জিত করেছিলেন। অর্থাৎ, বৃক্ষের অস্তিত্ব সে সপ্তম আকশের উপরেও রয়েছে যা সত্যিকারভাবে আলণ্ঢাহ্র কুদরতের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে তাঁর কুদরতের সে নিদর্শনও দেখিয়েছিলেন। আর এর নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ- عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ- عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ- إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ- لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ-

১৬২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৮০

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

১৬৫. প্রাগুক্ত।

'নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন, প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।'[১৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

نَزْلَةً أُخْرَىٰ এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এ অবতরণও জিবরাঈল (আ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের সিদ্‌রাতুল মুনতাহা বলা হয়েছে।[১৬৭]

উলেণ্টখ্য, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুলণ্টাহ্ (স) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে সিদ্‌রাহ শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। আর মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে 'আরশের নিচে এ বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রিওয়ায়াতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রিওয়ায়াতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে, এ বৃক্ষের শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সাধারণ ফিরিশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুনতাহা বলা হয়। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, আলণ্টাহ্ তা'আলার বিধানাবলী প্রথমে সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশিণ্টষ্ট ফিরিশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফিরিশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আলণ্টাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মাসনাদে আহমাদে হযরত আবদুলণ্টাহ্ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে একথা বর্ণিত আছে।[১৬৮] ইমাম মুসলিম (র) আবদুলণ্টাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুলণ্টাহ্ (স)-কে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। পৃথিবী থেকে যে সব 'আমল আসমানে উত্থিত হয় তা সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান থেকে আলণ্টাহ্‌র দরবারে গ্রহণ করা হয়। আর যে সব নির্দেশ উপর থেকে অবতীর্ণ হয় তাও সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ ফিরিশতাগণ তা গ্রহণ করেন।[১৬৯]

আলণ্টামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্টাহ্ পানিপথী (র)-এর মতে, আলণ্টাহ্ তা'আলার কতিপয় সৃষ্টি অর্থাৎ

---

১৬৬. আল-কুরআন, ৫৩ : ১৩-১৮

১৬৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৫

১৬৮. প্রাগুক্ত।

১৬৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্টামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্টাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৫৯-৫৬০

ফিরিশতাগণ সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছায়। কোন সৃষ্টিই সিদ্‌রাতুল মুনতাহা অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। অতএব, তার পরে যা কিছু রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে গায়ব। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা যদিও মানুষের জন্য গায়ব কিন্তু কতিপয় ফিরিশতার জন্য গায়ব নয়।[১৭০]

মুকাতিল (র) বলেন, সিদ্রাতুল মুনতাহা একটি গাছ যা অলঙ্কার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ফল ও সর্বপ্রকার রং দ্বারা সজ্জিত। যদি তার একটি পাতাও পৃথিবীতে খসে পড়ে তবে তা সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে দেবে। বৃক্ষটির আরেক নাম তূবা যার কথা আলণ্ডাহ্ তা'আলা সূরা রা'দে উলেণ্ডখ করেছেন।[১৭১]

অন্যত্র রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) বলেন, এ কুল গাছের এক একটি পাতা হাতির কানের সমান এবং এক একটি কুল একটা মটকার সমান। রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) আরও বলেন, উক্ত গাছের পাতায় পাতায় এবং শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য ফিরিশতা বসে আলণ্ডাহ্র গুণকীর্তন করছেন। আলণ্ডাহ্র আহকাম এখানে নাযিল হয়। আলণ্ডাহ্র সে আহকামসমূহের জ্যোতি সে বৃক্ষটিকে এমনভাবে ঢেকে নিয়েছিল, সেখানকার সৌন্দর্য, আলণ্ডাহ্র নূরের ঝিলিমিলি এবং ফিরিশতাদের তাসবীহ্ পাঠ ইত্যাদির সমন্বয়ে উদ্ভূত শোভা বিশেণ্ডষণ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।[১৭২]

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ অর্থাৎ, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। আতা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আয়াতের অর্থ হলো, সেটি এমন উদ্যান যেখানে জিবরাঈল (আ) এবং অন্যান্য ফিরিশতা অবস্থান করেন। মুকাতিল ও কালবী (র) বলেন, শহীদগণের রূহসমূহ এখানেই অবস্থান করে।[১৭৩]

ماوى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে ماوى বলার কারণ এই , এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। হযরত আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতিরা বসবাস করবে।[১৭৪]

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ - অর্থাৎ, যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুলণ্ডাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে করীম (স)-এর

১৭০.সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৬০

১৭১. প্রাগুক্ত।

১৭২. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

১৭৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৬০

১৭৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৫

সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।[১৭৫] مَا زَاغَ الْبَصَرُ অর্থাৎ রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-এর চোখ ডানে-বামে ঝুঁকেনি আর না দৃষ্টিতে কোন ভুল করেছেন। বরং সঠিকভাবে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।[১৭৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, রাসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে।[১৭৭] مَا يَغْشَىٰ অর্থাৎ দৃষ্টি তাঁর মাহবুব থেকে অতিক্রম

Dhaka University Institutional Repository

করে অন্যের প্রতি যায়নি। কেউ কেউ বলেন, ما طغى এর অর্থ হলো যেসব বিস্ময়কর বস্তু দেখার জন্য আদেশ করা হয়েছে, দৃষ্টি তা থেকে সরে যায়নি।[১৭৮]

পক্ষান্তরে যারা উলিণ্ডখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে আলণ্ডাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন, আলণ্ডাহ্র দীদারে রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এ আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।[১৭৯] অন্যত্র উলেণ্ডখ রয়েছে, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) নিদর্শনাবলী দেখার পর তাঁর দৃষ্টি অতিক্রম করে আলণ্ডাহ্ তা'আলার যাত পর্যন্ত পৌঁছাল। কিন্তু তিনি যখন যাত দেখতে পেলেন তখন তাঁর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল, যাত অতিক্রম করে অন্য কিছুর প্রতি গেল না।[১৮০]

لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভুর কতিপয় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন। 'বড় নিদর্শন' দ্বারা উর্ধ্বগগনের সে সব বিস্ময়কর বস্তু উদ্দেশ্য যা রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) শবে মি'রাজে ভ্রমণকালে এবং প্রত্যাবর্তনকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ বুরাক, আকাশমন্ডলী, নবীগণ, ফিরিশতা, সিদ্রাতুল মুনতাহা ও জান্নাতুল মাওয়া।[১৮১] ইমাম মুসলিম (র) আবদুলণ্ডাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছিল দুশ'টি ডানা।[১৮২] অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স)

১৭৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৫

১৭৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৬২

১৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৫

১৭৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৬২

১৭৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৫

১৮০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৬৩

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২-৫৬৩

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩

জিবরাঈলকে ছয়শ' বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন।[১৮৩] অন্য মতে, রাসূলুলণ্ডাহ্ (স) জিবরাঈল (আ)-কে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমন্ডলকে ভরে রেখেছিল।[১৮৪]

আরো বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে এবং বেহেশতে আলণ্ডাহ্ কুল ও কুল গাছ রেখেছেন নি'আমত হিসেবে। কিন্তু সিদ্‌রাতুল মুনতাহা বেহেশতের কুল গাছ না। বরং এটার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া নামক বেহেশত রয়েছে।[১৮৫] আলণ্ডাহ্ তা'আলা বেহেশতবাসীদেরকে নি'আমত হিসেবে বেহেশতের কুল গাছের ফল খেতে দেবেন। ফলভারে নুয়ে পড়া ঐ সমস্ত কুল গাছে কোন কাঁটা থাকবে না। আর এমনটি হবে কাঁটার আঘাত থেকে বেহেশতবাসীদেরকে মুক্ত রাখার জন্য।

পৃথিবীতে সুস্বাদু কুল এবং বিস্বাদযুক্ত জংলি কুল উভয় কুলের জাত রয়েছে। سِدْرٍ বা سِدْرَةٌ -এর অর্থ কুল গাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অর্থাৎ চাষযোগ্য কুল সুস্বাদু ও এদের দেহে কাঁটা কম। এগুলোই বর্তমানে উন্নত কুল বা মিষ্টি কুল হিসেবে পরিচিত। এ কুল অত্যন্ত পুষ্টিমানযুক্ত ফল। আর পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য কুল গুর"ত্বপূর্ণ একটি ফল। অপর প্রকার কুল হলো জংলি কুল। এটা সাধারণত ঝোঁপ-জঙ্গলে বা যত্রতত্র জন্মে। এগুলো স্বউদ্গাত, কাঁটাবিশিষ্ট ঝাড় ও ঝোপালো প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। এদের ফল টক ও বিস্বাদযুক্ত।

তবে আল-কুরআনে বর্ণিত সে বিশেষ নিদর্শনের কুলবৃক্ষ এক বিশেষায়িত বৃক্ষ এবং এর ফল এক বিশেষায়িত ফল। এ কুল বৃক্ষের শেষ প্রান্ত তথা সিদ্‌রাতুল মুনতাহা যা ফিরিশতাদের ঊর্ধ্বজগতে গমনাগমনের শেষ সীমানা এবং এটি আলণ্ডাহ্‌র 'আরশের সীমানা চিহ্নিতকারী। কাজেই এর গুর"ত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। তাছাড়া বেহেশতের কুল গাছ বেহেশতবাসীদের জন্য আলণ্ডাহ্‌র নি'আমত। আর এ পৃথিবীর কুল গাছ থেকে আহরিত সুমিষ্ট ফল পৃথিবীর মানুষের উপাদেয় খাদ্য। অধিকন্তু, কুল বাগান ও কুল গাছের সবুজ পাতা খাদ্য প্রস্তুতকালে তথা সালোকসংশেণ্ডষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত কার্বন পরিশোষণ করে পরিবেশ সংরক্ষণে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলণ্ডাহ্ তা'আলা যালিমদেরকে সতর্ক করার জন্য পরকালীন শাস্তির কথা পবিত্র কুরআনে পুনঃপুন বর্ণনা করেছেন। যেন যালিমরা সাবধান হয়ে আলণ্ডাহ্‌তে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। জাহান্নামের যাক্কূম

বৃক্ষের

১৮৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০৩

১৮৪. প্রাগুক্ত।

১৮৫. মোঃ আজহার"ল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

কথা ইতিপূর্বে সূরা বনী ইসরাঈলের ৬০ নম্বর আয়াতে, সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত-এর ৬২ থেকে ৬৬ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আদ্‌দুখান-এর ৪৩ থেকে ৪৭ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পরকালে

জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তির কথা চিন্তা করে মানুষ যেন আলণ্ঢাহ্‌র পথে ফিরে আসে সেজন্য মহান আলণ্ঢাহ্ এ বিষয়ে পুনরাবৃত্ত করে বলেন,

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ- فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ-

‘তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ হতে। এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে।’[১৮৬]

‘হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ‘যদি যাক্কূম বৃক্ষের এক ফোঁটা কষ দুনিয়ার কোন সাগরে পড়ত, তাহলে জগদ্বাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। কাজেই যার খাদ্য হবে যাক্কূম বৃক্ষ, তার অবস্থা কী হবে?’ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (র)। তিনি বলেন, এটি একটি সহীহ্ হাদীস। তাছাড়া ইমাম নাসাঈ (র), ইব্‌ন মাজাহ (র) ও হাকিম (র)-ও এটি বর্ণনা করেছেন।[১৮৭] ‘আমর আল-খাওলানী (র) বলেন, ‘আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে, আদম সন্তান যাক্কূম হতে যখন যতটুকু নিয়ে খাবে, যাক্কূম গাছও তার দেহ হতে ততটুকু নিয়ে খাবে।’ এ বর্ণনা আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্‌ন আহমাদ (র) ‘যাওয়াইদু’য্-যুহ্‌দ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১৮৮]

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাঁর মা‘রিফাত ও কুদরতের সাক্ষ্য বহন করে। তাই মহান আলণ্ঢাহ্ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বান্দাদেরকে আহবান জানিয়েছেন। কেননা সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিচয় লুক্কায়িত রয়েছে। আর চিন্তা-ভাবনা হলো ঈমানের নূর। যারা মু’মিন-মুত্তাকী এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাঁরা সাধারণত চিন্তাশীল হয়। আর চিন্তাশীল মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রকৃত সতকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা ইয়াসীনের ৮০ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আবারো সে আগুন সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে এবং এর পেছনে মহান কারক যিনি সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার জন্য আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা আরববাসীসহ সকল মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। কেননা এ আগুন আলণ্ঢাহ্‌র কুদরতের অন্যতম একটি নিদর্শন। যা মর্‌ক্সবাসীসহ সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একটি গুর্‌ক্সত্বপূর্ণ উপাদান। তাছাড়া এটি সভ্যতা বিকাশে সহায়ক এবং এরসাথে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন। অর্থাৎ

১৮৬. আল-কুরআন, ৫৬ : ৫২-৫৩

১৮৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মায্‌হারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৭১২

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২

যে বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করা হয় সে বৃক্ষের অস্তিত্ব দানকারী হলেন মহান আলণ্ডাহ্। সুতরাং এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে স্বীকার করা উচিত এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করা উচিত। আলণ্ডাহ্ তা‘আলা বলেন,

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ-أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ-نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ-

‘তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমিই সে বৃক্ষকে করেছি নিদর্শন এবং মর—বাসীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর—ন।’[১৮৯]

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ‘তোমরা যে আগুন জ্বালাও, তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি?’ অর্থাৎ ‘তোমরা ‘যিনাদ’ থেকে যে আগুন বের কর, সেটা কি চিন্তা করে দেখেছ?’ আরববাসীরা বিশেষ এক প্রকার কাঠ দ্বারা আগুন জ্বালানোর উপকরণ তৈরি করে। তাতে দু’ট কাঠ থাকে। একটি পেয়ালার মত, যেটা নিচে থাকে। অন্যটা থাকে উপরে। সেটা দ্বারা নিচেরটাকে ঠুক্‌লে আগুন জ্বলে উঠে। তারা উপরেরটাকে বলে ‘যান্‌দ’ এবং নিচেরটাকে বলে‘যানদা’। অর্থাৎ, উপরেরটাকে পুংলিঙ্গ এবং নিচেরটাকে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে নিয়ে তারা এ দুটোকে নর ও মাদী পশুর সঙ্গে তুলনা করে।[১৯০]

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا অর্থাৎ, ‘তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর?’ অর্থাৎ যে বৃক্ষের কাঠ দ্বারা ‘যিনাদ’ তৈরি কর, সেটা কি তোমাদের সৃষ্টি?’ এটা তৈরি হয় ‘মার্‌খ’ ও ‘আফার’ নামক গাছ দ্বারা। উভয়টি কাঁচা থাকা অবস্থায় ‘আফারের উপর মার্‌খ-কে ঘষতে হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয় এবং তা থেকেই আগুন জ্বলে উঠে।[১৯১]

أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ‘না আমি সৃষ্টি করি?’ অর্থাৎ ‘সে বৃক্ষের প্রথম অস্তিত্ব আমিই দান করি।’[১৯২] উলেণ্ডখ্য, তাফসীরে ‘যিনাদ’-এর আগুনকে পুনর—ত্থানের নিদর্শন বলা হয়েছে। কেননা যে সত্তা কাঁচা বৃক্ষ হতে আগুনের উদ্ভব ঘটাতে পারেন, যেখানে সে বৃক্ষের ভেতর আগুনের বিপরীত পদার্থ পানি বিদ্যমান থাকে, সে সত্তা যে হাড্ডির ভেতর প্রাণ প্রত্যর্পণ করে তাকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলতে আরও বেশি সক্ষম

১৮৯.আল-কুরআন, ৫৬ : ৭১ -৭৪

১৯০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৭১৯

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৯-৭২০

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০

Dhaka University Institutional Repository

হবেন, সে তো বলাই বাহুল্য। কেননা এ হাড্ডিগুলো তো একবার জীবিত ও তরতাজা ছিল, যা পরে শুকিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে।[১৯৩]

বৃক্ষের কাঠ ও লাকড়ি, গাছগাছালির শুকনো ও পরিত্যক্ত অংশ এবং বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি তেল থেকে উৎপন্ন আগুন মানুষ অহরহ দেখছে এবং ব্যবহার করছে। এ আগুন কখনো কখনো মু'মিন ও মুত্তাকীদেরকে জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বরং এ আগুন তো জাহান্নামের আগুনের কিঞ্চিত নমুনা মাত্র। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ দহনশক্তি সম্পন্ন। বলা হলো, ইয়া রাসূলালণ্ঢাহ্ (স)! এ আগুনের মত হলে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল! তিনি বললেন, তার তীব্রতা এরচেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি।'[১৯৪]

উলেণ্টখ্য, আগুন মর¯বাসীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা রাতের বেলায় তারা বাড়তি কিছু প্রয়োজনেও আলো জ্বালায়। যেমন- হিংস্র পশুরা যাতে প্রজ্বলিত আলো দেখে ভয়ে পালায়, পথহারা পথিক যাতে সে আলোয় পথ খুঁজে পায়, বেশি শীত পড়লে যাতে সে আলোয় তা নিবারণ করতে পারে। আরও বহু উপকারার্থে তাদের আলো জ্বালানোর প্রয়োজন পড়ে। আগুন বা আলো দ্বারা মুসাফির হোক কিংবা বাড়ীতে অবস্থানকারী হোক সকলেই উপকৃত হয়। বস্তুত আগুন দ্বারা ধনী-গরীব সকলেই উপকৃত হয়। সুতরাং যে মহান স্রষ্টা আগুন ও আগুনের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করা বান্দাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

উলেণ্টখ্য, বানূ নাযির হযরত হারূন (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইয়াহুদি গোত্র। এ পরিবার শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদিনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল, শেষনবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষনবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। কালক্রমে এ প্রতিহিংসা তাদেরকে আলণ্ঢাহ্র নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। তবুও তাদের অধিকাংশ লোক জানত মুহাম্মদ (স) আলণ্ঢাহ্র সত্য নবী। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলিমদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে

---

১৯৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মূল : আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ্ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৭২০

১৯৪. প্রাগুক্ত।

গেল। এরপর তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুর‍ু করে দিল।[১৯৫] পরবর্তীতে মদিনায় বসবাসকারী ইয়াহুদিদের সাথে বানূ নাযিরের ইয়াহুদিরাও মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। উলেণ্ঢখ্য, তৎকালে মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে বানূ নাযিরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।[১৯৬]
কিন্তু বানূ নাযিরের ইয়াহুদিরা মুসলিমদের বির‍ুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কুরায়শি কাফিরদের সাথেও চুক্তি করে। এরপর বানূ নাযিরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) অবগত হতে থাকেন। তারা স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) তাৎক্ষণিকভাবে এ চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এ ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত।[১৯৭] বানূ নাযিরের নানাবিধ কূট কৌশল, চক্রান্ত ও মুসলিমদের প্রতি তাদের বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে নির্বাসনে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এজন্য বানূ নাযিরের সম্প্রদায়কে অবরোধ করবার পর রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) তাদেরকে ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন এবং হুমকিরূপে তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার নিদের্শ দেন।[১৯৮] এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ-

'তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো (না কেটে) কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আলণ্ঢাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; এবং এজন্য য়ে, আলণ্ঢাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'[১৯৯]
অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষ কর্তন করা বা কর্তন না করে নিরাপদে রেখে দেওয়া এ সবই আলণ্ঢাহ্‌র নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই হয়েছে। বস্তুত শত্র‍ুপক্ষের অপমান ও দর্প চূর্ণ করাই এর উদ্দেশ্য।[২০০] মুজাহিদ (র) বলেন, 'কতিপয় মুজাহিদ খেজুর বৃক্ষগুলো কাটতে চাইলে অন্যরা বাধা দিয়ে বলল, বৃক্ষ কেটে লাভ কি? শেষ পর্যন্ত তো এগুলো আমাদের হাতেই চলে আসবে।' ফলে উভয়ের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং না কেটে অক্ষত রেখে দেয়া উভয়ে আলণ্ঢাহ্‌র অনুমোদন রয়েছে।[২০১] প্রকৃতপক্ষে, অবরোধকালে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মুসলিমগণ ইয়াহুদিদের কিছু খেজুর বৃক্ষ কর্তন করেছিলেন।[২০২] শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করে ও মদিনা হতে বহিস্কৃত হয়।[২০৩]

---

১৯৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫০

১৯৭. প্রাগুক্ত।

১৯৮. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৩), খ. ১১, পৃ. ২৭

১৯৯. আল-কুরআন, ৫৯ : ৫

২০০. অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত, *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৭

২০১. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, আল-কুরআনুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯, টীকা নম্বর- ১৭০৩

২০২. প্রাগুক্ত, টীকা নম্বর- ১৭০২

এতে বুঝা যায়, ইসলামে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনে গাছ কাটার নির্দেশ থাকলেও অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন বা নষ্ট করার কোনো অনুমোদন নেই। কেননা বৃক্ষ ও বৃক্ষপত্র আলণ্ঢাহ্‌র যিকির ও তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে। তাছাড়া বৃক্ষ পরিবেশ সংরক্ষণে ও গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মহান আলণ্ঢাহ্ নানা ধরনের উপমা-উদাহরণ দিয়ে মানুষকে সত্যকার বিষয়টি জানাতে ও বুঝাতে চান। উদ্দেশ্য মানুষ যেন প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করে আলণ্ঢাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবুজাভ তৃণ কিংবা ঘাসের সৃষ্টি ও এর বিনাশ তথা নষ্ট ও কালো আবর্জনায় পরিণত হওয়াতেও রয়েছে আলণ্ঢাহ্‌র কুদরত ও হিকমতের অপূর্ব নিদর্শন। কেননা চিন্তাশীল মানুষ এ থেকে নিজের পরিণতি সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন,

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ۔فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ۔

‘এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন, পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।[২০৪]

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কালো রং-এ পরিণত করেন এবং সবুজতা বিলীন করে দেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আলণ্ঢাহ্ তা‘আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসব নিঃশেষিত হয়ে যাবে।[২০৫] অর্থাৎ ধবংসশীল জীব, জড় ও শক্তিসম্পন্ন উপাদানসমূহের দিকে একাগ্র চিত্তে মনোযোগ দিলে এ ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক জীবনের অন্তঃসার শূন্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাই মানুষের উচিত এ অস্থায়ী পৃথিবীর জীবনকে আসল মনে না করে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা মানুষকে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন সে দিকে মনোনিবেশ করা অর্থাৎ তাঁর বন্দেগিতে নিমগ্ন হওয়া ও পরকালকে স্মরণ করা। তবে সবুজাভ ঘাস বা তৃণ গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য ও আলণ্ঢাহ্‌র নি‘আমত। এছাড়া এ তুচ্ছ তৃণাদিও বাতাসে হেলে-দুলে নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে ও কার্বন পরিশোষণে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের অবশ্যম্ভাবিতা ও শেষ বিচারের নিশ্চয়তাকে বুঝানোর জন্য তীন ও যায়তূন বৃক্ষের শপথ করেছেন। সে সাথে শপথ করেছেন সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত ও মক্কা মুকাররমার। মহান

২০৪. আল-কুরআন, ৮৭ : ৪-৫

২০৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫০

আলণ্ডাহ্ বলেন,

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ-وَطُورِ سِينِينَ- وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ-

'শপথ তীন ও যায়তূন-এর, শপথ সিনাই পর্বতের। এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর।[২০৬.]

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ - এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। যথা : ১. তীন অর্থাৎ আঞ্জির তথা ডুমুর বৃক্ষ, ২. যায়তূন বৃক্ষ, ৩. সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত ও ৪. মক্কা মুকাররমা। এ বিশেষ শপথের কারণ এ হতে পারে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যায়তূন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যায়তূন উলেণ্ডখ করে সে স্থানকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শামদেশ, যা অগণিত পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ) সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মুকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। আর তূর পর্বত মূসা (আ)-এর আলণ্ডাহ্র সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন বা সিনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।[২০৭]

ইতোমধ্যে যায়তূন বৃক্ষ এবং এর ফল ও তেলের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর আঞ্জির বা ডুমুর হলো পত্রঝরাবৃক্ষ। উচ্চতায় ১৫-১৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের প্রধান তিনটি প্রকার বা জাত রয়েছে। যথা : ১. জগডুমুর, ২. কাক ডুমুর বা খোকসা ডুমুর ও ৩. ডুমুর, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus carica*। এটাই ইউরোপীয় ডুমুর। এটাও জগ ডুমুর ও কাক ডুমুরের মতই। তবে কাক ডুমুরের পাতা চিরহরিৎ।[২০৮]

পবিত্র কুরআনে উলিণ্ডখিত এ ডুমুরের রয়েছে অনেক উপকারী দিক। ফলকে তরকারি বা সবজি ও ফিগ কফি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এ ফল ভক্ষণ কামোদ্দীপক মনে করা হয়। গর—র খাবারে এ ফল মিশিয়ে দিলে দুধ অত্যন্ত ঘন হয়।[২০৯] খাদ্যেপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম জগডুমুর ফলে ৭.৬ গ্রাম শর্করা, ১.৩ গ্রাম আমিষ, ০.২ গ্রাম চর্বি, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২, ভিটামিন সি ছাড়াও ক্যালসিয়াম ও

২০৬. আল-কুরআন, ৯৫ : ১-৩

২০৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তফসীর'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

২০৮. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

লৌহ পাওয়া যায়।[২১০] ফল, বাকল ও পাতার রস বহুমূত্র রোগের উৎকৃষ্ট ভেষজ। এছাড়াও ঐ রস রক্ত পরিশোধন ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য পরিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে। অধিকন্তু এ রসকে সংকোচক বা বলধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়।[২১১] আরো বর্ণিত আছে, ডুমুর ফল টিউমার ও অন্যান্য অস্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি নিবারণে ব্যবহৃত হয় এবং এর পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[২১২]

আলণ্ডাহ্‌র নিদর্শন এ গাছের রয়েছে এক অলৌকিক বিশেষত্ব। যেমন- এদের ফুল দৃশ্যমান না হলেও গোপন মঞ্জরিতে পরাগায়নে কোন অসুবিধা হয় না। এ যেন গোপন ‘আমল-এর উপকারী ফল লাভের দিকনির্দেশনা দেখানোর চেয়ে উপকার করাটাই আসল।[২১৩] বস্তুত প্রকৃতি জগতে বিরাজমান প্রতি সৃষ্টিই স্রষ্টার নিদর্শনের অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করে। তাই মহান আলণ্ডাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈমানের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন কিংবা চিন্তা-গবেষণা করলে মানব অন্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি হতে বাধ্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

২১০. কৃষিবিদ মো. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *ফল পরিচিতি ও উৎপাদন কৌশল*(ঢাকা : কৃষি তথ্য সার্ভিস, জুন ২০১০), পৃ. ৮৫

২১১. মোঃ আজহারুল হক, ***কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

২১২. কৃষিবিদ মো. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *ফল পরিচিতি ও উৎপাদন কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২১৩. মোঃ আজহারুল হক, *কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য

বৃক্ষ, গাছপালা ও বন মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কেননা গাছপালা থেকে মানুষ মুক্ত অক্সিজেন পায়। অর্থাৎ মুক্ত অক্সিজেন তৈরিতে বৃক্ষ, গাছপালা ও বন-বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অন্যদিকে গাছপালা পরিবেশ দূষণকারী ও উত্তাপ বৃদ্ধিকারী কার্বন পরিশোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধন করে। আর যেহেতু বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন উৎস হতে প্রতিনিয়ত কার্বনের নিঃসরণ বেড়েই চলছে তাই কার্বন পরিশোষণকারী প্রাকৃতিক যন্ত্র গাছপালা ও বনের গুরুত্ব মানব জীবনে অপরিসীম। বস্তুত বৃক্ষ, গাছপালা ও বন গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে তথা আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে অনবদ্য অবদান রাখে।

উল্লেখ্য, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আজ বিশ্বব্যাপী নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রীন হাউস প্রভাবের কারণে সামুদ্রিক প্লাবন ও লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটির আর্দ্রতা ও রস শুকিয়ে মরুময়তা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে বৃক্ষ ও গাছপালা জন্মিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু শস্য উৎপাদনক্রম পরিবর্তিত হবে। ফলে শস্যের ফলন ও উৎপাদন কমে যাবে। ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে ও নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাবে। ইতোমধ্যে নেমে যেতে শুরু করছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। বেড়ে গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ও তীব্রতা।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী বনজঙ্গল ক্রমান্বয়ে কেটে ফেলায় গাছপালা দ্বারা কার্বনডাই-অক্সাইড পরিশোষণের মাত্রা কমে গেছে। কাজেই বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়ে চলেছে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উৎস হতে সংযোজিত এ বাড়তি কার্বন পরিশোষণের প্রাকৃতিক যন্ত্র বৃক্ষ, গাছপালা ও বন-বনায়নের প্রসার না ঘটালে পৃথিবী মহাদুর্যোগের দিকে এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তাই মহান আল্লাহ মানুষসহ প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে সবুজ শ্যামল করে গড়ে তোলেন। আল্লাহ্ বলেন, ‘আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।’[২১৪] কাজেই কার্বনডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধিজনিত কারণে বৈশ্বিক

উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশ্ববাসীকে পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি তথা সবুজায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২১৪. আল-কুরআন, ২২ : ৬৩

বৃক্ষ, বন ও গাছপালা ভূমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও বৃষ্টিপাত সংঘটনে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছের

শিকড় চুয়ে বৃষ্টির পানি ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে গিয়ে মিশে। ফলে গাছপালা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি করে ভূগর্ভে পানি সঞ্চিত রাখতে সহায়তা করে। মানুষ এ ভূগর্ভস্থ পানি কৃষিকাজসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করে। এটি যে আলণ্ঢাহ্র কত বড় নি'আমত সে সম্পর্কে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?'[২১৫] তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ, গাছপালা ও বন-বনায়নের গুর"ত্ব অপরিসীম বিধায় বেশি করে কৃষি ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া উজাড় হওয়া বনভূমিতে পুনরায় বৃক্ষের চারা রোপণ করতে হবে। প্রয়োজনের কৃত্রিম বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। অধিকন্তু উপকূলীয় বনায়ন বা সবুজবেষ্টনী কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে। সর্বোপরি বনায়ন কার্যক্রমের গুর"ত্ব সম্পর্কে জনগণকে আরো বেশি করে সচেতন করতে হবে।

আল-কুরআনে বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এ পৃথিবীতে বৃক্ষ বা গাছপালা না থাকলে আদম সন্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত। অর্থাৎ, বৃক্ষ শুধু পরিবেশবান্ধব নয়, বৃক্ষ মানব জীবনের অপরিহার্য বন্ধু এবং অতীব দরকারি উপকরণ। মোটকথা বৃক্ষ মানুষের জীবনসঙ্গী। আর বৃক্ষ, গাছপালা ও বন এ দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য। অধিকন্তু বৃক্ষ কিংবা গাছপালার অস্তিত্ব শুধু এ পৃথিবীতেই নয়, এর অস্তিত্ব পরকালে তথা জান্নাতে ও জাহান্নামেও রয়েছে। তবে জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ অপরাধী ও পাপিষ্টদের জন্য বিস্বাদযুক্ত খাদ্য। এমনকি বৃক্ষের অস্তিত্ব সপ্তম আকাশেও রয়েছে; যেটি বদরিকা বৃক্ষ বা কুল বৃক্ষ নামে সুপরিচিত। যেটি মহান আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছায় রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স)-এর ঊর্ধ্ব গমনকালে অপরূপ নূরানি সাজে সুসজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে বৃক্ষ বা গাছপালা তাঁর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন।

মহান আলণ্ঢাহ্ আল-কুরআনে বৃক্ষ ও গাছপালার মাধ্যমে নানা ধরনের উপমা-উদাহরণ দিয়ে মানুষকে ঈমান ও ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন। যেন মানুষ আলণ্ঢাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য স্বীকার করে ও পরকালমুখী হয়। পাশাপাশি এসবের গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা

অনুধাবন করে এর যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে যেন যত্নবান হয়। বস্তুত বৃক্ষ ও গাছপালা মানুষের উপর নির্ভরশীল না হলেও মানুষকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বৃক্ষ ও গাছপালার উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছেন। কেননা

২১৫. আল-কুরআন, ৬৭ : ৩০

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রায় প্রতিক্ষেত্রে বৃক্ষ ও গাছপালা মানুষের অফুরন্ত চাহিদার যোগান দিয়ে থাকে। তাই বৃক্ষ, গাছপালা ও বন-বনায়নকে ভালোবাসতে হবে। এজন্য পরিকল্পিত উপায়ে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। অধিকন্তু এর যত, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈচিত্র্য ধরনের গাছ থাকলেই মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবে।

তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছপালার গুর“ত্ব অপরিহার্য বিধায় রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বৃক্ষ রোপণকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের অসংখ্য হাদীসে আছে, মহান আলণ্ঢাহ্ উদ্ভিদ, তৃণ-লতা, গাছপালাকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এগুলো আলণ্ঢাহ্ তা'আলার এক বড় নি'আমত ও অনুকম্পা। কেননা বন-জঙ্গল হলো প্রাকৃতিকভাবে অক্সিজেন সরবরাহের এক গুর“ত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই গাছপালা ও বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা না গেলে এক সময় বায়ুম“লে সঞ্চিত অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যাবে কিংবা বায়ুতে অক্সিজেনের মারাত্মক ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে। ফলে সৃষ্টি হবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যগত বিপর্যয় এবং বর্তমানে এর বিরূপ প্রভাব সারা পৃথিবীতে কম-বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকন্তু এর ফলে ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তন। তাই এ ব্যাপারে বিশ্ববাসী আজ শঙ্কিত ও চিন্তিত।

হাদীসে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে সাত ধরনের পূণ্য পৌঁছতে থাকবে, তন্মধ্যে একটি হলো বৃক্ষ রোপণ।'[২১৬] অর্থাৎ রাসুলুলণ্ঢাহ্ (স) উৎসাহিত করেছেন গাছ রোপণ করার জন্য কাটার জন্য নয়। অর্থাৎ অপ্রয়োজনে গাছ কাটতে আলণ্ঢাহ্র রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। এরূপ করা ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টির সমতুল্য। ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আলণ্ঢাহ্ পছন্দ করেন না ।

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে গাছপালা কাটা যাবে না। প্রয়োজনে **১**টি গাছ কাটলে তৎপরিবর্তে **৩**টি গাছের চারা রোপণ করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্তত বছরে একবার হলেও যদি সুযোগ হয় কোন জায়গাকে পতিত বা খালি না রেখে যেন গাছের চারা রোপণ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুম গাছের চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এ জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমগণকে

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহিত করতে হবে। অধিকন্তু রোপণকৃত চারার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ গাছের যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। উলেণ্ঢখ্য, কোন জায়গা অনাবাদি বা পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা ভূমি বা জমির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশনা

২১৬. যাকীউদ্দিন আল-মানযিরী, *আত্-তারগীব*(কায়রো : দার“ল-হাদিস, তা.বি.), খ. ৫

দিয়েছেন। সুতরাং কোন জমি পতিত বা অনাবাদি রাখা যাবে না। রাসূলুলণ্ঢাহ্ (স) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদ জমি আবাদ করবে সে জমি তার হবে।’[২১৭] এর অর্থ অন্যের জমি জোর করে কিংবা বিনা অনুমতিতে আবাদ করা নয়। বিষয়টি শরী‘আতের আলোকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। তবে এ থেকে পতিত বা অনাবাদি জমিতে ফসল ফলানো বা বৃক্ষ রোপণের গুর“ত্ব সহজে অনুমেয়।

পরিবেশ বিপর্যয় বা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষের কর্মকা- মূলত দায়ী হলেও মানুষকেই আবার এ বিপর্যয় অতিক্রমণে এগিয়ে আসতে হবে। আল-কুরআন তথা ইসলাম ও পরিবেশ বিজ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞানের আলোকে এক্ষেত্রে গুর“ত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। অতএব, গ্রীন হাউস প্রভাব তথা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধকল্পে এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষে কৌশলগত, সুষ্ঠু ও টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ রোধের অভিপ্রায়ে বিশ্বের মানব সমাজকে অবশ্যই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বদ্ধ পরিকর হতে হবে।

তাছাড়া পৃথিবীতে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও জীবনধারণের জন্য জৈববৈচিত্র্যের সুরক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজির গুর“ত্ব অপরিসীম। কেননা মহান আলণ্ঢাহ্ প্রকৃতিজগতের কোনো কিছুই অহেতুক বা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সবকিছুরই কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট গুর“ত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে; সীমিত ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী মানুষ হয়তো তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু যারা প্রকৃত জ্ঞানী, ঈমানদার ও চিন্তাশীল তারা আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে তাঁর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন ও তাৎপর্য খুঁজে পান এবং মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কম-বেশি বুঝতে সক্ষম হন।

এটা জর“রি, প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাস কার্বনডাই-অক্সাইডের নির্গমন রোধকল্পে বিশ্ববাসীকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এজন্য উন্নত বিশ্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণে উন্নত বিশ্ব সবচেয়ে বেশি দায়ী। কাজেই উন্নত বিশ্বের দেশগুলোকে সর্বাগ্রে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে হবে এবং উন্নয়নশীল ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে এ ব্যাপারে আর্থিক ও

প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। বস্তুত, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে। এজন্য গেণ্ঢাবাল ফান্ড গঠন করতে হবে। আর গঠিত ফান্ডের অর্থের সুষম বণ্টন ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী পরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে কার্বন

২১৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *মেশ্‌কাত শরীফ*(ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৪ ফেব্র"য়ারি ১৯৮৭), খ. ৬, হাদীস নম্বর - ২৮৭৩

নির্গমনকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে নির"ৎসাহিত করতে হবে। প্রত্যেক শিল্পকারখানাকে বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এছাড়া কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। অধিকন্তু কৃষিতে অর্গানিক ফার্মিং সিস্টেম চালু করতে হবে। এলক্ষে কৃষিতে যথাসম্ভব রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার কমিয়ে জৈব ও প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যেমন- জৈবসার (Organic Manure), অণুজৈবিকসার বা বায়োফার্টিলাইজার (Biofertilizer) ও বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

অতএব, প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও মানুষের বসবাস উপযোগী রাখার জন্য বৃক্ষ, গাছপালা ও বনের গুর"ত্ব অনস্বীকার্য। এজন্য পরিকল্পিত উপায়ে সারা পৃথিবীব্যাপী সবুজায়ন কর্মসূচির সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অধিকন্তু অপ্রয়োজনে ও অন্যায়ভাবে বৃক্ষ নিধন রোধকল্পে আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আইন ভঙ্গকারীকে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত বিচার করে শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হবে। যেমন- মদিনা শরীফে আজও গাছপালা কর্তনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সর্বোপরি ইসলাম ও পরিবেশ বিজ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞানের আলোকে বৃক্ষ রোপণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং কার্বন পরিশোষণের জন্য দ্র"ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সারকথা বিশ্ব ধরিত্রীকে মানুষের বসবাস উপযোগী রাখার জন্য বিশ্ববাসীকে সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ প্রসঙ্গে আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে কৃষিতে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ প্রসঙ্গে আলোচনা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০° ৩৪´ থেকে ২৬° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ১´ থেকে ৯২° ৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। পূর্ব পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্ড়ৃতি ৪৪০ কি.মি. এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্ড়ৃতি ৭৬০ কি.মি.।[১] সীমারেখা অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং আয়তনে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ।[২]

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও এ দেশ ২৬° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্ড়ৃত হওয়ার কারণে এর উত্তর পূর্বাঞ্চলসমূহ অবনিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত।[৩] কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ভূমির কম উচ্চতা, অধিক বারিপাত, সমুদ্র-নৈকট্য, উত্তরে হিমালয় পর্বতের অবস্থান প্রভৃতির প্রভাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় কেবল নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ বা গাছপালা জন্মে থাকে।[৪] বস্তুত, বাংলাদেশে কোথাও চরম শীত বা গরম অনুভূত হয় না। ফলে বাংলাদেশের জলবায়ু প্রায় সমভাবাপন্ন। তাছাড়া মৌসুমী বায়ু এ দেশের জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে বাংলাদেশের ভূখ—ের উপর দিয়ে শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হয় বিধায় শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয় না বা হলেও খুবই কম হয়। অন্য বর্ণনা মতে বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।[৫]

এছাড়া বর্ণিত আছে, হিমালয় পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্ড়ৃত না হয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্ড়ৃত হলে শস্যশ্যামল বাংলাদেশ অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক উষ্ণতার জন্য মর‌ুভূমিতে পরিণত হতো।[৬] তাই বাংলাদেশের

ভৌগোলিক অবস্থানসহ বিরাজমান আবহাওয়া ও জলবায়ু এ দেশের কৃষির জন্য দারুণ উপযোগিতা ও কল্যাণ বয়ে এনেছে, যা মহান আল্লাহ্র অপার মেহেরবানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

১. রেজাউল করিম মামুন, *সাধারণ জ্ঞান নতুন বিশ্ব*(ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩), মূল পাঠ বাংলাদেশ বিষয়াবলী, পৃ. ৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩. ড. মোঃ ফেরদৌস মন্ডল ও মোঃ রুহুল আমিন, *ফলের বাগান*(ময়মনসিংহ : মিসেস আফিয়া মন্ডল প্রকাশক, এপ্রিল ১৯৯০), পৃ. ৩৩

৪. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার, *কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৯৩), পৃ. ১১

৫. গোলাম মোস্তফা কিরন, *সাধারণ জ্ঞান আজকের বিশ্ব*(ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, মে ২০১৩), পৃ. ৯৮

৬. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার, *কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

অধিকন্তু বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণাঞ্চলের বনভূমির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তাই বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজায়নের ব্যবস্থা করা গেলে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ভূখন্ডে দিবাভাগে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো পতিত হওয়ায় উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হারও বেশ সন্তোষজনক। কাজেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, মাটি, পানি ও আবহাওয়া সার্বিক কৃষির জন্য বেশ উপযোগী। বস্তুত, কৃষির জন্য যে সব অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ আল্লাহ্ তা'আলা এ দেশে দান করেছেন তা তাঁর অপার রহমত। সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার এ অপূর্ব রহমত স্বরূপ নি'আমতকে যথাযথভাবে কদর করা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। কেননা নি'আমতের কদর ও শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি তাঁর নি'আমত আরো বেশি করে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৭] কাজেই সার্বিক কৃষির জন্য অনুকূল এবং সুন্দর ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিরাজমান প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে এমন নেতিবাচক কর্মকান্ড থেকে বাংলাদেশের মানুষদের বিরত থাকা উচিত। তবে মহান আল্লাহ্র নি'আমতকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন ঈমান ও জ্ঞান। বিশেষ করে আল-কুরআনের সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান মানুষকে প্রত্যেকটি বিষয় যথাযথভাবে অনুধাবন করার সমর্থ যোগায়। আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমত- কৃষির সীমাহীন গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে নিঃসন্দেহে শক্তি যোগাবে। তাই বাংলাদেশে কৃষির যে আনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে এ সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোকে এদেশের মানুষকে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অধিকন্তু আল-কুরআন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি কার্যক্রমকে বহুগুণে এগিয়ে নেয়ার চমৎকার সুযোগও রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম, তাদের রয়েছে প্রবল ধর্মীয় অনুভূতি। আর এই অনুভূতিকে

ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ হাসিল করার জন্য দারুণভাবে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

বস্তুত, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত একটি উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় দেশ। এ দেশে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ। বিশেষ করে কৃষিতে রয়েছে এ দেশের অফুরন্ত সম্ভাবনা ও সফলতা। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বাংলাদেশের মাটি, পানি, আলো-বাতাস, আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য

৭. আল-কুরআন, ১৪ : ৭

উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী। যদিও গ্রীন হাউস প্রভাব তথা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ দেশের সামগ্রিক কৃষি বর্তমানে বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে; তবুও লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে সময়োপযোগী কৃষি প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল উদ্ভাবন ও তার সদ্ব্যবহার করে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের চলমান ধারাকে সচল ও ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। উলেণ্ঢখ্য, ভূপ্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আদ্র অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমিত উঁচুভূমি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশ ভূখণ্ড মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীগঠিত সুবৃহৎ বদ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্ট।[৮] কাজেই ভূপ্রকৃতিগত কারণে বাংলাদেশের মাটি বেশ উর্বর ও উৎপাদনক্ষম। তাই এ দেশের মাটিতে সারা বছরই কোন না কোন কৃষিজ উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ শুধু শস্য, শাক-সব্জি ও ফল-ফলাদি উৎপাদনই নয়; বরং বাংলাদেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, মাটি, পানি ও বিরাজমান প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষির সার্বিক উৎপাদনের জন্য (যেমন- শস্য, প্রাণিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ ইত্যাদির জন্য) বেশ উপযোগী ও সম্ভাবনাময়।

উলেণ্ঢখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর : ১৯৯৫-৯৬) শস্য ও শাক-সব্জি উপ-খাতে দেশজ উৎপাদ ৪২৪৬৩ কোটি টাকা, প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে দেশজ উৎপাদ ৯৯০৪ কোটি টাকা, বনজ সম্পদ উপ-খাতে দেশজ উৎপাদ ৬৫৫৪ কোটি টাকা এবং মৎস্য সম্পদ উপ-খাতে দেশজ উৎপাদ ১৭৩৬১ কোটি টাকা।[৯] এ পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, বাংলাদেশে সার্বিক কৃষির সকল উপ-খাতগুলো মোট দেশজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই বাংলাদেশে কৃষির প্রত্যেকটি উপ-খাতই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি কৃষির সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে কৃষি খাতে কোনো অবনতি বা বিপর্যয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘটলে তা জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক অবকাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। কেননা এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[১০]

তাই কৃষির উন্নতির সাথে সাথে এ দেশের সিংহভাগ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি একান্তভাবে সম্পৃক্ত। কৃষিতে উন্নতি হলে তাদের জীবনযাত্রার মান, বার্ষিক আয় ও ক্রয় ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষিভিত্তিক। এজন্য ইতোমধ্যে এ দেশে

৮. রেজাউল করিম মামুন, *সাধারণ জ্ঞান নতুন বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২ (ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১২), পরিশিষ্ট ৩, পৃ. ২৪৬

১০. রেজাউল করিম মামুন, *সাধারণ জ্ঞান নতুন বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত শিল্পের প্রভূত বিকাশ সাধন হয়েছে। সুতরাং কৃষির সাথে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত বিধায় বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হল কৃষি। অর্থাৎ, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে (ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬) জিডিপিতে সার্বিক বা সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.০১ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.৪২ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৮.৭০ শতাংশ।[১১] আবার ২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক বা সমন্বিত কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার- শস্য উপ-খাতে ০.৯৪%, প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে ৩.৩৯%, মৎস্য উপ-খাতে ৫.৩৮%, বনজসম্পদ উপ-খাতে ৪.৪২%।[১২] এছাড়া সার্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে সমন্বিত কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদানও রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে।[১৩] তাই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিতভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া উচিত। এছাড়া বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক কৃষি পেশায় নিয়োজিত (৪৩.৫৩%)।[১৪] অর্থাৎ দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৩.৫৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত।[১৫]

বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রমে যেমন- কৃষি শিক্ষায় আল-কুরআনের আলোকে কোন প্রেরণা প্রদান করা হয় কিনা তার তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'কৃষি শিক্ষা' বইয়ে সিলেবাস অনুযায়ী কৃষি বিষয়ক কিছু প্রাথমিক ও প্রায়োগিক বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আল-কুরআনে

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ধারণা সম্বলিত কোনো বিষয়বস্তু এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ, আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে প্রেরণা অনুসরণ করে বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা ও কৃষি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার মতো কোনো ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তবে অনুসন্ধানে জানা যায়,

১১. অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪*(ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, ৬ জুন ২০১৩), পরিশিষ্ট, সারণি-৬, পৃ. ১৬৩

১২. গোলাম মোস্তফা কিরন, *সাধারণ জ্ঞান আজকের বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১৪. গোলাম মোস্তফা কিরন, *সাধারণ জ্ঞান আজকের বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল দাখিল শ্রেণিতে (এসএসসি সমমানের) কৃষি শিক্ষা বইয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি সম্পর্কে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আর কোথাও কৃষি বিষয়ে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো শিক্ষা বা পাঠদান করা হয় না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা স্তরে তথা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কৃষিতে যে স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়, সেখানে আল-কুরআনের আলোকে কৃষি সম্পর্কে কোন কোর্স কিংবা বিষয়বস্তু পড়ানো হয় না। তবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াত সম্পর্কে কিছু সীমিত ধারণা রাখেন বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে স্পষ্টভাবে জানা যায়, কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কেবল কৃষি সম্পর্কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয় কিন্তু কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোচনা ও প্রেরণা সম্বলিত কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করা হয় না। ফলে কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ও অর্থবহ ধারণা থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অনবহিত থেকে যাচ্ছেন। এর ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কৃষি শিক্ষা তথা কৃষি কার্যক্রমে আল-কুরআনের অর্থপূর্ণ নির্দেশনা ও প্রেরণা অনুসরণ থেকে লাভবান হতে পারছেন না। অথচ আধুনিক তরুণ-তরুণী, নর-নারী ও সর্বস্তরের শিক্ষার্থীগণকে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে যৌথভাবে শিক্ষা প্রদানের চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, কৃষি প্রশিক্ষণায়তন ইনস্টিটিউটসহ বাংলাদেশে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কৃষি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, সেখানে কৃষি সম্পর্কে কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কলা-কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। কিন্তু কৃষি বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা

সম্বলিত কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া হয় না। ফলে প্রশিক্ষণগ্রহণকারীগণ কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অসচেতন থেকে যায়।

তবে অনুসন্ধানে জানা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে বাংলাদেশের মসজিদসমূহের ইমামগণকে ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি, ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, ইসলামের দৃষ্টিতে মাছ চাষ, ইসলামের দৃষ্টিতে পশু-পাখি পালন প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।[১৬] এর ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ইমামগণ ইসলাম তথা আল-কুরআনের আলোকে সার্বিক কৃষিকাজে কম-বেশি

১৬. সিলেবাস কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত, *ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর নিয়মিত কোর্সের সিলেবাস*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১২), পৃ. ১৫-১৮

উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকায় কৃষিভিত্তিক যেকোনো ধরনের খামার গড়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন বলে প্রেরিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়। অধিকন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ নিজ নিজ এলাকার মানুষকে ইসলাম ও কৃষির সমন্বিত জ্ঞানের আলোকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। এভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ সামগ্রিক কৃষি খাতে কিছুটা অবদান রাখতে পারছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উলেণ্ডখ্য, ইমাাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এর ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শুরু থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত নিয়মিত কোর্সে ৮০,১৬৯ জন এবং রিফ্রেসার কোর্সে ২৩,৭৮১ জন ইমামকে ইসলামের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।[১৭] তাছাড়া মসজিদ জরিপ প্রতিবেদন ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশে ২,৫০,৩৯৯ টি মসজিদ আছে।[১৮] এই আড়াই লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে পর্যায়ক্রমে 'নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ' এর আওতায় এনে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। উলেণ্ডখ্য, ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যয় সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে মিটানো হয়। এভাবে মসজিদের ইমামগণকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মসজিদ কেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও ত্বরান্বিত করার প্রয়াস বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে; যা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্টের জন্য অনুকরণীয়।

বস্তুত, বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষি শিক্ষা, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা অবলোকন ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ দেশে কৃষি বিষয়ক উক্ত কার্যক্রমগুলোর কোনোটিতেই আল-কুরআন বা ইসলাম থেকে প্রেরণা নিয়ে কৃষিকাজ করার তেমন কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবত বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি খাতে

যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা মানুষের চাহিদানুযায়ী কৃষিবিজ্ঞান ও এদেশের প্রচলিত কৃষ্টি, সংস্কৃতির আবহের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হওয়ার মাধ্যমেই অর্জন হয়েছে। কিন্তু এটা সত্য এ দেশের মানুষের মনে এ বিশ্বাস বা ঈমান আছে, মহান স্রষ্টাই প্রকারান্তরে সবকিছু দিয়ে থাকেন। তারা কেবল চেষ্টা-সাধনা করে থাকে। অর্থাৎ, মানুষ বিশ্বাস করে- ভাল ফলন মহান স্রষ্টা আলণ্ডাহ্ই দান করেন। র্ল্টি-র্ল্জির বরকত ও সুযোগ তিনিই দিয়ে থাকেন। অতএব, মানুষের বিশ্বাস ও প্রচলিত চেষ্টা- সাধনার সাথে আল-কুরআনের জ্ঞান ও প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রমকে আরো অনেক বেশি এগিয়ে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

১৭.এ.বি. এম. শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইমাম প্রশিক্ষণ সমাপনী স্মরণিকা ৭৮৫ তম দল*(ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৪), পৃ. ৬০

১৮. হাসান জাহাঙ্গীর আলম, *মসজিদ জরিপ প্রতিবেদন ২০০৮*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০৯), পৃ. ২৭

বস্তুত, কৃষি বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও প্রাণসত্ত্বার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কৃষিকে সুরক্ষা করতে হলে প্রথমত কৃষককে সুরক্ষা করতে হবে। কেননা কৃষির মূল চালিকাশক্তি হল কৃষক। এজন্য কৃষকের জীবনমান উন্নয়নসহ কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি খাতে সরকারের সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ ও যাবতীয় সহায়তা সন্তোষজনক হতে হবে। অর্থাৎ বাজেটে কৃষি খাতকে সবিশেষ গুর্ল্ত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে শতভাগ বা সিংহভাগ খাদ্যশস্য আমদানি করে দেশবাসীর খাদ্যের সংস্থান করা কিংবা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কাজেই এ দেশের মানুষকে রক্ষা করতে হলে কৃষিকে সামগ্রিকভাবে টেকসই করার কোনো বিকল্প নেই।

বিগত পাঁচ বছরের (সময়কাল : ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত) সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বিভাজন ও অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন : ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে কৃষি খাতে ৭,৩৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, এভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৮,৪৩৮ কোটি টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ৯,২৬০ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ১৪,৮৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর চলতি অর্থবছরে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে কৃষি খাতে ১২,২৭০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[১৯] উলেণ্টখ্য, বাজেটে কৃষি খাতে ক্রমশ বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়া বাংলাদেশে কৃষির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে।

আবার বিগত পাঁচ বছরের (সময়কাল : ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত) কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ খাতে টাকার অঙ্কে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা কৃষি খাতের প্রতি সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা ও গুরুত্ব প্রদানের দৃষ্টান্ত বহন করে। যেমন : ২০০৯-১০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি খাতে ৯০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৩.৫%; ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষি খাতে ১,০২৫ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৩.১%; ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি খাতে সংশোধিত বাজেটে ১,০২২ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বার্ষিক

১৯. অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪*, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট, সারণি-১০, পৃ. ১৬৭

উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২.৫%; ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি খাতে সংশোধিত বাজেট আনুযায়ী ১,১৫২ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২.২%; ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে ১,৩৬৪ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২.১%।[২০] তবে কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%) হিসেবে খুবই কম এবং তা ক্রমশ কমে আসছে যা কৃষক ও কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জন্য আশাপ্রদ নয়। অর্থাৎ, কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার ক্রমান্বয়ে আরো বেশি হওয়া দরকার। এজন্য কৃষি খাতে এডিপিতে টাকার অঙ্কে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। কেননা কৃষক ও কৃষিকে বাঁচাতে হলে এদেশে কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রমশ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। সে সাথে কৃষি উপকরণ তথা সার, বীজ, কীটনাশক এবং সেচ কার্যের জন্য ব্যবহৃত ডিজেল ও বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে কৃষককে কৃষিকাজে উৎসাহিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করতে হবে।

বিগত চার বছরে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তাকার্ড প্রদান করা হয়েছে মর্মে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তাঁর বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪-এ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ রাখা

হয়েছে মর্মেও তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উলেণ্টখ করেছেন। উক্ত বাজেট বক্তৃতায় আরও বলা হয়েছে, সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য তিন দফায় নন-ইউরিয়া সারের মূল্য ৭০ থেকে ৭৯ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, বিগত চার বছরে মৎস্য খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.০৮ শতাংশ, অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৪৪ শতাংশ।[২১] উক্ত বাজেট বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তাকার্ড দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তাকার্ড দিয়েছে।[২২]

বস্তুত, কৃষি খাতে এসব পদক্ষেপ উৎসাহব্যঞ্জক। তবে সবকিছু নিষ্ঠা ও সততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা যথাযথভাবে তদারকি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতএব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য

২০. অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪*, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট, সারণি-১১, পৃ. ১৬৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২২. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৭ জুন ২০১৩

বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি খাতে যে কর্মতৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে সে সাথে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের প্রেরণা অনুসরণ করা হলে তা সামগ্রিক কৃষি খাতকে আরো বেশি শক্তিশালী করবে বলে নিশ্চিত করে বলা যায়। এর ফলে বাংলাদেশ কৃষি খাত কালক্রমে subsistence level থেকে commercial ও export level-এ উপনীত হতে সক্ষম হবে। ফলে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে, আমদানি ব্যয় কমবে আর সামষ্টিক অর্থনীতি আরো বেশি শক্তিশালী হবে। তাছাড়া এটা প্রচুর সম্ভাবনাময় যে, একমাত্র সার্বিক কৃষি ও কৃষি উন্নয়নকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অচিরেই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের উন্নত দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে হবে বলে আশা করা যায়।

সর্বোপরি বলা যেতে পারে বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে সম্পন্ন পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হলে তা বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রমে যুগান্তকারী অনুপ্রেরণার সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম বলে আশা করা যায়। কেননা এর ফলে বাংলাদেশের জনগণকে আল-কুরআনের আলোকে কৃষি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সচেতন করা যাবে। এতে আশা করা যায়, মহান আলণ্চাহ্‌র অশেষ মেহেরবানিতে গোটা জাতির আর্থ-সামজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।

আলণ্চাহ্ বলেন, 'আলণ্চাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।'[২৩] মহান আলণ্চাহ্‌র এই বাণী মানুষের ঈমান ও 'আমলের কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে মানুষের বৈষয়িক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক ও

কল্যাণকর পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এজন্য কৃষিকে হীন চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই; অনুরূপভাবে কৃষককে অবমূল্যায়ন ও অবহেলা করারও কোন সুযোগ নেই। কেননা কৃষক মানব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষের অপরিহার্য মৌলিক উপাদান- 'খাদ্য' উৎপাদনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তো মনীষী জোসো রক্স বলেন, 'ধর্ম যাজকের পরে যে স্রষ্টার সবচেয়ে নিকটবর্তী, সে হচ্ছে- কৃষক।'[২৪] তাই কৃষক একজন সাধক ও সম্মানিত ব্যক্তি। আর তাঁর সাধনার সুফল সকল মানুষ ভোগ করে থাকে। অতএব, আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শিল্প 'কৃষি'-কে টেকসই ও সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশে সামগ্রিক কৃষি খাতকে সবিশেষ গুর"ত্ব দিতে হবে এবং কৃষককে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বস্তুত কৃষি সকল শিল্পের মূল। তাছাড়া

২৩. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

২৪. টি.এম.টি. ইকবাল ও অন্যান্য, *কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : সারা আলম প্রকাশক, ডিসেম্বর ১৯৯০), পৃ. ১৫১

এটি যাবতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক। আর কৃষিকে কেন্দ্র করেই এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। সুতরাং কৃষিকে বাদ দিয়ে মানব সভ্যতা ও মানব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা চিন্তাও করা যায় না। তাই এই শিল্পের গুর"ত্ব অনুধাবন করে দার্শনিক র"শো বলেন, 'সবচেয়ে বড় আর গৌরবম"িত শিল্প হচ্ছে কৃষি।'[২৫] শুধু মনীষীদের কথা নয় ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি একটি অত্যাবশ্যকীয় ও সম্মানিত পেশা এবং কৃষক একজন সম্মানিত ব্যক্তি। উলেণ্ঢখ্য, সাহাবায়ে কিরাম (রা) গণের মধ্যে অনেকেই কৃষিকাজে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁদের অন্তর আলণ্ঢাহ্র স্মরণ ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরশে আবদ্ধ ছিল।

সুতরাং বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আল-কুরআন তথা ইসলামের আলোকে কৃষি সম্পর্কে অবগত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে কৃষির সাথে সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিগণ আল-কুরআনের আলোকে কৃষি কার্যক্রমে উজ্জীবিত হয়ে এ ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হতে পারবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি কার্যক্রম আরো বহুগুণে ত্বরান্বিত হবে এবং কৃষি খাতে কাঙ্খিত উন্নতি সাধিত হবে, যা কৃষিভিত্তিক সামষ্টিক অর্থনীতিকে অনেক বেশি শক্তিশালী করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এ দেশে কৃষি শিল্পকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত করার জন্য আল-কুরআন ও কৃষিবিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে যথাসাধ্য কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা

রয়েছে। আলণ্ঢাহ্ বলেন, ‘ আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে।’[২৬] কাজেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকজনসহ বাংলাদেশের সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণার্থে এ দেশে সার্বিক কৃষি খাতকে আরো টেকসই ও শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

---

২৫. ট.এম.টি. ইকবাল ও অন্যান্য, *কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

২৬. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯

সপ্তম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার

♦ অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

♦ সুপারিশমালা

♦ উপসংহার

সপ্তম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ, সুপারিশমালা ও উপসংহার

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্টি এবং এর উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন যেন মানুষ সীমা-পরিসীমাহীন জ্ঞান জগতের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং মহান আলণ্ঢাহ্র মাখলূক সৃষ্টির রহস্য উম্মোচন করতে পারে। বস্তুত, আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা মানুষকে আলণ্ঢাহ্র অসীম জ্ঞান, তাঁর কুদরত, হিকমত ও মহিমা সম্বন্ধে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। এর ফলে মানুষ সহজে আলণ্ঢাহ্তে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। অতঃপর মানুষ আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি যথাযথ আনুগত্য স্বীকার করে ও তাঁদের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করে পৃথিবীতে কল্যাণ অর্জন করতে ও পরকালে জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ ও পরিশেষে মহান আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আর আলণ্ঢাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর মানুষ চিন্তা-ভাবনা করলে এ অবস্থায় উপনীত না হয়ে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আলণ্ঢাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। বরং সে সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হয়েছে, সমগ্র পৃথিবী মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'তিনি সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[১] এ প্রসঙ্গে আরও ঘোষণা হচ্ছে, 'আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।'[২] আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আলণ্ঢাহ্ তা'আলার এবাদতের জন্য। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের এবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।'[৩] বস্তুত, এ হলো সকলকিছু সৃষ্টির আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল-কুরআন মানব জাতির জন্য মহান আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ আসমানি জীবনবিধান। এ আসমানি জীবনবিধানের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ্

১. আল-কুরআন, ২ : ২৯

২. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৩

৩. আল-কুরআন, ২ ; ২৯

বলেন, 'কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।'[৪] সুতরাং প্রয়োজন শুধু গবেষণার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা। এছাড়া পবিত্র কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার উৎসাহ দিয়ে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।[৫]

বস্তুত, আল-কুরআন বিজ্ঞান বা কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক কোন গ্রন্থ নয়, তবে মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের ন্যায় কৃষি বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আলোচনা ও ইঙ্গিত এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। তাই **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে পরিচালিত পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সার্বিক কৃষি খাতে কর্মরত কর্মীবাহিনীসহ সকল মানুষের মাঝে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে তা আলণ্ঢাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নে ও ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে মানুষকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করে সার্বিক কৃষি কার্যক্রমকে আরো বহুগুণে ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

মূলত আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করে মানুষকে ঈমান শিক্ষা ও পরম সত্যের প্রতি আহবান করে হিদায়াত দিতে চেয়েছেন। কাজেই কৃষি বিষয়ক আয়াতসমূহের

যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করে মানুষকে সে শিক্ষা ও হিদায়াত অবশ্যই অর্জন করতে হবে। তবেই মানুষ এ থেকে সত্যিকারভাবে পৃথিবীতে ও পরকালে লাভবান হতে সক্ষম হবে। তাছাড়া কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে কৃষিকাজের প্রেরণা নিয়ে মানুষের কৃষি উন্নয়নে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত অবদান রাখার চমৎকার সুযোগ রয়েছে। তাই বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলয় বিনির্মাণে বিশ্ববাসীকে আল-কুরআন ও কৃষিবিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে এখনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি মানব অস্তিত্ব, মানব সভ্যতার বিকাশ ও মানব সভ্যতা সংরক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা খাদ্য ছাড়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই। আর মানুষ ও প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটাই স্রষ্টার বিধান ও পদ্ধতি। মহান আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এর কোনো রকম ব্যতিক্রম হয় না । আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'আপনি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না।'[৬] তাই আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর বিধান ও নিজ কর্তব্য অনুযায়ী মানুষ ও পশু-পাখির বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয়

৪. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮

৫. আল-কুরআন, ৩৮ : ২৯

৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৭৭

রসদ ও উপায়-উপাদান এ পৃথিবীতে মজুদ রেখেছেন। মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'[৭] সে অনুযায়ী আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন : মাটি , পানি, সূর্যের আলো ও তাপ, বায়ু শক্তিকে সার্বিক কৃষি কার্যক্রমে যথাযথভাবে ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা এবং এসব নি'আমতসমূহ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ হওয়ার জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য। শুধু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই নয় বরং এ প্রসঙ্গে মানুষের কী বলা উচিত তাও মহান আলণ্ঢাহ্ মানুষকে তাঁর পাক কালামে শিখিয়ে দিয়েছেন। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি।'[৮] বস্তুত, ইসলামের যথার্থতা- বিশেষ করে এক আলণ্ঢাহ্র চিরবিরাজমান সত্তার অস্তিত্ব, তাঁর সর্বময় সার্বভৌম মহিমার দলীল-প্রমাণ হিসেবে এবং আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতা বিশেণ্ঢষণ করার জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অতএব, কৃষি সংশিণ্ঢষ্ট আয়াতসমূহের

উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আলণ্ঢাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করে লাভবান হতে পারবে বলে আশা করা যায়। তাই ঈমান ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের গূঢ়রহস্য অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে সাথে সার্বিক কৃষি কার্যক্রমে আল-কুরআনের প্রেরণা অনুসরণ করে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দূরীকরণার্থে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি একটি সওয়াবের কাজ। কেননা এটি রিযিক অন্বেষণের একটি অপরিহার্য ও মৌলিক কর্মতৎপরতা, যা হযরত আদম (আ)-এর যুগ হতে এ যাবত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। অর্থাৎ খাদ্যের জন্য চাষাবাদ ও কৃষিকাজ অপরিহার্য। তাই খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানব অস্তিত্বকে সুরক্ষার জন্য কৃষির কোনো বিকল্প নেই।

মহান আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছাক্রমে নবী-রাসূলগণ ধৈর্য শিক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বকরী চরাতেন অর্থাৎ পশুপালন করতেন। মদিনায় আনসার সাহাবীগণ ক্ষেত-খামার ও বাগানে কাজ করতেন। এমনকি শরী'আত সম্মত উপায়ে বর্গা প্রথায়ও জমি চাষ করতেন। উৎপাদিত ফসলের উপর উশর প্রদান করতেন। কৃষির সাথে তাঁদের জীবন ছিল সম্পৃক্ত কিন্তু তাঁদের অন্তর ও 'আমল ছিল আলণ্ঢাহ্ ও

৭. আল-কুরআন, ৭ : ১০

৮. আল-কুরআন, ৩ : ১৯১

পরকালমুখী। তাঁরা নিজেদের ঈমান ও 'আমল মজবুতকরণের মাধ্যমে, মহান আলণ্ঢাহর স্মরণ ও তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের মাধ্যমে, তাঁর এবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এবং পাশাপাশি পার্থিব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিকাজের মাধ্যমে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আযাতসমূহের পূর্ণ হক আদায় করেছিলেন। এজন্য তাঁরা মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ ও অনুসরণীয়। বস্তুত, আলণ্ঢাহ্র ইচ্ছাক্রমে কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য মানুষ ও পশু-পাখি খেয়ে বেঁচে থাকে ও তাদের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষা করে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষির গুর ত্ব অপরিসীম এবং এটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির প্রতি মহান আলণ্ঢাহ্র অপার নি'আমত। সে মোতাবেক আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জানার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' শিরোনামে সম্পন্ন পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আল-কুরআনে সার্বিক বা সমন্বিত কৃষি সম্পর্কিত মোট ৩৭২টি আয়াত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে ফসল ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত ১৪৭টি আয়াত, মৎস্য সম্পর্কিত ২৭টি

আয়াত, পশু-পাখি সম্পর্কিত ১২১টি আয়াত এবং বৃক্ষ, গাছপালা, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ৭৭টি আয়াত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কোনোটিতেই আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে প্রেরণা অনুসরণ করে কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার তেমন কোনো উপমা বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং প্রচলিত কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কৃষি সম্বন্ধে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ধারণা প্রদান করা হয় কিন্তু কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোচনা ও প্রেরণা সম্বলিত কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করা হয় না। ফলে কৃষি সম্বন্ধে আল-কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা ও অর্থপূর্ণ ধারণা থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অসচেতন থেকে যাচ্ছেন। অথচ কৃষিতে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান ও কুরআনের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রদানের চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল দাখিল (এসএসসি সমমানের) শ্রেণিতে কৃষি শিক্ষা বইয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি সম্পর্কে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত আছে। শিক্ষার্থীগণ এ অধ্যায়ের মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কে ইসলামের আলোকে কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আর কোনো স্তরে কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোকে

সুনির্দিষ্টভাবে কোনো শিক্ষা বা ধারণা প্রদান করা হয় না। অথচ পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি আল-কুরআন তথা ইসলামী জ্ঞান যৌথভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মসজিদসমূহের ইমামগণকে ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষি ও বনায়ন, ইসলামের দৃষ্টিতে মাছ চাষ, ইসলামের দৃষ্টিতে পশু-পাখি পালন প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইমামগণ ইসলামের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কমকাণ্ডে নিজেদেরকে কম-বেশি সম্পৃক্ত করতে পারছেন বলে জানা যায়। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ ইসলামের আলোকে নিজ নিজ এলাকার মানুষকে কৃষিকাজে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছেন বলে এ সম্পর্কে তথ্য-প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বিগত পাঁচ বছরের (সময়কাল : ২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত) সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাজেটে কৃষি খাতে ক্রমশ বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়া বাংলাদেশে কৃষিতে ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে। তবে কৃষি খাতে

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার (%) হিসেবে খুবই কম এবং তা ক্রমশ কমে আসছে যা কৃষক ও কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জন্য আশাপ্রদ নয়। অর্থাৎ, কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার ক্রমান্বয়ে আরো বেশি হওয়া দরকার।

বিগত চার বছরে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম যেমন- কৃষি উপকরণ সহায়তাকার্ড বিতরণ, কৃষিতে ভর্তুকি বাবদ বাজেটে সন্তোষজনক বরাদ্দ রাখা, নন-ইউরিয়া সারের মূল্য হ্রাস ইত্যাদি পদক্ষেপ উৎসাহব্যঞ্জক ও আশাপ্রদ। তবে এসব কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সঠিকভাবে তদারকি করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া কৃষিকাজে কৃষকদের উৎসাহ ও প্রেরণা ধরে রাখার জন্য এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করাসহ জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি সরকারসহ সংশিণ্টষ্ট সকলের সদয় বিবেচনায় থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে সম্পন্ন পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হলে তা বাংলাদেশে কৃষি

কার্যক্রমে যুগান্তকারী অনুপ্রেরণার সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম বলে আশা করা যায়। কেননা এর ফলে বাংলাদেশের জনগণকে আল-কুরআনের আলোকে কৃষি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। এতে আশা করা যায়, মহান আলণ্ঢাহ্‌র অশেষ রহমতে সমগ্র জাতির আর্থ-সামজিক অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হবে। অধিকন্তু কৃষিবিজ্ঞান ও আল-কুরআনের সমন্বিত জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশে কৃষি খাতকে রপ্তানিমুখী কৃষি খাতে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কেননা মহান আলণ্ঢাহ্‌র দয়ায় বাংলাদেশে রয়েছে কৃষির সার্বিক অনুকূল পরিবেশ। অতএব, সার্বিক কৃষি খাতকে সার্বিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

আল-কুরআন মহান আলণ্ঢাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য অবতীর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা সম্বলিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। বস্তুত, আল-কুরআনে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত, বর্ণনা, ইঙ্গিত ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে মানুষ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৯] আলণ্ঢাহ্ আরো বলেন, 'আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।'[১০] তাই এ থেকে বুঝা যায়, মহান আলণ্ঢাহ্ আল-কুরআনে কোন কিছুই বাদ দেননি। বরং তিনি এতে প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিয়েছেন যাতে মানুষ প্রকৃত সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে দীনের পথে পরিচালিত হয়ে ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

উলেণ্ঢখ্য, ইসলাম মহান আলণ্ঢাহ্ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। আলণ্ঢাহ্ বলেন, 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আলণ্ঢাহ্র নিকট একমাত্র দীন।'[১১] এছাড়া ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন

আলণ্ঢাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মহান আলণ্ঢাহ্‌ বলেন, ‘কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।’[১২] মহান আলণ্ঢাহ্‌র এ সংক্রান্ত শাশ্বত বাণী বিদায় হজ্জে ‘আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। আলণ্ঢাহ্‌ বলেন, ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।’[১৩] সুতরাং মানুষের ইহকালীন শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি, জান্নাত লাভ ও আলণ্ঢাহ্‌ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন ইসলাম ও আল-কুরআন অধ্যয়ন, অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে নিশ্চিতভাবে নিহিত রয়েছে- এতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই।

বস্তুত, আল-কুরআন নবী ও নবীর উম্মতের জন্য পথ-প্রদর্শনকারী মহা সন্মানিত বস্তু। কারণ পবিত্র

৯. আল-কুরআন, ৩৯ : ২৭

১০. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

১১. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

১২. আল-কুরআন, ৩ : ৮৫

১৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘ কুরআন তো আপনার ও আপনার সম্প্রদায়েরর জন্য সম্মানের বস্তু; আর তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।’[১৪] সুতরাং কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান পালন করা হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে মানুষকে শেষ বিচারের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধিকন্তু কুরআন ও কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আলণ্ঢাহ্‌ তা‘আলা মানুষকে জোর তাগিদ দিয়েছেন, এমনকি এ ব্যাপারে ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে, ‘তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ?’[১৫]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, আলণ্ঢাহ্‌ তা‘আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁকে সর্বপ্রথম বস্তুজগতের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে আলণ্ঢাহ্‌ তা‘আলা হযরত আদম (আ)-কে ফিরিশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, ‘আর আলণ্ঢাহ্‌ তা‘আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম।’[১৬] অর্থাৎ, মহান আলণ্ঢাহ্‌ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে পৃথিবীর অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করে তাঁকে ফিরিশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

সুতরাং আল-কুরআনের জ্ঞানের সাথে বস্তু জগতের জ্ঞানকে যৌথ বা সমন্বিতভাবে চর্চা করা হলে এ সমন্বিত জ্ঞান চর্চাই মানুষকে পরিচালিত করবে জ্ঞানভিত্তিক পূর্ণ সফলতার দিকে। যা প্রকারান্তরে মানুষকে পরিচালিত করবে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে এবং ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক উন্নতির পথে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান আবার ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করলে এই সমন্বিত জ্ঞান মানুষকে আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞানভিত্তিক কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা। তাই যুগোপযোগী কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দাও। কেননা তারা এমন এক যুগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।'[১৭] ফার ূকে আযম (রা)- এর এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, যুগে যুগে আবিস্কৃত ও উদ্ভাবিত কল্যাণকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ধার্মিক ও 'আলিমগণের

১৪. আল-কুরআন, ৪৩ : ৪৪

১৫. আল-কুরআন, ৪৭ : ২৪

১৬. আল-কুরআন, ২ : ৩১

১৭. মুহাম্মদ তাহের হোসেন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *পারিবারিক সহিংসতা ও মানবাধিকার*(ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, নভেম্বর ২০১২), পৃ. ১৯

পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামের বুনিয়াদি আদর্শকে লালন ও সংরক্ষণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ ধরনের উদাহরণ অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে অনায়াসে জানা যায়- যা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পুনঃপুন বর্ণিত হয়েছে।

উলেণ্ডখ্য, মানব জাতির অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য যে-কৃষি, সে সম্বন্ধে আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে অর্থবহ ইঙ্গিত ও প্রেরণা অনুসরণ করে কৃষি খাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সুষ্ঠু কৃষি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা কৃষির অবনতি ঘটলে তা গোটা জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেবে। তাই বাংলাদেশে কৃষির গুর ুত্ব অপরিসীম বিধায় আল-কুরআনে বর্ণিত কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে প্রেরণা অনুসরণ করে সার্বিক কৃষি খাতে সামগ্রিক উন্নতি সাধনের চমৎকার সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম ও ধর্মভীর ু। কাজেই তাঁদের মাধ্যমে এ সুযোগকে কাজে লাগানোর পরিসর আরও অনেক বেশি। অতএব, **'কৃষি : আল-কুরআনের**

প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' শিরোনামে সম্পন্ন গবেষণা কর্মের অনুবৃত্তিক্রমে যা করণীয় তা সুপারিশ আকারে নিম্নে পেশ করা হলো :

১. কৃষির টেকসই উন্নতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা বলয় বিনির্মাণে কৃষি বিষয়ে আল-কুরআনের আলোকে আরো ব্যাপক ও প্রাগ্রসর গবেষণা কর্ম পরিচালিত হতে পারে।

২. 'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' শিরোনামে সম্পন্ন পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের অনুরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক নানা ধরনের মৌলিক ও অ্যাডভান্স গবেষণা কর্ম পরিচালিত হতে পারে।

৩. সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমনঃ মাটি, পানি, বায়ু ও সৌরশক্তির সুষ্ঠু ও সুন্দর এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব বিষয়ে আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন মৌলিক ও উপযোগী গবেষণা কর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে করণীয় ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমন্বিত ও প্রাগ্রসর গবেষণা কর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. বস্তুজগতের সকল জ্ঞানকে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে সর্ব প্রকার জ্ঞান তথা বিষয়ভিত্তিক ইসলামী

গবেষণাকে আরো জোরদার করা যেতে পারে। ফলে গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জ্ঞান গবেষক ও পাঠক উভয়য়ের জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান চর্চায় দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। এতে মানুষ লাভবান হবে।

৬. কুরআনভিত্তিক বিজ্ঞান গবেষণাকে আরো জোরদার ও শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য বিজ্ঞানের সকল শাখাকে আল-কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পাশাপাশি মানুষ আল-কুরআন চর্চা করে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাবে। এতে মানুষ মহান আলণ্ডাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর প্রতি অনুগত হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে মুসলিমগণ একটি আদর্শ ও জ্ঞানবান জাতি হিসেবে এ পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে। এ ধরনের গবেষণা কর্মে গবেষকগণকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য গবেষণা কর্মে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারিও বেসরকারি সংস্থা, ধর্মানুরাগী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো যেতে পারে।

৭. উক্ত পিএইচ.ডি গবেষণায় কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত আয়াতসমূহকে সংকলিত করে 'আল-কুরআনে কৃষি' শিরোনামে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। ফলে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের

পাশাপাশি কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা অধ্যয়ন করে গবেষক, পাঠক, কৃষক, কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষি সেক্টরে কর্মরত কর্মীবাহিনীসহ সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবে। ফলে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন আরো বহুগুণে ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

৮. বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী কৃষিবিজ্ঞানের সাথে কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বিষয়বস্তু কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠদানকারী ও শিক্ষার্থীগণ 'আল-কুরআনে কৃষি' সম্পর্কে কম-বেশি একটা ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে। ফলে শিক্ষার্থীগণ আল-কুরআনের নির্দেশনাসহ কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। ফলে কৃষি কার্যক্রম আরো অনেক বেশি ত্বরান্বিত ও উৎসাহিত হবে; যা সার্বিক কৃষি উন্নয়নকে বেগবান করবে।

৯. 'আল-কুরআনে কৃষি' বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে কৃষি উন্নয়ন কর্মী ও কৃষির সাথে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল-কুরআনের আলোকে কৃষিকাজে আগ্রহ ও স্পৃহা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

১০. গণমাধ্যমে 'কৃষি সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট ও কৃষি উন্নয়ন' বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও

কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে। এতে মানুষ মহান আলণ্ঢাহ্র একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে, তাঁর নি'আমত ও অফুরন্ত অবদান সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ফলে মানুষ আলণ্ঢাহ্ তা'আলার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করত তাঁর প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রকাশের মনোভাব পোষণ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি মানুষ কৃষিকাজে আরো বেশি মনোযোগী হবে বলে আশা করা যায়। এতে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশে সার্বিক কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১১. জাতীয় কৃষিনীতিকে আরও টেকসই ও সুসংহত করতে হবে।

১২. কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন করতে হবে ও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থাৎ, কৃষিজমির ক্রমহ্রাসের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৩. কৃষিখাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চলমান ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. কৃষিখাতের অর্জনকে ধরে রাখার জন্য কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যেতে হবে। এজন্য পর্যায়ক্রমে সকল কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তাকার্ড কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

১৫. কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে এবং ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. কৃষকদের মাঝে বিনাসুদে ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

১৮. সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার পাশাপাশি সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার উপরও সবিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করতে হবে।

১৯. মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় মাটি পরীক্ষাপূর্বক অজৈব সারের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২০. মৃত্তিকা উর্বরতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে টেকসই 'মৃত্তিকা স্বাস্থ্যনীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২১. ভেজাল সার ও ভেজাল কীটনাশক-এর উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার রোধ করতে হবে।

২২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত জাতের শস্যবীজ উদ্ভাবন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে জন্মিতে পারে শস্যের এমন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

২৪. কৃষি গবেষণাকে অধিকতর জোরদার, যুগোপযোগী, পরিবেশ ও জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম করতে হবে।

২৫. কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো আধুনিক, দ্র"ত ও কার্যকর করতে হবে।

২৬. শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কৃষিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

২৭. উচ্চতর কৃষিশিক্ষা তথা কৃষিতে ডিগ্রি, ডিপেণ্ডামা সমাপনান্তে in-terne ব্যবস্থার প্রচলন আবশ্যিক করতে হবে। এতে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা অধিকতর বাস্তবমুখী হবে।

২৮. সার্বিক কৃষি খাতে সরকারের সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দ ও এডিপি বরাদ্দ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়াতে হবে।

২৯. শস্যহানির ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান প্রবর্তন, কৃষি বিপণন দল ও কৃষক ক্লাব গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩০. কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য নিশ্চিত করতে হবে যেন কৃষকদের কৃষিকাজে আগ্রহ ও স্পৃহার বৃদ্ধি পায়।

৩১. সম্ভাবনাময় কৃষিজমি বন্যামুক্ত করে ফসল চাষের আওতায় আনতে হবে।

৩২. লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা দূর করে কৃষিজমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

৩৩. খরা সহিষ্ণু, ঠান্ডা বা শৈত্য সহিষ্ণু, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

৩৪. বিকল্প শস্যের চাষ প্রবর্তন করতে হবে। যেমন- চিনির বিকল্প হিসেবে সুগারবিট চাষের প্রবর্তন।

৩৫. সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

৩৬. হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়নে সমন্বিত মাষ্টার পণ্ড্যান প্রণয়ন করতে হবে।

৩৭. কৃষকদের জন্য যুগোপযোগী ও সার্বিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৮. কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩৯. খাদ্যে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হবে।

৪০. যুগোপেযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৪১. খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য মজুদ, খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪২. পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য খাদ্য গুদামের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বিদ্যমান গুদামগুলোকে সম্প্রসারণ করতে হবে।

৪৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

৪৪. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯' যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪৫. কৃষিকাজের সুবিধার্থে নদীতে বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৪৬. সেচ প্রকল্পসমূহ কার্যকর রাখার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪৭. ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও প্রবাহ বজায় রাখাসহ নদীর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতে নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে কৃষিভূমিকে সুরক্ষা করা সম্ভব হবে।

৪৮. দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৪৯. ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির উৎসের উপর নির্ভরতা ৫০ : ৫০ -এ নামিয়ে আনতে হবে।

৫০. সার্বিক কৃষির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাত দু'টি কর্ম সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তথাপি দেশের সকল মানুষের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষে এ উপ-খাত দু'টিকে আরও সম্ভাবনাময়, উৎপাদনমুখী ও শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের দিকগুলো আরও সহজ ও জোরদার করতে হবে।

৫১. জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫২. গ্রীন হাউস প্রভাব দূরীকরণে এবং মরুকরণ প্রশমনে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে হবে।

৫৩, বনজসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সুষ্ঠূ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫৪. বন গবেষণা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

৫৫. সর্বোপরি সার্বিক কৃষি কার্যক্রমকে পরিবেশ ও জীবনবান্ধব করতে হবে।

উপসংহার

এ পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই মহান আলণ্ডাহ্ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিকুলের জন্য তাদের সৃষ্টির বহু পূর্বেই সে ব্যবস্থা এ পৃথিবীতে করে রেখেছেন। বস্তুত, মানুষের মৌলিক চাহিদার সবগুলো উপাদান যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সামগ্রী প্রভৃতির সরবরাহ আসে কৃষি থেকে। তাই কৃষির স্থায়ীত্ব, উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে মানুষের অস্তিত্ব, সভ্যতা, সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা মানুষ ক্ষুধা নিবারণ ও বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সংস্থান করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুত হয়ে অন্যায় ও অসত্য পথে ধাবিত হয়। এমনকি অভাব ও উপবাসের তাড়নায় মানুষ কুফরির দিকে ধাবিত হয় এবং হারাম ভক্ষণে আর কোনো সঙ্কোচ বা অপরাধবোধ অন্তরে অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় দীনের প্রতি তথা সত্যের প্রতি মানুষের

আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ঈমান ও 'আমল নষ্ট হয়ে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। এর ফলে পৃথিবীতে দেখা দেয় নানা রকমের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। আর পরকালে তো রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। কিন্তু মহান স্রষ্টা আলণ্ঢাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিসহ তাঁর সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই তিনি মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আহার্যের সংস্থানের জন্য 'কৃষি'-কে নি'আমত হিসেবে দান করেছেন। অর্থাৎ কৃষি মহান আলণ্ঢাহ্র সৃষ্টি, এটি তাঁর অপার নি'আমত এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার জন্য গুর ত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। অধিকন্তু কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যথা-মাটি, পানি, বায়ু ও সূর্যালোক প্রভৃতিকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার করে তা থেকে কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে সে শিক্ষাও তিনি মানুষকে দিয়েছেন। কাজেই আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার যথাযথ সমন্বয় ও সদ্ব্যবহার করে মানুষ আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

বস্তুত, মানব অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কৃষি কার্যক্রম এ পৃথিবীতে অব্যাহত থাকবে। কাজেই মানুষের সার্বিক চাহিদানুযায়ী এবং আল-কুরআন ও কৃষিবিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষির গুর ত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সুষ্ঠু কৃষি উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কেননা বাংলাদেশে কৃষি খাতে কোনো অবনতি বা বিপর্যয় ঘটলে তা সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়। তাই বাংলাদেশে কৃষির গুর ত্ব
অপরিসীম। এছাড়া বাংলাদেশে অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্য কৃষিভিত্তিক। তাই এদেশে কৃষির উন্নতির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নতির পথ প্রসারিত হয় এবং কৃষিজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যেসহ রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। সুতরাং দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো কৃষি। তাই এদেশে সার্বিক কৃষি খাতের কাঙ্খিত উন্নতির জন্য সরকারসহ জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া উচিত।

আল-কুরআন আলণ্ঢাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনব্যবস্থা সম্বলিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। আল-কুরআনে মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষকে সত্য সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষাদানের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আল-কুরআন বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো গ্রন্থ নয়। তবে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা করে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা ও

হিদায়াত দিতে চেয়েছেন। উলেণ্টখ্য, বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের একটি গুর ত্বপূর্ণ প্রায়োগিক শাখা হলো কৃষি। এই কৃষি বিষয়েও আল-কুরআনে গুর ত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। বস্তুত, মহান আলণ্টাহ্ তাঁর অস্তিত্বের সপ্রমাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং তাঁর নি'আমত, কুদরত ও অসীম সৃজনশক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে বুঝানোর জন্য এবং মৃত্যুর পর মানুষের পুনর ত্থান ও কিয়ামতের অবশ্যম্ভাবিতা ও পরকাল সম্পর্কে ঈমান আনয়নের জন্য আল-কুরআনে কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

এতদ্ভিন্ন আল-কুরআনে কৃষি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পাঠ করলে এবং এগুলো বিশেণ্টষণ করলে মনে হয়, মহান আলণ্টাহ্ এসব আয়াত কৃষক, কৃষিজীবীগোষ্ঠী ও কৃষিজনপদকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ করেছেন এবং এসব আয়াতের মাধ্যমে কৃষির গুর ত্ব অনায়াসে ফুটে উঠেছে। কেননা জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের ন্যায় কৃষি সম্পর্কে যেসব গুর ত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য এতে সন্নিবেশিত রয়েছে, তা জানতে পারলে নিঃসন্দেহে কৃষির উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে; যা একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ বেকারত্ব দূরীকরণে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এজন্য **'কৃষি : আল-কুরআনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত গবেষণা কর্মের মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত প্রাপ্ত আয়াতসমূহ সার্বিক কৃষি কার্যক্রমে যুগান্তকারী প্রেরণার সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণকে আল-কুরআনের আলোকে কৃষি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সচেতন করা যাবে। এর ফলে বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি খাতে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম : অনু. ও সম্পা. শামসুল 'উলামা বেলায়েত হোসেন ও অন্যান্য, ৩য় সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭

২. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন 'সংক্ষিপ্ত তাফসীর'*, বাংলা অনু. ও সম্পা. মাও. মুহিউদ্দীন খান, মদিনা মুনাওয়ারা : খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৩. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, জুলাই ১৯৮২

৪. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ২০০৮

৫. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ১৯৮৭

৬. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, মে ১৯৮২

৭. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৫ম খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর ১৯৮২

৮. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ১৯৮৩

৯. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৭ম খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৮৭

১০. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, বাংলা অনু. মাও. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইফাবা, মে ১৯৮৮

১১. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, ১ম খণ্ড, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০০৩

১২. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর*, ২য় খণ্ড, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৩

১৩. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর,* ৩য় খ-, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ১৯৯১

১৪. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর,* ৮ম খ-, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০২

১৫. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর,* ৯ম খ-, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০২

১৬. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর,* ১০ম খ-, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০৩

১৭. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম আবূল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর,* ১১তম খ-, বাংলা অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৩

১৮. পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ : *তাফসীরে মায্‌হারী,* ৫ম খ-, অনু. হাফেজ মাও. সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০২

১৯. পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ : *তাফসীরে মায্‌হারী,* ৬ষ্ঠ খ-, অনু. হাফেজ মাও. মুহাম্মদ ইসমাঈল ও মাও. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৩

২০. পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ : *তাফসীরে মায্‌হারী,* ৭ম খ-, অনু. মাও. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০০৩

২১. পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ : *তাফসীরে মায্‌হারী,* ৭ম খ-, অনু. মাও. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর

২০০৩

২২. পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ : *তাফসীরে মায্‌হারী,* ৮ম খ-, অনু. মাও.মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ও মাও. আ. ব. ম. সাইফুল

			ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৪
২৩.	পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ	:	*তাফসীরে মাযহারী*, ১০ম খন্ড, অনু. মাও. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৪
২৪.	পানীপথী, আলণ্ডামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউলণ্ডাহ	:	*তাফসীরে মাযহারী*, ১১তম খন্ড, অনু. মাও. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০০৫
২৫.	গবেষণা বোর্ড	:	*আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, অনু. ডা. গোলাম মুয়ায্যম ও অন্যান্য, ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৭
২৬.	আমিন, ড. মোঃ সদরুল ও অন্যান্য	:	*কৃষি ও বনায়ন*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, অক্টোবর ১৯৯৩
২৭.	আমিন, কৃষিবিদ ড. মোঃ সদরুল ও অন্যান্য	:	*কৃষি ও বনায়ন*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৭
২৮.	আলী, ডা. মোঃ শরাফত ও অন্যান্য	:	*পশু-পাখি পালন*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৩
২৯.	মোস্তফা, মোঃ গোলাম ও অন্যান্য	:	*উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০৩
৩০.	রিকাবদার, কৃষিবিদ মু. ফজলুল হক	:	*চাষি গাইড*, ঢাকা : বাংলাদেশ চাষিকল্যাণ সমিতি, জুন ২০১০
৩১.	ইকবাল, টিএমটি ও অন্যান্য	:	*কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : সারা আলম প্রকাশিকা, ডিসেম্বর ১৯৯০
৩২.	তালুকদার, মোঃ নজরুল ইসলাম	:	*মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৬
৩৩.	রহমান, কৃষিবিদ ড. মোঃ আনিছুর	:	*মাটি, মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ*, ঢাকা : প্রান্ত প্রকাশন, মার্চ ২০০২
৩৪.	হক, ড. মোঃ ময়নুল	:	*ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, ঢাকা :

			ইফাবা, জুন ২০০৩
৩৫.	হক, মোঃ আজহারুল	:	*কুরআনের নির্দেশনা ও জীববৈচিত্র্য*, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৯

৩৬. মল, ড. মোঃ ফেরদৌস ও আমিন, মোঃ রহুল : *ফলের বাগান*, ময়মনসিংহ : মিসেস আফিয়া মল প্রকাশিকা, এপ্রিল ১৯৯০

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ : *ছোটদের বিশ্বকোষ*, ২য় খ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৭

৩৮. তারেক, আবুল হায়াত মুহাম্মদ : *পরিবেশ ও ইসলাম*, ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, একুশে বই মেলা ২০০৭

৩৯. আমিন, ড. মোঃ সদরল ও রহমান, ড. মোঃ মতিয়ার : *উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা, ১ম পত্র*, ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, জুলাই ১৯৯৮

৪০. ফাত্তাহ, ডা. কাজী আব্দুল ও অন্যান্য : *উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা, ২য় পত্র*, ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, জুন ১৯৯৯

৪১. ভূঞা, ড. মোঃ সুলতান উদ্দিন ও অন্যান্য : *কৃষিবনায়ন*, ময়মনসিংহ : শামিমা লিপি সুলতান প্রকাশক, আগস্ট ২০০০

৪২. মুহিত, আবুল মাল আবদুল : *বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪*, ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৩

৪৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১২

৪৪. আল-বুখারী, আবু 'আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল : *বুখারী শরীফ বাংলা অনূদিত*, ৪র্থ খ, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০৩

৪৫. হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল : *মুসলিম শরীফ বাংলা অনূদিত*, ৪র্থ খ, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০০৩

৪৬. আত তিবরিজী, শায়খ ওয়া'লী উদ্দিন আল খতীব মুহাম্মদ ইব্ন আবদুলণ্ঢাহ : *মেশ্কাত শরীফ*, ৬ষ্ঠ খ, অনু. মাও. নূর মোহাম্মদ আ'জমী, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ফেব্রয়ারি ১৯৮৭

৪৭. আল-মানযিরী, যাকীউদ্দিন : *আত্-তারগীব*, কায়রো : দারল হাদীস, তা.বি.

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ : *আল-কুরআনে কৃষি 'সেমিনার স্মারক'*, ঢাকা :

এগ্রিকালচারিস্টস' ফোরাম অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০১

৪৯. রহমান, কৃষিবিদ ড. মোঃ মুজিবুর : *লিফলেট/ফোল্ডার 'পাট জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ*

			সমৃদ্ধ করে', ঢাকা : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, জুন ২০১২
৫০.	মাশরুম উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত	:	*ফোল্ডার 'জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র*, ঢাকা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, তা.বি.
৫১.	ইসলাম, কৃষিবিদ মো. নজরুল	:	*ফল পরিচিতি ও উৎপাদন কৌশল*, ঢাকা : কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়, জুন ২০১১
৫২.	আনিসুজ্জামান, কৃষিবিদ মোহাম্মদ	:	*রোগমুক্ত সুস্থ শরীর ও সুন্দর জীবন লাভ*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, আগস্ট ২০১১
৫৩.	কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত	:	*কৃষি ডাইরি ২০১৪*, ঢাকা : কৃষি মন্ত্রণালয়, জানুয়ারি ২০১৪
৫৪.	হোরায়রা, মাওলানা কাজী আবূ ও অন্যান্য	:	*ইসলামিয়াত*, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৪
৫৫.	আহ্মদ, মাওলানা হোসাইন	:	*আল-কুরআনে পশু-পাখির কিস্সা*, ঢাকা : তানভীর প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৩
৫৬.	সিলেবাস কমিটি	:	*ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর নিয়মিত কোর্সের সিলেবাস*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১২
৫৭.	ইসলাম, এ.বি. এম. শফিকুল ও অন্যান্য	:	*প্রশিক্ষণ সমাপনী স্মরণিকা ৭৮৫তম দল*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৪
৫৮.	হোসেন, মুহাম্মদ তাহের ও অন্যান্য	:	*পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মানবাধিকার*, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, নভেম্বর ২০১২
৫৯.	আলম, হাসান জাহাঙ্গীর	:	*মসজিদ জরিপ প্রতিবেদন ২০০৮*, ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০০৯
৬০.	খান, জাতীয় অধ্যাপক এম আর ও অন্যান্য	:	*প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, জুলাই ২০০৮
৬১.	কুদ্দুস, মোহাম্মদ আবদুল ও তালুকদার, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	:	*কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৯৩

৬২.	উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার	:	*ইসলামে কুরবানি ও আকীকার বিধান,* ঢাকা : সুমাইয়া ও সা'দ প্রকাশক, অক্টোবর ২০১১
৬৩.	করিম, সিরাজুল	:	*মাছ. পশু. পাখি ও কৃষি গাইড,* ঢাকা : গতিধারা, মার্চ ১৯৯৯
৬৪.	কিরন, গোলাম মোস্তফা	:	*সাধারণ জ্ঞান আজকের বিশ্ব,* ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, মে ২০১৩
৬৫.	মামুন, রেজাউল করিম	:	*সাধারণ জ্ঞান নতুন বিশ্ব,* ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩
৬৬.	চৌধুরী, প্রফেসর ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য	:	*ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,* ঢাকা : ড. সিরাজুল হক ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭
৬৭.	Ali, Mohammad & others	:	*Bengali- English Dictionary,* Dhaka : Bangla Academy, August 2004

পত্রিকা

১. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৭ জুন ২০১৩

২. কালের কণ্ঠ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১২ মে ২০১৩

৩. দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর ২০০৫

৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২২ মে ২০১১

৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০ জানুয়ারি ২০১২

৬. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ মার্চ ২০১১

৭. দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০